পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী ফেলোসিপ বক্তৃতা, ১৯২৪-২৬]

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক এবং প্রধান
পরীক্ষক ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," "রামায়নী কথা," "হিষ্টরি
অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাণ্ড লিটারেচার" প্রভৃতি
বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ প্রণেতা

রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ., ডি. লিট্.,

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
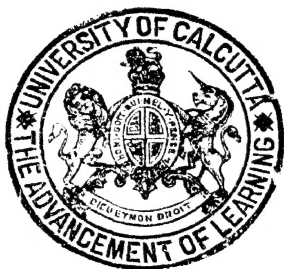
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯২৬

যাঁহারা বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসেন, তাঁহাদের
কর-কমলে

বিষয় সূচী

চিত্র-সূচী

ভূমিকা

১। ধোপার পাট। (১—২৮ পৃঃ)

'ধোপার পাট' পালাটির অধিকাংশ মৈমনসিংহের অন্তর্গত সাকুয়াইবাট্রা-গ্রাম নিবাসী রজনীকান্ত ভদ্র এবং অবশিষ্টাংশ চরশম্ভুগঞ্জবাসী দীন গোপ এবং কীর্ত্তনখোলার 'মধুর বাপ' নামে পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। চন্দ্রকুমার ১৯২৪ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে আমাকে পালা-গানটি পাঠান। পালাটি ৪৬৯ ছত্রে সমাপ্ত; আমি ইহাকে ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

তরুণ বয়স্ক রাজকুমার ও রজক-কন্যা কাঞ্চনমালার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই পালা-গানটি রচিত। এই গীতিকাটির অনেক ছত্রই বৈষ্ণব-কবিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে,—সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। একদিকে চপলমতি নবীন প্রেমিক রাজকুমারের উদ্দাম এবং সাহসিক প্রেমনিবেদন; অপরদিকে স্বীয় অবস্থাবৈগুণ্য এবং সামাজিক-হীনতায় ম্রিয়মাণ ভীরু কাঞ্চনমালার সশঙ্ক, দ্বিধাপূর্ণ অথচ পরিপূর্ণ আবেগময় প্রেমের ভাব কবি অতি সুচারুরূপে অঙ্কন করিয়াছেন গল্প-ভাগও অতি সুকৌশলে গ্রথিত হইয়াছে। এই গীতিকার বৈশিষ্ট্য ইহার অনাড়ম্বর সংযতভাব এবং বাক্য-পল্লবশূন্যতা। গল্প-ভাগরচনায় "মহুয়ার" ন্যায় এই গানেও নাট্যকৌশল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পুকুরপাড়ের দৃশ্য, বর্ষার অভিসার, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন প্রভৃতি চিত্র পর-পর অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। সহসা রাজক্রোধে গল্পের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পাঠকের চিত্তে পর্য্যাপ্তপরিমাণে কৌতূহল-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজকুমারের কাঞ্চনমালার সহিত দেশত্যাগ, নূতন দেশের রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ, গৃহকর্ম্মে ও ব্যবসায়ে আশ্রয়দাতাকে সাহায্যপ্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে আখ্যান-ভাগের রচনানৈপুণ্য সূচিত হইয়াছে। তার পর রাজকুমারীর প্রেমপত্র প্রণয়ি-যুগলের অনাবিল প্রেমপ্রবাহের মধ্যে একটা বৃহৎ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল,—তজ্জন্য পাঠক একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তমসাগাজীর কাহিনীও অপ্রত্যাশিত ভাবে গল্পের

বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে। তাহার বাণিজ্যযাত্রার বিবরণের শেষভাগে বৃদ্ধ রজকের চিত্রটির অবতারণায় করুণ রসের অভিনব উৎস প্রবাহিত হইয়াছে। পরিত্যক্তা কাঞ্চনমালা যে ভাবে নদীর জলে আত্মবিসর্জ্জন করিল, তাহাতে ত্যাগওপ্রেমের মহিমার অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাছে রাজকুমার তাহার মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হন, এজন্য কাঞ্চন করজোড়ে প্রকৃতিকে তাঁহার মৃত্যু কথা গোপন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সম্মুখে তাহাঁদের অতীত সুখের স্মৃতি বহন করিয়া পত্র-শয্যার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। যেখান হইতে বঁধুর বংশী-সঙ্কেত শুনিয়া কাঞ্চন পাগলিনী হইয়া ছুটিতেন, নদীতীরে সেই স্মৃতিজড়িত স্থান এখনও রহিয়াছে। এই মিলনের মিলনান্ত অধ্যায় চিরতিমিরাবৃত। অতীত সুখস্মৃতি এবং বর্ত্তমান ব্যথার সন্ধিস্থলে রাজকুমারের পরম কল্যাণ কামনা করিতে করিতে অভিশপ্তা কাঞ্চনমালা নিজদেহ অনন্তে ভাসাইয়া দিয়া তাহার স্বর্গীয় প্রেমের উপসংহার করিলেন। এই গানে বাঁশের বাঁশীর যে সুরটি বাজিয়াছে, আদর্শ প্রেমের যে চিত্রটি ফুটিয়াছে, তাহা অপর এক যুগে বৈষ্ণবেরা ভাষাসম্পদে বিচিত্র করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। যদিও এই গানটির মধ্যে অনেক ছত্র চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে এই সকল কৃষকের গান আদৌ বৈষ্ণবপ্রভাবে রচিত হয় নাই। ইহাতে ছায়া-নিবিড় বাঙ্গলার পল্লী-হৃদয়ের সহজ ভাব-প্রবণতার সেই বিশাল খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের রত্নরাজী আহরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি ও কৃষক কবি, কেহ কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইঁহাদের উভয়েই বাঙ্গালাদেশের ভাবখনির সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই ভাবমূলক যে সব চলিত-কথা দেশময় প্রচলিত ছিল, এবং সহজিয়ারা যাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই চলিত-কথার ঋণ বৈষ্ণব কবি এবং কৃষক কবি উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বৈষ্ণব কবিদের অপূর্ব্ব পদের সন্ধান এই সকল কৃষক কবি জানিতেন, তবে তাহাদের ভাষা কিছুতেই এত অমার্জ্জিত এবং প্রাকৃত-প্রধান থাকিতে পারিত না। ভাব ও রচনাভঙ্গীতে অনুমান হয় এই কবিতাটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

২। মইষাল বন্ধু। (২৯—৭৮ পৃঃ)

'মইষাল বন্ধু'র দুইটি পালাই চন্দ্রকুমারের অসম্পূর্ণ সংগ্রহ। প্রথম পালাটি সূত্রকোণাগ্রামের চন্দ্রকুমার সরকার, কুল্লার আব্বাস নামক রায়ের বাজারের একজন গাড়োয়ান এবং সোহাগীগ্রামের নিধু ব্যাপারী নামক একজন পাট-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সংগৃহীত। দ্বিতীয় পালাটি ভাওয়াল পরগণার উছিগ্রাম নিবাসী গয়া নামক একজন নমঃশূদ্র, উক্ত গ্রামবাসী মাঝিয়া সেক নামক জনৈক ব্যক্তি এবং কাটঘরা গ্রামের গাছুনী সেখ নামক অপর একজন মুসলমানের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম পালাটি ইংরেজী ১৯২৩ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে এবং দ্বিতীয়টি ১৯২৪ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে আমি পাইয়াছি।

মহিষরক্ষক ডিঙ্গাধর ও সুজাতী কন্যার অনুরাগকাহিনী অবলম্বনে মইষাল বন্ধুর দুইটি পালাই রচিত। কিন্তু পালা দুইটির বর্ণিত ঘটনার মধ্যে বিস্তর অনৈক্য আছে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ডিঙ্গাধরের পিতাকর্ত্তৃক বলরামের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ, ঋণগ্রহণানন্তর তাহার আকস্মিক মৃত্যু এবং তার পর নিঃসহায় ডিঙ্গাধরের পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য বলরামের গৃহে চাকুরী-গ্রহণ পর্য্যন্ত আখ্যানভাগ দ্বিতীয় পালাটিতে নাই। মঘুয়ার অনুপস্থিতিকালে মইষাল কর্ত্তৃক মঘুয়া-ভগিনী ময়নার পাণিগ্রহণ, দেশ-প্রত্যাবৃত্ত মঘুয়ার কাঙ্গুরাজার নিকট বিচার প্রার্থণা এবং কাঙ্গুরাজা কর্ত্তৃক মইষালের প্রতি শূলের আদেশ—দ্বিতীয় পালার বর্ণিত এই উপাখ্যানাংশ প্রথম পালায় নাই। প্রথম পালায় আমরা মইষালের যে পিতৃবৃত্তান্ত পাই, তাহা মূল উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধহীন হইলেও উহার অবতারণা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যর্থ হয় নাই। সঙ্গতিসম্পন্ন 'সুজন' গৃহস্থের অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় বিত্তনাশ এবং আকস্মিক মৃত্যু গ্রাম্য কৃষকজীবনের বিচিত্রতার চিত্র সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। পিতৃঋণের চিন্তায় আকুল, মলিনবেশী উপবাসী ডিঙ্গাধর একদিন বলরামের গৃহে উপস্থিত হইয়া যখন নিজের দৈন্য নিবেদন করিয়া সুদীর্ঘ ছয়বৎসরের জন্য মহিষের রাখালী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হইল, তখন বড় দুঃখে তাহার মুখে যে হাসি ফুটিয়াউঠিল, কৃষক বালকের একান্ত দৈন্য সত্ত্বেও সেই হাসিতে তাহার ধর্ম্মভীরুতা ও পিতৃ-স্নেহ জাজ্বল্যমান হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তথা-কথিত সভ্য জগতের কোন কৃষকের চিত্রে এই স্বর্গীয় জ্যোতি নাই। তার পর নির্জ্জন নদীর ঘাটে মইষাল সুজাতীর সাক্ষাৎ এবং আলাপে প্রথম যৌবনে কন্যার মুখে যে রক্তজবার রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অতি অল্প কথায় সমস্ত দৃশ্যটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বরাগের পর তরুণতরুণীর মিলনের জন্য যে চিত্তের আকুলি ব্যাকুলী কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাবৈশ্বর্য্যময় বৈষ্ণব কবিতা স্মরণ করাইয়া দিবে। ছয়মাস পরে মুক্তি পাইয়া অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে নানা সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া ডিঙ্গাধর যখন অর্থ-সম্পদের অধিকারী হইল, তখনও সে সুজাতী কন্যার পূর্ব্বের অনুরাগ অক্ষুন্ন আছে কিনা, ইহার পরীক্ষা না করিয়া সোজাসুজি-ভাবে বলরামের বিধবার নিকট বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইল না। ডিঙ্গাধরের চরিত্রে সর্ব্বদা এইরূপ একটা সংযমের ভাব দৃষ্ট হয়। ছদ্মবেশী ডিঙ্গাধর বলরামরে গৃহে উপস্থিত হইয়া সুজাতী কন্যা ও তাহার বিধবা মাতার যে দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিল তাহার চিত্র অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। আষাঢ়িয়া মণ্ডলের চিত্র অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ইহাদ্বারা কবি ব্যয়কুণ্ঠ কুসীদজীবীর একটা নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রসুয়াঘটকের দ্বারা টাকা পাঠাইয়া, আষাঢ়িয়ার ঋণপরিশোধ এবং বাড়ী খালাস, এবং ডিঙ্গাধরের পরিচয় না দিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন, বিবাহ সম্বন্ধে সুজাতী কন্যার সর্ত্ত এবং পরিশেষে ছদ্মবেশী ডিঙ্গাধরের স্বরূপ-প্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা কবি অতি সুকৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্ত মঘুয়ায় কাহিনী এবং দ্বিতীয় পালায় বর্ণিত কাঙ্গুরাজার অদ্ভুত বিচার অনেকটা ভেলুয়ার পালার হিরণসাধুর বিবরণের অনুরূপ। পালাটি সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত না হওয়ায় গল্পের উপসংহার ভাগ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিতে পারিলাম না। তবে আখ্যায়িকার গতি পর্যালোচনা করিয়া ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, দুর্ব্বৃত্ত মঘুয়া অথবা নৃশংস কাঙ্গুরাজার শত অত্যাচারেও সুজাতী কন্যার নারীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই। পালাগানের প্রায় প্রত্যেকটীর উপসংহারে নায়িকার চিত্র গৌরবান্বিত হইয়াছে, এরূপ দেখা যায়। এই পালাটিতে ও সেই সাধারণ

নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ গীতিকাটির শেষ কয়েক ছত্রে বিলাপময়ী সুন্দরীর যে অটল একনিষ্ঠ প্রেমের রেখাপাত হইয়াছে,—তাহার শেষ দেখিবার ইচ্ছা আমাদের অতৃপ্ত রহিল। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সীতা-সাবিত্রী। কেহ জ্বলন্ত আগুণে পুড়িয়া মরিয়াছেন, কেহ বা তদপেক্ষাও কঠিনতর ত্যাগ দ্বারা স্বীয় মূর্ত্তি মহিয়ষী করিয়া দেখাইয়াছেন। অদূরে তমসা নদীর তীরে যে বীণা দূর অতীত কালে বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঝঙ্কার যুগে যুগে কবিরা সুরতালমানযোগে প্রতিধ্বনি করিয়া এ দেশের প্রেম-মহাব্রতের পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল নারী চরিত্রের কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা শক্ত,—এ বাগানের গোলাপ ও স্থলপদ্ম, সন্ধ্যা মালতী ও মল্লিকা সকলটিই নিখুঁত সুন্দর। এই পালা-গানটিও বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগের অর্থাৎ ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়। ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

৩। কাঞ্চনমালা। (৭৮—১২০ পৃঃ)

"কাঞ্চনমালার" পালাটা রূপকথা। আমার ইংরেজীতে লেখা কথা-সাহিত্য (Folk Literature of Bengal) নামক পুস্তকে মালঞ্চমালার পালা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। রূপকথা-সাহিত্যে মালঞ্চমালার কাহিনী কবিত্বে, পবিত্রতার মাহাত্ম্যে ঘটনাসন্নিবেশনৈপুণ্যে এবং আধ্যাত্মিকতায় এক অপূর্ব্ব সামগ্রী, কাঞ্চনমালার গল্পটিও সেই সকল গুণে ঐশ্বর্য্যশালী এবং তাহাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য। কাঞ্চনমালা পালাটি চন্দ্রকুমার মরিচালীগ্রামের হরচন্দ্র বর্ম্মা ও আইথরনিবাসী রামকুমার মিস্ত্রীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান। এই গদ্যপদ্যময় গীতিকথাটিকে আমি পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

এই কাহিনীর কয়েকটি দৃশ্য ভুলিবার নহে। কাঠুরিয়াদের বনে কাঞ্চন-মালার বাস তাহাদের একটি। সেখানকার বনবাস ও লতাকুঞ্জ তাঁহার পিতার রাজপ্রাসাদের মহিমাকে পরিম্লান করিয়া দিয়াছে। সেই যে রূপসী যুবতী শিশু-স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া, কাঠ মাথায় বহিয়া পথে চলিতেছেন,—গাছের ফল কুড়াইয়া তাহাকে খাওয়াইতেছেন; তাহার শিশু স্বামী কখনও বা কাঠুরিয়া বালকদের সঙ্গে খেলিতেছে—দুঃখের মধ্যে সে কি সুখের জীবন! বনবাসের মধ্যে সে কি সুখের গৃহবাস! এই মনোরম দৃশ্য পাঠকের মানসপটে চির অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য। মত্ত হস্তী যেমন সরোবর মন্থন করিয়া সরোরুহ উৎপাটন করিয়া লইয়া যায়, তেমনই রাজদস্যু আসিয়া সেই প্রশান্ত বনস্থলীকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিয়া শিশুটিকে লইয়া গেল সে কি নিদারুণ শোক রমণীর বুকে হানা দিয়া তাঁহার এই নিবিড় বনকুঞ্জের বাস তুলিয়া দিল! কোথাও লেংটা কুকী মানুষের মাংস খায়, কোথায় গাড়ো পাহাড়ের ঝরণার তীরে মানুষ সাপ ও বাঘের সঙ্গে একত্র বাস করে, সেই সকল দুর্গম বনস্থলী ও গিরিগুহা কাঞ্চনের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কুমারের মন যখন কুঞ্জলতা হইতে আস্তে আস্তে ফিরিয়া শৈশবের আশ্রয়, সেবিকাবেশিনী কাঞ্চনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন দুই রমণী যে পরস্পরকে লুকাইযা কুমারের প্রতি অনুরাগের পাল্লা দিতেছিলেন, সে দৃশ্যে কবি মনস্তত্ত্বের একটা দিক্ প্রকাশ করিয়াছেন। কুমার লুকাইয়া নিদ্রিতা কাঞ্চনমালাকে কপাটের আড়াল হইতে চোরের মত সন্তর্পণে দেখিতেছেন। কুঞ্জলতাকে গোপন করিয়া কাঞ্চনের সঙ্গে চুপে চুপে কথা কহিতেছেন। অথচ কুঞ্জের কুমারগত প্রাণের নীরব ব্যাকুলতা ও সতর্ক চক্ষু তাঁহার সমস্ত ফন্দী আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে। তিনি সহিতে পারিতেছেন না, এবং কহিতে পারিতেছেন না; ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতেছেন। অবশেষে কুমার একটা ভুল করিয়া বসিলেন, যাহা কুঞ্জের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি শিকারে যাত্রা কালে সাশ্রুনেত্রে কাঞ্চনের নিকট বিদায় লইলেন,—অথচ কাঞ্চনমালা যাঁহার ক্রীতদাসী, যিনি রাজকুমারী ও তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী—তাঁহার কাছে বিদায় লইতে ভুলিয়া গেলেন। এদিকে কাঞ্চন ও একটা ভুল করিয়া ফেলিল। একদিন বর্ষায় যখন সারারাত্র ধরিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, যখন প্রকোষ্ঠ একান্ত নির্জন ও মন' গত ব্যথায় ভরপুর, সেই পরিপূর্ণ হৃদয়াবেগের অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে রাজকুমারীর কথায় ভুলিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত রহস্য অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল; সে রাত্রির দৃশ্যটিও ভুলিবার নহে। কাঞ্চনের উক্তি মর্ম্মস্পর্শী; তাহার করুণা পাষাণকেও দ্রব করিতে পারে, কিন্তু পারিল না কেবল রাজকুমারীর মর্ম্মস্পর্শ করিতে। তিনি বুঝিলেন, এই পরিচারিকা তাঁহারই মত বড় ঘরের মেয়ে এবং সে তাঁহার স্বামীর পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী। কুমারের উপর তাঁহারও যে দাবী, কাঞ্চনের তদপেক্ষা বরং বেশী দাবী। এইবার স্ত্রীচরিত্রের কোমলতা চলিয়া গেল। স্ত্রীলোক ভাগের প্রেম করিতে চায়না, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ন্যায়-অন্যায় বিচার থাকে না। অতি ক্রুর কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতা ও তিনি কাঞ্চনকে নির্ব্বাসিতা করিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষ অঙ্কটি হিমাদ্রির গৌরীশৃঙ্গের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুঞ্জ যে পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা অগ্নি পরীক্ষারও উপরে। কৃষক কবি যে এতবড় আদর্শ কোথায় পাইলেন, তাহা জানিনা। স্বামী অন্ধ

হইয়াছেন, কাঞ্চন সন্ন্যাসীর নিকট স্বামীর চক্ষুদান ভিক্ষা করিতেছেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন, তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই কাঞ্চনকে দিতে হইবে। "আমার রাজত্ব লইয়া উহার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিন," সন্ন্যাসী এই দানে মাথা নাড়িলেন। "আমার দুটি চক্ষু লইয়া উঁহার চক্ষু দিন," এবারও সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। "তবে কি ?" "তুমি এই ফলটি লও, ইহার সঙ্গে তোমার এই সাম্রাজ্য কুঞ্জকে দান কর। কিন্তু অপেক্ষা কর, এই দানই চূড়ান্ত নহে ; ইহার সঙ্গে তুমি সমস্ত স্বত্বত্যাগ করিয়া তোমার স্বামীকেও ইহাকে দান কর। শুধু তাহাই নহে। দান করিবার সময় তোমার বুক যেন কাঁপিয়া না উঠে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস কিংবা অশ্রু যেন পতিত না হয় ; তবেই তোমার স্বামী চক্ষু পাইবেন, নতুবা নয়।"

কাঞ্চনের শঙ্কিত স্বামী-গত প্রাণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। "আর এ জন্মে স্বামীকে দেখিতে পাইবনা, সপত্নীকে এই আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। কাঁদিবার অধিকার পর্য্যন্ত আমার থাকিবে না," মুহূর্ত্তের উৎকণ্ঠার পর তিনি স্থির হইয়া নিজের সুখ অপেক্ষা স্বামীর ইষ্টকে বড় করিয়া দেখিলেন। পাষাণ হইয়া মুখের অপ্রসন্নতা ঘুচাইয়া, সপত্নীর হস্তে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই মহীয়সী মূর্ত্তি কি মাইকেল এঞ্জেলো পাথরে গড়িতে পারিতেন ?

কবির বৈশিষ্ট্য ও প্রধান গুণ এই যে তিনি এই কাহিনীতে কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই। কাঞ্চনের কষ্টেও তাঁহাকে যেমন করুণায় নিমজ্জিত করিয়াছে, কুঞ্জকেও তিনি তেমনই সহৃদয়তার সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন। কেবল শেষ অঙ্কে কাঞ্চন যে শুধু প্রেমিকা নহেন, তিনি যে দধীচির মত নিজ অস্থি দিয়া স্বামীর জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইতে পারেন, তাহাই দেখাইয়া তাঁহাকে সমধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তিনি রমণী হৃদয়ে ঘা দিয়াছেন সেই জায়গায়, যে জায়গা সর্ব্বাপেক্ষা কোমল। যে সপত্নী তাঁহাকে ভয়ঙ্কর অপবাদ দিয়া নির্ব্বাসিতা করিয়াছেন, সেই সপত্নীর অঙ্কে স্বামীকে দিয়া নিজে ভিখারিণীর বেশে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। স্ত্রী লোকের হৃদয়ের দুর্ব্বলতম স্থানটি কৃষক কবি যে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, শুধু এইজন্য তাঁহাকে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বলিতে হয়।

আমরা অনেক স্থলেই বলিয়াছি, এই সমস্ত পালাগান ও গীতিকথায় পুরাণ-প্রচারিত ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব আদৌ নাই। কিন্তু বাক্যপল্লবের দ্বারা সতীত্বের মাহাত্ম্য ঘোষণা এবং অপরপার যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্বাভাবিকতা ও অসামঞ্জস্য এই পালাটির মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ সহজেই অনুমান-যোগ্য। পরবর্ত্তীযুগের গায়কসম্প্রদায় শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তি-বিধানের জন্য ক্রমশঃ পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রচার দ্বারা পালার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া পালাটিকে এই সমস্ত দোষ-দুষ্ট করিয়াছেন।

৪। শান্তি ও নীলা। (১২১—১৪৮ পৃঃ)

'শান্তি' পালাটি ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের অন্যতম সংগ্রাহক মুন্সী জসীমুদ্দীন কর্তৃক ফরিদপুর জেলার প্লিয়ারপুর গ্রামের এছেম খাঁ নামক পঞ্চাশৎবর্ষীয় একজন নিরক্ষর মুসলমানের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। পালাটি একশত পঁচিশ ছত্রে সমাপ্ত। ভণিতায় জয়ধর বাণিয়া নামক এক ব্যক্তি পালা রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট ইইতে মহম্মদ আসরফ হোসেন এই পালাটি সামান্য পরিবর্ত্তিত একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন; আসরফ হোসেন জয়ধর বাণিয়াকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়াছেন। কিন্তু জয়ধর বাণিয়া এই পালার আদি-রচয়িতা না হইতেও পারেন। পালাটি বিভিন্ন নামে বহুস্থানে প্রচলিত ছিল, এই পুস্তকে প্রকাশিত 'নীলার বারমাসী' পালাটিও ইহা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। মুসলমান গায়ক-পরম্পরা কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইলেও পালাটি হিন্দুভাবাপন্ন ও মূলতঃ হিন্দু কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। ইহাতে দাম্পত্য বন্ধনের অনাবিল পবিত্রতা সহজ সুন্দর কবিত্বের মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে,— নায়ক নায়িকা উভয়েই হিন্দু, এবং হিন্দুর দুর্গোৎসব প্রভৃতির উপর কবির সশ্রদ্ধ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।। পালাটির বৈশিষ্ট্য, ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে কবির ভাব প্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতা; সঙ্ক্ষিপ্ত কথোপকথনের আকারে কবি অতি কৌশলে বর্ণনার বিষয়ের সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন। অতি শৈশবেই শান্তির যখন বিবাহ হয়, তখন স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, অতি অস্পষ্ট একটি স্মৃতিমাত্র তাহার মনে রহিয়া গিয়াছিল। বহুবৎসরের অদর্শনের পর স্বামী তাহাকে ছলনাদ্বারা পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন; শান্তি তখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু ছলনাকারী যে শান্তির স্বামী, কবি কোথায়ও একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই; বলিলে হয় ত পালার সৌন্দর্য্য হানি হইত, শান্তিরও চরিত্র-মাহাত্ম্য এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। ছলনাশীল তরুণ যুবক ও রঙ্গপ্রিয় স্বাধ্বীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া এক দিকে যেমন শান্তির অটল চরিত্র মহিমা ও দৃপ্ততেজ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তেমনই তাহার

নারীজনোচিত কমনীয় চরিত্র-মাধুর্য্য এবং রহস্যপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। যে ব্যক্তি শান্তিকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল, শান্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও একটা হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকপ্রিয়তা দ্বারা তাহার বিফলতার কষ্ট ততটা বুঝিতে দেয় নাই। অন্যান্য সাধ্বী রমণীরা বঙ্গসাহিত্যে কখনই প্রলোভনকারীদের সঙ্গে রঙ্গরসের অবতারণা করেন নাই। এই পরিহাস অনাবিল ও পবিত্র; ইহা নির্ম্মল ঝরণার জলের মত হৃদয়ের অতিমাত্র প্রফুল্লতার পরিচয় দিতেছে; অথচ তদ্দ্বারা চরিত্র-মাহাত্ম্য অনুমাত্রও ক্ষুন্ন হয় নাই। এই কৌতুক করিতে করিতে যখন ছলনাকারীকে শান্তি স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিল, তখন তাঁহার পরিহাস-রসিকতা প্রকৃতই সার্থক হইল। নতুবা স্বামীর সঙ্গে অতিরূঢ় আচরণ করিলে দাম্পত্যের মর্য্যাদা শেষপর্য্যন্ত রক্ষা হইত না; ইহাতে কবির শিল্প-নৈপুণ্য অতি উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ছলনাকারীকে যখন শান্তি স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিল; তাঁহার তখনকার বধূজনোচিত সলজ্জ মধুরভাব এবং প্রসাধন-তৎপরতার চিত্র বাস্তবিকই বড় সুন্দর হইয়াছে।

পালাটি 'বারমাসী' জাতীয়। ষড়ঋতু বাঙ্গালা দেশের প্রকৃতির উপর যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, সেই বিচিত্র দৃশ্যাবলী রহস্য ও স্নিগ্ধ শ্লেষের দ্বারা মধুর হইয়া এই পালাটির মধ্যে আলোক-আঁধারের সৃষ্টি করিয়াছে।

৫। ভেলুয়া। (১৩৯—২০৭ পৃঃ)

"ভেলুয়ার" পালাটি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে শঙ্খপুরের মদন সাধুর কাঞ্চননগরযাত্রা ও তথায় ভেলুয়ার প্রতি অনুরাগসঞ্চার; এই অনুরাগের ফলে উভয়ের মিলন। মদন সাধুর গৃহে প্রত্যাগমন এবং বন্ধুদের নিকট হৃদয়-ভাব প্রকাশ; তাহার পিতা সমস্ত জানিতে পারিয়া কাঞ্চননগরে ঘটক প্রেরণ করেন। কৌলীন্যগর্ব্বে ভেলুয়ার পিতা বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে মদনের পুনরায় কাঞ্চননগরযাত্রা এবং ভেলুয়াকে গোপনে শঙ্খপুরে লইয়া আসা। মদনের পিতা মুরাই সাধু এই অপহরণের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মদনকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর মদনের ভেলুয়াসহ রাংচাপুরে গমন এবং তথায় তাহাদের প্রতি আবুরাজার দৌরাত্ম্য।

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে আবুজার দৌরাত্ম্যের বিস্তৃত বিবরণ। আবুরাজা-কর্ত্তৃক ভেলুয়াকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন। ভেলুয়া তাঁহার নির্ব্বাসিত স্বামীর উপদেশানুসারে বন্ধু হিরণ সাধুর দেশে গমন করেন। বন্ধুর ভেলুয়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। হিরণ সাধুর ভগিনী মেনকার সহিত ভেলুয়ার পলায়ন, বিশাল নদী বক্ষে আবুরাজার লোক এবং ভেলুয়ার স্বজনগণের জাহাজ-দর্শনে ভীতা ভেলুয়া ও মেনকার জলে পতন। একটি সাধুচরিত্র বৃদ্ধবণিক্ কর্ত্তৃক তাঁহাদের উদ্ধার। মদন সাধুর বিরুদ্ধে হিরণের ষড়যন্ত্র। মেনকার পরামর্শে মদন সাধুর উদ্ধার। বৃদ্ধ সাধুর আশ্রয় হইতে আবুরাজার পুনয়ার ভেলুয়াকে আক্রমণ ও স্বীয় অন্তঃপুরে অবরোধ।

পঞ্চম খণ্ডে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া চৌগঙ্গায় মদন সাধুর আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে ভেলুয়াকে উদ্ধার এবং ভেলুয়ার সহিত বিবাহ। আবুরাজাকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান।

আবুরাজা কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। রাংচাপুর মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রথম ভাগ-সংলগ্ন মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পালার গানটিতে বিশেষ কোনও কবিত্ব-সম্পদ আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই কাহিনীতে প্রসঙ্গ ক্রমে বাণিজ্যের যে সকল বর্ণনা

আছে, তাহাতে এই দেশ যে এক কালে কত সমৃদ্ধ ছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদ-নদী থাকার দরুণ তাহাদের ভঙ্গ-প্রবণ তীরদেশে বৃহৎ প্রস্তর বা ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ নিরাপদ নহে। এই জন্যই বঙ্গীয় শিল্পীরা তাহাদের মনের মত করিয়া "বাঙ্গালা" ঘর রচনা করিত। এই বাঙ্গালা ঘরে চূড়ান্ত কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইত এবং ইহার এক এক খানির জন্য গৃহস্বামীরা যে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহাতে হয়তঃ কচিৎ বিশাল প্রস্তর-পুরী নির্ম্মিত হইতে পারিত। কোনও বৃহৎ প্রকোষ্ঠে সময় সময় ৫২টি পর্য্যন্ত দরজা থাকিত। (১৪৩ পৃষ্ঠা, ৩-৪ ছত্র)। গৃহের কড়িবর্গা খাঁটি সোণার মোড়া হইত (১ পৃঃ, ২ ছত্র)। ছাদগুলি মাছরাঙ্গা পাখী এবং ময়ূরের পালকে আবৃত হইয়া সূর্য্য কিরণে ছবির ন্যায় ঝল্‌মল্ করিত। ছাদ কখন কখনও মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণ পত্রে মোড়া হইত এবং তাহাতে স্থানে স্থানে অভ্রখণ্ড সংলগ্ন করা হইত। অবশ্য কবির এই সকল বিবরণের উপর আমরা আস্থা-স্থাপন করিতে পারি না; কিন্তু অনেক বাদ সাদ দিয়া এই সকল আখ্যান গ্রহণ করিলেও যে দেশের একটা বিশাল সমৃদ্ধির ধারণা হয়, তাহা একেবারে মনঃকল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। জাহাজের মাস্তুলগুলি খাটি সোণার পাতে আবৃত থাকিত এবং তাহার উপরে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত সমুজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন হইত। বণিককন্যারা রাজকন্যার মত সম্মান পাইতেন। সাধারণতঃ তাঁহাদের এক এক জনের বারটি করিয়া সখী থাকিত (১৪৫ পৃঃ, ১ ছত্র)। খাদ্য দ্রব্যাদির জন্য স্বর্ণ পাত্র ব্যবহৃত হইত। রাজরাজড়ারা সাত লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী উপহার দিয়া প্রণয়িণীর মনোরঞ্জন করিতেন (১৭৫ পৃঃ, ৭. ছত্র)। যখন কোনও জাহাজ সমুদ্র যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিত, তখন বণিকবধূরা নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সেই জাহাজ নদীর তীরে বরণ করিয়া বাণিজ্যের দ্রব্যাদি গৃহে লইতেন। যতই কেন অতিরঞ্জন না থাকুক, এই সকল কথা আমরা যখন বাঙ্গালার ব্রতকথা, রূপকথা এবং পালাগান সর্ব্বত্রই প্রায় এক ভাবে পাইতেছি, তখন কবিরা যে নিতান্ত আকাশ-কুসুম কল্পনা করেন নাই, তাহা অনুমান করা যায়। [শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরদাদার ঝুলির ৬৪ হইতে ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

সমাজের যে চিত্র ভেলুয়াতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের ব্রাহ্মণ-

শাসিত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মত আদৌ নহে। ইহা ব্রাহ্মণাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্র কিংবা মগদিগের সমাজের প্রতিচ্ছায়া, তাহা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি জাতিদের উপরে মগদিগের প্রভাব কম ছিল না। সুতরাং এই চিত্রগুলি মগ প্রভাবের দ্বারা চিহ্নিত বলিয়া সময়ে সময়ে মনে হয়। এই পালাগানটিতে বাণিজ্যসংক্রান্ত সে সকল কথা আছে, তাহা স্পষ্টতঃ এই দেশের খুব প্রাচীন কালের, সুতরাং পালাগানটি খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার মধ্যে আদৌ মুসলমানী প্রভাব নাই।

বিবাহের নিয়ম অত্যন্ত শিথিল ছিল। মদন সাধু ও ভেলুয়া বহুকাল স্বামী-স্ত্রীভাবে বসবাস করার পর ধনঞ্জয় সাধু তাহার পুত্র হিরণ সাধুর সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহ অনুমোদন করিতেছেন (১৭৮ পৃঃ, ১৩-১৬ ছত্র)। একটি পলাতকা কুমারী সপ্তদশবর্ষ বয়সের সময় প্রণয়ীর সঙ্গে বহুস্থলে পর্য্যটন করিয়া এবং নানাস্থানে অত্যাচারী ব্যক্তিদিগের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকার পর যখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি সদয় ভাবে গৃহীত হইলেন। ইহা কি খুব বিচিত্র প্রথা নহে? ভেলুয়া এবং মেনকা উভয়েই সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রণয়ি-মনোনয়ন করিতেছেন (১৬৪ পৃঃ, ৩২ ছত্র)। এই সমাজে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ কোন গৌরবজনক স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিবাহ ব্যাপারটা প্রায় সমস্তই স্ত্রী-আচার। বিবাহোৎসবে যে দান এবং ভোজনাদি ব্যাপারের বর্ণনা আছে, তাহাতে দরিদ্রভোজনের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের কথা নাই (২০৬ পৃঃ, ১০৯ ছত্র)।

যদিও স্ত্রী স্বাধীনতার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রায় প্রতি পত্রেই পাওয়া যায়, তথাপি এইটিই খুব সুখের বিষয় যে কোন স্থানেই হিন্দুরমনীর অনাবিল পবিত্রতার ব্যত্যয় হয় নাই। সহস্র উৎপীড়ন এবং উৎকট পরীক্ষা সত্ত্বেও সাধ্বী নায়িকারা তাঁহাদের নারীধর্ম্ম অটুট রাখিয়াছেন। যাহা সমাজের নিতান্ত ব্যাভিচার বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারিত, এই শুভ্র পবিত্রতার আলোকে তাহা একান্তরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের সমাজ-নীতি এই নায়িকারা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন; কিন্তু হৃদয়ের একনিষ্ঠ প্রেমে তাঁহাদের তিলমাত্রও দোষ বর্ত্তে নাই।

এই পালাগানটির রচনা অত্যন্ত শিথিল; পয়ারের নিয়ম প্রায়ই রক্ষিত হয় নাই। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে কবিত্বেরও তেমন কোনও নিদর্শন নাই। তথাপি ঘটনার কৌশলময় পর পর সন্নিবেশের দরুণ পাঠকের কৌতূহল সর্ব্বত্র পরিতৃপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ চৌগঙ্গায় যখন আবুরাজা অপ্রত্যাশিতভাবে নানাদিক্ হইতে শত্রুদের জাহাজ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইলেন, তখনকার দৃশ্য নাট্যকলা-নিপুণতায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

চাটগাঁ হইতে বহুদিন পূর্ব্বে "ভেলুয়া" সুন্দরী নামক কাব্য হামিদুল্লা নামক জনৈক মুসলমান লেখক প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভেলুয়ার আরও একটি পালা আমরা পাইয়াছি; উহা এই গান হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মুসলমান এবং হিন্দু উভয় শ্রেণীর লোকেই অনেক পালা গান বাজারে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এই অর্দ্ধশিক্ষিত প্রকাশকগণ পালাগানের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া এবং তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রী রূপবর্ণনা এবং অশ্লীলতা ঢুকাইয়া দিয়া তাহা এমন বিকৃত করিয়া ফেলেন যে তাহাতে কৃষককবিদের সরল হৃদয়ের মাধুর্য্য, পবিত্রতা এবং অশিক্ষিত রচনাভঙ্গীর সৌন্দর্য্য আর কিছুই থাকে না। কৃষকদের ভাটিয়াল সুর যখন নিয়মাবদ্ধ পয়ারে পরিণত করা হয়, তখন তাহা একেবারে উৎকট হইয়া উঠে।

চন্দ্রকুমার এই পালাটি বাণিয়াচঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

৬। কমলারাণী। (২০৮-২১০ পৃঃ)।

কমলারাণীর গান সম্পূর্ণ সংগ্রহ হয় নাই। কমলাদেবীর সহিত রাজা জানকীনাথের বিবাহের বিবরণ সম্বলিত প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ পাওয়া যায় নাই। চন্দ্রকুমার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে আমাকে পুর্ব্বোক্ত দুই সর্গের সারাংশ লিখিয়া পাঠান। এই পালাটি এক সময়ে মৈমনসিংহ অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল; সুতরাং পালাটির অপ্রাপ্ত অংশ উদ্ধার করিবার আশা আমি এখনও ছাড়ি নাই। পালা গানটি ৩৪২ ছত্রে সমাপ্ত; আমি ইহাকে দশটি সর্গে বিভক্ত করিয়াছি।

পালাগানটিতে একটি বাস্তব কাহিনীকে কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া রচনা করা হইয়াছে। আখ্যায়িকায় বর্ণিত সুষং দুর্গাপুরের জমিদার জানকীনাথ মল্লিক, তদীয় পত্নী কমলাদেবী এবং পুত্র রাজা রঘুনাথ সিং ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মৈমনসিংহের অন্তর্গত রামগোপালপুরের বারেন্দ্র জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল তারিখের পত্রে চন্দ্রকুমারকে ইহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। "কমলাদেবী জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ সিং উক্ত সম্রাটের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। তিনি সুষং দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার জানকীনাথ মল্লিকের পুত্র। স্বামি-দৃষ্ট স্বপ্নানুসারে রাণী কমলদেবী দীঘিটিকে জলপূর্ণ করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করেন, এইরূপ প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কমলাসাগর নামধেয় দীঘির কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান; অবশিষ্টাংশ সোমেশ্বরী নদী গ্রাস করিয়াছে। জানকীনাথ আকবরের সমসাময়িক। রাজা রঘুনাথসম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য মদ্রচিত মৈমনসিংহের বারেন্দ্র জমিদারদিগের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।" খ্যাতনামা লেথ্‌ব্রিজ সাহেবও তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত "The Golden Book of India" পুস্তকে এই রাজা রঘুনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি রাজা উপাধি-লাভ এবং গারো প্রজা দমনার্থ দিল্লীর সাহায্য লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ প্রতিবৎসর গারোপাহাড়ে উৎপন্ন

চন্দন প্রচুর পরিমাণে দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন এবং তিনি "গারো তন্ত্রী মনসবী" এই উপাধিও সম্রাটের নিকট হইতে লাভ করেন।

পালাগানোক্ত চরিত্রগুলিও যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সেইরূপ মূল আখ্যায়িকার বিষয়ভাগও ঐতিহাসিক ঘটনামূলক। প্রিয়তমা রাণীর নামে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্পে রাজা জানকীনাথ কর্ত্তৃক কমলা-দীঘি খনিত হয়, কিন্তু তাহার 'শুকোদ্ধার' অর্থাৎ জলাগম হইল না। দীঘিতে জল না আসিলে দীঘি-কারকের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নরকগামী হইতে হয়,—এই প্রাচীন সংস্কারের দরুণ রাজা এবং তাঁহার পাত্রমিত্র ও প্রজাবর্গ যখন চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন রাজা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে রাণী পুষ্করিণী গর্ভে অবতরণ করিয়া জলসিঞ্চন এবং অপর কয়েকটি প্রক্রিয়া দ্বারা পুষ্করিণীতে জল আনয়ন করিতেছেন। এই স্বপ্নানুসারে রাণী সাধারণের হিতার্থে এবং স্বামীর পিতৃপুরুষদিগকে নিরয়গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দীঘির জলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। কমলারাণীর এই আত্মোৎসর্গ কল্পনা-মূলক নহে। প্রবাদটি দেশময় বহুকাল হইতে প্রচলিত, এবং সত্য ঘটনা মূলক। প্রাচীন সংস্কার অনুসারে গঙ্গাসাগরে শিশুবিসর্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপারের ন্যায় দীঘিতে জল না হইলে নরবলি দেওয়া কিংবা আত্মোৎসর্গ করাও একটা রীতি ছিল। স্থানে স্থানে কবিত্বচ্ছটায় পালাগানটি উজ্জ্বল হইয়াছে। ১০ম খণ্ডে ১—১১ ছত্রে সূর্য্যোদয়ের যে বর্ণনাটি আছে, তাহা এত সুন্দর ও সরল কবিত্বময়, যে পড়িয়া মনে হয় যেন ঋগ্বেদের উষার স্তোত্র পাঠ করিতেছি। রমণী কমলার অসামান্য সংযম করুণরসকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি স্নেহশীলতা এবং অপূর্ব্ব ত্যাগ মণ্ডিত হইয়া দেবীর ন্যায় আমাদের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলির পাত্রী হইয়াছেন।

জানকীনাথকে নিষ্ঠুরতার অপবাদ দেওয়া যায় না। স্বপ্নের কথা শুনিয়াই রাণী আত্মবিসর্জ্জন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ রাণীর বিচ্ছেদে তাঁহার উন্মত্ত শোকোচ্ছ্বাস ও মর্ম্মস্পর্শী প্রলাপ বর্ণনা করিয়া কবি তাঁহার হৃদয়টির যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা স্নেহ-প্রেমে ভরপুর। ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিতে তিনি সাহসী হন নাই—ইহাই তাঁহার দোষ। এ কথাটি ষোড়শ শতাব্দীর মাপকাঠি দিয়া বুঝিতে হইবে।

ভণিতায় অধরচাঁদ পালারচয়িতা বলিয়া নিজের উল্লেখ করিয়াছেন। পালারচনাকাল গীতোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান পালায় পরবর্ত্তী গায়ক সম্প্রদায়ের হস্তে গানের মূল গ্রাম্যভাব ও ভাষার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মনে হয় না।

"মহুয়া," "দেওয়ান ভাব্না," "ধোপার পাট" প্রভৃতি পালার কবিগণ যেমন বাহুল্যবর্জ্জন ও ভাষাসংযম দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান পালার কবি স্থানে স্থানে তাহার একটু ব্যত্যয় করিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গ ১৭—২০ ও ২৭—৩৪ ছত্রে এবং সপ্তম সর্গে ৯—১১ ছত্রে বাক্য-পল্লব দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা কতকটা কাব্য রসের হানি করিয়াছে; মাঝে মাঝে কবি দার্শনিক গবেষণা দ্বারা গ্রাম্যগীতির সরলতা নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু গানের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় অর্থাৎ কমলারাণীর মহান্ আত্মোৎসর্গের চিত্রের নিকট এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

৭। মাণিকতারা। (২৩১—২৭৪ পৃঃ)

মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা আমাদের অন্যতম গীতিকা-সংগ্রাহক বিহারী লাল রায় মহাশয় মৈমনসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়া গত বৎসর ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে পাঠান। বিহারীবাবু আমাকে লেখেন যে পালাটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত ; কিন্তু তিনি বহুকষ্টে ইহার প্রথম খণ্ডটি মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। গায়েনেরা দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে বলিয়া পালার অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ বহুশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। বিহারী বাবু ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে এই কথা লিখিয়া ২৫শে তারিখে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিহারীবাবু অনেক পূর্ব্ব হইতেই জ্বরে ভুগিতেছিলেন ; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গাথা সংগ্রহের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পালার বাকী অংশ আদৌ সংগ্রহ হইবে কিনা, বলিতে পারি না। বিহারী বাবু কোন্ কোন্ স্থান হইতে পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে জানাইবার সুবিধা পান নাই। আমি অবশ্য অপ্রাপ্ত অংশের উদ্ধারের আশা একেবারেই ছাড়িয়া দেই নাই।

পালাটি বেশী দিনকার পুরাণা বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে খাঁটি গ্রাম্য ও প্রাদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্য এবং বিশুদ্ধ শব্দের অভাব থাকিলেও ইহার পয়ার ছন্দ অপেক্ষাকৃত দোষবর্জ্জিত ও আধুনিক, এবং ইহাতে সর্ব্বত্র চতুর্দ্দশ অক্ষরের নিয়ম পালিত না হইলেও, পয়ারের বিরাম ও যতি সম্বন্ধে নিয়মাবলী অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কারণ মনে হয়, সংস্কৃতের কিছু প্রভাব এই কৃষক কবিদের গানের উপর অলক্ষিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা যে ইংরেজাগমনের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। পালায় বর্ণিত আছে যে বিনিময় প্রথার সাহায্যে, প্রধানতঃ কড়ির বদল দিয়া, বাণিজ্যের আদান প্রদান চলিত। প্রথম সর্গে ৩৭-৪৩ ছত্রে উল্লেখ আছে যে নদী পার হওয়ার পারিশ্রমিক বাবদ মাঝিরা কখন কখনও ১২০০০

কড়ি পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের নিকট হইতে আদায় করিত। যদি সাধারণতঃ কোন রূপ মুদ্রার প্রচলন থাকিত, তবে এতগুলি কড়ির ব্যবহার কখনই হইতে পারিত না। নদীপথসমূহ দস্যুতস্করের ভয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। এই সমস্ত দস্যুভীতি ও অরাজকতার বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই পালা ইংরেজাধিকারের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ মুসলমানাধিকারের অবনতির দিনে রচিত হইয়াছিল; গানটির রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

স্ত্রীলোকেরা তীর চালনায়, এমন কি মল্লবিদ্যা ও অন্যান্য পুরুষোচিত ব্যায়ামক্রীড়ায় দক্ষতালাভ করিত, পালাগানটিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ কাব্য রচনা কালে হিন্দু সমাজে এই প্রথা নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। শুধু এই পালায় নহে, ফিরোজ খাঁর পালাতেও আমরা পাইয়াছি যে ১৭শ শতাব্দীতে কেল্লাতাজপুরক্ষেত্রে সখিনা সম্রাট্-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নৌকার সহিত গুপ্তভাবে কাছি বাঁধিয়া ডাকাতেরা কিরূপে মাঝগাঙ্গে যাত্রীদিগকে নিহত করিয়া ধনরত্ন অপহরণ করিয়া অদৃশ্য হইত, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য কিরূপে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সন্দেহের কারণ পর্য্যন্ত অপনোদন করিত, সেই সকল বর্ণনা যেন মুসলমান রাজত্বের শেষ অধ্যায়ের উপর পটোত্তোলন করিয়া দেখাইতেছে, এই বর্ণনাগুলি বাস্তব হইলেও কাব্যরাগরঞ্জিত এবং কৌতুকাবহ।

আমির ও জামাইৎউল্লা নামক দুই ব্যক্তি ভণিতায় পালারচয়িতা বলিয়া একাধিকবার নিজেদের উল্লেখ করিয়াছেন। পালার অধিকাংশই জামাইতের রচনা; কিন্তু আমির রচনাভঙ্গীতে জামাইৎউল্লার এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছে যে উভয়ের রচনা পৃথক করা কষ্টকর। গায়েনেরা অনেকসময় কবিত্বের দাবী ফাঁদিয়া ভণিতায় নিজেদের নাম ঢুকাইয়া দিতেন; এই ভাবে আমিরের নাম ভণিতায় প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিতে পারে। তাহা হইয়া থাকিলে আমির একজন পালাগায়ক মাত্র।

কবিত্বের দিক্ দিয়া পালাটির খুব উচ্চদর দিতে না পারিলেও, ইহা কোন কোন গুণে যে খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পারিবারিক ও সমাজিক ঘটনাসমূহের অবিকল ও কৌতুহলপ্রদবর্ণনা পালাটির

প্রধান বৈশিষ্ট্য। আখ্যায়িকার কোন কোন অংশ সুদীর্ঘ হইলেও আগাগোড়া এমন একটা কৌতুকের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে যে ভাষার দুরূহতা সত্ত্বেও পাঠকের মনে শ্রান্তি বা বিরক্তির সঞ্চার হয় না। ব্যঙ্গরসের অবতারণায় কবির হাত বেশ পটু; তিনকড়ি কবিরাজ প্রদত্ত লাল, নীল ও সাদা তিনটি বড়ি ও তাহা সেবনের অমোঘফলস্বরূপ বাসুর মাতার মৃত্যু ইত্যাদি বর্ণনায় তৎকালের চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। মুসলমানী আমলের বঙ্গসাহিত্যে অনেক সময়ই চিকিৎসকদিগের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হইতে দেখা যায়। ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে রচিত চৈতন্যভাগবতে কথিত আছে চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের গুণগ্রাহী হইয়াও তাঁহার ব্যবসায় লইয়া উপহাস করিতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও বৈদ্যদিগের যে চিত্র দিয়াছেন তাহাও ক্রূর ব্যঙ্গময়। কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার বেকন চিকিৎসকদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, মাঝিরা যেরূপ শিষ্ দিয়া মনে করে সেই শিষের জোরে হাওয়া আসিবে, ডাক্তারেরা সেইরূপ ঔষধ দিয়া পুরাতন ব্যারাম ভাল করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রাচীন যুগে লোকে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান থাকিত এবং চিকিৎসকগণের ঔষধ অপেক্ষা স্বাস্থ্যপালনের নিয়মাবলীর প্রতি অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিত, ইহাই সেই সময়ের চিকিৎসাব্যবসায়ের প্রতি উপেক্ষাশীল হওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। কবিরাজেরা তখন মিঠা বিষ প্রয়োগ করিয়া আপাততঃ রোগীকে রক্ষা করিয়া দর্শণী ও পারিতোষিকাদি লইয়া প্রস্থান করিতেন; পরে রোগীর মৃত্যু হইলেও চিকিৎসকের অপযশ হইত না; যেহেতু বিষ-প্রয়োগের ফলে জ্বর ছাড়িয়া যাইত। মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া প্রবোধ মানিতেন।

কবি জামাইৎউল্লা কখন কখনও হিন্দুদিগের প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রথাসমূহের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন; ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২৪-৩০ ছত্রে কবি কন্যা-জামাতার বিদায়কালীন একটি স্ত্রী-আচারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।

পঞ্চম খণ্ডে ৫৬-১০৮ ছত্রে যে পূর্ব্বরাগের বর্ণনা আছে, তাহাতে কবি কোথায়ও অসংযত ভাব প্রকাশ অথবা নারীচরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও বিশুদ্ধতার হানি করেন নাই; অথচ বর্ণনাটি কবিত্বপূর্ণ ও মনোরম

হইয়াছে। পালার বর্ণিত বাসু, কানু প্রভৃতি চরিত্রগুলি দস্যুতা ও যথেচ্ছাচার দোষে দুষ্ট হইলেও 'পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মাণিকতারার চিত্র শেষের দিকে যে ভাবে কবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বুদ্ধিপ্রখরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এই নারী কাব্যের শেষাংশে বিশেষরূপ প্রতিভাময়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়-পরতা ও ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় থাকিলেও তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভায় কাহারও অবিশ্বাস হইবে না। পালাটি অনেক স্থলে মাণিকতারার নামে প্রচলিত থাকায় মনে হয়, মাণিকতারাই এই পালার মুখ্য চরিত্র। শেষের দিকেই এই চিত্র বিশেষরূপ ফুটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই।

ডাকাতি এবং অত্যাচার উৎপীড়নের বিবরণে পালা পাঠ করিবার সময় সাময়িক বিতৃষ্ণা জন্মিলেও বাসুর মাতার চরিত্রে সেই দোষ কতকটা অপনোদিত হইয়াছে। বাসু হৃতসর্ব্বস্বা বিধবার 'সবে ধন নীলমণি' হইলেও তিনি যখন শুনিলেন যে পুত্র বাসু ব্রহ্মহত্যা করিয়া ধনরত্ন আহরণ করিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার সেই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকামনা করিয়াছিলেন। পুত্রের এই দুষ্কৃতির জন্য নিদারুণ মনোব্যথা পাইয়াই তিনি প্রাণ-ত্যাগ করেন।

পালাটি ৮৩২ ছত্রে সমাপ্ত; আমি ইহাকে দশটি সর্গে বিভক্ত করিয়াছি।

মদনকুমার ও মধুমালা। ২৭৫—৩১০ পৃঃ

এক সময় গঙ্গার উপকূল হইতে সুরু করিয়া বিশাল পদ্মাতীর এবং ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র ও শীতলাক্ষা-ধবলিত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে মধুমালার গল্প প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রের দুই অপ্সরা মধুমালা ও মদনকুমারকে একটি রাত্রের জন্য মিলিত করিয়া এক অপূর্ব্ব ভ্রান্তিবিলাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; মদনকুমারের আংটিটি তাহারা দিয়াছিল মধুমালার আঙ্গুলে, আর মধুমালার আংটি পরাইয়াছিল মদনকুমারের আঙ্গুলে। মদনকুমারের খাটে মধুমালাকে আর মধুমালার পালঙ্কে মদনকুমারকে তাহারা শোয়াইয়া দিয়াছিল। বাস্তব জগতে মিলনের এই অপূর্ব্ব প্রমাণ রাখিয়া তাহারা এই দুই নায়কনায়িকার জন্য প্রেমের যে বাগুরা রচনা করিয়াছিল, তাহাতে দুইটি প্রাণীই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা ছোটকাল হইতে এই রূপকথাটি শুনিয়া আসিয়াছি; গল্পকারিণীর মুখে "আমি স্বপ্নে দেখিলাম মধুমালার মুখ রে"—অতি শৈশবে শুনিয়াছি, সেই গীতের রেশ এখনও কাণে বাজিতেছে। মদনকুমার পাগল হইয়া গেলেন। তিনি নিদাঘনিশীথের বসন্ত বায়ু ভোগ করিতে করিতে একটি মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, একথা ভাবিবার সুবিধা কোথায়? "স্বপন যদি মিথ্যা হ'ত, তার আংটি কেন আমায় দিত"? "স্বপন যদি মিথ্যা হত, খাট-পালঙ্ক কেন বদল হত"? অপ্সরাদের কয়েক মুহূর্ত্তের রঙ্গরসের ফলে "বুঝাইলে না বুঝে কুমার হইল পাগলা। খাওনে শোওনে কান্দে কোথায় মধুমালা"। মধুমালারও সেই অবস্থা। এই রূপকথাটি বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এত বিভিন্নরূপে প্রচলিত আছে যে সেগুলির সমস্ত ছাপাইতে গেলে একটা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়িবে। বটতলায় মধুমালা ছাপা হইয়াছে, তাহা ছাড়া দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় আর একটা সংস্করণ ছাপাইয়াছেন। তৃতীয়টি এইখানে ছাপা হইল। এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের মিল যেরূপ আছে, গরমিলও তেমনই আছে। তবে এ কথাটি

বলা দরকার যে, এই সংস্করণে যে রমণীরা ইন্দ্রপুরীর কন্যা বা অপ্সরা বলিয়া অভিহিত, তাহারাই অন্যত্র পরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহাদের ডানা দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে এইরূপ বিজাতীয় অবয়বে উপস্থিত হইলেও, এই গল্পটি যে খাঁটি বাঙ্গালা রূপকথা তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমানী প্রভাবে অপ্সরারা পরী হইয়া গিয়াছেন। এখানে কিন্তু ইহারা ইন্দ্রপুরীর কন্যারূপেই প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছেন, যদিও শেষের দিক্‌টায় বিদেশী প্রভাবের ফলে ইহাঁদিগকে মাঝে মাঝে ইন্দ্রপুরীর পরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গল্পে অপ্সরাদের উত্তর-প্রত্যুত্তর—বঙ্গের সুপ্রাচীন গল্পমালার চিরপরিচিত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার উত্তর প্রত্যুত্তরেরই মত। বঙ্গদেশের এই ভাবের একটি রূপকথা "Faithful John" নামে য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদের বিহঙ্গম বিহঙ্গমাকে পাশ্চাত্য রাজ্যে সুপরিচিত করিয়াছেন। আমার Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

মধুমালার গল্পটি কাব্য হিসাবে বড় আসন পাইতে পারে না। যে হেতু দীর্ঘকাল যাবৎ ছেলেদের মনোরঞ্জনার্থ কথিত হওয়ার দরুণ ইহা কতকটা শিশুজগতের উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভিত্তিতে যে একটা কবিত্বমূলক উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহার নিদর্শন অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। প্রেমের জন্য অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ—যাহা কাঞ্চনমালা, কাজল রেখা ও মালঞ্চ মালার দৃষ্ট হয়—তাহার ছিটা ফোঁটা এই গল্পটির মধ্যেও আছে। পূর্ব্বোক্ত গল্পগুলির নারী চরিত্রের মত মধুমালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই—আজগুবি অংশের উপর. উপাখ্যানে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে,—শিশুদিগকে ভুলাইবার জন্য। মধুমালা অন্ধ স্বামীর চক্ষুদান করিতেছেন, কিন্তু তিনি একটি সর্ত্তে আবদ্ধ। স্বামী যদি চক্ষু পাইয়া তাঁহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহেন, তবে তিনি পুনরায় অন্ধ হইবেন, এবং সে অন্ধত্ব কিছুতেই ঘুচিবে না। প্রেমিকা জানিতেন—সকল প্রেমিকাই জানেন, চক্ষু পাইলেই নায়ক প্রেম-দৃষ্টিতে প্রেমিকার দিকে চাহিবেন—ইহা অকাট্য। যদি তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে সাবধান করিয়াও ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, তথাপি স্বামীর সেই ব্যাকুল

চাউনি এড়াইতে পারিতেন না। স্বামী শত চেষ্টা করিলেও দৃষ্টি সংযমিত করিতে পারিতেন না। এমতাবস্থায় যে একটি মাত্র উপায় ছিল, মধুমালা তাহাই অবলম্বন করিলেন—অর্থাৎ সর্ত্তের নির্দ্দিষ্ট কাল—বার বৎসরের জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই দীর্ঘকাল কত দুঃখ, কত বিপদ, কত উৎকট পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া স্বামীকে প্রতি ধাপে ধাপে অলক্ষিত ভাবে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া মধুমালা শেষে স্বর্গে চলিয়া গেলেন; যেন প্রখর একখানি তারোয়াল খেলিতে খেলিতে চোখ ধাঁধিয়া চলিয়া গেল; রমণীর অসাধারণ প্রতিভা যেন বিঘ্ন-সঙ্কুল তিমিরাবৃত একটি রাজ্যকে ক্ষণতরে আলোকিত করিয়া চলিয়া গেল। খর বিদ্যুদ্দামের মত তাঁহার রূপ, ততোধিক তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ততোধিক সংযম—যেন আমাদিগকে একটি স্বর্গের ছবি দেখাইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল।

কিন্তু এই রূপকথায় এত বড় সাজ-সরঞ্জাম থাকা সত্বেও ইহা শিশুদিগেরই বেশী উপযোগী করা হইয়াছে। ইহার রস তরল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে—আজগুবির অরণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে; তাহা পুষ্ট হইয়া কাব্যশ্রীমণ্ডিত হইতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি সেই শৈশবশ্রুত "স্বপ্নে দেখিলাম মধুমালার রূপ রে" আমাদের মনে অফুরন্ত রসের ধারা খুলিয়া দেয়। শৈশবে কতবার রাস্তায় রাস্তায় কৃষক কণ্ঠোচ্চারিত "স্বপ্ন যদি মিথ্যা হত, তার আংটি কেন আমায় দিত"—এই সুরতরঙ্গ কাণে আসিয়া পৌঁছিত। পূর্ব্ববঙ্গের পুরাতন যুগের শিশুরা মধুমালার কাহিনী লইয়া মাতোয়ারা ছিল। এই খাটি বাঙ্গালা রূপকথাটি আমাদিগকে অনেক বড় বড় কাব্যকে মনে করাইয়া দিবে। বেহুলার মত মধুমালা ডুমুনী সাজিয়া 'খারীবিউণী' বিক্রয়ের ছলে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। তা'র মা যখন তা'কে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারেন নাই, অথচ ব্যাকুলভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিলেন, তখন সে ব্যঙ্গের স্বরে বলিয়াছিল; যিনি মা হইয়া মেয়েকে চেনেন না, এমন মায়ের কাছে থাকিয়া কি হইবে? (২০৭পৃঃ) এবং স্বামী যখন তাহাকে দেখিয়া "নাক মুখ তোমার মতন, তোমান মতন চেহারা। চিন্যা নাহি চিন্‌তে নারি বার বচ্ছর ছাড়া।" বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন, তখন ছদ্মবেশিনী ডুমুনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল,

"সোয়ামী হইয়া চিন্‌তে নারে যে আপনার নারী। তাহার কাছে যে আমি থাকিতে না পারি। (৩০৯ পৃঃ)।

চন্দ্রকুমার বাবু এই পালাটি মৈমনসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বঙ্গের প্রতি জেলাতেই বোধ হয় ইহা ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে। "মধুমালা" শেষে বঙ্গীয় জনসাধারণের সংস্কারে পরীরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। "মধুমাতী-সাধন" নামক একরূপ নায়িকা-সাধনের উল্লেখ কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবন দাস-কৃত চৈতন্যভাগবতে বিদ্রূপস্থলে এই সাধনের উল্লেখ আছে।

গল্পের বর্ত্তমান সংস্করণটি চন্দ্রকুমার বাবু কৃষকদিগের মুখে যেমন শুনিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একাজ বড় দুরূহ। শিক্ষিত লোকের লেখনী মাঝে মাঝে, চাষার কথার প্রতি ঘৃণার দরুণই হউক অথবা অভ্যাসগত অনবধনতা বশতই হউক, প্রাচীনরচনার উপর অনেকটা সংশোধন কার্য্য করিয়া থাকে। কয়েক স্থানে বর্ত্তমান সংগ্রাহক এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই। তথাপি ইনি চাষার ভাষা যতটা খাটি রাখিয়াছেন, ততটা আর কোনও সংগ্রাহক রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

পূর্ব্ব মৈমনসিংহের ভাষা হইতে কয়েকটি সূত্র উদ্ধার করা যায়—(১) 'ট'স্থানে অনেকস্থলে তদ্দেশবাসীরা 'ড' ব্যবহার করেন, যথা 'বেটা' স্থলে 'বেডা' (২৭৮ পৃঃ); জটা=জডা (২৭৯ পৃঃ); মাটি=মাডি (২৮৩ পৃঃ) সেইটা=সেইডা (২৮৫ পৃঃ); পিটাইয়া=পিডাইয়া (২৮১ পৃঃ); কথাটা=কতাডা (২৮৯ পৃঃ); কান্দাকাটি=কান্দাকাডি (২৯০ পৃঃ); মেয়েটারে=মাইয়াডারে (২৯০ পৃঃ); ছিটাইয়া=ছিডাইয়া (২৯৫ পৃঃ); পক্ষীটা=পক্ষীডা (২৯৫ পৃঃ); একটা=একডা (২৯৪ পৃঃ)। কখন কখনও 'ঠ'স্থানেও 'ড' ব্যবহৃত হয়:—যথা কাঠুরিয়া=কাডুরিয়া (২৮৯ পৃঃ); কোঠা=কোডা (২৮৩ পৃঃ); পাঁঠা=পাঁডা (২৯২ পৃঃ); এইটা=এইডা (৩০০ পৃঃ)—এরূপ বহু উদাহরণ আছে। 'শ' ও 'স' স্থানে 'হ' পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহার হইয়া থাকে; পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে এই ব্যবহার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়:—যথা সেই=হেই (২৭৯, ২৮৪, ২৮৫ পৃঃ), সকল=

হগ্‌গল (২৯৬, ৩০০, ৩০১ পৃঃ) ; শুন্‌ল = হুন্‌ল, সে = হে (২৯৭ পৃঃ) সাচা = হাচা (২৯৬ পৃঃ)। সুরিতে, (ঝাঁট দিতে) = হুরতে (২৮০ পৃঃ) ; শুন = হুন (২৮০ পৃঃ) ; 'ক' স্থানে 'গ'—সকল = সগল (২৭৯ পৃঃ) জোকার = জোগার (২৮১ পৃঃ) ; শিকার = শিগার (২৮৭ পৃঃ)। 'হ' স্থানে 'অ' যথা হইতাম = অইতাম (২৮৭ পৃঃ) ; হরিণ = অরিণ (২৮৮ পৃঃ) ; হইব = অইব (২৯১ পৃঃ) ; হইয়া = অইয়া (২৯১ পৃঃ) ; হইয়াছিল = অইয়াছিল (২৯২ পৃঃ) ; হইতাম = অইতাম (২৭৮), আতের = হাতের (১৭০ পৃঃ) ; বিভক্তিগুলি মাঝে মাঝে বিচিত্র অবয়বে দৃষ্ট হয়, যথা ঃ—পঞ্চমীতে, কোথা হইতে "কোথা তনে" (২৮৮ পৃঃ), বাড়ীথ্যে = বাড়ীথেকে, (২৭৮ পৃঃ)। সপ্তমীতে মাটীতে স্থলে "মাটীৎ" (২৭৯ পৃঃ) বাড়ীতে = বাড়ীৎ (২৮২ পৃঃ) গলাতে = গলাৎ (২৯০ পৃঃ) ক্রিয়া-পদেরও নানা আকার দৃষ্ট হয় ; বাহুল্যভয়ে তাহা এখানে দেওয়া গেল না, পাঠক তাহার উদাহরণ পত্রে পত্রে পাইবেন।

চাষাদের কোন কোন ঘটনা বর্ণন করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, তাহা কবিত্বপূর্ণ। ভাষা স্থানে স্থানে এত ঘোরাল যে ঠিক পূর্ব্ববঙ্গের লোক না হইলে সেই কবিত্বের রসাস্বাদ অন্যে করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, একটি নিদর্শন দিতেছি—"এক দিন হইল কালি হাঞ্জা রাইত, আন্ধাইরে আর চান্নিতে মিইশ্যা গেছে" (২৮০ পৃঃ) কালি হাঞ্জা = সাঁঝের আঁধার একেবারে যে সূচি-ভেদ্য অন্ধকার তাহা নহে, মেঘাবৃত ক্ষীণ চন্দ্রিকা আঁধারের কোলে মিশিয়া কতকটা আলো-আঁধারের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের মনে এই সকল কথায় যেরূপ স্পষ্ট একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য উদিত হইবে, পদ্মার এপারে ঐ সকল কথার গ্রাম্যতা দোষের দরুণ সেরূপ স্পষ্ট ছবি মনে আসিবে না।

৯। সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া। ১১—৩২০পৃঃ

সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়াটি বীরভূম অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ৮।১০।২৫ তারিখে আমাকে পাঠান। এই ক্ষুদ্র ছড়াটিতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও ইহার কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া পালাটিকে 'গীতিকায়' সন্নিবিষ্ট করিলাম। পালাটি পশ্চিমবঙ্গে বিরচিত হইলেও তাড়াতাড়িতে পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশের পশ্চিমসীমাতে যে সাঁওতাল-বিদ্রোহ হইয়াছিল, তদবলম্বনে এই ছড়াটি রচিত হয়। হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'Annals of Rural Bengal' পুস্তকে এবং এফ, বি, ব্রাড্‌লি বার্ট সাহেব তাঁহার 'The Story of an Indian Upland' নামক পুস্তকে এই হাঙ্গামার কারণ, বিস্তার ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়াছেন। সাঁওতালেরা শান্তিপ্রিয় ও কৃষিজীবী হইলেও কতিপয় হিন্দুব্যবসায়ীর অর্থলিপ্সা ও অসাধুতার ফলে তাহারা খেপিয়া উঠিয়াছিল; আইন আদালতে অনভিজ্ঞ সাঁওতালের পক্ষে হিন্দুমহাজনদিগের অত্যাচার ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সাঁওতাল পরগণার ইংরেজ সুপারিণ্টেডেণ্ট রাজস্ব আদায় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; এ সমস্ত বিষয়ের খোঁজ রাখিতেন না। বিভাগীয় কমিশনারও সাঁওতালদের শোচনীয় অবস্থার কোনও প্রতীকার করিলেন না। উর্দ্ধতন শাসনকর্ত্তারা ভিতরের খবর কিছুই পাইতেন না; কর্ত্তৃপক্ষের এই অবহেলাও পর্ব্বতচারী সাঁওতাল জাতির ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইল। আমরা ছড়ায় পাইতেছি যে শুভবাবু নামক সর্দ্দারের নেতৃত্বে সাঁওতালেরা দলবদ্ধ হইয়া উঠিল; সমস্ত সাঁওতাল দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। এই দল অভিযান করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথমতঃ লুণ্ঠন অত্যাচার হয়ত ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; হাণ্টার সাহেব ও

লিখিয়াছেন, কলিকাতায় আসিয়া ছোটলাট সাহেবের নিকট অভিযোগ নিবেদন করিবার অভিপ্রায়েই সাঁওতাল-অভিযান প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু দলবদ্ধ অসংযত পার্ব্বত্য জাতির পক্ষে খাদ্যাভাব ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে লুঠতরাজ করাও বিচিত্র কথা নহে; ফলতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। দলবদ্ধ সাঁওতালেরা ক্ষিপ্ত হইয়া যে যে স্থানে লুঠপাট করিয়াছিল, ছড়ায় তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রথমে একটু ঔদাসীন্য দেখাইবার ফলে এই হাঙ্গামায় বহু নরহত্যা, গৃহদাহ এবং লুণ্ঠন সংঘটিত হইয়াছিল এবং বীরভূম অঞ্চলে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু পরে আবশ্যকীয় সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করেন। ফলে বহু সাঁওতাল হত হইয়াছিল।

এই ছড়ার রচয়িতা ভণিতায় কৃষ্ণদাস বলিয়া নিজের নামোল্লেখ করিয়াছেন; হাঙ্গামার কালও ১২৬২ সালের বর্ষাকাল অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫৫ সন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছড়াটি ১০০ ছত্রে সমাপ্ত।

১০। নিজাম ডাকাতের পালা। ৩২১-৩৪৬ পৃঃ

নিজাম ডাকাতের পালাটি আমাদের অন্যতম পালাসংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৫।৭।২৫ তারিখে আমাকে পাঠান। এই পালার অধিকাংশ আশুতোষ বাবু চট্টগ্রামের বোলখালি থানার অন্তর্গত অল্লাগ্রাম নিবাসী সদর আলী গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং মতিয়ার রহমান নামক একজন বাজীকরের নিকট হইতে অবশিষ্টাংশের উদ্ধার করেন। পালাটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

পালারচয়িতার নাম জানা যায় নাই; নিজাম ডাকাত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় পালা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইবার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান পালাটিতে পরবর্ত্তী কালের গায়কদিগের অনেক যোজনা রহিয়াছে।

পালাটির কবিত্বসমৃদ্ধি বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু তথাপি এই জাতীয় পালাগান 'তন্ত্রীলয়সমন্বিত'-ভাবে গীত হইয়া সরলপ্রাণ শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অকৃত্রিম করুণরসের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও উপাখ্যান পালাগানের বর্ণনীয় বিষয় হইলে তাহাতে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়শ্রেণীরই ধর্ম্মোপাখ্যান সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য; এই সমস্ত পালা ময়নামতীর গানের সহিত সমশ্রেণীর; মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন ও অতিমানুষিক ঘটনার সমাবেশ এই সমস্ত গানের বিশেষত্ব।

সাধু বা পীরদের সম্বন্ধে অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা ও তাঁহাদের প্রতি অলৌকিক শক্তিমত্তার আরোপ করার প্রথা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত দেশেই প্রচলিত। পালাগানটি মুসলমান-রচিত হইলেও ইহার অনেক স্থলেই হিন্দু-দিগের ধর্ম্মোপাখ্যানের সঙ্গে ঐক্য দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ধর্ম্মজীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে মানুষ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতে

আবদ্ধ থাকে না ; হিন্দু ও মুসলমান সেখানে অভিন্ন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতিই সাধুদিগের ধর্ম্মজীবনের অমৃতময় ফলভোগ করিতে পারেন। হিন্দুরা অনেক মুসলমানপীরের দরগায় পূজা দিয়া থাকেন ; আবার মুসলমানেরাও অনেক হিন্দু সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। পালাগানটির মুসলমান লেখক হিন্দুদিগের বহু তীর্থস্থানের প্রতি, এমন কি হিন্দুর উপাস্য রাধাকৃষ্ণ ও শক্তিদেবতা কালীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। এখনও পল্লীগ্রামের মুসলমানেরা মনসার ভাসান এমন কি কালীকীর্ত্তন ও গান করিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করেন। উভয় শ্রেণীর এই উদারতাই হিন্দুমুসলমান-মিলনের সুদৃঢ়ভিত্তিস্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। দুঃখের বিষয় এখন কোন কোন স্থানে উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ার দল কাল্পনিক মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া এই সুদৃঢ় প্রেমের বন্ধনকে নির্দ্দয়ভাবে ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এই পালাগানে দুইটি নরহত্যাদ্বারা নিজাম ডাকাত ধর্ম্মজীবনের উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। সাধু উদ্দেশ্যে নরহত্যাও পুণ্যকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, এই ধারণা হিন্দুদের গীতায়ও প্রমাণিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুকোমল বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে নরহত্যা কোন উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের সোপান বলিয়া গণ্য হইবে না। এই স্থানে বোধ হয় হিন্দু সাধুদের সম্বন্ধীয় পালাগানের সঙ্গে নিজাম ডাকাতের পালার একটু বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

পালারম্ভে বন্দনাগীতিতে বড় পীরসাহেবের নাম পাওয়া যাইতেছে। এখনও চট্টগ্রামের অন্তর্গত রঞ্জন থানার এলাকাধীন নোয়াপাড়াগ্রামে কর্ণফুলীতীরে এই বড় পীরসাহেবের দরগা বিদ্যমান রহিয়াছে। নোয়াখালি মৈমনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান এখনও এই বড় পীরসাহেবের দরগায় আসিয়া সিন্নি দিয়া থাকেন।

পালাগানোক্ত সেখফরিদও একজন প্রসিদ্ধ পীর। চট্টগ্রাম সহরের মাত্র পাঁচ মাইল দূরে নসিরাবাদ নামক স্থানে এখনও সুলতান বাজেদ বস্টামি নামক পীরের দরগা রহিয়াছে। এখানে একটি স্বচ্ছতোয়া প্রস্রবণকে লোকে 'সেখফরিদের চসমা' নাম দিয়াছে।

কাঁহারও কাহারও মতে চট্টগ্রামের নিজামপুর গ্রাম এই নিজামের নামের সহিত সংস্রবযুক্ত। দ্বাদশ আউলিয়ার স্থান বলিয়া চট্টগ্রাম ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদিগের চক্ষে পরম পবিত্র তীর্থ। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইবন বাটুটা পীর বদরের দরগা দেখিবার জন্য চট্টগ্রামে আগমন করেন।

সেখ ফরিদের সহিত নিজামের সাক্ষাৎ ও সাধুসংসর্গে নিজামের পরিবর্ত্তন অনেকটা কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকরের উপাখ্যানের অনুরূপ। ব্রহ্মা ও নারদের প্রভাবে দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন, কৃত্তিবাসপ্রদত্ত এই বর্ণনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পালাগানের কয়েকটি পঙ্‌ক্তির সহিত তুলনা করিতেছি।

(১) পুনঃ বলিলেন পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী॥
মুনি বলে আমি যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারিজন॥
যেবা কিছু বেচি কিনি খাই চারিজনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়।
আপনি করিলে পাপ আপনার দায়॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

(২) ফকির কহিল তুমি কর এক কাম॥
ঘরে তোমার মা জননী স্তিরী পুত্র আছে।
এই টাকা লইয়া তুমি যাও তারার কাছে॥
রুজি করিয়াছ টাকা অনেক মানুষ কাড়ি।
মাড়িদি বানাইয়ে শরীল শেষে হৈব মাড়ি॥
ডাকাতি না করিও যে বুলি তোমার স্তরে।
এবে হন্তে ভালা হৈয়া থাক নিজের ঘরে॥

এই কথা বলি ফকির হৈয়া গেল চুপ।
হেষ্ট-মুখী রৈল ডাকাইত হইল বেকুব॥

নিজাম ডাকাইতের পালা, ৩য় অধ্যায়।

কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাস মুসলমানী আখ্যায়িকা হইতে দস্যু রত্নাকরের কাহিনীর উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা হিন্দু ও মুসলমান উভয় কবিই প্রাচীন কালের কোনও বিস্মৃত নামা সাধুর জীবন-বৃত্তান্তের অনুকরণ করিয়াছিলেন—সে কথা বলা কঠিন।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৌলবী সহিদুল্লাহ এম. এ., বি. এল. মহাশয় লিখিয়াছেন যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি দিল্লীর অধিবাসী। কথিত আছে, সেখ ফরিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে নিজাম বায়ান্নটি নরহত্যা করেন এবং জব্বরকে মারিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহা বায়ান্ন, তাহা তেপ্পান্ন।" তদবধি নাকি নিজাম আউলিয়ার এই উক্তি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই পালাগানে দেখা যায় যে ফরিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে নিজাম প্রত্যহ নিরানব্বইটা করিয়া লোকের প্রাণ সংহার করিতেন।

বাঙ্গালা ১৩৩২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকার বিশেষ-সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সি. আই. ই, মহাশয় এই নিজামুদ্দীন সম্বন্ধে ফার্সী সাহিত্য হইতে অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। 'তুজুকী জাহাঙ্গীরী'তে নিজামুদ্দীনের উদার মত সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন নিজামুদ্দীন যমুনা তীরে বহু হিন্দুকে "হর হর" শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "হর্ কমরস্থ রহে দিনি ওকিলি গহে" (অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই স্বধর্ম্মে মুক্তির সহজ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে)। ইহার উত্তরে নিজাম-শিষ্য আমির খসরু নিম্নলিখিত ফার্সী শ্লোক রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মন্ কিবলা এ রস্থ কার্‌দাম্ বর্ শিম্‌ল আ কজ্ কুলহে" (অর্থাৎ আমার গুরুর এই বক্র শিরোবন্ধটি আমার মুক্তির উপায়)। প্রবাদ আছে, সুলতান মহম্মদ তোগলকের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া নিজাম শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতে তোগলকাবাদ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

ইশা খাঁ। (৩৪৭—৩৯০)

দেওয়ান ইশাখাঁ মসনদ আলি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ—আবুলফজলকৃত আইন-ই-আকবরী। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইশাখাঁর পিতা বঙ্গদেশের সেলিমখাঁ ও তাজখাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন, এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় অর্থাৎ ইশমাইল এবং ইশা বাল্যাবস্থায় ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু পরে ইশার পিতৃব্য কুতুবুদ্দিন তুরাণ অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। অতঃপর ইশা ভাটি-অঞ্চলের শাসন-কর্ত্তৃত্ব এবং দ্বাদশ ভূম্যধিকারীর অধিনায়কত্ব লাভ করেন। এইজন্য আবুল ফজল তাঁহাকে "মজবন্ ভাটি" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। ইশাখাঁ নানাভাবে মোগল সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। (আইন ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ)।

ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন, ডাক্তার ওয়াইজ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় ইশা খাঁ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই মুসলমান যুবক কিরূপে বর্ত্তমান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন জঙ্গলবাড়ীতে প্রথম আবাস স্থাপন করিয়া প্রসিদ্ধ দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা সাধন করেন, তাহা উক্ত প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে (২০৯—২১৪ পৃঃ)। উক্ত সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণ্যালে (৩নং পত্রিকার ২০২—২০৩ পৃষ্ঠায়) ওয়াইজ সাহেব বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায় সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধেও ইশাখাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ দিয়াছেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় ৩৬৭—৭৫ পৃষ্ঠায় ষ্টেপলটন সাহেব "সপ্তদশ শতাব্দীর সাতটি কামান সম্বন্ধে সমালোচনা" শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধে দেওয়ানবংশ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে কতিপয় ঐতিহাসিক প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন।

ঢাকা হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান শোভন দাদখাঁ ও দেওয়ান আজিম দাদখাঁর নিয়োগে লিখিত, "মসনদ আলি ইতিহাসে" গ্রন্থকার

মুন্‌সী রাজচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় কালিদাস গজদানীকে ইশাখাঁর পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এই গজদানী হইতেই দেওয়ান বংশের ইতিহাসের সূচনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান পরিবারের রক্ষিত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল; সেই সকল উপকরণের সহিত ইউরোপীয় এবং দেশীয় ঐতিহাসিকদিগের গবেষণামূলক বিবরণ তুলনা করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় দেওয়ান পরিবারের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন।

ইশাখাঁ এবং তাঁহার বংশধরদিগের কীর্ত্তিকাহিনী অবলম্বনে বিরচিত মোট চারিটি পালাগান আমরা পাইয়াছি। কোনও অজ্ঞাতনামা কবি কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একটি পালা সর্ব্বপ্রথমে সংগৃহীত হয়। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জ মহকুমার গলাচিপা গ্রামের মুনসী আবতুল করিম রচিত পালাটি আমাদের দ্বিতীয় সংগ্রহ। এই পালাটি অনেকটা কল্পনামূলক বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় পালাটি মুখ্যতঃ ইশাখাঁর পৌত্র মনুয়ার খাঁর জীবনী অবলম্বনে রচিত; ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ইশাখাঁর কথা আছে। চতুর্থটি এক অজ্ঞাতনামা মুসলমান লেখক-বিরচিত; পালার নাম "দেওয়ান ফিরোজ খাঁর গান।"

দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব্বোক্ত পালাগান সমূহে ইশাখাঁর যে সমস্ত বিবরণ পাই, তাহাদের বর্ণনায় সর্ব্বত্র ঐক্য নাই। এই সমস্ত বিবরণ এবং মুসলমান ও ইউরোপীয় গ্রন্থকার প্রদত্ত ইতিহাসগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগকে ইশাখাঁর ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইয়াছে। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালফ্ ফিচ্ সোণার গাঁ পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া যান, "এই অঞ্চলের অধিপতি ইশাখাঁ বঙ্গদেশের অপরাপর ভূম্যধিকারীদের অধিনায়ক এবং খ্রীষ্টানদিগের পরমবান্ধব।" আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইশাখাঁ সাহবাজ খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপুল সম্রাট্ বাহিনীর গতিরোধ করেন। ইহাতে মানসিংহের সহিত ইশাখাঁর তুমুল যুদ্ধ, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে ইশাখাঁর দোর্দ্দন্ত প্রভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরীতে ইশাখাঁ কোন কোন স্থানে "বঙ্গদেশের বিভব-শালী ভূস্বামী" বলিয়া উল্লিখিত

ইশাখাঁর দীল্লির সেনপতি-গণের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তৎকর্ত্তৃক সোণামণি-(সুভদ্রা) হরণের কাহিনী পালাগান সমূহে একটু অতিরঞ্জিত ভাবে প্রদত্ত হইলেও এই সমস্ত বিবরণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইশখাঁর বংশাবলী ও পূর্ব্বপরিচয় লইয়া অনেকটা মতদ্বৈধ আছে।

ওয়াইজ সাহেব ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবদের নিকট ইশাখাঁ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিতে চাহিলে তাঁহারা লিখিয়া পাঠান যে ইশাখাঁর পূর্ব্বপুরুষ কালিদাস গজদানী সম্রাট হুসেন সাহের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। (১৮৭৪ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটি জর্ণ্যালের ২০৩ পৃঃ)। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জঙ্গলবাড়ীর ইতিহাস লিখিত হইবার সময় দেওয়ান সাহেবেরা নিশ্চয়ই এই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষিত গ্রন্থকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৫৬০ হইতে ১৫৬৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দিন বঙ্গাধিপ ছিলেন, তাঁহারই এক কন্যাকে কালিদাস গজদানী বিবাহ করেন। দেওয়ানসাহেবদিগের এইরূপ মত পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা পরে আলচনা করিব।

বিবিধ ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে আমরা এই কয়েকটি অবিসম্বাদিত সত্য পাইতেছি। প্রথম, ইশাখাঁ কালিদাস গজদানীর পুত্র। দ্বিতীয় অযোধ্যা প্রদেশের বয়েসওয়ারা নামক স্থানের এক রাজপুত আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করেন, এবং কালিদাস গজদানী তাঁহারই বংশে উদ্ভুত। তৃতীয়, মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া কালিদাস সুলেমান খাঁ নামে পরিচিত হন, এবং বঙ্গদেশের তৎ-কালিন মুসলমান নরপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কয়েকটি বিষয় সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণেই একরূপ পাওয়া যায়। ষ্টেপলটন সাহেব লিখিয়াছেন, "গোণ্ডের ডেপুটি কমিসনার বি, বুরু মহোদয়ের নিকট কালিদাস গজদানীর বংশ পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে তথাকার স্থানীয় প্রমাণ বিচার করিয়া লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার ধারণা, কালিদাস বাইসওয়ারা বংশের একজন রাজপুত; আশ্চর্য্যের বিষয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে লিখিত "মসনদ আলি ইতিহাসে"ও প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় এইকথাই উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়, 'সোলেমান খাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস

অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত বয়েসওয়ারা রাজ্যে। (এসিয়াটিক সোসাইটির ১৯১০ সনের অক্টোবর পত্রিকায় ১৭০ পৃষ্ঠা)।

প্রথম পালাটিতে এসম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতেছে। তাহা এই, বয়েসওয়ারার রাজা ধনপৎসিং দিল্লীসম্রাটের একজন ক্ষমতাশালী মিত্ররাজা ছিলেন; ভগীরথ নামক তাঁহার এক বংশধর তীর্থ পর্য্যটন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করেন; বঙ্গাধিপ গিয়াসুদ্দিন তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করেন। কালিদাস গজদানী এই ভগীরথের বংশধর। কালিদাস পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর গিয়াসুদ্দিনের তৃতীয়া কন্যার পানিগ্রহণ করিয়া ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যুর পর সুলেমান কাররাণি উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পূর্ব্ব-প্রচলিত মতানুসারে, কালিদাস মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ ও সুলেমান কাররাণি উপাধি গ্রহনের পর হুসেন সাহের কন্যাকে বিবাহ করেন। হুসেন সাহ ১৪৯২ হইতে ১৫২০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হুসেন সাহের পর নিম্নলিখিত নৃপতিগণ যথাক্রমে বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। নসরৎ সাহ (১৫২০-১৫৩৪ খ্রীঃ); গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ তৃতীয় (১৫৩৪-১৫৩৬; শের সাহ (১৫৩৬-১৫৪৫); মহম্মদ সাহ গাজী (১৫৪৫-১৫৫৬); বাহাদুর সাহ (১৫৫৬-১৫৬০); গিয়াসুদ্দিন জালাল সাহ (১৫৬০—১৫৬৩); সুলেমান কাররাণি (১৫৬৩—১৫৭২)। নেলসন রাইট সাহেবের 'ইণ্ডিয়ান মিউসিয়মে' রক্ষিত মুদ্রাসমূহের বিবরণ হইতে সামান্য পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আমি এই তালিকা গ্রহণ করিয়াছি।

সুলেমান খাঁ এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় উভয়েই যে একই মুসলমান নরপতির জামাতা ছিলেন, এই বিশ্বাস অনেকস্থলেই প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয়ের 'বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে'র বিশেষ ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা না থাকিলেও ইহাতে প্রদত্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশতালিকায় দেশ প্রচলিত বহু প্রাচীন সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কালাপাহাড় হুসেন সাহের এক কন্যার পানিগ্রহণ করেন; তিনি এই বিবাহ বর্ণন কালে দম্পতীর পূর্ব্বরাগের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান দিগের আদেশে বিরচিত ইতিহাস-অনুসারে কালিদাস গজদানী ও কালাপাহাড় উভয়েই তাৎকালিক মুসলমান নরপতির জামাতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারানুসারে, কালা-পাহাড় হুসেন সাহেরই এক কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিশ্বাস এক সময়ে দেওয়ান পরিবারেও প্রচলিত ছিল ; নতুবা তাঁহারা ওয়াইজ সাহেবের প্রশ্নের সেরূপ উত্তর দিবেন কেন ? কিন্তু "মসনদ আলি ইতিহাস" সঙ্কলয়িতারা শেষে খাস গৌড়েশ্বর হইতে দেওয়ান বংশের উৎপত্তি প্রমাণ করিয়া তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন ; তদনুসারে তাঁহারা লিখিলেন যে, ইব্রাহিম মালিকা উলমা বঙ্গাধিপ জালাল সাহের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন (১৯০৯ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটি জর্ণ্যালের ৩৭ পৃঃ) এবং কালিদাস গজদানী জালালের তৃতীয় কন্যার পানিগ্রহণ করেন। পূর্ব্বেকার মত, অর্থাৎ সুলেমান হুসেন সাহের কন্যার পানিগ্রহণ করেন,—মানিয়া লইলে সুলেমান খাঁ ও সুলেমান কাররাণির অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইত না, কারণ সময়ের বিস্তর ব্যবধান ঘটিত। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দেওয়ানগণের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গাধিপতি ছিলেন, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য দেওয়ান পরিবারের পূর্ব্বপ্রচলিত মত পরিবর্ত্তন করার দরকার হইয়াছিল। দেশে নূতন কোনও ক্ষমতাশালী পরিবারের আগমন ও প্রতিষ্ঠা হইলে উক্ত পরিবারের পৃষ্ঠপোষিত ও আশ্রিতবর্গের পক্ষে সেই পরিবারকে রাজা বা বাদসাহের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা এ দেশের ইতিহাসের নূতন ঘটনা নহে।

ইহা নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে, দাউদ খাঁ সুলেমান কাররাণির পুত্র (রাইট সাহেবের তালিকায় ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রাম-রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতেও একথার উল্লেখ আছে। প্রতাপাদিত্য চরিতকার লিখিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ কোনও পারসীক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন। দাউদ খাঁ ইশা খাঁর ভ্রাতা হইলে রামরাম বসু নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন ; কারণ তাঁহার গ্রন্থে দাউদ খাঁ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণই প্রদত্ত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আইন্-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, দাউদ খাঁ

খানজাহান কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হইলে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা খান জাহানের কৃপাভিক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইশা খাঁ তাঁহার অপর পুত্র হইলে এই বৃদ্ধা রমণী কি কখনও এইরূপ পুত্র-হন্তার শরণ লওয়ার হীনতা স্বীকার করিতেন? আইন-ই-আকবরীতে দাউদ খাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাতে ইশাখাঁর নাম নাই। উক্ত প্রখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে ইশাখাঁর বংশাবলী, তাঁহার পিতার মৃত্যু, শৈশবে তাঁহার দাসরূপে বিক্রীত হওয়া এবং সেইরূপ হীনভাবে কিছু দিন তুরাণে অবস্থিতি প্রভৃতি বিবরণ পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরির এই বিবরণ পাঠে মনে হয়, ইশাখাঁর বাল্যেতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরে ইশাখাঁ কিরূপে সম্পদও ক্ষমতার অধিকারী হইলেন, তাহা অপর এক সূত্র হইতে জানা যায়।

ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থের প্রথম দিক্‌টা অর্থাৎ যেখানে চন্দ্রবংশীয় যযাতির সহিত ত্রিপুরার রাজবংশের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়াস হইয়াছে, সেই অংশটুকু বাদ দিলে তৎবর্ণিত অন্যান্য ইতিবৃত্তগুলির অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের বিবরণ কল্পনা মিশ্রিত হইলেও পরবর্ত্তীযুগের শাসনসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত রাজসভার ঐতিহাসিকগণ যথাযথভাবে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য তথাকার রাজন্যবর্গের বীরত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য ঐ পুস্তকে সময়ে সময়ে কাল্পনিক যুদ্ধবিগ্রহ ও জয়-লাভের কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্বেও পারিবারিক বংশাবলীর ধারা এবং প্রধান প্রধান ঘটনার ইতিহস তাঁহারা নিশ্চয়ই অবিকৃত রাখিয়াছেন। সারাইল পরগণার ইশাখাঁর সম্রাট্ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ-বৃত্তান্ত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইশাখাঁ যে কিছু কালের জন্য ত্রিপুর-রাজের সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি রাজা অমর-মাণিক্যের তুষ্টিসাধনের জন্য নানাবিধ প্রয়াস পাইতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই রাজমালার যে অংশে ইশাখাঁর বিবরণ আছে, আমরা পরে তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। ত্রিপুরারাজ ইশাখাঁকে 'মসনদ আলি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, রাজ-কবিদিগের এই উক্তি সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা থাকিলেও রাজমালা প্রদত্ত ইশা খাঁ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের ইতিহাসগ্রন্থে অথবা পালাগানগুলির কোথায়ও ইশা খাঁর বাল্যেতিহাস দেওয়া হয় নাই। সমস্ত বিবরণেই ইশা খাঁ সুলেমান

কাররাণির মৃত্যুর পর প্রবল প্রতাপন্বিত সম্রাট-দ্রোহী বীরাগ্রগণ্য রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই কাহিনীগুলিতে ইশা খাঁর জীবনের অখ্যাত অধ্যায়কে সুকৌশলে বাদ দিয়া তাঁহাকে প্রথম হইতেই প্রথিতনামা ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইশা খাঁর প্রথম জীবনের ঘটনাসমূহের অনুল্লেখদ্বারা বোধ হয় তাঁহাকে সুলেমান কাররাণির পুত্র প্রতিপন্ন করিবার সুবিধা হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম পালাগানটিতে আছে যে, কালিদাস গজদানীর পূর্ব্বপুরুষ ধনপৎ নামক অযোধ্যার এক ক্ষত্রিয় রাজা। এই পালায় আরও উক্ত হইয়াছে, ধনপতের বংশধর ভগীরথ বঙ্গদেশে আবাস স্থাপন করেন এবং কালিদাস এই ভগীরথের বংশধর। পূর্ব্বোক্ত রাজপুতদিগের মধ্যে কেহ কাহারও পিতা বা পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। কালিদাসকে ভগীরথের এবং ভগীরথকে ধনপতের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নামগুলি ঐতিহাসিক ইহা বিশ্বাস করিলেও পালাগানের বিবরণ পাঠে আমার মনে হয় যে সময় সঙ্ক্ষেপ করিবার জন্য বয়েসওয়ারা বংশের অনেকগুলি নাম এই তালিকা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কালিদাস গজদানী ও সুলেমান কাররানীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদন কল্পে তাঁহাকে পর পর তিনজন নরপতির মন্ত্রী বলা হইয়াছে ; এবং এই দীর্ঘকালের পরেও তাঁহার আকৃতি এমনই সুদর্শন রহিয়া ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে তৃতীয় নরপতির কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছিলেন। ইহাতে জোড়াতালি দিবার একটা চেষ্টা স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছে। সুলেমান খাঁকে টানিয়া সুলেমান কাররাণীর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে ; উভয়ের নামসাদৃশ্য ও এইরূপ সময়সঙ্ক্ষেপ করিবার সহায়তা করিয়াছে।

দেওয়ান দিগের দোহাই দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল পালা গান ও ঐতিহাসিক বিবরণ রচিত হইয়াছে তাহাতে আদৌ বর্ণনা-সাম্য নাই। কোন কোন পালাগানে দেওয়ান দিগকে বাড়াইবার জন্য উপহাসাস্পদ ভাবে কল্পনার লীলা খেলা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিত্তি কাঁপিরা উঠিয়াছে। দেওয়ানদিগের অনুগৃহীত গলাচিপা নিবাসী আবদুল করিম তাঁহার পালা গানে লিখিয়াছেন যে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

বাবরের এক কন্যাকে ইশাখাঁ বিবাহ করিয়াছিলেন। পালারচয়িতা দেওয়ান বংশের গৌরব ঘোষণার জন্য কল্পনার অবাধলীলা সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে যে দরবার হইয়াছিল সেই দরবারের দিন ইশাখাঁ সমাগত সামন্তবর্গের সমক্ষে স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিলে হুমায়ুন ভগিনীপতির এই বলদৃপ্ত ব্যবহারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন, যে তিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান সামন্তরাজারূপে গ্রহণ করিবেন। এই আজগুবি কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ইশাখাঁকে দায়ুদের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিবার আমাদের অপর আপত্তি এই যে, ইশাখাঁ পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীন নরপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও পূর্ব্বপুরুষাগত 'দেওয়ান' উপাধিই নামের সহিত সংযোগ করিয়া নিজেকে 'দেওয়ান মসনদ আলি' বলিয়া আখ্যাত করিতেন। দাউদ খাঁ ইশাখাঁর ভ্রাতা হইলে অপরাপর দেওয়ানদিগের ন্যায় তিনিও নিজেকে দেওয়ান দাউদ খাঁ বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু "দেওয়ান দায়ুদ খাঁ" কোথায়ও পাওয়া যায় না; দায়ুদখাঁর মুদ্রায় পর্য্যন্ত তাঁহার 'কাররাণি' উপাধি দৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে, ইশাখাঁকে কোথায়ও 'কাররাণি'-উপাধি ভূষিত বলিয়া পাওয়া যায় নাই। দেওয়ান পরিবারের ইতিবৃত্ত ছাড়া কোথায়ও দায়ুদ খাঁর 'ইসমাইল' নাম পাওয়া যায় না। ইশাখাঁর ইসমাইল নামক এক ভ্রাতা ছিল; আইন্ ই আকবরীতেও তাহাই পাওয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ দায়ুদকে ইশাখাঁর ভ্রাতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার ইসমাইল নাম দিয়া আর একটা জোড়া-তালি দিয়াছেন।

ইশাখাঁর তিনটি বিভিন্ন বংশতালিকা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈষম্য পাইতেছি। দেওয়ানদিগের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ওয়াইজ সাহেব লিখিতেছেন, ইশাখাঁর পিতা হুসেন সাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দেওয়ানদিগের ব্যয়ে প্রকাশিত "মসনদ আলি ইতিহাসে" পাওয়া যায় যে, ইশাখাঁর পিতা গিয়াসুদ্দিনের কন্যাকে বিবাহ করেন। দেওয়ানদের কাহারও কাহারও আদেশে বিরচিত আবতুল করিমের পালাগানে পাইতেছি যে ইশাখাঁ বাবরের জামাতা! এক হয় তিনটি বিবরণই

অবিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ উড়াইয়া দিতে হয়, নতুবা প্রথমটিকে অপেক্ষাকৃত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; কারণ ইহার সপক্ষে আনুষঙ্গিক কতকগুলি প্রবাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, কালিদাস গজদানী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করিয়া সমসাময়িক কোন মুসলমান নরপতির কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে তিনটি পালাগানে ও অপরাপর বিবরনী সমূহে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

বংশলতার এই বৈষম্য বাদ দিলে 'মসনদ আলি ইতিহাস' এবং অন্যান্য পালাগানগুলিতে ইশাখাঁর জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধীয় অপরাপর প্রায় সমস্ত ঘটনার ঐক্য দেখা যায়। অবশ্য তাহাতে কবিকল্পনা এবং অবান্তর কথাও অনেকটা আছে। এই সমস্তের কোনটিতেই ইশাখাঁর বাল্যজীবনী নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী ও রাজমালায় যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই গ্রহণযোগ্য।

অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে ১৫৭৮ খ্রীঃ হইতে ত্রিপুরারাজ্যে ইশা খাঁ যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি; এই বিবরণ রাজমালা হইতে গ্রহণ করিলাম।

ইশাখাঁ তুরাণ অঞ্চল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি প্রথমতঃ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ত্রিপুরা জেলার সারাইল পরগণায় অবস্থিতি করেন।

অমর মাণিক্য ১৫০৪ শক অর্থাৎ ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুর পাহাড়ের পশ্চিমে চৌদ্দগ্রামে "অমরদীঘি" নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র সুবুদ্ধিনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন,—তাঁহার মিত্র ও সামন্ত ভূস্বামীদিগের মধ্যে কে খনন কার্য্যের জন্য কত জন কুলী দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

সুবুদ্ধিনারায়ণ উত্তরে বলিলেন, "বিক্রমপুরের ভূম্যধিকারী চাঁদরায় সাতশত কুলী দিয়াছেন; তাঁহার লোকেরা পরিশ্রমী ও সুচতুর। বাকলা পরগণার বসু সাতশত এবং ভাওয়ালের রাজা এক হাজার লোক দিয়াছেন। অষ্টগ্রাম হইতে পাঁচ শত এবং শ্রীহট্ট বাণিয়াচং হইতে আমরা আট শত মজুর

পাইয়াছি। রণ-ভাওয়ালের রাজা এবং সারাইল পরগণার ইশাখাঁ ইহাঁদের প্রত্যেকে আমাদিগকে এক হাজার করিয়া লোক দিয়াছেন। ভুলুয়ার বলরাম শূরও হাজার লোক দিয়াছেন।............সুতরাং বাহির হইতে মোট ৭১০০ সাতহাজার একশত মজুর পাওয়া গিয়াছে। রাজা এবং জমিদারদিগের কেহ ভয়ে, কেহ ভালবাসার খাতিরে, কেহ বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ত্রিপুরারাজের কার্য্যে লোক সরবরাহ করিয়াছেন। বারভুঞাদের প্রত্যেকেই লোক দিয়াছেন; দেন নাই কেবল তরপের রাজা।"

তরপের ঔদ্ধত্যে অমর মাণিক্য কুপিত হইয়া তরপরাজ ফতেখাঁকে দমন করিবার জন্য যুবরাজ রাজধরের নেতৃত্বে বাইশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজধর তরপ-সেনাপতি শোভারাম ও তাহার পুত্রকে পরাস্ত করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধভাবে উদয়পুর রাজধানীতে প্রেরণ করেন। অতঃপর ত্রিপুর-সৈন্য তরপের পাঠান রাজা ফতেখাঁকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হয়। এই সময় ত্রিপুরারাজের নৌসেনার অধিনায়ক ছিলেন ইসাখাঁ। অমর মাণিক্যের আদেশে বাঙ্গালী সেনাগণ ইশাখাঁর অধীনে যুদ্ধযাত্রা করে; তাহারা সুরমাই নদীবাহিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হয়।

অতঃপর আফগানরাজা ফতেখাঁ কিরূপে যুবরাজ রাজধর ও ইশাখাঁ কর্তৃক পরাজিত হন, রাজমালার তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাঁহাদের অধীনে যে সমস্ত বাঙ্গালী সেনানায়ক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই বিবরণে তাঁহাদের নাম ও গুণপনার বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। ফতেখাঁ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে ১৫০৪ শকের ১লা মাঘ তারিখে অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি উদয়পুর আনা হয়। রাজা ইশাখাঁকে সম্মানিত করিবার জন্য একটি দরবার আহ্বান করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং জামাতা দয়াবন্ত নারায়ণের বাম দিকে তাঁহাকে আসন প্রদান করেন।

ইহার কিছুদিন পরে দিল্লী সাম্রটের একজন আমির (সম্ভবতঃ সাহবাজখাঁ) পূর্ব্ব-বঙ্গের পথে এক বিপুল বাহিনী সহ অভিযান করিয়া ইশাখাঁকে আক্রমণ করেন। ইশাখাঁ এই সময় নিশ্চয়ই সারাইল পরগণায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই বিপদে সামান্য হটিয়া গিয়া ইশাখাঁ অমর মাণিক্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কিরূপে ত্রিপুরারাজের সাহায্য লাভ করা যাইবে, এ সম্বন্ধে ইশাখাঁ তাজখাঁ ও বাজখাঁ নামক ত্রিপুরার সেনাপতিদ্বয়ের পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা ইশাখাঁকে রাণী অমরাবতীর শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলিলেন যে রাজা সমস্ত ব্যাপারেই রাণীর পরামর্শ মানিয়া চলেন। ইশাখাঁ রাণী অমরাবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। মাতৃসম্বোধনে বাঙ্গালী রমনীর হৃদয় না গলিয়া পারে না ; ইশাখাঁর প্রার্থনায় রাণী তাঁহার স্তন-ধৌত জল ইশাখাঁকে পান করিতে দেন। ইশা শ্রদ্ধা সহকারে তাহা পান করেন। ইহা স্তন্যপানের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং তদবধি ইশাখাঁ রাণীর পালিত পুত্ররূপে গৃহীত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লং সাহেব রাজমালার সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদে এই ঘটনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"ইশাখাঁ রাণীর স্নেহ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাণী গাত্রধৌত করিয়া সেইজল ইশাখাঁকে পান করিতে দিয়া তাঁহার ভক্তির পরীক্ষা করেন। ইশাখাঁ সেই জল পান করেন।" বৈদেশিক লেখকের পক্ষে 'স্তনের' জায়গায় 'গাত্র' লেখা হয়তঃ বা মার্জ্জনীয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ন্যায় বাঙ্গালী পণ্ডিত কিরূপে এই বিবরণটি নিম্নলিখিত ভাবে বিকৃত করিলেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার লেখা এইরূপ "অমর মাণিক্যের রাজ্ঞীও ইষাখাঁকে পাদোদক প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন"—ইত্যাদি। তিনি হয়ত বিলাতী শিষ্টতা ও রুচির খাতিরে স্তন ধৌত করিবার ব্যাপার উল্লেখ করিতে লজ্জা পাইয়া তৎস্থলে 'পাদোদক' ব্যবহার দ্বারা মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে মাতৃস্তন্যের উল্লেখে যে কোনই দোষ হইতে পারেনা, পরন্তু তাহা যে পবিত্র ভাবই বহন করে, ইহা বোধ হয় সিংহ মহাশর ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ইশাখাঁর প্রতি রাজা অমরমাণিক্য পূর্ব্ব হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন ; এই ব্যাপারে আরও প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। ইশাখাঁ সৈন্য সমভিব্যাহারে সারাইল পরগণায় উপস্থিত হইলেই দিল্লীসেনাপতি অবিলম্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। কথিত আছে, ইশাখাঁ রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ বহু উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজমালাকার

ইশা খাঁর নামাঙ্কিত কামান—পৃঃ ৫৩ (ভূমিকা)

ন্যে লিখিয়াছেন, অমরমাণিক্য 'মচলন্দানি' উপাধি ইশাখাঁকে প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবতঃ ত্রিপুরারাজের'মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিতে চাই না; আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে পাদটীকায় লিখিত হইল। *

রাজমালার বিবরণে পাওয়া যাইতেছে যে, ইশাখাঁ এখন বায়ান্ন হাজার সৈন্যের অধিকারী হইলেন।' সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই তিনি স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিতে থাকিবেন। সারাইল পরগণায় থাকিয়া তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পুরণের কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ সেখানে তিনি ত্রিপুরা রাজের করদ বা সামন্ত রাজা বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। ইহা ছাড়া আরও কতক-গুলি কারণের জন্য ইশাখাঁর পক্ষে সারাইল পরগণায় অবস্থিতি বিশেষ বাঞ্ছনীয় ছিল না। যুবরাজ রাজধর একবার শিকারে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সারাইল পরগণার জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সমূহ বহুবিধ বন্যমহিষ, ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং মৃগ প্রভৃতির আবাসস্থল। শিকারের লোভে আকৃষ্ট হইয়া যুবরাজ তিতাশ নদী পার হইয়া এই পরগণার অন্তঃপাতী বনমধ্যস্থ ৪২টি গ্রামের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সারালাইল পরগণায় একটি বিশ্রামাবাস নির্ম্মাণের কল্পনা করিতে

* ইশাখাঁর কামানের উপর যে উপাধি লিখিত হইয়াছে, তাহা মসনদালি নহে। প্রথম অক্ষরটি স্পষ্ট নহে (ইহা দাগমাত্র হইতে পারে)। ষ্টেপলটন সাহেব ও একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) সংযোগ করিয়া এটিকে "ব" পড়িয়াছেন। যাহা হউক, এটিকে বাদ দিয়া পরিলে শব্দটি "মসনন্দাল্লি" হয়। ষ্টেপলটন-ধৃত "ব-মস৹দীফি" পাঠ কোনমতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। "মচলন্দালি" পদটি কামানে উৎকীর্ণ "মসনন্দাল্লি" পদের অনেকটা অনুরূপ।

ইহাই কি 'মসনদালি' শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত রূপান্তর? আমি যতদূর জানি দেওয়ান পরিবারের কাগজ পত্র ছাড়া অন্য কোথাও এই উপাধি দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত, একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। দিল্লীর সম্রাট্‌দিগের সহিত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান পরিবারের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে আমাদের একটু সন্দেহ হয়। দেওয়ানদিগের প্রেরণায় লিখিত বিবরণগুলিতে ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্যের সহিত ইশাখাঁর সমস্ত সংস্রব লোপ করিবার চেষ্টার কারণ কি? আকবর সাহ কর্ত্তৃক এই খিলাত প্রদত্ত হইলেও

লাগিলেন। সেই আবাসস্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া শিকারে বহির্গত হওয়ায় সুবিধা হইবে এবং তাহা ছাড়া বন কাটিয়া রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিবারও সুযোগ হইবে, ইহাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। (রাজমালা ১৯৩ পৃষ্ঠা)।

এদিকে সাহবাজ খাঁ পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। ইশাখাঁও বিপুল সৈন্যের অধীশ্বর হইয়া এমন একটি স্থান খুঁজিতে ছিলেন, যেখানে দিল্লীশ্বরের আক্রোশ হইতে নিরাপদ হইয়া তিনি নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারেন। পালাগান-গুলির কোন কোনটিতে সম্রাট সেনার সহিত ইশাখাঁর যুদ্ধ এবং পলায়নের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সময়েই অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইশাখাঁ নিরপরাধ কোচ-পতি রামহাজরা ও লক্ষ্মণহাজরা ভ্রাতৃদ্বয়কে রাত্রি-কালে আক্রমণ করেন। তাঁহারা একটি সুড়ঙ্গপথে প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাসাদের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কোচরাজাদিগের রাজধানী জঙ্গলবাড়ীই ইশাখাঁর পরিবারের মুখ্য-আবাসে পরিণত হইয়াছিল।

ইশাখাঁর পৌত্র মনুয়ার খাঁর পালায় তৎ-কর্তৃক ঢাকায় নির্ম্মিত প্রাসাদের উল্লেখ আছে। এই বিশাল সৌধ যেখানে শোভা পাইত, সেই স্থানটিকে এখন "দেওয়ান বাগ" বলে।* ইহা নারায়ণগঞ্জের উত্তর পূর্ব্বদিকে

দেওয়ান পরিবারে বংশপরম্পরায় তাহা রক্ষিত হয় নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ত্রিপুরার সংস্রব স্বীকার করিলে ইশাখাঁ কতকটা হীন হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সহিত দিল্লীশ্বর ও গৌড়েশ্বরদের ধারাবাহিক আত্মীয়তাস্থাপনের চেষ্টার কতকটা বিঘ্ন হয় বলিয়াই কি তাঁহারা ঈশাখাঁর জীবনের এই গৌরব হীন প্রথম অধ্যায় লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? অথচ রাজমালার প্রমাণ ছাড়াও সারইল পরগণার বহুবিধ প্রমাণ আছে, যাহাতে ইশাখাঁ এক সময়ে সে সেই অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়।

* ডাক্তার ওয়াইজের মতে, এই উদ্যানবাটিকার বর্গায়তন ১৬৯ একার পরিমিত ভূমি ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটি-পত্রিকার "খিজিরপুরের ইশাখাঁ মসনদালি" শীর্ষক প্রবন্ধ (২০৯-২১৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।
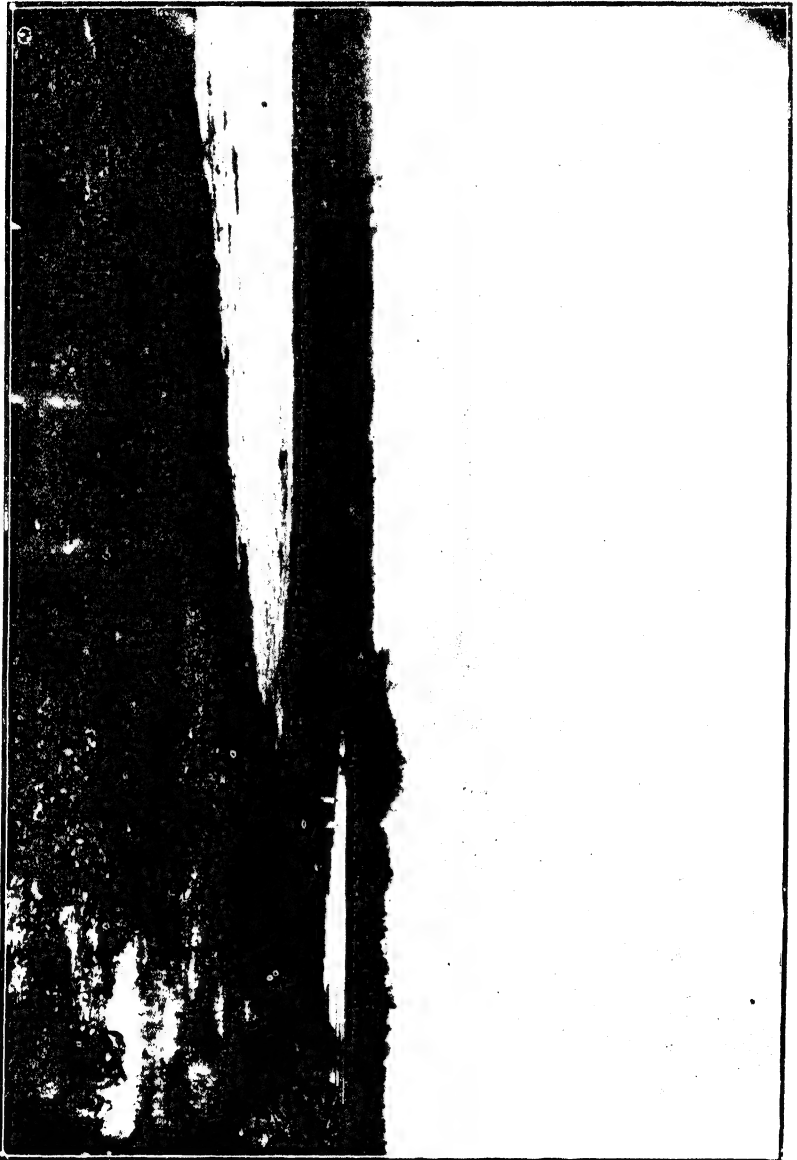
লক্ষ্মণ হাজরার রাজধানী জলাশয়ে পরিণত—পৃঃ ১৪ (ভূমিকা)
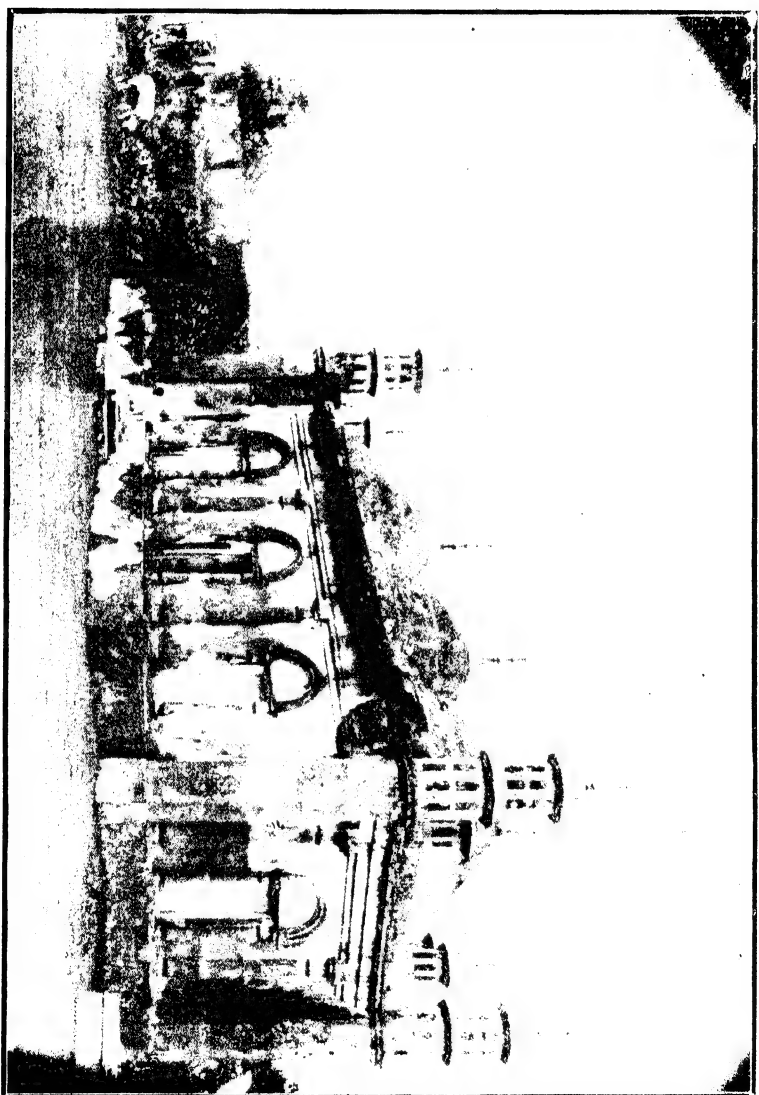
ইশা খাঁর অব্যবহিত পরবর্ত্তী বংশধরগণের মসজিদ ও আবাস স্থানের ধ্বংসাবশেষ—পৃঃ ৫৪ (ভূমিকা)

সাত মাইল দূরে আকালিয়া খাল এবং শীতলাক্ষার সঙ্গমস্থল হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। এই দেওয়ানবাগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃত্তিকাখননকালে সাতটি কামান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট এস, ই, ষ্টিন্টন্ সাহেব এই কামানের বর্ণনা লিখিবার জন্য ষ্টেপলটন্ সাহেবের হস্তে উহা প্রদান করেন। ষ্টেপলটন্ সাহেব ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটি-পত্রিকায় অক্টোবর সংখ্যায় এই কামান-গুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই কামানগুলির প্রথমটি ব্যাঘ্রমুখাকৃতি এবং শের সাহের নামাঙ্কিত। ইহাতে ৯৪৯ হিজরী সন (১৫৪২ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থটি অনেকটা একই ধরণের এবং উপরিভাগে ব্যাঘ্রমুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। এই ব্যাঘ্র (শের) শের-সাহের রাজ-চিহ্ন বলিয়াই মনে হয়। অপর তিনটি কামান নিশ্চয়ই ইশাখাঁর। প্রথমটি তাঁহার নামাঙ্কিত; ২য়, ৩য়টিও একই রকমের। এই সাতটি কামান দেওয়ানদিগেরই সম্পত্তি ছিল। প্রথম কামানটিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে যে শের সাহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রস্তুত করান। কিন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে কামানের বিপরীতদিকে ভগ্নস্থানের নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় "তরপ-রাজ" কথাটি লিখিত রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই রাজমালা হইতে দেখাইয়াছি যে ইশাখাঁ এবং যুবরাজ রাজধর তরপের পাঠানরাজা ফতেখাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই ফতেখাঁ নিশ্চয়ই উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে শের সাহের নিকট হইতে এই কামান সাতটি লাভ করিয়া তাহার অপরপার্শ্বে বাঙ্গালায় "তরপ-রাজ" এই কথাকয়টি উৎকীর্ণ করিয়া থাকিবেন। শের সাহ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আসেন; এই জন্য তাঁহার নাম ফরাসীভাষায় উৎকীর্ণ হইয়াছে। তখন ফার্সী দিল্লী ও পশ্চিম-ভারতের অন্যান্য মুসলমানাধিকৃত প্রদেশ সমূহের রাজভাষা ছিল। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও আসামাঞ্চলে ১৪শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রাজভাষা বাঙ্গালাই ছিল। এই জন্যই পঞ্চম কামানটিতে ইশাখাঁর নাম বাঙ্গালায় উৎকীর্ণ দেখা যায়। সুতরাং শের সাহের চারিটি কামান কিরূপে ইশাখাঁর হস্তগত হয়, আমরা তাহার একটা আভাস পাইতেছি।

শের সাহ আফগান ছিলেন ; তরপ-রাজ ফতে খাঁও আফগান। সুতরাং ফতে খাঁ যে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা অন্যভাবে শের সাহের কামানগুলি পাইয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ইশাখাঁ ফতে খাঁকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এইগুলি অর্জ্জন করেন। অবশিষ্ট কামানগুলি ইশাখাঁর নিজের ; সুতরাং সে সম্বন্ধে গবেষণা নিষ্প্রয়োজন। তবে শেষোক্ত কামানগুলির একটিতে বাঙ্গালায় উৎকীর্ণ সন তারিখ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ইহা ১০০২ হিজরী সনে, অর্থাৎ ১৫৯৩ খ্রীষ্টব্দে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই বৎসর মানসিংহ ইশাখাঁকে দমন করিবার জন্য দিল্লী হইতে প্রেরিত হন। সুতরাং আকবর সাহের দেশবিশ্রুত সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই সম্ভবতঃ ইশাখাঁ এই বৎসর যে সকল কামান নির্ম্মান করিয়াছিলেন, এই তিনটি তাহাদের অন্যতম।

তাহা হইলে, ইশাখাঁ যখন ত্রিপুরাধিপতির অধীনস্থ ভূম্যধিকারী হিসাবে এক হাজার মজুর দিয়া 'অমরদীঘি' খনন কার্য্যে অমরমাণিক্যকে সাহায্য করেন, সেই সময় হইতে তাঁহার মানসিংহের সহিত যুদ্ধ, এগারসিন্দূরিয়ার দুর্গে আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার বীরত্বকাহিনী শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক তাঁহার মুক্তিসহ ২২টি পরগণার অধিকার প্রদান পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ১৫৭৮ খ্রীঃ হইতে ১৫৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের ১৫।১৬ বৎসরের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাইতেছি। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের নিযুক্ত কবি ও ঐতিহাসিকেরা তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায়টা বাদ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেতিহাস সম্বন্ধে এই সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে ও পালাগানগুলিতে যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সমস্ত বিবরণের সকলগুলিই পাঠক নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

দেওয়ান সরকারের কাগজপত্র এবং তন্মতানুসারী ডাক্তার ওয়াইজের বিবরণে উক্ত হইতেছে যে কালিদাস গজদানী সমসাময়িক মুসলমান নরপতির সভাস্থ অমাত্যের ধর্ম্মব্যাখ্যার ফলে ইস্‌লামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তিনি জনৈক মুসলমান রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথা যখন সকল দিক হইতেই
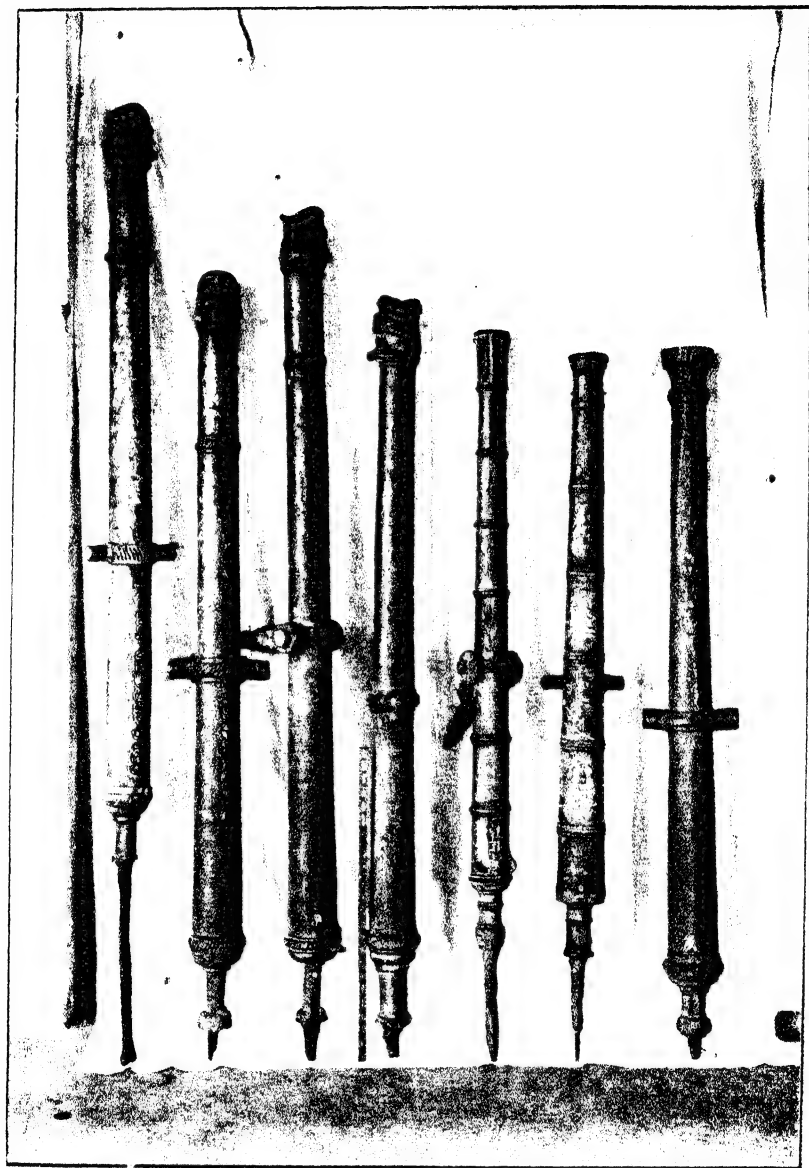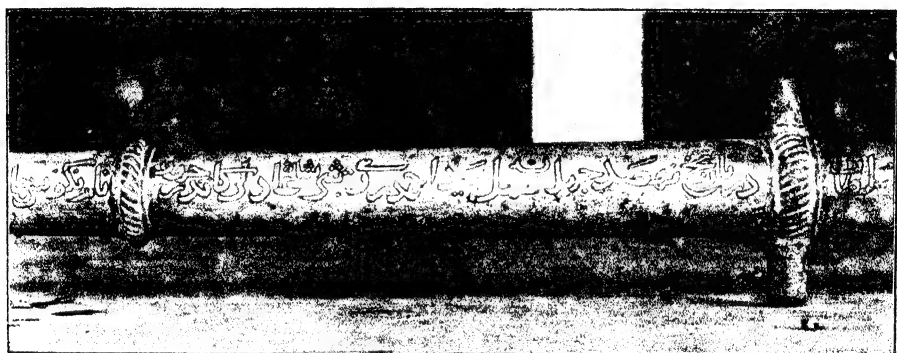
ঈশা খাঁর কামান— পৃঃ ৫৬ (ভূমিকা)

শের শাহের কামান—পৃঃ ৫৬ (ভূমিকা)

প্রমাণিত হইতেছে, তখন মনে হয়, এই রাজকুমারীর প্রতি অনুরাগই তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রধান কারণ। তিনি পূর্ব্বে একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং প্রত্যহ একটি করিয়া স্বর্ণ-হস্তী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া 'গজদানী' উপাধি লাভ করেন, (হস্তীটি অবশ্য জীবন্ত হস্তীর অনুকরণে ক্ষুদ্রায়তন করিয়া নির্ম্মিত হইত) এইরূপ আচারপরায়ণ একজন হিন্দু যে রাজমন্ত্রীর ধর্ম্মব্যাখ্যাশ্রবণে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষতঃ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা মন্ত্রিপ্রবর পীর-পয়গম্বর শ্রেণীর কেহ ছিলেন না। ইতিহাসের অনেক স্থলেই দেখা যায়, কামদেব ধর্ম্মযাজকদের দক্ষিণ হস্ত ও অগ্রদূত, সুতরাং তাঁহারই অমোঘ শরবিদ্ধ হইয়াই যে গজদানী ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। দেওয়ান পরিবারের কাগজপত্রে গজদানীর ধর্ম্মত্যাগের যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও একটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। যাহাতে পারিবারিক মর্য্যাদার হানি হয়, অথবা যে বিবরণ কোনরূপ কুৎসা বা গ্লানিজনক হয়, তাহা অপ্রকাশিত রাখিবার অথবা পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচার করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, পালাগান সমূহে প্রদত্ত বিবরণের বিরুদ্ধেও ইহা বলা চলে যে পালা-রচয়িতারা সুবিধা পাইলেই আখ্যানভাগের মধ্যে প্রেমের কাহিনী ঢুকাইয়া দিয়া থাকেন। আমরা দুইটি মতেরই সপক্ষে এবং বিরুদ্ধে এইমাত্র বলিয়া প্রকৃত ব্যাপার নির্ণয়ের ভার পাঠকের বিচার বুদ্ধির উপর দিতেছি। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানেরা একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উত্তরপশ্চিমাগত গোঁড়া মুসলমানেরা দেওয়ান পরিবারকে ততটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। দেওয়ান ফিরোজ খাঁর পালায় আছে, কেল্লাতাজপুরের রাজকন্যার সহিত ফিরোজ খাঁ বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করিলে উক্ত কন্যার পিতা ওমর খাঁ অবজ্ঞা সহকারে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। ওমর খাঁ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান পরিবারকে কাফের ও হিন্দুভাবাপন্ন বলিতেন, এবং তাঁহাদিগের ধমণীতে হিন্দু শোণিত প্রবাহিত ছিল বলিয়াই তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন।

পালাগানে কেদার রায়ের কন্যার নাম সুভদ্রা বলিয়া উল্লিখিত কিন্তু হিন্দুদিগের সংস্কার অনুসারে ঐ কন্যা সোণা অথবা সোণামণি নামে পরিচিতা হইয়া

আসিতেছেন। কোন কোন লেখক সোণামণি শব্দটিকে বিশুদ্ধ করিয়া স্বর্ণময়ীতে পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ঐ কন্যা প্রথমে আত্মীয়স্বজনের নিকট নিজের আদুরে নামে অর্থাৎ সোণা বা সোণামণি বলিয়া পরিচিতা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার যে পোষাকী নামটি ছিল, মুসলমান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি অধিকতর মর্য্যদাজ্ঞাপক মনে করিয়া সেই নামে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। পালাগান সমূহে অনেক সময় নাম লইয়া এইরূপ গোলমাল ঘটিয়াছে। রাজদরবারের কাগজ পত্রে যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণের নিকট প্রচলিত পালাগান গুলিতে সেই নাম না দিয়া অনেক সময় সহজ এবং ছোট নামগুলি ব্যবহৃত দেখা যায়। মুসলমান অন্তঃপুরে নূতন লোকজনের মধ্যে আসিয়া সোণার পক্ষে ছোট-বেলার আদুরে নাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার পোষাকী সুভদ্রানামে পরিচয় প্রদান কিছুই অস্বাভাবিক নহে। তবে তাঁহার মুসলমানী নাম যে "নিয়ামৎ জান" হইয়াছিল, এসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণগুলিরই এক মত। সম্প্রতি আর একটি পালাগান মুন্সী জসীমুদ্দীন পাঠাইয়াছেন; তাহা মুসলমানের রচনা। উহাতে 'সোণাই' নামই পাওয়া গিয়াছে।

'মসনদআলি ইতিহাস' কিংবা ষ্টেপল্‌টন প্রদত্ত দেওয়ান পরিবারের বংশতালিকা, ইহাদের কোনটিতেই সুভদ্রার পুত্রগণের নাম নাই। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই মুসলমান-লেখক-বিরচিত দেওয়ান পরিবারের ইতিবৃত্তমুলক পালাগান গুলিতে আদম ও বিরাম এই দুইটি নাম সুপরিচিত এবং সচরাচর ব্যবহৃত। তাঁহাদের জীবনের ঘটনাসমূহের বিবরণও অনেক পালাগানে পাওয়া যাইতেছে। ইশার্খাঁর যে হিন্দু-পত্নার গর্ভে আদম ও বিরাম নামক দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখিনা। অবশ্য আদম ও বিরাম তাঁহাদের সর্ব্বজন পরিচিত ডাক নাম হইতে পারে; তাঁহাদের হয়ত মর্য্যাদাসূচক ভিন্ন নামও ছিল; কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত তাঁহাদের অপর কোনও নাম পাই নাই। ইশার্খাঁর মৃত্যুর পর সোণামণি অথবা সুভদ্রার পিতৃ-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন এবং ধর্ম্মত্যাগিনী হইলেও ব্রহ্মচারিণীভাবে অবস্থিতির বিষয় দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন। তিনি বলেন হৈবৎপুরের দেওয়ানেরা ইশার্খাঁর হিন্দু বেগমের গর্ভজাত

পুত্রদ্বয় হইতে উৎপন্ন। * এই বিবরণ কতদূর সত্য, জানি না। গোঁড়া মুসলমান লেখক একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারকে হিন্দু সংস্রবদুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে না চাহিতে পারেন ; এই জন্যই হয়ত দেওয়ান পরিবারের বংশতালিকা হইতে কায়স্থ রাজকন্যার নামগন্ধ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। জাহাঙ্গীর যে যোধবাঈয়ের গর্ভজাত সন্তান, ইহা সকলেই জানেন। ভারতেতিহাসে বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারের মধ্যে এরূপ হিন্দুর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু দিল্লী-সম্রাট নিন্দাসমালোচনার অনেক উপরে ; তাঁহার পক্ষে হিন্দু সংস্পর্শে কোন দোষ ঘটিতে না পারে। বিশেষতঃ, যে কথা অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক সত্য, তাহা না মানিয়া উপায় কি? কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে এরূপ বিধর্ম্মীর সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। হিন্দুরমণী হইতে উৎপন্ন মুসলমান ওমরাহেরা তাঁহাদের সমাজে একটু হেয় হইয়া পড়িতেন। কিন্তু দেওয়ান পরিবারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোন্ শাখা কখন শ্রীপুরের রাজকন্যার নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক লোপ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কোনও সন্ধান আমরা দিতে পারিতেছি না। হৈবৎপুরের শাখা যে সোণামণির সহিত সম্বন্ধগ্রথিত, দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয়ের এই কথা আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না ; কারণ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার মতের পরিপোষক কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। ওয়াইজ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ত্রিপুরায় হরিশপুরে দেওয়ানদিগের যে শাখা আছে, তাহাতে জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্রের নামের সহিত "ঠাকুর" উপাধি যোগ করিবার প্রথা আছে। ইহাতে মনে হয়, এই পরিবারে হিন্দু-প্রভাবান্বিত। ইহাও বলা আবশ্যক যে, বঙ্গদেশে "ঠাকুর" উপাধি শুধু ব্রাহ্মণদিগেরই একচেটিয়া নহে, কায়স্থ এবং অন্যান্য দুই একটি উচ্চ জাতিও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই উপাধির সহিত রাজকন্যা সোণাইর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা,

* মুদ্রিত সংস্করণে "সাহবৎপুর" লিখিত। কিন্তু লেখক আমাকে যে কাপি উপহার দিয়াছেন, তাহাতে স্বহস্তে "সাহবৎপুর" কাটিয়া "হৈবৎপুর" লিখিয়া দিয়াছেন। (সান্ন্যালের ইতিহাস, ৪৪৩ পৃঃ)।

জানি না। ত্রিপুরারাজের অধীনস্থ উক্ত দেওয়ান পরিবারের এই উপাধি গ্রহণের অন্য কারণও থাকিতে পারে। ত্রিপুরারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র 'যুবরাজ' এবং দ্বিতীয় পুত্র 'ঠাকুর' উপাধিতে পরিচিত হন। তাঁহাদের অধীনস্থ দেওয়ান পরিবার এই প্রথার অনুকরণ করিয়া থাকিতে পারেন।

এ সম্বন্ধে আমার অপর একটি অনুমান আছে, তাহার সপক্ষে কোনও ঐতিহাসিক যুক্তি দিতে না পারিলেও আমি অনুমানটি সাধারণের গোচর করিতেছি।

সকলেই অবগত আছেন, ইশাখাঁর বখতিয়ারপুরের প্রাসাদবাটী ৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহবাজখাঁর পরিচালিত সম্রাট্ বাহিনী কর্ত্তৃক ধ্বংসীভূত হয়। ওয়াইজ সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইশাখাঁর সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পালাগানটিতে নিম্নলিখিত বিস্ময়কর কাহিনীটি পাওয়া যাইতেছে। মোগল সৈনিকেরা একদা ইশাখাঁর বংশধরদের অন্তঃপুর দর্শন করায় সেই বংশধর নাকি অপমান বোধ করিয়া স্বয়ং জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক স্বীয় পরিবার ধ্বংস করিয়া ফেলেন। পালাগানের এই কথা সত্য হইলে এই দেওয়ানের পারিবারিক মর্য্যাদা-বোধ উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটি আমার নিকট কল্পনামূলক বলিয়া মনে হয়। নিরক্ষর কৃষক রচিত পালাগানগুলির বিবরণ সাধারণতঃ সত্য হয়; অন্ততঃ তাহাদের ভ্রমপ্রমাদগুলি সরল বিশ্বাসানুমোদিত, কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য লেখক যখন নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য গল্প প্রণয়ন করেন, তখন তাহাতে তাঁহার কল্পনার উদ্দামলীলা অনেক সময় উৎকট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় পালাটির রচয়িতা শেষোক্ত শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, দেওয়ান আবদুল যখন শুনিতে পাইলেন, দিল্লীর সৈনিকেরা বাঁশের সিড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে দেওয়ান-অন্তঃপুরে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে, তখন তাঁহার এতদূর গ্লানি ও অপমান বোধ হইল যে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া ইহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক স্বীয় পরিবারবর্গকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। একটি মাত্র প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল; সেটী ছয়মাসের শিশু মাচুম খাঁ। অন্তঃপুর হইতে একটি পরিচারিকা বাহিরের এক ধাবর রমণীর চুপড়িতে উক্ত শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া

উহার প্রাণরক্ষা করে। দেওয়ান সাহেব এইরূপে নিজের পরিবার ধ্বংস করিয়া দিল্লীসৈনিকদের উপর প্রতিহিংসা লইলেন এবং স্বীয় মর্য্যাদাবোধের একটা অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদান করিলেন।

ব্যাপারটি আগাগোড়াই কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার উল্লেখ করিবার আমার একটি কারণ আছে। দিল্লীর সম্রাট্‌বাহিনী এক সময় জঙ্গলবাড়ী প্রাসাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করেন—এইরূপ কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি কি এই ব্যাপার সঙ্কেত করিতেছে না? আদম ও বিরাম কেদার রায়ের কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই কাহিনীতে যদি সত্যের লেশমাত্রও থাকে, তাহা হইলে মনে হয় রাজকুমারেরা নিশ্চয়ই এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন। মোগল সেনাকর্ত্তৃক জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদধ্বংস এবং ফলে দেওয়ান পরিবারের বহু লোকের প্রাণনাশ সম্বন্ধে একটি লৌকিক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এইরূপ লোমহর্ষক ঘটনা বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা সাধারণের মনের উপর আঘাত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে পালারচয়িতা ইশাখাঁর কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে এইরূপ অদ্ভুত বিবরণ পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন যে তিনি হুমায়ুনের সমক্ষে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, সেই পালার রচয়িতা কিরূপে মোগলদের হস্তে দেওয়ানপরিবারের এইরূপ ধ্বংসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন? দেওয়ানদিগের পারিবারিক মর্য্যাদাবুদ্ধি কত বেশী, ইহারই একটী অতিরঞ্জিত পাড়াগেঁয়ে কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া পালাগানরচক সম্ভবতঃ এই অপরূপ কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রাসাদধ্বংস হয় নাই—দেওয়ানেরা নিজেই তাঁহাদের পারিবারিক মর্য্যাদার এইরূপ সমুচ্চ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের ঘরে আগুন লাগাইয়া ছিলেন, এইরূপ একটা অত্যুৎকট কল্পনা দ্বারা গ্রাম্যকবি হয়ত সত্যগোপন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

পালারচয়িতা আরও লিখিয়াছেন যে মোগল-সৈন্য সংখ্যায় সহস্র-পরিমিত ছিল এবং ছয় মাস যাবৎ দেওয়ান সাহেবই তাঁহাদের ব্যয়সঙ্কুলান করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, হঠাৎ মোগল সৈন্যের সহিত দেওয়ানদিগের

কোনও বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা উত্তেজিত হইয়া প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেওয়ান পরিবারের বহুলোকের প্রাণবিনাশ করে। পালায় কথিত হইয়াছে যে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত জঙ্গলবাড়ী প্রাসাদ এই রূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং মাচুম খাঁ চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক হইলে স্থানীয় প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করে ; সেই সময় মাচুম খাঁ পূর্ব্বপুরুষের গদীতে আরোহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া জীর্ণ প্রাসাদের সংস্কার সাধন করেন।

সাহবাজ খাঁ কর্ত্তৃক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইশাখাঁর বখ্তিয়ারপুরের আবাস-ধ্বংসের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেওয়ান পরিবারের এইরূপ দুর্ঘটনা ও বিপৎপাতের মধ্য দিয়া আমরা সুভদ্রার পুত্রদ্বয়ের বিষাদময় জীবনাবসানের একটি চিত্র অনুমান করিয়া লইতে পারি। ইহাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে. আমরা এপর্য্যন্ত দেওয়ান পরিবারের যে সমস্ত বংশতালিকা পাইয়াছি, তাহার কোনটীই সম্পূর্ণ নহে। ওয়াইজের তালিকায় পাওয়া যায়, হৈবৎনগরের শাখা ইশাখাঁর এক ভ্রাতা হইতে উদ্ভুত। কিন্তু ষ্টেপলটণ প্রদত্ত তালিকায় এবং 'মসনদ আলি ইতিহাসে' এই শাখা ইশাখাঁ হইতেই উদ্ভুত হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। এইরূপ বৈষম্য যে শুধু লিখিত বংশাবলীতেই পাওয়া যাইতেছে, তাহা নহে ; তালিকা বহির্ভূত মৈমনসিংহের বহু মুসলমান পরিবার ইশাখাঁর বংশজাত বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। এই সমস্ত পরিবারের কোন কোনটি "নজর মরিচার ছেলে" হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন। দেওয়ানেরা বিবাহের উপর "নজর মরিচা" নামক যে কর বসাইয়াছিলেন, সেই কর প্রদানে অসমর্থ হিন্দু প্রজাগণের নবপরিণাতা সুন্দরী ভার্য্যারা দেওয়ান অন্তঃপুরে আনীত হইতেন। এসম্বন্ধে আমি মৈমনসিংহগীতিকায় প্রথম খণ্ডে ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এই "নজর মরিচার ছেলেরা" যে শুধু পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইতেন, তাহা নহে,—শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাদিগকে "দেওয়ান" উপাধিও দেওয়া হইত। এই সমস্ত পরিবারের কোনটিই এখন হিন্দুরমণী হইতে বংশসূচনার বৃত্তান্ত স্বীকার করিবেন না। দেওয়ান পরিবারের যে সমস্ত শাখা দৈন্য এবং হীনতাক্লিষ্ট হইয়া অখ্যাতদশায় উপনীত হইয়া মুল

পরিবারের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এখন সেই সমস্ত পরিবারের বংশতালিকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে।• সুরতাং যদি আদম ও বিরামের কোনও সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত অসুবিধার জন্য তাঁহাদের বংশধরদিগের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করা এখন কতকটা দুঃসাধ্য দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি একথা সত্য যে, আদম ও বিরাম ইশাখাঁর সোণামণির গর্ভজাত সন্তান এবং তাঁহাদের মাতা মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া জহরব্রতপালন অথবা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা না করায় তাঁহাদের মাতামহ কেদার রায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিরপরাধ বালকদিগের প্রতি আজীবন বিদ্বেষভাব পোষণ এবং তাঁহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের বহু চেষ্টা করিয়ছিলেন। *

* স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসে সোণামণির সম্বন্ধে এক কৌতূহলজনক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, চাঁদ রায়ের কোনও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী ইশাখাঁর নিকট হইতে উৎকোচগ্রহণ করিয়া সোণামণিকে হরণ করিতে তাঁহাকে সাহায্য করে। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, এই ব্যাপার লইয়া চাঁদ রায়ের ইশাখাঁর সহিত বহু যুদ্ধ ও রক্তপাত সঙ্ঘটিত হয়। চাঁদ রায় ইশাখাঁর কলাইগাছি দুর্গ ও তাঁহার পূর্ব্বতন রাজধানী খিজিরপুর সহরের ধ্বংস করেন। ইহাতে আরও লিখিত হইয়াছে যে, ইশাখাঁর মৃত্যুর পর চাঁদ রায় জঙ্গলবাড়ী নগর আক্রমণ করেন এবং নানাবিধ উপায়ে দেওয়ান পরিবারের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উক্ত ইতিহাস বলিতেছেন যে সোণামণির জীবনান্তের ইতিহাসটি বিষাদময়। ব্রহ্মদেশীয়গণ তাঁহার রাজত্ব আক্রমণ করিলে তিনি হাজিপুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; আক্রমণকারীরা সেই দুর্গ ও অবরোধ করেন, তিনি তাঁহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন; কিন্তু আত্মরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় অগ্নিপ্রবেশ করেন। রায় মহাশয়ের মতে, ত্রিপুরারাজ এবং বিক্রমপুরের কেদার রায়—ইশাখাঁর মৃত্যুর পর এই জঙ্গলবাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন ব্যাপারে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যোগদান করেন। আমরা রাজমালার উক্তি হইতে প্রমাণ করিয়াছি, ইশাখাঁ এক সময়ে রাজা অমরমাণিক্যের প্রধান মিত্রশক্তি ছিলেন। পরে ইশাখাঁ এবং ত্রিপুরারাজের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তাহার একটি

দেওয়ানদিগের প্রদত্ত বিবরণে পাওয়া যায় যে, মানসিংহের পত্নী সাশ্রুনেত্রে ইশাখাঁকে তাঁহার স্বামীর সহিত দিল্লী যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে ইশাখাঁ যাইতে সম্মত না হইলে সম্রাটের হস্তে মানসিংহের শিরশ্ছেদ অপরিহার্য্য। ইহাতে মানসিংহের পত্নীর প্রতি কারুণ্য-বশতঃ সম্রাটের ক্রোধ হইতে মানসিংহকে রক্ষা করিবার জন্য ইশাখাঁ বন্দিভাবে দিল্লী যাইতে স্বীকৃত হইয়া স্বেচ্ছায় কারাবাস বরণ করিয়া লইলেন। এই বিবরণ দ্বারা সেনাপতি মানসিংহকে অপদার্থ প্রতিপন্ন করিয়া ইশাখাঁর মহানুভবতা ও বীরত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ডাক্তার ওয়াইজ এই গল্পে বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু একজন মুসলমান পালারচয়িতা এই ঘটনার ভিন্ন রূপ বিবরণ দিয়াছেন এবং তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। তাহাতে মানসিংহকে খাট না করিয়া ইশাখাঁকে বড় করা হইয়াছে। উক্ত পালায় কথিত হইয়াছে যে, ইশাখাঁ এগারসিন্দুরের দুর্গে প্রবেশ করিয়া মানসিংহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন। মানসিংহ ইশাখাঁকে বন্দী করিবার জন্য যে সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করেন, পালাগানে সে বিবরণও পাওয়া যায়। এই বিবরণটিতে মানসিংহ বা ইশাখাঁ কাহারও গৌরবহানি না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ের কৃতিত্বপ্রদর্শন দেখান হইয়াছে। পরিশেষে ইশাখাঁর দিল্লী কারাগার হইতে মুক্তি এবং গুণগ্রাহী মানসিংহের অনুরোধে ইশাখাঁর প্রতি সম্রাটের সম্মান প্রদর্শনের কথাও প্রদত্ত হইয়াছে।

ইশাখাঁকে ছাড়া অপর একজন ভূঞার কথাও প্রাসঙ্গিক ভাবে এই পালা-গানটিতে আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে কেদার রায় মান-সিংহের সহিত যুদ্ধকালে একটি আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে তাঁহার

বিশেষ প্রমাণ এই যে,—ইশাখাঁ এক সময়ে ত্রিপুরারাজের সপক্ষে যে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, ময়মনসিংহের পালারচকগণ সে কথার আদৌ উল্লেখ করেন নাই; তাঁহারা ইশাখাঁর সহিত ত্রিপুরারাজের সমস্ত সম্বন্ধই বিলোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসের মতে, আদম ও বিরামের কোনও সন্তানসন্ততি হয় নাই। অন্যান্য দুই একটি ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় এই ইতিহাসেও পাইতেছি, সোনামণি চাঁদ রায়ের কন্যা ছিলেন, ভগ্নী নহেন।

মৃত্যু হয়। পালাগানটিতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মানসিংহ কতিপয় বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং তিনি কেদাররায়ের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। পালার বিবরণ অনুসারে যদি করিমুল্লাই বাস্তবিক কেদার রায়কে নিহত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও দিল্লীসম্রাটের নিকট মানসিংহই কেদাররায় বিজয়ী বলিয়া সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছিলেন, যেহেতু গ্রাম্য-বীর করিমুল্লার কীর্ত্তি বোধ হয় বাঙ্গালার বাহিরে পঁহুছিতে পারে নাই। মনুয়ার খাঁর পালায় পাওয়া যাইতেছে যে, দিল্লীসেনার সাহায্যে জঙ্গলবাড়ীর সৈন্যকর্ত্তৃক শ্রীপুর ধ্বংস হইয়াছিল, সুতরাং করিমুল্লার বীরত্ব ও শৌর্য্যের কথা মোগল সেনাপতিরা চাপা দিয়া এই ব্যাপারের সমস্ত গৌরব নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

মুসলমানী ইতিবৃত্তসমূহে পাওয়া যায়, ইশাখাঁর রাজ্য ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে একথা সত্য নহে যে, বাঙ্গালার অন্যান্য ভুঞারা তাঁহাকে মণ্ডলাধিপতি বলিয়া মানিতেন। কেদার রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভুঞা রাজারা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইশাখাঁ তাঁহাদের কাহারও কাহারও অপেক্ষা বলশালী ছিলেন। কেদার রায় পদ্মাতীরস্থ শ্রীপুরে রাজত্ব করিতেন, এই পদ্মার তীরেই ইশাখাঁর পূর্ব্বতন রাজধানী খিজিরপুর অবস্থিত ছিল। শ্রীপুররাজের ঐশ্বর্য্যের কথা অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়; কেদার রায় এক সময় শ্রীপুর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত প্রশস্ত জনপদে স্বীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। কেদার রায় এবং চাঁদরায়ের বিক্রমপুর পরগণার উপরেও একাধিপত্য ছিল। পদ্মার অপর পারে খিজিরপুরে ইশাখাঁ রাজত্ব করিতেন, এবং ইশাখাঁর সহিত চাঁদরায়-কেদাররায় ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। রাজবাড়ীর যে বিখ্যাত মন্দির বাঙ্গালাদেশের স্থাপত্যশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ছিল, এবং ওয়াইজ সাহেব সবিস্তারে যে মন্দিরের বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি করাল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। লৌকিক সংস্কারে এই মন্দির কেদাররায়ের নামের সহিত বিজড়িত। কিন্তু এই মন্দিরে

মুসলমানী আমলের পূর্ব্বেকার—বৌদ্ধযুগের শিল্পেরও স্পষ্ট নিদর্শন ছিল। ওয়াইজ সাহেব কেদার রায়কে 'উহার স্থাপন-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতেছেন—"দেওয়াল গুলি এগার ইঞ্চি পুরু, এবং সেই সময়কার মুসলমানী আমলের এমারৎসমূহের দেওয়াল অপেক্ষা বৃহত্তর।" এই সুদৃঢ় দেওয়ালগুলি ইস্‌লাম-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়; এবং মন্দিরের সামনে "কেশবের মার দীঘি" বলিয়া যে প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্ট হয়, উহাতে বোধ হয় উক্ত নামের কোন মহিলার আদেশেই দীঘি ও মন্দির উভয়ই প্রস্তুত হইয়াছিল। একটি গ্রাম্য প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ওয়াইজ সাহেব লিখিয়াছেন, উক্ত দীঘি কেদাররায়ের জনৈক দাসীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। একথা আমরা গ্রহণ করিতে পারিনা। মন্দির এবং তৎসংলগ্ন দীঘি সাধারণতঃ একই ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। "কেশোর মা" কথাটার মধ্যে হয়ত একটা নিম্ন শ্রেণীর গন্ধ পাইয়া তাঁহারা ঐরূপ প্রবাদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু পূর্ব্বকালে সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রাকৃত নামে অভিহিত হইতেন; তখনও শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের দেশময় প্রচলন হয় নাই। আমার অনুমান, মন্দিরটি বৌদ্ধযুগের। চাঁদরায় এবং কেদার রায় উহার সংস্কার সাধন করিয়া সম্ভবতঃ উহাতে নিজেদের নাম সংযোগ করিয়া থাকিবেন। মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল এবং স্থাপত্যের বিশেষত্ব অনুসারে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই মন্দিরের ধ্বংসে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধযুগের একটি বিশিষ্ট স্থাপত্যকীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে।

কথিত আছে আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ জরিপ হওয়ার পর ঈশাখাঁ পূর্ব্ববঙ্গে বাইশটি পরগণা দখল করেন। পালা গানটিতে এই পরগণাগুলির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। দেওয়ানপরিবারের আদি-নিবাস অযোধ্যা জেলার বাইশওয়ারী নামক স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষ্টেপল্‌টন বলেন, "বাইশ" এবং "য়ারা" "ও" অক্ষরের উভয় পার্শ্বে ফাঁক না দিয়া লিখিত হইয়া বাইশওয়ারায় পরিণত হইয়াছে। রাজপুতাধিকৃত বাইশটি পরগণার সহিত বাইশওয়ারা নামের সম্বন্ধ আছে। ঈশাখাঁ যে পূর্ব্ববঙ্গে বাইশটি পরগণার আধিপত্য লাভ করেন, এই কথাটিও বাইশওয়ারা রাজপুতবংশের পূর্ব্ব-বৈভবের চিরাগত সংস্কারের আভাস প্রদান করিতেছে।

পালাগানগুলিতে ষোড়শশতাব্দীতে প্রচলিত পূর্ব্ববঙ্গের আচার ব্যবহার যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই যুগে মৈমনসিংহে যে সমস্ত "বাঙ্গালা" ঘর নির্ম্মিত হইত, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গানগুলির অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। ময়ুর, সারস ও মাছরাঙ্গা পাখীর পালকে ছাদগুলি সাজান হইত, আমীর ওমরাহদিগের প্রাসাদের স্ফটিকের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মজলিস্ জেলালের প্রাসাদ সমূহের দেউড়িতে এখনও সেইরূপ স্তম্ভ গুলির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বড় বড় নৌকাকে "কোশা" বলা হইত, পালায় ইহার উল্লেখ পাই। "কোশা" নাম এখনও প্রচলিত আছে। পালা-গানগুলিতে কথিত হইয়াছে যে যুদ্ধে ব্যবহৃত নৌশ্রেণীর বহর এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিত। অবশ্য ইশাখাঁর "কোশা" খুব বড় হইলেও, অতি প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের বিপুলায়তন ডিঙ্গার মত ছিল না। প্রাচীন কালে খুব বড় ডিঙ্গা তৈয়ারী হইত। বাবিলন ও মিসরবাসিগণ সুবৃহৎ সৌধনির্ম্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; ভারতবর্ষেও বহুদিন পর্য্যন্ত বিশাল সৌধ ও প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং উত্তর ভারতে অক্টারলোনি মনুমেণ্টের মত উচ্চ, অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন ; সে ত মাত্র সপ্তম শতাব্দীর কথা।

পালাগানে পাইতেছি, উচ্চপদস্থ মুসলমান মহিলাগণ পার্সী সাড়ী পরিতেন এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবকেরা মিশরে প্রস্তুত জামা পছন্দ করিতেন। তাহারা আরবের টুপী এবং পার্সী শিল্পিনির্ম্মিত মণিমুক্তা খচিত পাদুকা ব্যবহার করিতেন।

ওয়াইজ সাহেব জঙ্গলবাড়ী দেওয়ান পরিবারে রক্ষিত তিনটি সনদের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথমটি সাহসুজা প্রদত্ত, উহার তারখ ২১ জুলাস, সন ১০৭ সাহজাহান অর্থাৎ ১৬৪৭ খ্রীঃ। ইহাতে দেওয়ান পরিবারের আহম্মদ ও ইওয়ার মহম্মদ উভয়কে এক সহযোগে ইৎকুইদ খাঁর নিকট সরকারের রাজস্ব প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সনদের কাল ১০৫৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৪৯ খৃঃ। ইহাতে রাজকীয় মনসবদার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের উপর সরকারের নির্দ্দিষ্ট

কয়েকটি জাহাজঘাটা সমর্পণ করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ইহাও সাহসুজা প্রদত্ত।

তৃতীয় সনদের তারিখ ১৭০০ খ্রীঃ। ইহাতে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি আজিম-উসখাঁ হিবৎমহম্মদকে ৩৭ খানি "কোশা" এবং প্রতি "কোশায়" ৩২ জন করিয়া লোক প্রস্তুত রাখিবার জন্য এবং বুদক্হাল প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব স্বরূপ ১০২৬৭৭, টাকা প্রদান করিবার আদেশ দিতেছেন।

মনুয়ারখাঁর পালাগানটিতে গ্রাম্যগীতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং সরলতার অভাব দৃষ্ট হয়। এই গানটি পাণ্ডিত্যাভিমানী পাড়া গেঁয়ে কবির অজ্ঞতা এবং ভারতচন্দ্রীয় যুগের রুচি বিকারের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ ও ছন্দোবৈচিত্র যেরূপ তাঁহার অশ্লীলতাদোষকে কতক পরিমাণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার অনুকরণকারীদিগের সেইরূপ পাণ্ডিত্য ও প্রয়োগচাতুর্য্য কিছুমাত্র না থাকায় তাঁহাদের দোষসমূহ পাঠকের সমক্ষে নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই পালাগানটিতে এরূপ দোষ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও ইহাতে মনুয়ার খাঁর সহিত সাহসুজার কলহ ও মিত্রতাসূচক নানা ব্যাপার ঘটিত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে বিড়ম্বিত রাজকুমার সাহসুজার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনেতিহাসের শেষ অধ্যায়ের উপর কতকটা আলোপাত হইয়াছে। এই পালাগানটির বিবরণ এবং মুসলমান কবি আল্ওয়ালের গ্রন্থাবলী হইতেই সাহসুজার শেষ জীবনের ইতিহাসের কতকটা উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। মানুয়ারের গান আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক পালাগানে যে কবিত্বের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাইবে, ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু ফিরোজখাঁর পালার শেষদিকে সাখিনার মৃত্যুর যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই মহীয়সী রমণীর অদ্ভুত প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় এবং গ্রাম্যকবির সরল বর্ণনাভঙ্গীতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই পালাগান সমূহে কবিত্ব না থাকিলেও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে। এই সকল বর্ণনায় পাঠক এমন একটা সহজ স্বচ্ছন্দ বর্ণনা-ক্রম পাইবেন, যাহা

আধুনিক যুগের কোন কোন লেখকের আড়ম্বরপূর্ণ ও শব্দবহুল রচনায় পাওয়া যাইবে না। অনাড়ম্বর সরল রচনা-ভঙ্গী এই বর্ণনাগুলির একটি বিশেষত্ব ; যেখানে এক কথায় ভাবপ্রকাশ হইতে পারে, পালারচয়িতা কখনও সেখানে একাধিক শব্দপ্রয়োগ করিয়া রচনার কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই।

দেওয়ান পরিবারের বংশলতা।

রাজা ধনপৎ সিং (বাইশ-ওয়ারা রাজপুত, অযোধ্যা)
|
রাজা ভগীরথ সিং
|
(১) কালিদাস গজদানী (সুলেমান খাঁ)
|
(২) দায়ুদ খাঁ — (২) ঈশাখাঁ

(২) ঈশাখাঁ
|
(৩) মুশাখাঁ — (৩) মহম্মদ খাঁ

(৩) মুশাখাঁ
|
(৪) মাচুমখাঁ
|
(৫) মনুয়ার খাঁ
|
(৬) সেরিফ খাঁ — (৬) মহাবৎ খাঁ — (৬) আদম খাঁ (মনাই খাঁ)

(৬) মহাবৎ খাঁ
|
(৭) আছালত খাঁ — (৭) মোলায়েম খাঁ — (৭) মুল্‌তফ্ খাঁ

(৭) মুল্‌তফ্ খাঁ
|
(৮) আলুর খাঁ

(৬) আদম খাঁ (মনাই খাঁ)
|
(৭) এওয়াজ মহম্মদ (বাং ১২৪১)

(৩) মহম্মদ খাঁ
|
(৪) এওয়াজ মামুদ খাঁ (১০৫৯-১০৭৮ খ্রীঃ)
|
(৫) হৈয়ৎ খাঁ
|
(৬) হৈবৎ খাঁ
|
(৭) আবদুল্লা খাঁ
|
(৮) মনরুদ খাঁ
|
(৯) জোলকরণ খাঁ
|
(১০) সোণা নেওয়াজ খাঁ (বাং ১২৪৭)
|
(১১) খোদা নেওয়াজ খাঁ (১২৬৬ বাং) (সাচিপণ দরিপা, ঢাকা) — (১১) নবি নেওয়াজ খাঁ

(১১) খোদা নেওয়াজ খাঁ
|
(১২) রহিম নেওয়াজ খাঁ

(১১) নবি নেওয়াজ খাঁ
|
(১২) এলাহা নেওয়াজ খাঁ (বাং ১২৭৯, ১৮৭২ খ্রীঃ)

দেওয়ানদিগের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, সম্রাট্ সাজাহান কর্ত্তৃক দেওয়ান এওয়াজ মহম্মদকে প্রদত্ত দুইটি সনদ এওয়াজ মহম্মদের বংশধরদিগের নিকট আছে।

(২) জঙ্গলবাড়ীর ছয় মাইল দূরে দেওয়ান হৈবৎ খাঁ হৈবৎনগর নামক একটি নগর স্থাপিত করেন।

(৩) দেওয়ান সাহনেওয়াজ খাঁ দেওয়ানপরিবারের অনেক মূল্যবান্ কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(৪) দেওয়ান খোদা নেওয়াজ খাঁ কিছু দিনের জন্য ফকির হইয়া পরে আবার বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

(৫) দেওয়ান ইব্রাহিম খাঁ জনৈক উপযুক্ত পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র মহাভারতের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করাইয়া মৈমনসিংহবাসীদিগকে শুনাইয়াছিলেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন।

(৬) দেওয়ান রহিমদাদ খাঁর আদেশে প্রথমতঃ দেওয়ানপরিবারের ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণ—বিশেষতঃ কলাবিদ্যানৈপুণ্যের প্রশংসা এখনও অনেকের মুখে শোনা যায়। তিনি স্বহস্তে সুন্দর হস্তিদন্তের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। তিনি নিজে সেতার, এস্রাজ, বীণ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। লেখ্যবিদ্যায়ও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল; মৈমনসিংহের বহু স্থানে তাঁহার লিপিদক্ষতার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই প্রসিদ্ধবংশের দেওয়ান রহিমদাদের ভ্রাতা দেওয়ান আজিমদাদ খাঁ। তিনি সচ্চরিত্র এবং প্রতিভাসম্পন্ন যুবক।

দেওয়ানেরা পূর্ব্বে ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের বিনানুমতিতে হিন্দুগৃহেও দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজার অনুষ্ঠান হইত না। লোকের রুচি ও আদবকায়দার প্রতিও তাঁহাদের লক্ষ্য ও কর্ত্তৃত্ব ছিল। কোন কোন অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইলে তাঁহাদের অনুমতি লইতে হইত। এখনও স্থানীয় নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা গৃহবিশেষ নির্ম্মাণ করিবার জন্য দেওয়ানদের অনুমতি লইয়া থাকে।

(১২) ছুরত জামাল ও অধুয়াসুন্দরী।

(৩৯১—৪১৩ পৃঃ)

জন্মান্ধ কবি ফৈজু ফকির এই পালার রচয়িতা ; ইহার নাম ভণিতায় পাঁচ বার পাওয়া গিয়াছে। কবির পিতা, মাতা বা ভ্রাতা কেহই জীবিত ছিলেন না, এতদ্ব্যতীত তিনি নিজের আর কোনও পরিচয় দেন নাই। চন্দ্রকুমারও কবির সম্বন্ধে বেশী কিছু তথ্য দিতে পারেন নাই। চন্দ্রকুমার শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী বাণিয়াচঙ্গে গিয়া বহু শ্রম সহকারে তিনজন গায়েনের নিকট হইতে পালাটী সংগ্রহ করেন।

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের ন্যায় বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরাও পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণরাজা গোবিন্দ খাঁ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নাম ধারণ করেন। বাণিয়াচঙ্গ শ্রীহট্টের একটি গণ্ডগ্রাম ; এই গ্রামের লোকসংখ্যা এখনও ত্রিশ হাজার। হবিব খাঁ শুধু বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি ছিলেন না ; পার্শ্ববর্ত্তী লাউড় পরগণাও তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি শ্রীহট্টের ২৪টী পরগণার মালিক ছিলেন। বাণিয়াচঙ্গের অবস্থিতি এইরূপ—উত্তরে ২৪°৩১', পূর্ব্বে ৯১°২০'। লাউড়ের জঙ্গলে এখনও বাণিয়াচঙ্গ হাব্‌লি নামক দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে ; উহা বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানদিগের লাউড়ের উপর আধিপত্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। দেওয়ানপরিবারের পূর্ব্বগৌরব এখনও ক্ষীণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; দেওয়ান আজমান খাঁ এই প্রসিদ্ধ বংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি।

এই দেওয়ানদিগের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পালাটি রচিত। দেওয়ানদের বংশলতায় আলাল খাঁ, দুলাল খাঁ ও জামাল খাঁ এই তিনটি নাম পাই নাই। ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হবিব খাঁর পঞ্চম বংশধররূপে আমরা এক জামাল খাঁর নাম পাইতেছি। কিন্তু বংশলতায় জামাল খাঁর পিতার নাম আহম্মদ খাঁ পাওয়া যায়—পালার কথিত আলাল খাঁ নহে। সুতরাং এই দুই জামাল খাঁ একই ব্যক্তি, এরূপ মনে হয় না। তবে দেওয়ানদিগের সাধারণো

প্রচলিত নামান্তর থাকিতে পারে এবং কবির পক্ষে সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত বড় নামগুলি বর্জ্জন করিয়া সহজ ডাকনাম ব্যবহার করা ও অসম্ভব নহে।

শ্রীহট্টজেলার মৈনা-কানাইবাজার নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়কে আমি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম; শ্রীহট্টের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিই অনেকটা প্রামাণ্য—তিনিই এখন এক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ১লা অগ্রাহায়ণ তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার প্রশ্নের জবাবে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি।

"বাণিয়াচঙ্গের আলাল-দুলালকে দিয়া আপনি কি করিবেন? শ্রীহট্টের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার গ্রন্থ চার খণ্ডে দুই হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বাণিয়াচঙ্গের সব কথাই আছে। তবে দেওয়ানদিগের বংশলতায় আলাল-দুলালের নাম নাই। বর্ত্তমান দেওয়ানেরা এসম্বন্ধে কোনও তথ্য দিতে পারেন নাই। 'আলাল-দুলাল' নাম দুটি হিন্দু ঘরেরও হইতে পারে। অত্যধিক প্রশ্রয়-প্রাপ্ত ছেলেকে পল্লীগ্রামে "আলালের ঘরের দুলাল" বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাও সম্ভব হইতে পারে, উক্ত নামধারী দেওয়ানদ্বয় বাল্যকালে পিতামাতার অতিরিক্ত আদুরে ছিলেন বলিয়া 'আলাল-দুলাল' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় জামাল খাঁ ও কামাল খাঁই সাধারণের নিকট এই নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দলিলে আদম খাঁর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই নামে কোনও দেওয়ান ছিলেন, বংশলতায় তাহার আভাস নাই। এই সময়ে যে দুইজন দেওয়ান জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম আহম্মদ খাঁ ও মামুদ খাঁ। এই আহম্মদ খাঁরই নামান্তর আদম খাঁ হইবে।

"জামাল খাঁ ও কামাল খাঁ আলাল-দুলাল নামে পরিচিত ছিলেন, এই সিদ্ধান্তের অপর একটি প্রমাণ মিলিতেছে। এখানে একটি প্রবাদ আছে যে এই দেওয়ানদ্বয় দুবরাজ নামক দক্ষিণভাগের এক রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। দক্ষিণভাগ নামটি এই সময়েরই সৃষ্টি। এই স্থান আসামবেঙ্গল রেলওয়ের একটি ষ্টেশন—শ্রীহট্ট হইতে তের মাইল দূরে অবস্থিত। বদরপুর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩৬ মাইল এবং রেলওয়ে লাইনের পশ্চিম সীমান্ত

হইতে ২১৬ মাইল। ডুবরাজের নাম এখন লোক-স্মৃতি হইতে অপসারিত হইলেও এই রাজার সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এক সময়ে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বিদিত ছিল। ইহা ২০০ বৎসরের কথা। এই দক্ষিণভাগ নামের সঙ্গে কোনও সামাজিক ঘটনার সংস্রব ছিল।

"শ্রীহট্টে ডুবরাজ নামটি নূতন নহে। শ্রীহট্টে ডুবরাজ নাম ধেয় জনৈক বৈষ্ণবকবি ছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি "নিমাই সন্ন্যাস" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন; এই কাব্য ভক্তি ও করুণরসের উৎসস্বরূপ। চৈতন্য-দেবের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতা শ্রীহট্ট পরিদর্শন করেন, কাব্যে সেই কথা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি ইহার একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথি পাইয়াছিলাম। কাব্যখানি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

"কবি ডুবরাজ বৈষ্ণব-সাধু ছিলেন। এই ডুবরাজের চরিত্র-মাহাত্ম্য দেওয়ান কামাল খাঁ ও জামাল খাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারে। সময়ের দিক্ দিয়া মিল থাকার দরুণ আমার এইরূপ অনুমান হয় যে আপনার কথিত আলাল খাঁ ও দুলাল খাঁ—এই কামাল খাঁ, জামাল খাঁ হইতে অভিন্ন।

"শ্রীহট্ট এককালে ভট্টদিগের গীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; বিশেষতঃ বাণিয়াচঙ্গের ভাট্দিগের খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভট্টশিরোমণি মকরন্দের গান এখনও শ্রীহট্টবাসীর মুখে শোনা যায়।

"দেওয়ান আলাল দুলালের ডুবরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা আপনাদের কোনও পালাগানে পাইয়াছেন কি? এরূপ পালা পাইয়া থাকিলে তাহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না। আমাদের দেশের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এই সমস্ত অখ্যাতনামা নিরক্ষর পালাকর্ত্তাদিগের গানের মধ্যে লুক্কায়িত আছে"।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় এখনও এই পালাটির সন্ধান জানেন না। তাঁহার লিখিত ঐতিহাসিক মন্তব্যসমূহ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ব্যক্তব্য কিছু না থাকিলেও এইটুকু স্বীকার করিতে পারি যে তাঁহার শেষ কথাটি বাস্তবিকই সত্য। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই সমস্ত গ্রাম্য কবি অনেক সময় নূতন গাথা রচনা করিতেন। ইহাঁদের বিবরণ

গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট হইলেও কোন কোন স্থলে অনেক ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তবে পালার রচয়িতারা অনেক সময় ইতিহাস ও উপকথার সংমিশ্রণ করিয়া ফেলিতেন। বর্ত্তমান পালাটিরও এই দোষ দেখা যায়। অন্ততঃ পালার প্রারম্ভ ভাগটা উপকথা বলিয়াই মনে হয়। জ্যোতিষীদিগের উপদেশানুসারে সদ্যোজাত রাজকুমারদিগকে মৃত্তিকাগর্ভস্থ আবাসে রক্ষা করা এবং অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় বহুদিন যাবৎ সন্তানের মুখ সন্দর্শন না করা—এই রূপ ঘটনা-মূলক উপাখ্যান আমরা বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু পালার প্রারম্ভটি কাল্পনিক হইলেও পরবর্ত্তী উপাখ্যানভাগ অর্থাৎ অধুয়াসুন্দরীর জামাল খাঁর প্রতি প্রেমের কাহিনী ও তৎসংস্পৃষ্ট অপরাপর ঘটনাবলী অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই কাহিনীর নিশ্চয়ই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকার অসার অংশ বর্জ্জন করিয়া সার সঙ্কলন করিলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে; এই জন্যই এগুলি মূল্য-হীন নহে।

মুসলমানেরা অনেক সময় হিন্দু-মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন এবং এই আকর্ষণের ফলে বহু যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত; চন্দ্রকুমার সংগৃহীত অনেক পালাগান হইতে এই কথাটি জানিতে পারা যায়। আমি অন্যত্র ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি; এখানেও তাহার পুনরুক্তি করিব।

দেওয়ানদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন; পরে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের হিন্দুর সংস্কার ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ একবারে লুপ্ত হইত না। হিন্দুসমাজ কিন্তু তাঁহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া অস্পৃশ্যবোধে বর্জ্জন করিতেন। সুতরাং প্রভূত ক্ষমতাশালী দেওয়ানেরা বল-প্রয়োগে হিন্দুসমাজের অপমানজনক আচরণের প্রতিশোধ লইবার যে চেষ্টা পাইতেন তাহা স্বাভাবিক। বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী ভুবরাজের নিকট হইতে যেরূপ আচরণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পরস্পর সম্বন্ধহীন দুইটী পরিবারের মধ্যেও ভীষণ শত্রুতার সঞ্চার হইতে পারিত। এক্ষেত্রে দুইটি পরিবার একই শাখা হইতে উদ্ভূত; সুতরাং অপমানের গ্লানি আরও তীব্র বোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং জামাল খাঁ

অভিযান করিয়া বলপূর্ব্বক অধুয়া সুন্দরীকে হরণ করিবেন—ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

এই সমস্ত মুসলমান যদি পারস্য অথবা অন্য কোন পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া এদেশে হিন্দুদের প্রতিবেশীরূপে বসবাস করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ বিবাদের সৃষ্টি হইত না ; হিন্দুমহিলাদিগের প্রতিও হয়ত তাঁহাদের এরূপ লুব্ধ দৃষ্টি পড়িত না। রাজপুতানার ইতিহাসে অবশ্য এই নিয়মের অন্যথা হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ইহা বলা যায় যে বিজেতা পাঠানেরা নানাভাবে হিন্দুকে নির্জ্জিত ও পদানত করিবার জন্যই এইরূপ অত্যাচার করিতেন ; অন্য উদ্দেশ্যে নহে। উদার রাষ্ট্র নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আকবর হিন্দুদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার প্রয়াসী ছিলেন।

কিন্তু বঙ্গদেশে এইরূপ ব্যাপারের অন্য কারণ ছিল। উভয় সম্প্রদায় মূলতঃ একই জাতি এবং সেইজন্য একই প্রকারের রুচি ও সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলেন, ইহাই বোধ হয় এইরূপ সঙ্ঘর্ষের কারণ হইত। সুতরাং এদেশে হিন্দু-কন্যাদিগের প্রতি মুসলমানের আসক্তি কতকটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

এই পালাটিতে ফার্সী অথবা উর্দ্দূ শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার ভাষা বটতলা-প্রকাশিত মুসলমানী পুথির অনুরূপ "মুসলমানী বাঙ্গালা" নহে। বাঙ্গালী মুসলমানেরা কথাবার্ত্তায় যে পরিমাণে উর্দ্দূ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই পালাটিতে উর্দ্দূ শব্দের প্রয়োগ সেইরূপই—তাহা অপেক্ষা বেশী নহে। হিন্দু পাঠকের নিকট বিসদৃশ এবং দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতে পারে, এই পালাগানটিতে এরূপ শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ, যে সমস্ত উর্দ্দূ শব্দ আমাদের কথাবার্ত্তার ভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং যাহা বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বুঝেন---লিখিত ভাষায় সে গুলির প্রচলন হওয়া অসঙ্গত নহে। কারণ ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সংস্কৃতাভিমানিগণ কথাবার্ত্তায় প্রচুর পরিমাণে উর্দ্দূ শব্দের ব্যবহার করিলেও লেখার সময় যথাসাধ্য উর্দ্দূ পরিহার করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত শব্দগুলি এই শ্রেণীভুক্ত—যথা, সল্লা, বখ্শিষ্, লাখেরাজ, গোলাম, আপশোষ, দুষমণ, বাঁদী, শয়তান, বদনাম, মুস্কিল,

ওস্তাদ, দুনিয়া, আস্‌মান, জমিন্‌, আছান, আখের, দরিয়া, বেইমান, বেইজ্জত ইত্যাদি। পালাগানে এইরূপ অসংখ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে "মৈমনসিংহ-গীতিকা" প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এসম্বন্ধে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বর্ত্তমান পালার অন্ধ কবি এবং নিরক্ষর গায়ক সম্প্রদায় স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় রাখিয়া কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারেন। শব্দের লিখিত আকৃতির সহিত অন্ধ অথবা নিরক্ষর কবিগণের পরিচয় না থাকার দরুণ তাঁহারা শুধু শ্রুতিশক্তির দ্বারা শব্দের ধ্বনি উপলব্ধি করেন, এবং প্রয়োগকালে অবিকল তাহাই ব্যবহার করেন। এইজন্যই বর্ত্তমান পালা-রচক অন্ধ কবি শব্দের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত উচ্চারণ বজায় রাখিয়াছেন এবং নিরক্ষর গায়েনেরাও কবির ব্যবহৃত কথিতভাষা অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া কবির কথাতেই পালাগানগুলি গাহিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে পালা-রচকের সামান্য পরিমাণেও অক্ষর-বোধ থাকিত, সে স্থানে তৎকর্ত্তৃক লিখিত ভাষার অনুযায়ী উচ্চারণ অনুসরণ করিবার প্রয়াস করা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে নিরক্ষর অন্ধ কবি ও নিরভিমান মূর্খ গায়েনের হাতে স্বাভাবিক উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে নাই। সুতরাং পালাগানে "ছোট"কে "ছুডু", "প্রজা"কে "পরজা", "চাঁদ"কে "চান্‌", "হইবে"কে "অইব", "শোন", "শোক", "সভা" ও "সাহেব"কে যথাক্রমে "ছোন", "ছোক", "ছভা", "ছাহেব", "দুঃখু"কে "দুস্কু", "বৃদ্ধ"কে "বির্দ্ধ", "সূর্য্য"কে "সুরুজ"—ইত্যাদি আকৃতিতে ব্যবহার করা হইয়াছে।

চন্দ্রকুমারের সংগৃহীত অন্যান্য পালাগানের তুলনায় এই পালাটি কবিত্ব সমৃদ্ধিতে গণনীয় নহে। বর্ণনাগুলি কৌতূহলপ্রদ হইলেও পালার কোথায়ও বর্ণনা-মাধুরী ও সরলতা নাই। পালায় বহুল পরিমাণে কথ্যভাষার প্রয়োগ করিলেও স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ নারীগণের সৌন্দর্য্যবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সংস্কৃতশব্দের উৎকট অনুকরণের দ্বারা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কবির সংস্কৃত শব্দতন্ত্রে আদৌ অধিকার না থাকায় ভাষা অনেক স্থলে হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়িয়াছে। "মহুয়া"

"মলুয়া", "চন্দ্রাবতী"তে যে সহজ সরল সৌন্দর্য্য ও ভাষার অবাধ গতি পাই, ইহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না। সেখ ফৈজুর বর্ণনা অনেক স্থলে একঘেঁয়ে ও বাহুল্য-দোষ-দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন অধ্যায়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দ্বারা কবি সামঞ্জস্য-বোধের অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, বানিয়াচঙ্গ হইতে দক্ষিণ ভাগ সাত দিনের পথ, অন্যত্র পাঁচ দিনের পথ, আবার শেষের দিকে বলিয়াছেন, দেওয়ান আলাল দক্ষিণ-ভাগের রাজাকে বার ঘণ্টার মধ্যে হাজির করিবার জন্য আদেশ দিতেছেন। একস্থলে মক্কা সহরকে বাণিয়াচঙ্গ হইবে ছয় মাসের পথ, অন্যত্র দিল্লী-নগরীকেও সমান ব্যবধানে অবস্থিত, বলা হইয়াছে। তবে এই সমস্ত উক্তি মূর্খ গায়েনের স্মৃতি ভ্রংশের দরুণ ভুলও হইতে পারে; একটা বৃহৎ পালার রচয়িতার পক্ষে এরূপ প্রমাদ কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আখ্যানটির প্রারম্ভ-ভাগ সম্ভবতঃ উপকথা হইতে গৃহীত, এবং পালাটি উপকথা ও ইতিহাসের সংমিশ্রনে রচিত। কিন্তু উপকথা রচনাতেও সম্পুর্ণ স্বেচ্ছাচার চলে না। এক জায়গায় কথিত হইয়াছে, তেড়া-লেঙ্গড়া একদিনে "হাইলাবনে" চলিয়া গিয়াছিল; আবার এই "হাইলাবন"ই ছ'মাসের পথ, বলিয়া অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। এইরূপ গরমিল উপকথাযও অমার্জ্জনীয়। তবে সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই পালাগান গুলি নিরক্ষর কৃষক কবির রচিত এবং অক্ষর জ্ঞানহীন গায়েনের দ্বারা গীত হইত। সুতরাং অসামঞ্জস্য গুলি অস্বাভাবিক নহে।

কবির আর একটি দোষ, পুনরুক্তি,—একই ভাবের কথার পুনঃ পুনঃ অবতারণা করা। যথা, কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে সমস্ত রাজ্যে একটা শোকের উচ্ছ্বাস হওয়া চাই। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে হইব। পক্ষীরা পর্য্যন্ত কাকলী দ্বারা শোক প্রকাশ করিবে; অশ্বশালায় অশ্ব এবং হস্তিশালায় হস্তীও নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে। এইরূপ বর্ণনা আলালের মক্কাযাত্রা কালে একবার পাওয়া যায়, তরুণ জামালকে দিল্লী প্রেরণ কালেও এইরূপ শোকোচ্ছাস-বর্ণনা আছে। আবার আখ্যায়িকা পরিসমাপ্তির দিকে আলালের চিরতরে নগর পরিত্যাগ কালে এই একই দৃশ্যেরই অবতারণা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৈমনসিংহের অন্যান্য পালাগানের মত এই রচনায় তেমন কবিত্ব সম্পদ নাই। তবে ঐতিহাসিকতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই পালাটির কতকটা মূল্য আছে; মুসলমান আমলের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথার সন্ধান আমরা এই পালার ভিতর দিয়া পাইতেছি। পালার যে সমস্ত নিষ্ঠুর শাস্তি-প্রদানের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। স্বল্পকারণে নগর ও গ্রাম ধ্বংসকরণ এবং অধিবাসীদিগকে হত্যা করার আদেশ প্রদান হইতে আমরা বুঝিতে পারি, সেকালে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাদের হস্তে দেশ কিরূপ নিঃসহায় ছিল। সাধারণের রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোনই হাত ছিলনা। সুতরাং বহু অত্যাচার উৎপীড়ন সাধারণকে নীরবে সহ্য করিতে হইত। দুই এক স্থলে নিতান্ত অসহ্য হইলে একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা ভয়ে ভয়ে রাজার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে।

চন্দ্রকুমার পালাকর্ত্তা ফৈজু ফকিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে তিনি হিন্দু-কন্যাকে মুসলমানের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণীরূপে বর্ণনা করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু কবি এখানে হিন্দুবিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হইয়া একথা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জামাল খাঁ হিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করায় হিন্দুরাজার যে ক্রোধের বর্ণনা আছে, তাহাতে আদৌ মুসলমানীভাবের চিহ্ন নাই, নিরপেক্ষ লেখকের মতই কবি উভয় শ্রেণীর কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। অধুয়া সুন্দরীর নিকট জামাল যে প্রেমপত্র প্রেরণ করেন, তাহার ভাষাও শিষ্টতানুমোদিত ও সংযত। পালারম্ভে কবি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মঙ্গল কামনা করিয়াছেন; সুতরাং হিন্দুকন্যার মুসলমানের প্রতি প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তিনি হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দেন নাই। অনঙ্গদেবের রাজত্বে জাতি ও ধর্ম্মগত ব্যবধানের কোনও মূল্য নাই, কবির কথায় শুধু ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বলিতে চাই। 'তেড়ালেঙ্গড়া' নামটি সংস্কৃত প্রভাবিতযুগের পূর্ব্বকার বাঙ্গালা সাহিত্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ময়না-মতীরগান, ধর্ম্মমঙ্গল, এমন কি কোন কোন মনসামঙ্গলেও এই নামটা পাওয়া যায়। এই নামের দ্বারা বোধ হয় এমন এক শ্রেণীর অনুচরদিগকে বুঝাইত, যাহাদের অন্তঃপুরে স্বচ্ছন্দ-গতায়াত ছিল। তেড়া (টেরা) শব্দটী

সম্ভবত কুটিল দৃষ্টি, (চক্ষু রোগ বিশিষ্ট) ব্যক্তির প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'লেংড়া' অর্থ খঞ্জ। মুসলমান অন্তঃপুরে খোজা প্রহরী রক্ষিত হইবার প্রথা ছিল। হিন্দুরা হয়ত এই খোজা করার প্রথার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আছে তাহা পরিহার করিয়া স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ লোকদিগকেই অন্তঃপুরচারী সংবাদবহ করিয়া নিয়োগ করিতেন। বর্ত্তমান পালার 'তেড়া-লেঙ্গড়া' একজন গৃহ নির্ম্মাণকারী শিল্পী, অন্তঃপুরে ইহার অবাধ গতি ছিল। রাজ-অন্তঃপুরে যে সকল পরিচারকের অবাধ গতিবিধি ছিল, তাহারা এইভাবে বিকৃতাঙ্গ হইত, এবং পরিচারিকাদের মধ্যেও যাহারা ঘরে-বাইরে আনাগোনা করিতে অধিকারী ছিল, তাহারা "কুব্জা" বা অন্য কোন রূপে বিকলাঙ্গী হইলেই তাহাদিগকে মনোনীত করা হইত।

১৩। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান। (৪৩৩—৪৭৮ পৃঃ)

ফিরোজ খাঁর পালাটির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই ; তবে তিনি যে মুসলমান ছিলেন, তৎ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেওয়ানদিগের যে বংশলতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ফিরোজ খাঁর নাম নাই। পালাগানোক্ত অনেক স্থলেই যখন এইরূপ নাম-বিপর্য্যয়ের উদাহরণ পাইতেছি, তখন এই ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছে যে মুসলমান দেওয়ানেরা শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করার পর পূর্ব্বের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অধিকতর মর্য্যাদাজ্ঞাপক নাম ও উপাধি ধারণ করিতেন। এ প্রথা সর্ব্বত্রই ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পালাগানে এই সকল দেওয়ান ও রাজগণের লোকপ্রচলিত সহজ নামগুলিই ব্যবহৃত হইত। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের সম্বন্ধীয় অন্যান্য পালাগানের ন্যায় এইটিরও যে যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

ফিরোজ খাঁ বোধ হয় দেওয়ান ইশাখাঁর বহুদূরবর্ত্তী বংশধর নহেন; তিনি ইশাখাঁর পৌত্রদেরই একজন হইবেন। বংশলতা ও দেওয়ান-সরকারের কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে দেওয়ান পরিবার পরে বহুধা বিভক্ত হইয়া বৃত্তিভোগী জমিদার গোষ্ঠির সৃষ্টি করিয়াছিল ; দেওয়ান পরিবারস্থ এই ভূম্যধিকারিগণের কেহই পরবর্ত্তীকালে দিল্লীর বাদসাহের সহিত বিরোধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবার মতন ক্ষমতাশালী ছিলেন না।

কিন্তু পালাগানটিতে পাওয়া যায়, ফিরোজ খাঁ স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের গৌরবে গৌরবান্বিত একজন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ইশাখাঁর বংশধর, এবং ইশাখাঁর মতনই স্বাধীন এবং যশস্বী দেশনায়ক হইবেন, পূর্ব্ব হইতেই এই আশা মনে মনে পোষন করিয়াছিলেন। "তিনি ইশাখাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন" একথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং ইশাখাঁর পুত্র হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ হইত না। অথচ যিনি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিতে ইচ্ছুক, তিনি কখনই ইশাখাঁর দূরবর্ত্তী বংশধর নহেন।

ইশাখাঁর দুই পুত্র ছিল, মুশাখাঁ ও মহম্মদ খাঁ। মুশাখাঁর পুত্র মাচুম খাঁ এবং মহম্মদের পুত্র এনোয়াজ মহম্মদ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফিরোজ খাঁকে আমরা দেওয়ানপরিবারের বংশতালিকায় এই শেষোক্ত নাম দুইটির অব্যবহিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দেওয়ানদিগের যে বংশতালিকা আমরা পাইয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ,—এবং সব জায়গায় বিশ্বাস-যোগ্যও নহে। আমরা একটি বংশাবলীতে ইশাখাঁর পুত্র শুধু আবদুল খাঁর নামই পাই নাই, আদম ও বিরাম নামক শ্রীপুর-রাজকন্যার গর্ভজাত তাঁহার অপর দুই পুত্র ছিল, তাহারও উল্লেখ পাইয়াছি।

ভিন্ন এক গোষ্ঠী দেওয়ানের আবাস ছিল কেল্লাতাজপুরে ; এই দেওয়ানেরা বোধ হয় উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত। কেল্লাতাজপুরের বিস্তীর্ণ ময়দান পাতয়ারা নদীর তীরে নেত্রকোণার দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থলে পরিখা ও প্রাচীন প্রাসাদের ইষ্টক এখনও দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রকুমার (১) রাজীবপুরের সাহরালী গায়েন (২) চন্দ্রতলার সদীর গায়েন এবং (৩) কাটিখালির রহমন গায়েনের নিকট হইতে এই পালাটি সংগ্রহ করেন। ইহার কিয়দংশ তিনি ন'পাড়া নিবাসী জনৈক অন্ধ ভিক্ষাজীবী ফকিরের নিকটে প্রাপ্ত হয়েন। উপরিলিখিত তিনজন গায়েন নাসির-উ-জিয়াল পরগণার অন্তঃপাতী কবি চন্দ্রপুরের সুবিখ্যাত আজিম গায়েনের শিষ্য। এই আজিম গায়েনের শিক্ষাদাতা স্বয়ং পরগণার বড়ইবাড়ী জিগাতলানিবাসী জগীর গায়েনের নাম মৈমনসিংহ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। মদন ব্যাপারী নামক অপর একজন গায়েন এই পালার বিকৃত একটি রূপান্তর গাহিয়া থাকেন। তিনি ইহাঁতে প্রাচীন উপকথার অনেক উপকরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং সখিনাকে দিয়া তান্ত্রিক সিদ্ধা অথবা 'দ্রুইদ্' পুরোহিতের ন্যায় অসাধ্য সাধন, এমন কি ৮০ আশী মণ ওজনের গদা লইয়া যুদ্ধ পর্য্যন্ত করাইতে দ্বিধা করেন নাই।

পালাটি কবিত্ব পূর্ণ না হইলেও আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক। শেষের দৃশ্যটার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহের নীরসতার কলঙ্ক অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে; এই দৃশ্য অপূর্ব্ব কবিত্বচ্ছটায় করুণ ও উজ্জ্বল হইয়াছে। রণপ্রত্যাগত বিজয়ী স্বামীর গলে জয়মাল্য পরাইয়া তাঁহার অভিনন্দন করিবেন, এই আশায়

উৎফুল্লহৃদয়া সখিনাকে দরিয়া সঙ্কোচ ও দ্বিধার সঙ্গে যুদ্ধসম্বন্ধীয় নিষ্ঠুর সংবাদটি প্রদান করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। পরক্ষণেই সখিনা সাম্রাজ্ঞীর মত ধৈর্য্য সহকারে স্বামীর বন্দীদশার প্রতিশোধকল্পে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক তিন দিন অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যে অলৌকিক শৌর্য্যপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শুধু তাঁহার বীরত্বের নহে—পরন্তু রমনী-হৃদয়ে প্রেমের অমোঘ-শক্তির নিদর্শন। নারীর হৃদয় যতই দৃঢ় হউক না কেন, তাহার একটি স্থান এমন সুকোমল যাহা কুসুমের মৃদু আঘাতটি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। স্বামীকে উদ্ধার করিবার পণ করিয়া তিনি শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখীন হইয়া সিংহীর ন্যায় বিক্রমে রাত্রিদিন অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামী শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, এই সংবাদ বহন করিয়া দূত যখন তাঁহার হস্তে সেই তালাক্-নামাটি এবং সন্ধিপত্র প্রদান করিল, তখন বীরাঙ্গনার হৃদয়ের সেই কুসুম-কোমল স্থানটিতে যে আঘাত লাগিল, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া যেন অবিশ্বাসের চক্ষে স্বামীর নামমুদ্রাঙ্কিত বর্জ্জনপত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভগ্নহৃদয়া সখিনা সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পুরুষের ছদ্মবেশ অঙ্গ হইতে খসিয়া পাড়িল পড়িল, এবং দৃঢ়বদ্ধ কেশপাশ মুক্ত ও আলুলায়িত হইয়া তাঁহাকে চিনাইয়া দিল। তখন রাজ্ঞী আর জীবিত ছিলেন না।

পালাগানটিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং উহার রচনার কাল তাহার অব্যবহিত পরেই হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাধারণ মন্তব্য

এই পল্লীগীতিকাগুলির ঐতিহাসিক ও কবিত্বমূলক যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আর একটা দিক্ দিয়া ইহারা বঙ্গ সাহিত্যের একটা যুগনির্দ্দেশ করিতেছে। আমি তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

হরিদ্বারে যাইয়া যেরূপ গোমুখীর শত শত ধারা কিরূপে বিশালতোয়া গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়, এই গীতিগুলিতেও সেইরূপ নানা বেগশীল স্বচ্ছধারা প্রবাহিত হইয়াছে, উত্তরকালে সেই ধারাগুলি বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষ পুষ্টি ও বিশালতা দান করিয়াছে।

বিশেষ করিয়া আমরা এখানে এই গীতিগুলির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যের সম্বন্ধের কথা বলিব।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের "একাভিপ্পায়"-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যৌনসম্বন্ধ ধর্ম্মের ভিত্তিতে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ পুরাণেও যৌন-সম্পর্কের আনন্দের সঙ্গে বারংবার ব্রহ্মানন্দ উপমিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দ্বারা আমরা বঙ্গের 'সহজিয়া ধর্ম্মে'র মূল কোথায়, তাহার আভাস পাই।

চণ্ডীদাসের কবিতাপাঠে জানা যায়, তাঁহার সময়ে সহজ সাধনা তরুণ-তরুণীদের একটা বিশেষ আচরিত পন্থায় পরিণত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস এই তরুণসাধকদিগকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। এই পথে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা প্রায় আকাশকুসুমবৎ—'কোটিকে গোটিক হয়," এই আশঙ্কার কথা বলিয়া তিনি নবীন যাত্রীদিগকে এই পথ হইতে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। এ পথে কাহারা যাইবেন? এই প্রশ্ন করিয়া চণ্ডীদাস উত্তরে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুমেরু-শৃঙ্গকে মাকড়সার জাল দিয়া বাঁধিতে পারিবেন, যিনি সাপের মুখে ভেককে নাচাইয়া অক্ষত দেহে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন, তিনি এই পথে যাউন, অপরে নহে। এ বড় দুর্গম পন্থা, দেহকে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়প্রভাব বিরহিত "শুষ্ক কাষ্ঠের" মত

করিতে হইবে। চণ্ডীদাসের ভাষায় জলের মধ্যে আশীর্ষ ডুবিয়া স্নান করিতে হইবে, অথচ গাত্র ভিজিবে না। এই অসম্ভব ব্রত যিনি পালন করিতে পারিবেন, তিনি আসুন, অপরে নহে। অপরে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা "শিবনৃত্যের" অনুকরণে "ভূতের নাচের" মত হাস্যাস্পদ হইবে। অথচ তিনি বলিতেছেন, তাঁহার সময়ে না জানিয়া না শুনিয়া, "সহজ সহজ সবাই কহয়"—শত শত তরুণ-তরুণী এই পথের পথিক হইতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। সেই সময়ে একদিকে সহজ-সাধন, অপর দিকে প্রাক্ বৌদ্ধযুগের নিবৃত্তিধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে নরনারীর অবাধ মিলন—বঙ্গ সমাজে এই দুইটি স্রোত বহিতেছিল। এই পল্লীগানগুলিতে দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালীর রমণীরা প্রেমকে একটা খেলার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সহজিয়াদের মত তাঁহারা ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ না করিলেও এই বিষয়ে যে তাঁহাদের যথেষ্ট সাধনা ছিল, তাহা গীতিকার পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রেম দুর্ব্বল-হৃদয়ে নারী প্রমত্ত কুঞ্জরের বল দিয়াছে। ইহা "একটুকু হাসি," "একটুকু স্পর্শ," এবং "একটুকু চুম্বন" নহে। ইহার প্রতি অধ্যায়ে সুকঠিন তপস্যা। পল্লীগীতিকার এই খণ্ডে "মহিষাল বন্ধু," "ধোপার পাঠ" ও "কাঞ্চনমালা" পাঠ করুন; প্রথম খণ্ডে "কাজলরেখা," "মহুয়া," "চন্দ্রাবতী," "মদিনা" প্রভৃতি অনেক নারীচরিত্র সম্বন্ধই পাঠক অবহিত আছেন। এই রমণীদের প্রেমে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন সূচিত হইয়াছে; ইহারা প্রেমের জগতে সাধনার পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। যে সাধনা ঋষি মুনিরা করিয়া থাকেন, পঞ্চাগ্নির মধ্যে বসিয়া সূর্য্যের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য পঞ্চতপাঃ যে সাধনা করিয়া থাকেন, বাহিরের আড়ম্বর না থাকিলেও এই প্রেম তেমনই একটা নীরব সাধনা। এই প্রেম আত্মসুখাভিলাষী নহে, ইহা আত্মবলিদানেই সার্থক। যত তান্ত্রিক, যত যোগী, এদেশে যে সাধনা করিয়াছেন—শবের উপর বসিয়া কিংবা ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের অঙ্গ বলি দিয়া যে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, সে সমস্ত সাধনাকে—বজ্রাসন, পদ্মাসন, শবাসন প্রভৃতি সমস্ত আসনকে—হার মানাইয়াছে, এই কন্দর্পের কোমল আসন। ইহার বাহিরে পুষ্পরেণু ও নবনীতের কোমলতা, কিন্তু ইহা বজ্রগর্ভ। বাঙ্গালী জাতি, বিশেষ বাঙ্গালী নারী যে অপূর্ব্ব প্রেমসাধনা করিয়াছেন,—কোমলতার ভিতর দিয়া যে সুকঠিন অদর্শ লাভ করিয়াছেন,

—কুসুমাকীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া যে দুর্গম পন্থার অভিশাপকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহার নিদর্শন এই গীতিকাগুলির পত্রে পত্রে পাইবেন। এই পল্লীগাথায় সেই সাধনপথের পথিক-রমণীদের পদচিহ্ন পড়িয়া আছে, সেই পাদপীঠের উপর বিশ্বের শির লুটাইয়া পড়িলেও তাহা অযোগ্য হইবে না।

এই পল্লীগানগুলিতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিকতা বৈষ্ণব-গীতিতে আরও মহান্ হইয়াছে। দেশব্যাপী এই প্রেমসাধনার দরুণ বঙ্গভাষা যেরূপ কোমল ও সুশ্রাব্য হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গভাষার সুকুমার শব্দ-সম্পদ্ অতুলনীয়। যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার চেষ্টা পাইবেন, তাঁহারা পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিবেন। ধরুন বাঙ্গালা একটা শব্দ “মান”—ইহা সংস্কৃত নহে। ইহারা জোড়া ইংজৌতে মিলিবে না, “মান” ও “মানিনী” শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা “সোহাগ” কথায় যে কত মধুরতা নিহিত আছে, তাহা ভাষান্তরে ব্যক্ত হইবার নহে। ইহা ছাড়া “লাবনী”, “রঙ্গিনী”, “ডগমগ” প্রভৃতি কথা বাঙ্গালা অভিধানের বৈশিষ্ট্য দেখাইবে। আর একটা খাটি বাঙ্গালা কথা “ভাবিনী” (যথা “ভাবিনী ভাবের দেহা”—চণ্ডীদাস); এই শব্দের অর্থ চিন্ময়ী। বাঙ্গালা “এলায়ে” কথাটায় যে আবেশ আছে তাহা ভাষান্তর করিয়া বুঝান শক্ত (যথা “পরশ লাগি এলায়েছে গা”—জ্ঞানদাস)। “শীতল চরণ”—এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পরম মধুর স্নিগ্ধতা ব্যঞ্জনা করিতেছে; শীতের দেশের ভাষায় অর্থ উল্‌টা হইয়া যায়। “শীতল তছু অঙ্গ পরশ রস লালসে” (জ্ঞান দাস) এবং “কই কই প্রেমময়ি—পরশিয়া অঙ্গ শীতল হই” (কৃষ্ণ-কমল)—এই পদগুলির “শীতল” শব্দের মধুরতা ইংরেজীতে কিরূপে বুঝাইতে পারা যাইবে? “রাঙ্গা চরণ”, আল্‌তা অথবা পদ্মের বর্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়; তাহা বিদেশীয় ভাষায় বুঝান যায় না। ইহা ছাড়া “জপ”, “তপ”, “আরতি” প্রভৃতি কথা দেবমণ্ডপে পূজারীর শ্রদ্ধার ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। বিদেশী ভাষায় তাহার জোড়া মিলিবে না। খাটি বাঙ্গালা ‘নিছুনি’ কথার তুলনা নাই; এমন কি বাঙ্গালায় ষড়ঋতুর পরিচিত আনন্দদায়ক স্মৃতিস্মারক “বাদর”, “শাওন্” প্রভৃতি কথার

সঙ্গে এদেশের বিরহ-মথিত যে করুণ স্মৃতি জড়িত, তাহা শুধু প্রতিশব্দ দিয়া বুঝান যায় না।

খাটি বাঙ্গালায় "যমকের" যে বহর আছে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তাহার তুলনা আছে কিনা জানি না। কত শব্দ ও শব্দাংশের দ্বারা যে খাটি বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত বঙ্গের অভিধান-কারদিগের নজরেই পড়ে নাই। বলা বাহুল্য যে সুকোমল ভাবব্যঞ্জনাতেই এই সকল শব্দের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অর্থ বঙ্গের ঘরে ঘরে পুষ্ট হইয়াছে। এক "ভাল" শব্দটির কত অর্থ হইতে পারে, তাহা এই ছত্রটিকে দেখুন:—
"ভাল ভাল বঁধু ভাল ত আছিলে। ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে।" প্রথম "ভাল ভাল" দুইটি শব্দের অর্থ—বেশ্ বেশ্, তৃতীয় "ভাল"টি স্বাস্থ্যজ্ঞাপক, চতুর্থ "ভাল"টির অর্থ "ঠিক" এবং পঞ্চম "ভাল"র অর্থ "উচিত কাজ"। সামান্য বানানের তফাৎ কিন্তু উচ্চারণ এক রকম, অথচ অর্থ সম্পূর্ণরূপে পৃথক, এরূপ শত শত শব্দ বাঙ্গালার ঘাটে পথে পাওয়া যায়:—যথা "শয়ন করিয়া সে কুসুম শেজে, হৃদয়ের মাঝে রাখি মোরে সে যে"। প্রথম "শেজ" অর্থ শয্যা; দ্বিতীয় "সে" আর "যে" দুইটি পৃথক শব্দ হইলেও উচ্চারণের সাদৃশ্যের দরুণ একই শব্দের মত মনে হয়। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, "শোন গো নীরবে, বাঁশী বাজে ঐ কি রবে, বলদেখি ও রবে, কে ঘরে রবে।" প্রথম "রব" অর্থ "শব্দ"; শেষের "রবে", "রহিবে"র রূপান্তর।" "চল্ গো যে যাবে, শশি-মুখে বাঁশী কতই বাজাবে"। "বাজাবে"র 'জাবে' ও "যাবে" দুইটি ভিন্ন শব্দ, কিন্তু উচ্চারণ একরূপ। "কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই বনে"—এই ছত্রটিতে "রাই" শব্দ কত বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। "যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে।" এখানে "কিশোরীরে" ও "কি শরীরে" কেমন মিলিয়া গিয়াছে; অথচ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ। "আমি যে রাধার লাগি হ'লাম বনবাসী, ধরাচূড়া বাঁশী কতই ভাল বাসি"—এখানে "বনবাসী"র "বাসী", "বাঁশী" এবং "ভালবাসি"র "বাসি" ধ্বনিতে প্রায় একরূপ হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সূচক। "হেথা থাকৃতে যদি মনে না থাকে, তবে যেও সেথাকে" এবং "যথা যে না থাকে, তারে আর

কোথা কে, ধ'রে বেঁধে কেবা রেখে থাকে" এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের দুইটি "থাকে" পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। এক শব্দ বাঙ্গালায় কতই না খুটি নাটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। "নেত্র পলকে যে নিন্দে বিধাতাকে, এত ব্যাজে দেখা সাধে কি গো তাকে" এবং "যেন সুধাকরে সুধা বরিষন করে"—এই দুটি ছত্রের মধ্যে ও "তাকে" এবং "করে" শব্দ দুইটির প্রতি লক্ষ্য করুন। "যতই কাঁদে বাছা বলি সর সর, আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্, বল্‌লাম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর" পদে প্রথম "সর" অর্থ নবনীত, দ্বিতীয় "সর্" অর্থ "দূর হ'" তৃতীয় "সর" "অবসরে"র। "শুন হে কেশব বল্‌বে লোকে সব"—এখানে "কেশব" ও লোকেসবে'র "কেসব"— দুইটি শব্দের ধ্বনি-সাম্য লক্ষ্যণীয় "আমার মরণ সময়ে কি কাজ ভূষণে, এভূষণ নাহি যাবে কভু সনে" এখানে "ভূষণ" ও কভু সনের"ভুসন" দ্রষ্টব্য।

আমি একটা খাতায় এরূপ শত শত শব্দ টুকিয়া রাখিয়াছিলাম। এই শব্দ কলায় যে সূক্ষ্ম বাক্‌শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বিন্যাস ঢাকার মস্‌লিন্ কিংবা তারের কাজের বুনুনীর মত। এই যে শত শত শব্দের অতি নিপুণ কারুকার্য্যে আমাদের ভাষা অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা কাহারও নজরে পড়ে নাই। প্রাজ্ঞমানী সমালোচক গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমলের পদে এই যমকালঙ্কারের বাহুল্য দেখিয়া নাসাকুঞ্চন করিয়াছেন। হয়ত, কতকটা বাড়াবাড়ি তাঁহাদের ছিল। কিন্তু জাতীয় ভাষার মহৈশ্বর্য্যের সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি পরম গর্ব্বের সহিত একটু বেশী দ্রুত ছুটিয়া চলিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা নিন্দনীয় নহেন—তাঁহাদের কাছে, যাঁহারা বাঙ্গালাভাষার এই মহা-শক্তির সন্ধানটা একেবারেই রাখেন না। বাঙ্গালা ভাষারূপ পদ্মের এই শত সুকোমল পাপড়ী বাঙ্গালীর প্রেমসরোবরে জন্মিয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষায় এই অসামান্য সম্পদ দাশরথী যতটা আবিষ্কার করিয়াছেন—অপর কেহ বোধ হয়, ততদূর পারেন নাই। পূর্ব্বে যে সকল শব্দের উল্লেখ করিয়াছি তাহা খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের যোগে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ সুমধুর যমকের সৃষ্টি হইতে পারে, জয়দেবের সংস্কৃতেও তেমন যমকের মাধুর্য্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। "সখী ধর আভরণে দিও রাই চরণে, যেন মরণে কিশোরী কৃপা করে মোরে"

ঐখানে তিনটি "রণে" দ্রষ্টব্য। "আমার মত তোমার শতেক রমণী, তোমার মত আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির কত কমলিনী—কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি।" এখানে তিন রকমের "মণি" পাওয়া যাইতেছে। "আমি নহি প্রেমযোগ্য, করেছিলাম প্রেম যজ্ঞ"—আর একটি উদাহরণ। "দাসীর এই নিবেদন, মনের বেদন"—পদে "বেদন" দুই বার পাওয়া যাইতেছে, অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র এইরূপ সূক্ষ্ম কথার বুনুনী। এই ভাষা যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবেন, তাঁহারা ইহার অসাধারণ শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সারেঙ্গ্ বাজাইয়া যখন বৈষ্ণব-ভিখারী গায়ঃ— "আহা মরি, সহচরী, হায় কি করি, কেন এ কিশোরীর সুশর্ব্বরী প্রভাত হৈল" তখন সারেঙ্গের "ঋ" "ঋ", গানের "রি" "রি" র সঙ্গে এমন বেমালুম মিশিয়া যায়, যেন কণ্ঠ ও যন্ত্র সমস্বরে একমন্ত্রে বাজিয়া উঠে। ইহা ভাষার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের দ্যোতনা করিতেছে।

এই পল্লীগীতিকাগুলি পড়িলে দেখা যাইবে, বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব ইহাতে এক ফোঁটাও নাই। গীতিকাগুলির ভাষা অমার্জ্জিত, বৈষ্ণব কবির ভাষা মার্জ্জিত। গীতিকাগুলির প্রেমকথার মধ্যে মধ্যে একটা উচ্চরাজ্যের আভাস ইঙ্গিত আছে সত্য, কিন্তু তাহারা আধ্যাত্মিকতার ধার একেবারেই ধারে না। এগুলি গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার কথায় পূর্ণ,—রাধাকৃষ্ণের লীলার কথা স্মরণ করাইবার মত তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই। কোন কোনও গীতি চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই পরবর্ত্তী কালের। এই পালাগান রচকেরা বৈষ্ণব কবিদের কোনও সন্ধানই রাখিতেন না। তাঁহারা নায়ক নায়িকার প্রেমে মস্‌গুল হইয়া পালা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধার তাঁহারা ধারেন না। তথাপি বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে অনেক সময় ছত্রে ছত্রে ইহাদের অতীব বিস্ময়কর মিল দৃষ্ট হয়। আমরা তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। "ধোপার পাটে" এই ছত্রটি পাওয়া যায়—"জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি, আর ছলাতে কাটে" (১২।৩০)। চণ্ডীদাসের "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি সময় পাইলে কাটে।" "ধোপার পাটে" "তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম" (২৪ অঃ)—পদটি চণ্ডীদাসের এই সুন্দর গানটি মনে করাইয়া দিবে—"তোমার

চরণে বঁধু শতেক পরণাম। তোমার চরণে বঁধু লিখো আমার নাম ॥ লিখিতে দাসীর নাম লাগে যদি পায়। মাটিতে লিখিয়া নাম চরণ দিও তায় ॥” চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত “সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল. অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে সকলি গরল ভেল”।—পদটির সঙ্গে “ভেলুয়ার” নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পড়ুন। এখানে ভাষা ও উপমার অবিকল ঐক্য নাই, কিন্তু ভাব একরূপ। “গাছের তলায় আইলাম ছায়া পাইবার আশে। পত্র ছেইত্যা রৌদ্র লাগে আপন কর্ম্ম দোষে ॥ ঘরেতে পাতিলাম শয্যা নিদ্রার কারণ, সেই ঘরে লাগিল আগুন কপালে লিখন” (৯।৬৩-৬৬)। “বেড়ায় খাইল ক্ষেত আপন কর্ম্মদোষে” (ভেলুয়া ৯।৬)। “ধোপার পাটের” (২।৯-১৬) পদটি পড়ুন,—রাজকুমার ঝঞ্ঝাবৃষ্টি সহ্য করিয়া রজক-কুমারীর জন্য তাহার গৃহের আঙ্গিনায় অপেক্ষা করিতেছেন; অথচ সে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া আনিয়া জাগ্রত পিতামাতার চক্ষু এড়াইয়া বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। পল্লীগীতিকার এই আলেখ্যটির উৎকৃষ্ট টিপ্পনী করিয়াছেন চণ্ডীদাস ঃ— “এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে। আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে ॥ ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, বিলম্বে বাহির হনু। আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া, কত না যাতনা দিনু ॥” “ধোপার পাটের”—“কাট্যা গেছে কাল মেঘ চাঁদের উদয়। এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয়” (২।১৮) পড়িলে চণ্ডীদাসের “কহিও বঁধুরে সখি কহিও বঁধুরে। গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে” কবিতাটি স্বতঃই মনে পড়িবে। মহিষালবন্ধু যেখানে তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিরহের সুরটি বাঁশীতে ধ্বনিত করিয়া কাতর ভাবে দুঃখ নিবেদন করিতেছেন, সেই সুর সাজুতী কন্যার বুকে শেলের মত বিঁধিতেছে। তাঁহার মহিষাল বঁধু বুঝি তাঁহার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়া মরিতে বসিয়াছে, এই ভাবনায় তিনি গৃহে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। এই প্রাণমাতান বাঁশীর সুরে নায়িকার হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিতেছে। বাঁশী-সম্বন্ধীয় এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের অসংখ্য গীতি মনে পড়িবে। “সরল বাঁশের বাঁশী নামের বেড়া জাল। সবার অমিয়া বাঁশী, রাধার হৈল কাল ॥”—“খল-সংহতি সরলা, তা কি জাননা বাঁশী, আমি একে নারী তায় অবলা,” হইতে আরম্ভ করিয়া “কৃষ্ণকীর্ত্তনের” সেই অতুলনীয় “কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি যমুনা

নঙ্গীফুলে” প্রভৃতি কবিতাগুলি যে মধুর রসে পুষ্ট, তাহার আদি খরবটা যেন এই পল্লীগাথায় পাওয়া যাইতেছে।

চণ্ডীদাস সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত হইলেও তিনি পুথিগত বিদ্যা সরাইয়া রাখিয়া ঘরের কথায় প্রাণের গীত গাহিয়াছেন। পালাগানগুলিও সেই ঘরের কথায় রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যেও বই-পড়াবিদ্যার এতটুকু চাকচিক্য নাই।

শুধু চণ্ডীদাসের পদে নহে, পালাগানের অনেক পদের সঙ্গে আপরাপর বৈষ্ণব কবিদের গীতিকার বিশেষরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয়। জ্ঞানদাসের অতুলনীয় "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়" পদটির স্মারক বহু ছত্র প্রাচীন পালাগানে পাওয়া গিয়াছে, যথা ঃ—"অঙ্গের লাবণী সোনাইর বাইয়া পড়ে ভূমে" (দেওয়ান ভাবনা, ২।১২)—"হাঁটিতে মাটিতে ভাসে অঙ্গের লাবণী" (ইশা খাঁ), "হাঁটিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে অঙ্গের লাবণী" (ভেলুয়া) ধোপার পাটের "কাল দিন চল্যা গেল কা'ল হৈল কাল" (৯।৪২) ছত্রটি বিদ্যাপতির "কাল অবধি পিয়া গেল……ভেল পরভাত পুছই সবহুঁ। কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ" পদের প্রতিধ্বনির ন্যায়। লোচন দাসের "এস এস বঁধু এস, আধ আচরে ব'স" গানটির একটি ছত্র "ফুল নও যে কেশের করি বেশ।" পালাগানগুলিতে বাংরবার এই ভাবটি পাওয়া যায়, যথা ঃ—"ফুল যদি হইতারে বঁধু ফুল হৈতো তুমি। কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইরা বাইনতাম বেণী।" (মহুয়া, ৮।২২), "পুষ্প হইলে বঁধু খোপায় বাইনতাম তোরে" (দেওয়ান ভাবনা, ৪।২৬), এবং "পুষ্প হৈলে বঁধুয়ারে গাইথ্যা রাখতাম তোরে" (কমলা)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপাল উড়ে "গোবরা পোকা হৈয়া বসিলি পদ্মে" পদের দ্বারা শ্রোতৃবর্গেকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত "ধোপার পাটে" আমরা এই ছত্রটি পাইতেছি "ভ্রমরা আছিলা তুমি হৈলা গোবরিয়া (৪।১৭)। আমরা "ধোপার পাটে"র ভূমিকায় পালা গানের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিগনের রচনার এইরূপ আশ্চর্য্য ঐক্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এখানে কতকটা বিস্তৃত করিয়া লিখিলাম। আমরা দান-লীলার একটি পদে পাইয়াছি "আমার মত সুন্দর নারী কানাই যদি চাও। গলায় কলসী বান্ধি যমুনায় ঝাঁপ দাও॥ কলসী

কোথায় পাব রাধে কোথায় পাব দড়ি। তোমার গলার হার দাও আর খোপা বান্ধা দড়ি।” এই ছত্রগুলির সঙ্গে মহুয়ার “লজ্জা নাহ নিলাজ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর। গলায় কলসী বাঁধি জলে ডুবে মর। কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি। তুমি হও গহিন গঙ্গা আমি ডুবে মরি॥” (মহুয়া, ১০ পৃঃ) প্রভৃতি পদের বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি বৈষ্ণব কবিগণের নিকট হইতে পল্লীকবিরা এই সমস্ত ভাব পান নাই। বৈষ্ণব কবিরা ও সম্ভবতঃ এই গ্রাম্য গীতিকা হইতে ঋণ গ্রহণ করেন নাই। পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ না থাকিলে এই আশ্চর্য্য ঐক্য কি প্রকারে ঘটিল, এ প্রশ্নের সামাধান কিরূপে হইবে? আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালার গৃহ-প্রাঙ্গনে, দাম্পত্য-বাসরে, মেয়েলী ছড়ায়—প্রমোদ-বীথিকায় যে সকলা কথার হরিলুট হইতেছিল, পল্লীগায়ক ও বৈষ্ণব-কবি ইহারা উভয়েই সেই বাঙ্গালীর প্রাণের মূলধন হইতে কথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বাঙ্গালাদেশের হাওয়ায় পাওয়া, মুখে মুখে শোনা, ঘরের দাওয়ায় কুন্দ ফুলের মত অজস্র-বিলানো, ইহা কে কাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। বঙ্গের বধূরা কি ভাবে তাঁহাদের জীবন যাত্রার পথটি অজ্ঞাতসারে এইরূপ কথা-কুসুমাকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু শত শত খ্যাত-নামা কবি যে এই সকল কথা-রত্ন বাড়ীতে বসিয়া কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

শুধু বৈষ্ণব পদে নহে, বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের প্রায় সকলেই এই কথা-ভাণ্ডার হইতে ভাব ও ভাষা চয়ন করিয়াছিলেন। পল্লীগীতিগুলি ভালরূপ সন্ধান করিলে তাহা টের পাওয়া যাইবে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। মইষাল বঁধুর একটি পদ এইরূপ “ভরা কলসীর জল জমিনে ফেলিয়া। জলের ঘাটে যায় কন্যা কলসী লইয়া” (১১।১২)—ডাকের বচনে অতি সংক্ষেপে এই কথাটি বলা হইয়াছে—“পানি ফেলি পানিকে যায়।” (বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১মভাগ ৮ পৃঃ) কঙ্ক ও লীলার “তুমি হও তরুরে বঁধু আমি হই লতা। বেইড়া রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাবে কোথা।” (প্রথম খণ্ড ২৫০ পৃঃ) পদটি ময়নামতির গানে অদুনার উক্তির অবিকল একরূপ—“তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা। রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া রমু ছাড়িয়া

যাইবা কোথা।" কঙ্ক লীলার "মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটি খানি সরু" (৩।৭) কৃত্তিবাসের "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি" র অনুরূপ। ভেলুয়ার— "মনে বিষ মুখে মধু এতেক কহিয়া। ভেলুয়ার নিকটে গেল বিদায় মাগিয়া॥" (২য় খণ্ড ৫০ পৃঃ) পদটি কবিকঙ্কণের "মনে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥" পদটি স্মরণ করাইয়া দিবে।

অনুসন্ধিৎসু চক্ষে পাঠ করিলে পাঠক এই পল্লীগীতিকাগুলিতে আমাদের ভাষালক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাঁহার স্বরূপটি দেখিতে পাইবেন। এই গীতিকা বঙ্গসাহিত্যের মণিময় আকর স্বরূপ। পল্লীতেই এদেশের প্রাণের কথা, মর্ম্মোচ্ছ্বাস, স্বভাব-সুলভ সরল কবিত্ব—বনজ পুষ্পের ন্যায় প্রথম ফুটিয়াছিল। মালীরা তাহাই লইয়া কৌশলে হার গাঁথিয়াছেন। উত্তর কালে যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কীর্ত্তন ও মঙ্গলগান উৎসবনিশীথে যে আনন্দধারা বিলাইয়াছে—তাহার মূল—নির্ঝর—তাহার হরিদ্বার,—এই গীতিকা সমূহ।

এই পালা গানের একধারা ধোপার পাট. কাঞ্চনমালা ও চন্দ্রার ন্যায় উপাখ্যানে স্বর্গীয় মন্দাকিনীর অনাবিল পবিত্রতা প্রকট করিতেছে; অপর একধারা ময়নামতীর গান, নিজাম ডাকাইতের পালা, প্রভৃতি আখ্যানে অপ্রাকৃত এবং দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া ভোগবতীর ন্যায় কোন নিগূঢ় তান্ত্রিক রাজ্যের দিকে ছুটিয়াছে; তৃতীয় ধারা—মাণিকতারার কাহিনীতে ফলপুষ্পশোভিত, হর্ষ-দ্বন্দ্ব-সুখ-ক্ষোভ-সম্মিলিত এই পার্থিব রাজ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গাধারার ন্যায় সাধু-অসাধু, পুণ্য ও পাপ—এই দুই কূল প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখাইতেছে—কখনও বা তাহা দুকূল ভাঙ্গিয়া প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কঙ্কাল প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে।

এক সময়ে—হয়ত বা হিন্দুরাজার আমলে—যখন পূর্ব্ববঙ্গে শূরবংশের রাজধানী ছিল—তখনকার দিনে রাজপ্রাসাদ হইতে মাল্যচন্দন পাইয়া যশের তিলক মণ্ডিত ললাটে গায়েনেরা সমস্ত বঙ্গদেশে এই ভাবের গান ও রূপকথার ফিরি দিয়া হাটে পথে তাহাদের কোমলকান্ত পদাবলী ছড়াইয়াছিল, এই জন্য পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তে, উত্তরবঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে কাব্য কথার মধ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য ঐক্য পাওয়া যাইতেছে।

পালাগানোক্ত অর্ণব যান ও চিত্রের কথা।

এই খণ্ডে যে সকল নর-নারীর শুধু কালীর রেখায় আঁকা ছবি দেওয়া গেল, তাহা শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম, এ—অঙ্কিত। তিনি চক্ষুরোগে ভুগিতেছিলেন, তথাপি আমার কার্য্যে অশেষ অনুরাগ দেখাইবার আগ্রহে অতি অল্প সময়েব মধ্যে আটখানি ছবি আঁকিয়াছেন, এজন্য বোধ হয় তাঁহার চক্ষু রোগ বাড়িয়া গিয়াছে। আমি তজ্জন্য কতকটা লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, যেহেতু তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে এই শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শুধু কালীর রেখাপাতে আঁকা হইলেও ছবিগুলিতে শিল্পী যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আশাকরি তজ্জন্য তিনি প্রশংসা অর্জ্জন করিবেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী আমাদের অন্যতম পালাগান সংগ্রাহক। ভেলুয়া, কাঞ্চন মালা, মহুয়া, মইষালবন্ধু প্রভৃতি কাব্যে যে সকল ডিঙ্গি-নৌকা ও জাহাজের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রামের বালামী নামক এক শ্রেণীয় হিন্দুদের দ্বারা প্রস্তুত হইত। ইহারা এখনও জাহাজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রচীন বঙ্গসাহিত্যে নৌকা ও জাহাজের বহুল বিবরণ আছে, সুতরাং বালামীদের হাতের কাজের কতকটা নমুনা দেওয়ায় পালাগানাগুলি আরও চিত্তাকর্ষক হইবে, এই ধারনায় আমি আশুবাবুকে চট্টগ্রামে নির্ম্মিত প্রাচীন ও আধুনিক জাহাজের ফটোগ্রাফ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি এজন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন—তন্মধ্যে বিগত মহাযুদ্ধের সময় বালামীরা যে সকল স্লুপ তৈরী করিয়াছিল, তাহাদেরও কয়েকটি নমুনা আমরা পাইয়াছি। আশুবাবু এই ফটোগ্রাফ সংগ্রহের চেষ্টায় একবার ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া মরিবার পথে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বালমীরা কর্ণফুলী নদীর তীরবাসী যোগী জাতীয়। সম্ভবতঃ সমুদ্রযাত্রার নিষেধ না মানিয়া তাহারা জাহাজ-নির্ম্মান করে, কিম্বা এক সময়ে তাহারা নাথ-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল, এজন্য তাহারা "বাহিরিয়া" বলিয়া উক্ত হইয়া

—এই শব্দের অর্থ বোধ হয়—'সমাজ বহির্ভূত' অর্থাৎ ইহাদের জল আচরণীয় নহে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে—বিশেষ করিয়া এই পল্লী-গাথা-সাহিত্যে আমরা সমুদ্র-যাত্রা ও নানা প্রকার ডিঙ্গি নির্ম্মাণের বহুল উল্লেখ পাইতেছি। ১৫৭৫ খৃঃ বংশীদাস তাঁহার মনসার ভাসানে জাহাজ নির্ম্মানের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। বংশীদাস ময়মনসিংহ-বাসী ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র, কংস, ধনু, ভৈরব—প্রভৃতি নদের উদ্দণ্ড লীলায় লীলায়িত এই দেশের সঙ্গে বহির্জগতের জলপথে যে বিস্তৃত বানিজ্যের কারবার ছিল, তাহার নিদর্শন এই সকল পালা-গানের পত্রে পত্রে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত জাহাজের উল্লেখ এই গাথা-সাহিত্যে পাওয়া যায়—তাহাদের অধিকাংশই যে চট্টগ্রামের বন্দরে, হালিসহর, পতেঙ্গা, ডবলমবিং প্রভৃতি কর্ণফুলী-নদীর তীরস্থ পোতাশ্রয়ে নির্ম্মিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের জাহাজ বালী, যাবা, সুমাত্রা, কোচিন, ও আরব-সাগরে বানিজ্যার্থে যাইত। কলিঙ্গ দেশের লোকের সহযোগে যে সকল বাঙ্গালী শিল্পী যাবার 'বরোবদর' মন্দির ও বালীর প্রস্ববনম্ নামক স্থানে নানারূপ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, চট্টগ্রামের অর্ণব-যানই তাহাদের যাতায়াতের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এমন এক দিন ছিল, যখন তুরস্কের সুলতান আলেকজেন্দ্রিয়া-বন্দরের জাহাজ-নির্ম্মান-পদ্ধতি মনোনীত না করিয়া তদীয় অর্ণবপোত-নির্ম্মানের জন্য চট্টগ্রামের বালামীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। মহিন্দ নামক চৈনিক পর্য্যটকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইদ্রিস নামক সুবিখ্যাত লেখক চট্টগ্রামকে "কর্ণবুল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই "কর্ণ-বুল" যে কর্ণ-ফুলী নামের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবদেশের বানিজ্য-সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া পর্ত্তুগিজ লেখক ডি, বরোস অনেক কথা লিখিয়াছেন। আরব হইতে চট্টগ্রাম-নির্ম্মিত অর্ণবযানে আরোহন করিয়া বহু পীর, আউলিয়া ও দরবেশ সে দেশে আসিয়াছিলেন, তাহায় প্রমাণ আছে। ১৪০৫ খৃঃ অব্দে চেংহো নামক মন্ত্রীকে চীন-সম্রাট্ চট্টগ্রামের সঙ্গে বানিজ্য

ঘটিত কলহের মীমাংসার জন্য তদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। ১৩৪৩ খৃঃ অব্দে ইবন বটুটা চট্টগ্রামের অর্ণবযানে যাবা এবং চীন প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসন-কর্ত্তা নমু-ডি-চোনা তদীয় সেনাপতি ডি, মান্নাকে দুইশত সৈন্য এবং পাঁচখানি জাহাজ সহ চট্টগ্রামে কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে চট্টগ্রামের অর্ণব-পোতের গৌরবের নানা প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের কীর্ত্তিকথা চট্টগ্রামে সমধিক পরিমাণে প্রচারিত। সম্প্রতি (১৮৭৫ খৃঃ অব্দের পর হইতে) ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত জাহাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া চট্টগ্রামের সেই গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মুসলমান-শাসনের শেষ অধ্যায়েও চট্টগ্রামের অনেক বিখ্যাত বানিজ্য-ব্যবসায়ী জাহাজ-অধিকারীদের নাম পাওয়া যায়। রঙ্গ্যা বছির, গুমানী মালুম, মদন কেরাণী ও দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্য-ব্যবসায়ীর মধ্যে কাহারও কাহারও শতাধিক অর্ণবপোত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন পর্ত্তুগিজ জলদস্যুরা (হার্ম্মাদগণ) বঙ্গোপসাগরে উপদ্রব করিত—চট্টগ্রামের বণিকদিগের জাহাজ লুটপাট করিয়া তাহাদিগের প্রাণ নাশ করিত, তখন বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া বহু 'সুলুপ' লইয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন ; এই পোতসজ্ঞকে "সুলুপ-বহর" নামে অভিহিত করা হইত ; এখনও চট্টগ্রামের নিকট 'সুলুপ বহর' নামক একটি স্থান আছে। এই আত্মরক্ষণশীল বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেন, তাঁহাকে "বহরদার" উপাধি দেওয়া হইত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে চট্টগ্রামের অর্ণবযানগুলির উল্লেখ আমাদের পল্লীগাথাগুলির অনেকটির মধ্যেই পাওয়া যায়। 'মইষাল বন্ধু'তে চট্টগ্রামের "মেঘুয়া" নামক এক দুষ্ট বণিকের বহু অর্ণবযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ধোপার পাটে' তমসা গাজির বালামী জাহাজ লইয়া চাউলের বিস্তৃত কারবারের কথা লিখিত আছে। ভেলুয়ার অনেক স্থলেই অর্ণবযানের উল্লেখ আছে। এই উপাখ্যানটিতে বণিকদিগের এক অদ্ভুত রীতির বিবরণ পাওয়া যায়— বণিকেরা কখন কখনও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে তাঁহাদের অর্ণবযান লইয়া

তাঁহাদের স্বগণসহ মহাসমারোহে বর ও কন্যার পরিণয়কার্য্য সমাধা করাইতেন। সম্প্রতি বিলাতে প্রণয়ী-যুগ্মের মধ্যে এইরূপ একটা খেয়ালের দৃষ্টান্ত সংবাদ-পত্রে পড়া গিয়াছে।

"গৌরমণি মাঝির গান" এবং "স্বরূপ জেলের বারমাসী" দুইটি ক্ষুদ্র পালা গানে চট্টগ্রামের "গধু নৌকায়" সমুদ্রযাত্রী মৎস্যজীবিগণের মৎস্য ব্যবসায়ের বিবরণ আছে। এই দুইটি গীতি পরে প্রকাশিত হইবে।

আমরা নিম্নে এই সকল অর্ণবপোতের কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

২। বালাম নৌকা—এখন আমরা যে, 'বালাম' চাউল আহার করি, তাহা এই 'বালাম' নৌকায় আসিত বলিয়া তাহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। বালাম ডিঙ্গিই বাঙ্গলার অন্যতম সুপ্রাচীন অর্ণবযান। ইহা সাধারণতঃ পা'লের দ্বারা পরিচালিত হইত; ইহাতে ১৬টি দাঁড় থাকে। বালামী নামক কর্ণফুলীর তীরবাসী যোগী-সম্প্রাদায় কর্ত্তৃক এই জাতীয় অর্ণবযান প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ও বালাম অর্ণবপথে ব্রহ্মদেশের আরাকান, কাইকৃফু প্রভৃতি বন্দরে ধান লইয়া বাণিজ্যার্থে গমন করে। সমুদ্রগামী বালামকে ৫০ টন (১৪০০ মন) পর্য্যন্ত মাল বহনের লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এখনও এই শ্রেণীর অর্ণবযান এত বড় হয়, যে তাহাতে ২।৩ শত টন মাল বহন করিতে পারে।

২। 'গধু' নৌকা—ইহাও সমুদ্রগামী সুপ্রাচীন অর্ণব যান; ইহা দৈর্ঘ্যে ২০।২৫ ফিট, বেধ ২" কি ২½" ইঞ্চি এবং পাশ ১৮" ইঞ্চি ব্যাপক বহু সংখ্যক "চাপ" বা বাঁকা কাঠ খণ্ড একত্র করিয়া রচিত হইয়া থাকে,—ইহার তলানি (keel) অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। 'চাপ' গুলি পেরেক দ্বারা আবদ্ধ হয় না;—গল্লাক নামক এক জাতীয় শক্ত বেতের দ্বারা জোড়া দেওয়া হইয়া থাকে। চাপের দুইদিকে "শ্যামা" নামক ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রপথে বেত প্রবেশ করাইয়া জোড় দেওয়া হয়—দুই খানি চাপের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকে, তাহা উলুখড়ের শক্ত দড়ির দ্বারা বুজাইয়া দেওয়া হয়। শ্যামার (ছিদ্রের) ফাঁক পাট, তুলা ও ধূনা দিয়া বন্ধ করা হয়। এই বেতের বাঁধা নৌকার জোড় এত শক্ত হয় যে ভয়ানক

ঝড় তুফানেও তাহাতে বিন্দুমাত্র জল প্রবেশ করিতে পারে না। "গধু" নৌকার জোড় গুলি চৈত্র মাসে খুলিয়া ডাঙ্গায় রাখা হয়, ভাদ্র মাসে জোড় দিয়া নৌকাগুলি পুনরায় সমুদ্রের যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত করা হয়। চার-পাঁচ মাসের খাদ্য দ্রব্য লইয়া "গধু" বঙ্গোপসাগরের লাক্ষমাদ্বীপ, মালদ্বীপ, সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমূহে মৎস সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। শুক্না মাছ (হুট্কী) প্রচুর রূপে সংগৃহীত হয়—হুট্কীর অনেক নাম আছে যথাঃ—(১) বদরের ছুরি (২) ঘোঁয়রা (৩) ফাইস্যা (৪) লইট্যা (৫) বিশ্যা (৬) পাল্কা (৭) চাগাইছা। যখন এই সকল বিভিন্ন হুট্কী মাছের বিশাল ভাণ্ডার লইয়া 'গধু' চট্টগ্রামের বন্দরে ফিরিয়া আসে, তখন জেলেদের আত্মীয় স্বজন ঢোল, দগড়া, শানাই প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র উচ্চ রোলে বাজাইয়া প্রত্যাগত মৎস্যজীবিগণকে মহাসমারোহে অভিনন্দিত করিয়া থাকে। কর্ণফুলী নদী শত শত "গধুর" অভিনন্দন-জনিত বিপুল কলবাদ্যে তখন ধ্বনিত হইয়া—এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে।

৩। সারেঙ্গা—একটি সুবৃহৎ পার্ব্বত্য বৃক্ষকে খুঁড়িয়া এই শ্রেণীর নৌকা তৈরী করা হয়, ইহাতে কোন জোড়া-তালি নাই।

৪। সাম্পান—ইহা চীন দেশীয় নৌকার অনুকরণ—দেখিতে অনেকটা হাঁসের মত। ইহা শুধু মাল বহনের জন্য।

৫। কোঁদা—ইহা রেড ইণ্ডিয়াণদের 'কেনিও' নৌকার মত—ইহা তরঙ্গের মধ্যে চলিতে পারে না—একস্রোতা নদীর মধ্যে লগি দিয়া ঠেলিয়া কোঁদা চালাইতে হয়।

৬। স্লুপ—বালাম নৌকাই পর্ত্তুগিজ অর্ণবযানের প্রভাবে স্লুপের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। এই অর্ণবযানের কয়েকখানি চিত্র এই পুস্তকে দেওয়া হইল।

ঊণবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চট্টগ্রামে রামমোহন দারোগা, পিরু সদাগর নছুমালুম প্রভৃতি অনেকেরই অর্ণবযান ছিল। রামমোহনের জাহাজ স্কটলণ্ডের টুইড (Tweed) বন্দর পর্য্যন্ত সফর দিয়া আসিয়াছিল।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনেক গুলি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। বালামীরাই এই সকল জাহাজ নির্ম্মান

করিয়াছে। মিঃ উইলিয়ামস্ এবং লেফটেনাণ্ট উইলসন নামক জাহাজ নির্ম্মানাভিজ্ঞ পণ্ডিতদ্বয়—চট্টগ্রামে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে জাহাজ নির্ম্মান সম্বন্ধে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ জাহাজের কতকগুলি চিত্র এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। *

৭ নং বিশ্বকোষ লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
২রা জুলাই, ১৯২৬

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

---

* এই প্রবন্ধের উপকরণ সম্বন্ধে আমি আমাদের অন্যতম পালাগান সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি বহু কষ্টে অর্ণবযানগুলির ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইশাখাঁর কামানের দুইটি ব্লক (যাহা ১৯১০ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে ছাপা হইয়াছিল) আমাকে সোসাইটির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাক্তার জন, ভ্যান, মানেন মহোদয় প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন। তিনি সোসাইটির জারনালে প্রকাশিত—ইশাখাঁর নামাঙ্কিত কামানের চিত্রের প্রতিলিপি এই পুস্তকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াও আমার ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

ধোপার পাট

ধোপার পাট

চিতান

বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।
একি যন্ত্রণা পিরীতে দুইদিন আমার সুখ হল না॥

(ধুয়া)

(১)

কাঞ্চন।

পুষ্করিণীর চাইর পারেরে ফুটল চাম্পা ফুল।
ছাইরা [১] দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া [২] বান্তাম [৩] চুল॥ ২
পুষ্করিণীর পারে বন্ধু পাতার বিছানা।
রাইতে [৪] আইও [৫] রাইতে যাইও বন্ধু দিনে করি মানা॥ ৪
দুষ্মণ পাড়ার লোক দুষ্মণি [৬] করিবে।
এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে॥ ৬
বাপ আছে আছে মাও কি বলিবে তারা।
তোমার আমার কলঙ্কে বন্ধু ভাইঙ্গা পড়বে পাড়া [৭]॥ ৮

---

১ ছাইরা = ছাড়িয়া।
২ ঝাইড়া = ঝাড়িয়া।
৩ বান্তাম = বাঁধিব।
৪ রাইতে = রাত্রিতে।
৫ আইও = আসিও।
৬ দুষ্মণি = শত্রুতা।
৭ পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে = অর্থাৎ পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে।

হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চলিয়া যাইতাম [১] ঘরে।
কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়া নেয় স্নুতে [২] ॥ ১০
দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐ না কলাবনে।
তোমার সঙ্গে অইব [৩] দেখা রাত্রি নিশাকালে [৪] ॥ ১২

(রাজপুত্র)

জল ভরিতে যাওলো কন্যা তিন সন্ধ্যা [৫] বেলা।
এইখানে খারাইয়া শুন আমার মনের কথা ॥ ১৪
হাটু বাইয়া পরে কেশ যৌবন হইল ভারী।
কহিব মনের কথা দণ্ড দুই চারি ॥ ১৬
চইক্ষেতে [৬] অপরাজিতা গায়ে চাম্পা ফুল।
আমি যে পাগল হইয়াছি কন্যা দেইখ্যা তোমার মাথার চুল ॥ ১৮
রাজ্যধন যা আছে লো কন্যা বাপেরে কহিয়া।
সর্ব্বস্ব তোমারে দিয়া করবাম তোমারে বিয়া ॥ ২০
আমি না পাগল কন্যা যোয়াইয়ের [৭] চিলা।
এইখানে থাকিয়া কন্যা শুন আমার কথা ॥ ২২

১ যাইতাম = যাইব।

২ কি জানি = স্নুতে। কি জানি যদি কাঁখের কলসী স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া যায়।

৩ অইব = হইবে।

৪ রাত্রি নিশাকালে = গভীর রাত্রে। রাত্রির গভীর অংশকে বাঙ্গালায় 'নিশা' বলিত। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'নিশা' অর্থ অনেক স্থলেই রাত্রি নহে, রাত্রির গভীর অংশ—দ্বিতীয় প্রহরের পরে।

৫ তিন সন্ধ্যা = সন্ধ্যা যখন বেশ ঘনাইয়া আসে, সেই সময়কে পাড়াগাঁয়ে 'তিন সন্ধ্যা' বলে।

৬ চইক্ষেতে = চোখেতে।

৭ যোয়াইয়ের চিলা = জোয়ারের সময় মাছের আশায় চিল গুলি পাগলের মত উড়িতে থাকে।

ধোবার পাট

"হাত ছাড় সোনার বন্ধু লাজে মইরা যাই।" ৫ পৃঃ

ধোপার পাট

(কাঞ্চন)

হাত ছাড় সোণার বন্ধুরে লাজে মইরা যাই।

× × , × × × × × × [1]

দিনের বেলায় দেখ্যা লোকে কইব [2] কলঙ্কিনী।

মাও আছে বাপ আছে কি কইব শুনি॥ ২৫

তোমার না বাপ মাও রাজ্যের না রাজা।

বাপের ধোপা আমার বাপ তোমার বাপের পরজা [3]॥ ২৭

চান্দ হইয়া কেন জমিনে বাড়াও হাত।

লোকে যে বলিবে মন্দ শুনিয়া পরছাৎ [4]॥ ২৯

সোণার ভোমরা তুমি খাইবা ফুলের মধু।

আলাগিয়া [5] পিরীতে মজ্‌লে না পাইবে সুখ॥ ৩১

হাত ছাড়রে বন্ধু চলিয়া যাইবাম ঘরে।

চিত্তে ক্ষমা দিয়া বন্ধু ছাইড়া দেও মোরে॥ ৩৩

(রাজপুত্র)

সত্য কর সুন্দর কন্যালো সত্য কর রইয়া।

নিশাকালে আইবা [6] তুমি ফুলের মধু লইয়া॥ ৩৫

এইখানে থাকিয়া আমি বাজাইবাম বাঁশী।

এইখানে তোমারে লইয়া কাটাইবাম নিশি॥ ৩৭

এইখানে পাতিয়া রাখ [7] বাশ পাতার বিছান।

তোমারে লইয়া বুকে দেখবাম স্বপন॥ ৩৯

---

[1] এখানে একটি ছত্রের অভাব দেখা যায়।

[2] কইব = কহিবে।

[3] পরজা = প্রজা। ইহার পূর্ব্বের ছত্রের 'না' শব্দের দুইটি প্রয়োগ অর্থশূন্য

[4] পরছাৎ = পশ্চাৎ।

[5] আলাগিয়া = আল্‌গা, অল্পসময়ের জন্য, সাময়িক।

[6] আইবা = আসিবে।

[7] রাখ = রাখিবে।

(কাঞ্চন)

কাপড় যে ধোওলো কন্যা করিয়া সোহাগ।
এইনা কাপড়ে পাইছি তোমার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ ॥ ৪১
এই কাপড় পাইয়া আমার ঘুচিয়াছে সন্দ।
কাপড়ে পাইছি তোমার [১] মালার গন্ধ ॥ ৪৩
কেমনে সত্য করিরে কুমার ঘরে বাপ মাও।
ছাইড়া দেও চেংরা বন্ধু আমার মাথা খাও ॥ ৪৫
আষাইঢ়া [২] নদীরে যেমন পাগল হইয়া যায়।
মনেরে বোঝাইয়া বন্ধু রাখা নাহি যায় ॥ ৪৭
শুইলে স্বপনে দেখি তোমার চান্দমুখ।
নিশাকালে অভাগীর এই মাত্র সুখ ॥ ৪৯
আজি যদি পারিরে বন্ধু আজি যদি পারি।
মাও বাপ ছাড়িয়া আইবাম [৩] এই সত্য করি ॥ ৫১
দিনের সাক্ষী সুরুজরে রাইতের সাক্ষী তারা।
আর সাক্ষী তুমি কুমার সামনে আছ খারা ॥ ৫৩

(২)

(কাঞ্চন)

পারলামনা পারলামনা বন্ধু মইলাম মাথার বিষে,
রে বন্ধু পারলামনা। (ধুয়া)

সত্যভঙ্গ হইলরে কুমার পারলাম না আসিতে।
মাও বাপ জাইগ্যা আছে আসিবাম কেমনে ॥ ২

---

১ এইখানে একটি শব্দ নাই, সম্ভবতঃ "ফুলের" কিংবা "গাঁথা" এইরূপ কোন শব্দ ছিল।

২ আষাইঢ়া = আষাঢ় মাসের।

৩ আইবাম = আসিব।

ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন [১] ।
অবলার কুলভয় হইল দূষমণ ॥ ৪
কিসের কুল কিসের মান আর না বাজাও বাঁশী ।
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণের দাসী ॥ ৬
একটু খানি থাকরে বন্ধু একটু খানি রইয়া ।
কাচা ঘুমে বাপ মাও না পড়ুক ঘুমাইয়া [২] ॥ ৮
আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন ।
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন ॥ ১০
বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ ।
ঘরের পাছে মানের [৩] পাতা কাইট্যা মাথায় ধর ॥ ১২
ভিজিল সোণার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে ।
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে [৪] ॥ ১৪
সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাঁশী [৫] ।
হইয়া ঘরের বাহির কোন পথে আসি ॥ ১৬
কাটা গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয় ।
এই পথে যাইতে গেলে কুল মানের ভয় [৬] ॥ ১৮

---

[১] Cf. "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর ।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ।" —চণ্ডীদাস ।

[২] পিতামাতার ঘুম এখনও কাঁচা আছে । তাঁহাদের একটু গাঢ় নিদ্রা হউক । 'না' শব্দটি এখানে অর্থ শূন্য ।

[৩] মানের = মানকচুর ।

[৪] কেশে চরণ মুছাইবার কথাটা যেন কতকটা মামুলী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অঙ্গ মোছাইবার কথায় কত আদর, কত প্রাণের স্নেহ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

[৫] সমস্ত সংসার নিস্তব্ধ, একমাত্র বাঁশীর সুরটি কানে আসিতেছে । সাংসারিক কলরব শান্ত হইলে সমস্ত কামনা-বাসনার অতীত সাধকের চিত্তে যেমন একমাত্র ভগবানের ডাক শোনা যায়, এই ছত্রটিতে সেই ভাবের একটি ইঙ্গিত আছে ।

[৬] তুলনা" = কহিও কহিও বঁধুরে সই কহিও বঁধুরে ।
গমন বিরোধী হ'ল পাপ শশধরে ॥" —চণ্ডীদাস ।

ডাল নাই পাল নাই ফুটিয়া না রইছেরে ফুল ।
বন্ধুরে পাইলে আমার কিসের জাতি কুল [১] ॥ ২০

(৩)

নদীরে কোন দিকে যাও বইয়া
কোথেকে আইলেরে নদী, কিসের লাগিয়ারে (২)
কোন দিকে যাও বইয়া । (ধুয়া) ২

সোণার বরণ পরভাতরে আবের চাকামাখা ।
কোন পাখী উড়িয়া আইল সোণার বরণ পাখা (৩) ॥ ৪
জমীনে পড়িলে পাখী জমীন খানা বেড়ে ।
আশমানে উড়িলে পাখী আশমান না জুড়ে ॥ ৬

এই সকল পদ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ পদগুলির ভিত্তি কোথায় । এসকল চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলা দেশে যেসকল কবিতা কোন পূর্ব্ব যুগে ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিতার যোগান দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় । এই পদটি পড়িলে স্বভাবতই চণ্ডীদাসের

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলে বাটে ।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখে যে পরাণ ফাটে ॥"

প্রভৃতি পদ মনে পড়িবে ।

এই প্রেমবৃক্ষের ডালপালা নাই, সাংসারিক হিসাবে ইহার তলায় কোন আশ্রয় পাইবে না । কেবল একটি মাত্র ফুলের আকর্ষণ ইহার আছে । কবি বলিতেছেন, সাংসারিক আশ্রয় চাইনা, বঁধুকে পাইলে জাতিকুলমান না থাকিলেই বা কি ?

এই যে আমার জীবনে প্রেমের স্রোত, ইহা কোথা থেকে আসিয়াছে, এবং ইহা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে ? নদীকে সম্বোধন করিয়া নায়িকা নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিতেছেন ।

এই সোণার যৌবন স্পর্শে আমার জীবনকে স্বপ্নময় করিয়া কোন্ সোণার পাখী আমার কাছে আসিল ? আবের চাকামাখা = মাঝে মাঝে অভ্রখণ্ড ।

এই পাখী ধরিতে গেলে খাচা নাই যে পাই।
কোথায় রাখি প্রাণের পাখী কোন বা দেশে যাই[১] ॥ ৮
কেন বা পোষাইল[২] নিশি কি দোষ দেখিয়া।
নিশি ভোরে গেল বন্ধু আমারে ছাড়িয়া ॥ ১০
বুকেতে লইয়া বন্ধে[৩] রাইত করিলাম ভোর।
কোন বা পথে চইল্যা গেল আমার মনচোর ॥ ১২
নিশিভোরে চইল্যা গেল কাচা ঘুম লইয়া।
মাটিতে কি শুইছে বন্ধু খাটপালং ছাড়িয়া[৪] ॥ ১৪
আমারে কি আছে মনে সেত রাজার বেটা।
বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত দশের মধ্যে খুটা[৫] ॥ ১৬
বাউন[৬] হইয়া কেন চান্দে বাড়াই হাত।
পরবোধ[৭] দিতে পোড়া মনে না পাই কিছু আর ॥ ১৮

ইনি রাজার ছেলে, আমি সামান্য নারী। ইঁহাকে আমি কোথায় রাখিব? "আশমান না জুড়ে"—"না" শব্দটি অর্থ শূন্য।—আকাশে রাখিলে আকাশ জুড়িয়া যায়। আমার স্বর্গের কল্পনা হইতেও ইনি উঁচু; ইঁহাকে হাত বাড়াইয়া নাগাল পাই না। আমার সামান্য সংসারের পক্ষে ইনি অতি বড়। ইনি আমার দুরাশার স্বপ্ন, ইঁহাকে না রাখিলে আমার জীবন থাকে না। অথচ কি করিয়াই বা রাখি? ইঁহাকে রাখিবার মতন পিঞ্জর কোথায় পাই?

পোষাইল = পোহাইল।

বন্ধে = বন্ধুকে।

আজ আমার কি চরম সৌভাগ্য, অথবা কি চরম দুর্ভাগ্য! যিনি কোন দিন খাটপালঙ্গ ভিন্ন শয়ন করেন নাই, তিনি আমার জন্য মাটিতে শুইয়াছিলেন। আমার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া তিনি একটু ঘুমাইতেও অবসর পাইলেন না, চোখে কাঁচা ঘুম লইয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি যাইতে হইল।

আমার জন্য তিনি দশজনের নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কারণ তিনি বড়, আমি ছোট। এই মিলন তাঁহার পক্ষে একান্ত অশোভন।

বামন।

প্রবোধ।

ডুবরে গাগড়ী [১] তুমি ডুব নদীর জলে।
এই মত ডুবাইল বন্ধু আমারে অকূলে ॥ ২০
ডুবাইয়া গাগড়ী তোমায় তুইলা লইলাম কাঁকে।
আমারে দেখিয়া লোকে কাণাকাণি করে ॥ ২২
গলায় আইঞ্চল [২] বাইন্দা [৩] গাগড়ী লইয়া।
মনে লয় ডুইব্যা মরি বন্ধুর লাগিয়া ॥ ২৪
আইজ যদি আইসরে বন্ধু বাটায় রাখবাম পান।
জীবন যৈবন দিব সইপ্যা দিবাম কুলমান [৪] ॥ ২৬
বাপ ছাড়বাম মাও ছাড়বাম বাড়ী ঘরের আশা।
দেশ ছাড়িয়া লইবাম জঙ্গলাতে বাসা ॥ ২৮

(৪)

(সংবাদ দাতা)

জমীদার জমীদার কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র পাগল হইল ধুবনীর লাগিয়া ॥ ২
রাজার বাড়ীর কাপড় ধোয় [৫] পিরিপাণের খাকী।
তোমার পুত্র পাগল হইল সেই কন্যা দেখি ॥ ৪
নামত কাঞ্চনমালা কাঞ্চন বরণ।
সেই কন্যার সঙ্গে হইল তাহার মিলন ॥ ৬
চান্দ রাহুতে যেন হইল মিলন।
ঘটাইল দুষমণ্ ধুবা এতেক বিড়ম্বন ॥ ৮

১ কলসী। আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, কলসীটি অতলজলে ডুবিলে যেরূপ কুল কিনারা কিছু দেখিতে পায় না, আমার অবস্থা সেইরূপ।

২ অঞ্চল।

৩ বাঁধিয়া।

৪ আজ আমি আর লজ্জার খাতির রাখিব না। আজ একান্তই তোমার হইব।

৫ ধয় = ধোয়, পিরপানের খাকি = গালাগালির কথা, অতি তুচ্ছ ব্যক্তি।

* * * *

এই কথা শুন্যা রাজা ক্রোধেতে জ্বলিল।
ধুবারে আনিতে রাজা লাঠিয়াল পাঠাইল ॥ ১০
হাতেতে লড়িত ভর [১] কান্ধেতে গাটুরী [২]।
কাঁপতে কাঁপতে আইল গোধা [৩] ভগমানের [৪] বাড়ী ॥ ১২
পরাস কইরা [৫] বইসাছে রাজা লোক লস্করে।
হাত যুইড়া দাণ্ডাইল গোধা ধর্ম্মের গোচরে ॥ ১৪

ধোপা—দুইদিন গেছে বিষ্টি বাদল ঝড়ে আর তুফানে।
কাপড় না বাতায় [৬] এই দারুণ দুর্দ্দিনে ॥ ১৬
তে কারণে মআরাজা [৭] আমার অবগতি।
বচর [৮] না শুকাইতে আইল দুর্গতি ॥ ১৮
ক্রোধেতে কাঁপিছে অঙ্গ কি কহিবাম তোরে।
রাগের সঙ্গে কহে রাজা হাটকাইল্যা [৯] গোধারে ॥ ২০

রাজা—বয়স হইয়াছে কন্যার না দিস বিয়া।
আমার পুত্র পাগল হইল কন্যারে দেখিয়া ॥ ২২
আইজ যদি না দেও বিয়া রাত্রি পোষাইলে।
আমার লস্করে গিয়া ধইরা আনব চুলে ॥ ২৪

ধোবা—বাগুয়া [১০] যে আছে মালী কামলার কাজ করে।
রাইত পোষাইলে আমি দিবাম বিয়া তার লগে ॥ ২৬

---

১ হস্তে যষ্টি ভর করিয়া।
২ কাপড়ের বস্তা।
৩ ধোপার নাম।
৪ ভগবান্ = রাজা
৫ পরাস = ফরাস্ ঢালা বিছানা পাতিয়া।
৬ বাতায় = শুকায়।
৭ মআরাজা = মহারাজ।
৮ বচর = বস্ত্র।
৯ হাটকাইল্যা = যে হাটের কাপড় সাফ্ করে, অতি নীচ ব্যক্তি।
১০ বাগুয়া নামক।

লড়িতে করিয়া ভর ধুবা তার বাড়ী যায়।
ধুবা ধুবনীর কান্দনে রজনী পোষায় ॥ ২৮
কইবা গেল রাজার পুত্র কইবা কাঞ্চন মালা।
দেশেতে পড়িল ঢোল [১] গানের হইল পালা [২] ॥ ৩০

(৫) প্রান্তর-পথ

(কাঞ্চন)

আমি বিরহিনী যে বন্ধু আমি বিরহিনী।
অন্ধকারে বনের পথ না চিনি রে বন্ধু না দেখি না চিনি ॥ ২
নদীর তীরে কেওয়া বন ভইরা রইছে ফুলে।
হস্ত ধরিয়া লও এইনা নদীর কুলে ॥ ৪
চলিতে না পারিরে বন্ধু যৈবন হইল ভারী।
রে বন্ধু যৈবন হইল ভারী।
এইখানে শুইয়া বন্ধু কাটাইবাম নিশি [৩] ॥ ৬

(রাজপুত্র)

আরও একটু যাওলো কন্যা বাপের মুল্লুক ছাড়ি।
বাপের মুল্লুক ছাইড়া আমরা হইবাম দেশান্তরী ॥ ৮
রাত্রি বুঝি পোষায় রে কন্যা কালিয়ারী [৪] হইল।
এই দেশ ছাড়িয়া কন্যা অন্য দেশে চল ॥ ১০
আশ্রা [৫] যদি পাইল কন্যা ভাগ্যিমানের [৬] বাড়ী।
তা না হইলে জন্মের মতন হইবাম বনচারী ॥ ১২

দেশেতে...ঢোল—রাজপুত্র ও কাঞ্চন মালাকে পাওয়া যাইতেছে না, পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে এই সংবাদ প্রচারিত হইল।
গানের প্রথম পালা বা অংশ শেষ হইল।
অনূঢ়া নবীনা পথশ্রমে অনভ্যস্তা ; তাই বিশ্রামের জন্য রাজপুত্রকে অনুরোধ করিতেছেন।
কালিয়ারী=ঈষৎ আলো।
আশ্রা=আশ্রয়।
ভাগ্যিমানের=ভাল কোন গৃহস্থের।

বনে বনে ফিরবাম কন্যালো তোমারে লইয়া।
ভোগ্[১] লাগলে বনের ফল খাইবাম পারিয়া॥ ১৪
গাছের তলায় বাড়ী ঘর পাতার বিছানা।
বনের বাঘ ভালুক তারা হইব আপনা॥ ১৬

(কাঞ্চন)

রাত যে পোষাইলরে বন্ধু চান্দর ঝিলিমিলি।
তোমার বাপের মুল্লুক বুঝি আইলাম রে ছাড়ি॥ ১৮
বাপেতে কান্দিবেরে কুমার কালুকা বিয়ানে[২]।
অভাগিনী মায়ে মাথা ভাঙ্গিবে পাষাণে॥ ২০
তুমি ছাড়লা বাড়ী ঘর আমি কুলমান।
অবলা হইয়া হইলাম নিদয় পাষাণ॥ ২২
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম খুরাই নদীর ঘাট।
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম হাইল ধানের মাঠ[৩]। ২৪
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম তোমার আমার বাড়ী।
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম পাড়ার নরনারী॥ ২৬
রাত্রি না পোষাইলে শুনবাম অইনা পাখীর গান।
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম ভোরের আসমান[৪]॥ ২৮
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম সেইনা বাগের[৫] ফুল।
জন্মের মত ছাইরা আইলাম মাও বাপের কুল॥ ৩০
রে বন্ধু মাও বাপের কুল॥

১ ভোগ=ভুক্, ক্ষুধা।

২ কালুকা বিয়ানে=কল্য প্রভাতে। "বিয়ানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস"। চণ্ডীদাস

৩ হাইল=শালি ধান, রাত্রি পোহাইলে আর খুরাই নদী কিংবা চিরপরিচিত সেই সকল শালি ধানের মাঠ দেখিতে পাইব না।

৪ যে প্রভাত কালের আকাশ রোজ রোজ আমাদের বাড়ীর ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম, সে আকাশ আর দেখিতে পাইব না।

৫ বাগানের।

(রাজপুত্র)

না কাইন্দ না কাইন্দ লো কন্যা চিত্তে দেও ক্ষমা।
ঘর ছাড়ি বনবাসী হইবাম দুইজনা ॥ ৩২
না কাইন্দ না কাইন্দ লো কন্যা না কান্দিও আর।
এক সুতায় গাথা রইল ঐনা ফুলের হার ॥ ৩৪
কি শুনি কি শুনি কন্যা ঐনা নদীর ঘাটে।
কোন রাজার মুল্লুক এই আইস্যাছি হেথাকে [১] ॥ ৩৬

(৬)

রাজপুত্র (সেই নগরের এক ধোপার প্রতি)

রাজার বাড়ীর ধুবারে কাপড় ধইয়া [২] খাও।
* * * *
আশ্রা দিয়া রক্ষা কর এই দুইটি প্রাণী।
দুঃখে পইড়াছি আমি সঙ্গেতে দুক্ষিণী [৩] ॥ ৩
বাপে দিল খেদাড়িয়া তুমি ধর্ম্মের বাপ।
বিপাকে পড়িয়া আইলাম মনে পাইয়া তাপ ॥ ৫
চান্দ সুরুজে যেন পথে দেখা পাইয়া।
অবাক্ষি [৪] লাগিয়া ধুবা রহিল চাহিয়া ॥ ৭
সূর্য্যের সমান পুরুষ আর চান্দের সমান নারী।
এহারা হইবে কোন রাজার ঝিয়ারী ॥ ৯

(ধোপা)

পুত নাই ক্ষেত নাই আমার ঘরে থাক।
ঘরেতে অদুনা [৫] তারে মা বলিয়া ডাক ॥ ১১

---

১ হেথাকে = এখানে।

২ ধইয়া = ধুইয়া, এই ছত্রের পরে একটি ছত্র পাওয়া যাইতেছে না।

৩ দুক্ষিণী = দুঃখিণী।

৪ অবাক্ষি = নির্ব্বাক, অবাক্।

৫ অদুনা ঐ ধোপার স্ত্রীর নাম।

তোমরা হইলা পুত্র কন্যা ঘরের লছ্মী [১] ।
রাজার বাড়ীর কাপড় ধইয়া খাই আমি ॥ ১৩

(রাজপুত্র)

শুন শুন ধর্ম্মের বাপ কহি যে তোমারে ।
রাজার বাড়ীর কাপড় ধইয়া দিবাম তোমারে ॥ ১৫
আমি যে ধুবার পুত্র কাপড় ধইতে জানি ।
ঘরের কাজ করব কন্যা হইয়া ধুবানী ॥ ১৭
তুমিত হইবা বাপ আমরা ছাওয়াল ।
এইখানে থাকিয়া আমরা কাটাইবাম কাল ॥ ১৯

*　　*　　*　　*　　*

(৭)

রাজকন্যা—“নিত্যি নিত্য ধওরে কাপড় বাপের বাড়ীর ধুপা ।
এমন কইরা ধইতে কাপড় না দেখি কখন ॥” ২
ধাই আইসা খবর কয় রুক্মিণীর কাছে ।
নূতন আইসাছে ধুপা তোমার কাপড় কাচে ॥ ৪
চান্দের মতন রূপ দেখিতে সুন্দর ।
এই ধুপা হইব কোন রাজার কোঙর ॥ ৬
এক কন্যা আসিয়াছে সঙ্গেতে তাহার ।
কহিতে তাহার রূপ অতি চমৎকার ॥ ৮
চামর ঢুলাইয়া পড়ে শিরে চিকণ কেশ ।
কাঞ্চা সোণার বরণ নবীন বয়েস ॥ ১০
অতসী ফুলের বন্ন [২] সব্ব শইল [৩] তার ।
কহিতে তাহার রূপ লোকে চমৎকার ॥ ১২

---

[১] লছমী=লক্ষ্মী ।
[২] বন্ন=বর্ণ ।
[৩] সর্ব্ব শইল=সর্ব্ব শরীর ।

এই কথা শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল।
ধুপানীরে আন্‌তে কন্যা ধাই পাঠাইল ॥ ১৪

* * * *

রাজকন্যা রুক্মিণী ধোপার প্রতি

"আচরিত কথা ধুপানীর শুনাইল ধাই।
গয়বী মিলন নাকি ঝি আর জামাই ॥ ১৬
আজ যে কাপড় লইয়া আইসে তোমার ঝি।
তাহার সহিতে আমি পাতিব সহেলা ॥" ১৮
আইজ যায় কাইল যায় করে আনাগুনী।
দেখিয়া কন্যার রূপ পাগল রুক্মিণী ॥ ২০
প্রাণ সই বলি করে কুলাকুলি।
দুইজনে মনসুখে হইল মেলামেলি ॥ ২২

(৮)

এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
একদিন রুক্মিণী তবে কন্যারে সুধায় ॥ ২
"কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কোথায় মাতাপিতা।
কোথা হইতে কেন আইলা যাইবা বা কোথা ॥ ৪
মাও ছাড়লা বাপ ছাড়লা নবীন বয়সে।
দেশ ছাড়লা বাড়ী ছাড়লা কোন কর্ম্মদোষে ॥ ৬
কাঞ্চন পুরুষ দেখি তোমার নাগর।
বলেতে করিয়া চুরি করল দেশান্তর ॥ ৮
অথবা পিরীতে মইজ্যা কইল দেশান্তরী।
পূর্ব্বাপর কথা কন্যা কও সবিস্তারী ॥ ১০

* * * *

সুবুদ্ধি আছিল কন্যার কুবুদ্ধি হইল।
আদ্যন্ত কথা কন্যা রুক্মিণীরে কইল ॥ ১২

* * * *

রুক্মিণী (জনান্তিকে)

"কাঞ্চন পুরুষ এই আইসে আর যায়।
এই নাগর ধুবার যুগ্যী [১] মনে না জোয়ায়॥ ১৪
ধুবার ঘরে না জন্মিল জন্মিল রাজার ঘরে।
কপালে আছিল তাই এত দুঃখ করে॥ ১৬
নিত্যি নিত্যি আইসে ধুপা কাপড় লইয়া।
উদামা [২] খেড়কীর পথে আমি থাকি চাইয়া॥ ১৮
ভমরা আছিলা তুমি হইলা গোবরিয়া [৩]।
ধুবার কন্যা আনল তোমায় পিরীতে মজাইয়া॥" ২০
সুবুদ্ধি রাজার কন্যা কুবুদ্ধি হইল।
কাপড়ের ভাজে পত্র সঙ্কেতে রাখিল॥ ২২

সঙ্কেত-পত্র

"শুন শুন প্রাণের বন্ধুরে না চিনি না জানি।
দেখিয়া তোমার রূপ হইলাম পাগলিনী॥ ২৪
কর্ম্মদোষে দোষী তুমি রাজারে ভাঁড়াও।
উড়িয়া বনের মধু বনফুলে খাও॥ ২৬
আইল বসন্ত কাল ঐনা ফাল্গুন মাসে।
কোকিলার কলরব ফুলে জোয়ার [৪] আসে॥ ২৮
আবির লইয়া খেলে নাগরা নাগরী।
এমন কালে কাপড় লইয়া আইস রাজার বাড়ী॥ [৫] ৩০

১ = যোগ্য।

২ উদামা = উন্মত্ত ভাবে,

৩ গোবরিয়া = গোবরের পোকা। "গেবরা পোকা যেন বসিল পদ্মে"। গোপাল উড়ে

৪ জোয়ার = যৌবন, সম্পূর্ণশ্রী।

৫ যখন চার দিকে বসন্ত-কালের নানা উৎসব, এ সময় কি তোমার কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া রাজ-প্রাসাদে আসা শোভা পায়?

একদণ্ড পাইতাম তোমায় কইতাম মনের কথা।
সঙ্কেতে বুঝিয়া লইবা রুক্মিণীর মনের কথা॥ ৩২

* * * * *

(৯)

পুরুষ ভ্রমরা জাতি ফুলের মধু খায়।
বাসি থইয়া টাট্‌কা ফুলের মধু খাইতে চায়॥ ২
একদিন কাঞ্চন মালায় কুমার কহে ডাক দিয়া।
তিন মাস আসি আমি বিদেশ ভরমিয়া॥ ৪
এই তিনমাস তুমি থাক ধুবার ঘরে।
দুইজনে দেখা হইব এই তিন মাস পরে॥ ৬
অত না ভাবিল কন্যা শত না ভাবিল [১]।
সরল হইয়া কন্যা নাগরে বিদাইল॥ ৮

* * * * *

একমাস দুইমাস তিনমাস যায়।
রাজবাড়ীতে বাজে ঢোল শব্দ শুনা যায়॥ ১০
জয় জোকার না উঠে ঐনা রাজার বাড়ী।
অতুনায় জিজ্ঞাসা করে ধোপার ঝিয়ারী॥ ১২
শুন শুন অতুনা মাগো কহি যে তোমারে।
কিসের বাদ্যি কিসের ঢোল শুনি রাজার পুরে॥ ১৪
অতুনা সংবাদ কয় ঝিয়েরে আসিয়া।
কোন দেশের রাজার সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়া [২]॥ ১৬
তিন মাস হইল বন্ধু হইল দেশান্তরী।
চাইর মাস হইল বন্ধু না ফিরিল বাড়ী॥ ১৮

---

[১] কাঞ্চনমালা অতশত কিছু চিন্তা করিল না, রাজপুত্রের নিদারুণ মনোভাবের আভাষ সে জানিত না, সরল মনে তাঁকে বিদায় দিল।

[২] এই বিবাহ যে তাহার প্রাণাধিক রাজপুত্রের সঙ্গে তখনও কাঞ্চন তাহা জানে না।

পাঁচ মাস যায় কন্যার আইব [১] আমার আশে।
ছয় মাস যায় কন্যার উপাসে আয়াসে ॥ ২০
সাত মাস যায় কন্যার চক্ষে নাহি ঘুম।
আট মাসে কাঞ্চা বাঁশে ধরিলেক ঘুণ ॥ ২২
নয় মাসে না আসিল আশা হইল ফাঁকি।
বছর গোঁয়াইতে আর দুই মাস বাকী ॥ ২৪
দশ মাস দশে শূন্য বুক হইল খালী।
এগার মাসেতে কন্যা কাটিব শিকলী [২] ॥ ২৬
বার মাস তের রাইত এইরূপে যায়।
আসিব বলিয়া বন্ধু আশার আশায় ॥ ২৮
রাত্রিতে জ্বালাইয়া বাতি কাঁদিয়া নেবাইল। [৩]
এক বছর গেল বন্ধু ফিরিয়া না আইল ॥

* * * * *

কান্দে বিরহিণী কন্যালো নদীর কূলে বইয়া।
কোন দেশ হইতে আইলা নদীরে যাইবা দূরের পানে ॥ ৩২
দুঃখিণীর দুক্কের কথা কইও বন্ধুর স্থানে।
আমার মনের কথা কইও বন্ধুর কাণে ॥ ৩৪
দূরে থাক্যা আইলারে ডিঙ্গা পাল টাঙ্গাইয়া।
এই ডিঙ্গায় নি আইছে সাধু বন্ধের খবর লইয়া [৪] ॥ ৩৬
কতদেশে যাওরে ডিঙ্গা কত দেশে যাও।
আমার বন্ধুরে তুমি দেখিতে নি পাও ॥ ৩৮

---

[১] আইব=আসিবে। আমার আশায় সে অবশ্য আসিবে। মনকে চোখ ঠার দিয়া সে বৃথা আশায় ভুলাইল।

[২] কাটিব শিকলী=আমার শিকলী এবার কাটিবে, অর্থায় আশা নিরাশায় পরিণত হবে।

[৩] তিনি আসিবেন বলিয়া সারারাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রতীক্ষা করিত, এবং প্রাতে নিবাইত।

[৪] এই নৌকায় কি বন্ধুর সংবাদ নিয়া আসিয়াছে ?

আমার লাগ্যা আন্‌ব বন্ধে হীরামতীর ফুল।
দুই ফোটা চক্ষের জল দিবাম সেই ফুলের মূল [১] ॥ ৪০
গেল গেলরে বন্ধু এও দিনের আশা।
আজি রাত্রি পোষাইলে কাইল দিনের আশা ॥ ৪২
কাইল দিন চইল্যা গেলে কা'ল হইল কাল।
অপযশী হইলামরে বন্ধু দুক্ষেরি কপাল [২] ॥ ৪৪

* * * * *

(১০)

রাজার বাড়ীর তাগীদদার দুরন্ত হইয়া।
একদিন ধোবারে কয় নিরলে ডাকিয়া ॥ ২
তোমার ঘরেতে আছে নবীন কুমারী।
পাঁচশ' টাকা দিবাম তোমায় দিবাম জমী বাড়ী ॥ ৪
আমার পর্‌তাপে গাভুনী গাভ [৩] ছাড়ে।
আমার কথা না রাখিলে জানে [৪] মারবাম্ তোরে ॥ ৬
দেখা করাইবা তারে আমার না লগে।
কাঁপিয়া ঝাপিয়া ধুবা কয় ধুবনীর আগে ॥ ৮
তাগিদদারে বাড়ী ঘর পুইড়া করব ছাই।
পরের কন্যার লাগ্যা কেন আমরা দুঃখু পাই ॥ ১০

* * * * *

---

[১] তুমি রাজার পুত্র, তুমি আমার জন্য হীরামতির ফুল আনিবে। আমি ভিখারিণী আমি তাহার মূল্য কি দিব? আমি দুই ফোটা অশ্রু মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিব।

[২] এই পদে পুনরায় বৈষ্ণব কবিদিগের পদ মনে পড়িবে।

"কাল অবধি করিয়া বঁধু গেল।
"ভেল পরভাত পুছই সব হু
কহ কহ রে সখি কালি কব হুঁ।" বিদ্যাপতি

[৩] গাভুনী—গর্ভবতী রমণী, গাভ = গর্ভ।

[৪] জানে = প্রাণে।

ধোপাণী (অহুনা)

ধর সুন্দর কন্যা মোর কথা ধর।
এক বচ্ছর বঞ্চিলা তুমি আমার ঘর ॥ ১২
তুমি লো ধর্ম্মের কন্যা আমি তোমার মাও।
আজ রাত্রি রাখ কথা মোর মাথা খাও ॥ ১৪
দুরন্ত তাগীদ্‌দারে দুষ্‌মণ হইল।
কিমত সন্ধানে জানি তোমারে দেখিল ॥ ১৬
তুমি থাকিলে কন্যা মরিব পরাণে।
বাড়ী ঘর পুইড়া ছাই করিব আগুনে ॥ ১৮
ধর্ম্ম রাখ সতী কন্যা যাও অন্য ঠাঁই।
আজ রাইতে বিপদে রক্ষা করকাইন গোঁসাই ॥ ২০

* * * * *

(১১)

পীরের কান্দা তামসা গাজী [২] ধানের বেপারী।
পাঁচখানা পান্‌সী লইয়া করে সদাগরী ॥ ২
উত্তর হইতে আসে ভাঙ্গাইয়া ধান।
নদীর পারে লাগাইল ডিঙ্গা পাঁচখান ॥ ৪
সঙ্গে ছিল ভাগীদার কোন কাম করিল।
খারাই নদীর পারে ডিঙ্গা ভিড়াইল ॥ ৬
নদীর কূলেতে বইয়া [৩] কান্দিছে সুন্দরী।
ভাগীদারের কাছে কথা শুনিল বেপারী ॥ ৮
পোলা [৪] নাই পুতী [৫] নাই সংসারের আশা।
কন্যারে লইয়া সঙ্গে চলিল তামসা ॥ ১০

* * * * *

---

[১] পীরের কান্দা =
[২] তামসা গাজি = এক ব্যক্তির নাম।
[৩] বইয়া = বসিয়া।
[৪] পোলা = পুত্র।
[৫] পুতী = কন্যা।

তামসা গাজীর বাড়ীত কন্যা গীর[১] কাজ করে।
ভাত রাঁধিতে কন্যার দুই আঁখি ঝুরে॥ ১২
উঠান ঝাড়িতে কন্যার হইল উনমতি।
কন্যার চক্ষের জলে ভাসে বসুমতী॥ ১৪
কলসী লইয়া কন্যা যায় নদীর জলে।
বিনা সুতে গাঁথে মালা দুই আঁখির জলে॥ ১৬
দুইয়েতে সোহাগ করে পাইয়া কন্যায়।
দুক্ষের কারণ কন্যা খুইজা নাহি পায়॥ ১৮
তমসা গাজি "বাণিজ্যে যাইবাম লো কন্যা মোরে দেও কইয়া।
কিবা চিজ[২] আনিবাম তোমার লাগিয়া॥ ২০
তুমি ত ধর্ম্মের ঝি আমরা বাপ মাও।
না পাইয়া পাইয়াছি ধন খদার দোয়ায়॥" ২২
এই কথা শুনিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল।
কি ধন চাহিবে কন্যা খুজিয়া না পাইল॥ ২৪
যে ধন হারাইয়াছে কন্যার সে ধনের কথা কভু
কওন না যায়॥৫ ২

* * * * *

তিন মাস তের দিন গুঁজুরিয়া গেল।
নানা দ্রব্য লইয়া গাজী বাড়ীতে ফিরিল॥ ২৭
ঝিনাইর ফুল[৩] আনিয়াছে কটরা[৪] ভরিয়া।
মতীর মালা আনিয়াছে কন্যার লাগিয়া॥ ২৯
আর ত কিনিয়া আনছে অগ্নি পাটের সাড়ী।
আর ত কিনিয়া আনছে কমরের ঘুঙ্গুরী॥ ৩১
আর বেকী[৫] বেক্ষারু[৬] নাকের বলাক্।
খাইবার জন্য আনছে মৌমাছির চাক্॥ ৩৩

---

১ গিরকাজ = গৃহকার্য্য। ২ চিজ = দ্রব্য।
৩ ঝিনাইর ফুল = ঝিনুকের ফুল। ৪ কটরা = কৌটা।
৫ বেঁকী = পূর্ব্ববঙ্গে গুঁজরী বেকী বলে কতকটা আধুনিক পাঁয়জোরের মত।
৬ বেক্ষারু = বাঁকমল।

শুক্‌না মাছ আটীর আটী ঝাপায় ভরিয়া।
কত কত দব্ব আন্‌ছে ডিঙ্গায় করিয়া॥ ৩৫

*　　*　　*　　*

দূর না দেশর কথা এক এক করি।
ঘরের নারীর কাছে গাজী কহিছে বিস্তারী॥ ৩৭
এক দেশ দেইখ্যা আইলাম উলু ছনের ছানি।
আর এক দেশ দেখ্যা আইলাম গাছের আগ পানি [১]॥ ৪০
মর্দ্দানাতে রান্ধে বাড়ে নারীতে বায় হাল।
হাটবাজারে নারী ফিরে পালের পাল॥ ৪১
নদীর কিনারে দেখলাম মইষের বাতান।
ছড়াতে [২] পড়িয়া হরিণ করে জল পান॥ ৪৪
পাড় [৩] পর্ব্বত কত যাই ডিঙ্গাইয়া।
কত কত দূরের দেশ আইলাম দেখিয়া॥ ৪৫
কত কত নদী দেখলাম তীরে ছুটে পানি।
কত কত দেখিলাম সাউদের [৪] তরণী॥ ৪৭
কত কত রাজার মুলুক আইলাম দেখিয়া।
ঘরণীর [৫] কাছে কথা কয় বিস্তারিয়া॥ ৪৯
আর এক দেখিলাম আচরিত [৬] বাণী।
এমন আচানক [৭] কথা কভু নাহি শুনি॥ ৫১
রাজার মুল্লুক সেই বড় বড় ঘরে।
এক ধুবা কাপড় ধয় নদীর কিনারে॥ ৫৩
বয়স হইয়াছে বড় চক্ষু দুইটি ঘোলা।
আস্তে কথা নাহি শুনে কানে লাগ্‌ছে তালা॥ ৫৫
রাজার বাড়ীর ধুবা কাপড় ধইয়া খায়।
একখান কাপড় ধইতে সাত দিন যায়॥ ৫৭

---

[১] নারিকেল ফল　[২] ছড়া = জলের ঝরণা।
[৩] পাড় = পাহাড়।　[৪] সাউদের = সাধুর।
[৫] ঘরণী = গৃহিণী।　[৬] অচরিত = অপূর্ব্ব।　[৭] আচনক = অদ্ভুত।

বড় দুঃখু হইল মনে ধুবারে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসা করিলাম তারে আপনা ভাবিয়া॥ ৫৯
পুত নাই ক্ষেত নাই অভাগা কপাল।
এক কন্যা ছিল তার শুন কহি হাল॥ ৬১
কলঙ্কিনী হইয়া কন্যা কুল ভাঙ্গাইল।
কুলটা হইয়া কন্যা বাপেরে ছাড়িল॥ ৬৩
চক্ষে নাহি দেখে বাপ কাণে নাহি শুনে।
এত দুঃখু ধুবা তবে ধইরা রাখে প্রাণে॥ ৬৫
নদীর কূলে বইয়া[১] কান্দে মা, মা, বলিয়া।
ধুবার দুগ্‌গতি আইলাম নয়ানে দেখিয়া॥ ৬৭
এই কথা কাঞ্চনমালা যখন শুনিল।
বাপের লাগিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল॥ ৬৯
পুত নাই ক্ষেতরে নাই নাইরে তাতে দোষ।
অইয়া[২] পুত মইরা গেলে সে বড় আপশোষ॥ ৭১

* * * * *

কাঞ্চন— "শুন শুন ধর্ম্মের বাপ বলি যে তোমারে।
বাপের কাছে লইয়া যাও শীঘ্র কইরা মোরে॥ ৭৩
ধুবার ঘরে জন্ম লইলাম হইয়া ধুবার ঝি।
কপালের দুঃখু কথা কহিবাম কি॥ ৭৫
কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম গেল হইলাম কলঙ্কিনী।
বুকের মধ্যেতে জ্বলে তোষের[১] আগুনি॥ ৭৭

* * * *

---

[১] বইয়া = বসিয়া।

[২] অইয়া = হইয়া, জন্মিয়া।

(১২)

কাঞ্চনের পিতা ধোঁপা

ঝি গো কি কহিবাম তোরে।
ছোট কালে পাল্যাছিলাম কত দুঃখু করে॥ ২
তোর দুঃখে মা তোর ছাইড়া সকল আশা।
জন্মের মত লইয়াছে নদীর কূলে বাসা [২] ॥ ৪
এই ঘাটে কাপড় ধই চক্ষে বহে পানি।
কন্যা হইয়া হইলা তুমি নিদয়া পাষাণী॥ ৬
বাপের আগে কাইন্দা কয় যত দুঃখের কথা।
দেশে বিদেশে ঘুইরা পাইল যত বেথা॥ ৮
রাজার বাড়ীর খবর কন্যা পাইল বাপের আগে।
সকল হারাইছে কন্যা কর্ম্মের অনুরাগে [৩] ॥ ১০
বিয়া কইরা রাজার পুত্ত্রু সুখে বস্যা খায়।
স্বপ্নেও একদিন কন্যারে না জিগায়॥ ১২
শুকাইল চক্ষের জল মুখে শব্দ নাই [৪]।
কর্ম্মদোষে বিড়ম্বনা কার মুখ চাই॥ ১৪
কলঙ্কিনী হইলাম কেমনে দেখাই মুখ।
এই দেশে থাকিয়া বাপ আছে কিবা সুখ॥ ১৬
ধোপা—"দুর্ম্মতিয়া হইল কন্যা কি কাম করিলে।
হইয়া কুলের কন্যা কুলে কালি দিলে॥ ১৮
তোমার লাগিয়া আমি জিয়ন্তে তে মরা।
কর্ম্মদোষেতে আমি হইলাম কপাল পোড়া॥ ২০

* * * * *

---

[১] তোষের = দুষের।

[২] তোর মাতা তোর অভাবে চিরদিনের জন্য নদীকূলে চিতায় আশ্রয় লইয়াছে। [৩] অনুরাগে = ফলে, দোষে।

[৪] রাজপুত্র বিবাহ করিয়া সুখী হইছেন, এই সংবাদে কাঞ্চনের চক্ষের জল শুকাইয়া গেল, মুখের কথা মুখে মিলাইয়া গেল।

বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অগঠন [১]।
উচা গাছে উঠ্‌লে যেমন পড়িয়া মরণ ॥ ২২
জমীন ছাইড়া পাও দিলে শূন্যে না লয় ভর।
হিয়ার মাংস কাট্যা দিলে আপন না হয় পর ॥ ২৪
ফুলের সঙ্গে ভমরার পিরীত যেমন আগে বুঝা দায়।
এক ফুলের মধু খাইয়া আর ফুলেতে যায় ॥ ২৬
মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই [২] কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয় ॥ ২৮
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা ঘটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে [৩] ॥ ৩০
না বুঝিয়া না শুনিয়া আগুনে হাত দিলে।
কর্ম্মদোষে অভাগিনী আপনি মজিলে ॥ ৩২
এক প্রেমেতে মারে কন্যা আর প্রেমে জিয়ায়।
যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেম কেবা চায় ॥ ৩৪
চক্ষের কাজল কন্যা ঠাঁই গুণেতে কালী। [৪]
শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি ॥ ৩৬
বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে গলা ধরাধরি।

(১৩)

রাজ্যের লোক নাই সে জানে কন্যা আইসে [৫] বাড়ী ॥ ৩৮
এক পাগলী আইল রাজ্যে পথে পথে ঘুড়ে।
এই সে দেখি এই সে নাই কেউ না চিন্‌তে পারে ॥ ২

[১] অগঠন = অশোভন, অঘটন [২] ভালাই = ভালবাসা।
[৩] আর ছলাতে = কোন ছলে "জিহ্বার সঙ্গেতে, দন্তের পীরিতি, সুবিধা পাইলে কাটে"—চণ্ডীদাস।
[৪] কালী চক্ষে থাকিলে তাহা কাজল হয়, অন্যত্র তাহা কলঙ্ক হয়, অস্থানে প্রেম স্থাপন করিলে সেইরূপ তাহা কলঙ্কের কারণ হয়।
[৫] বাপ কন্যাকে চিনিল এবং কন্যা বাপকে চিনিল, কিন্তু কন্যা যে বাড়ী ফিরিয়াছে, সেদেশের লোক তাহা জানিতে পারিল না।

হাওরের বাকুণ্ডি [১] যেমন ধুলা নেয় সে উড়ি।
এক দণ্ড থির নাই পথে পথে ঘুড়ি॥ ৪
গাছের তলায় নদীর পারে এই আছে নাই।
কখন হাসে কখন কান্দে কখন গান গায়॥ ৬
*　　*　　*　　*　　*
বইসা আছে রুক্মিণী যে পালঙ্ক উপরে।
পন্থের পাগল নারী পরবেশে অন্দরে॥ ৮
চান্দের সমান রাজার পুত্ত্র দরবারে বসিয়া।
সবাই বলে পাগল যায় এই পথ দিয়া॥ ১০
কত দিনে রাজ্য জুইড়া এই আনিগুনি।
আর না দেখিল কেউ সেই পাগলিনী [২]॥ ১২
মেঘের মুখে চান্দের আলো তারার ঝিকিমিকি।
ক্ষণে ক্ষণে আন্ধাইর পথ চক্ষে নাহি দেখি॥ ১৪
আষাঢ়িয়া ভরা নদী ভরা কূলে কূলে।
দৌরিয়া আইল ভাবের পাগল সেইনা নদীর কূলে॥ ১৬
দেওয়ায় ডাকে ঘন ঘন বিষ্টি পড়ে রইয়া।
নদীর ঘাটেতে কন্যা আইল দৌরিয়া॥ ১৮
কাঞ্চন—"মনের দুঃখু মিটিয়াছে মিটিয়াছে আশা।
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা॥ ২০
সুখেতে থাকগো বন্ধু সুন্দর নারী লইয়া।
সুখে কর গীর বাস জনম ভরিয়া॥ ২২
না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম।
তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম [৩]॥ ২৪

---

১ বাকুণ্ডি = ঘূর্ণিত চক্র।

২ সেই পাগলিনী একদিন মাত্র রাজপুত্র ও রুক্মিণীকে রাজ-অন্তঃপুরে দেখিয়া আসিল, তার পরদিন হইতে কেহ আর তাকে দেখিতে পাইল না।

৩ Cf. "তোমার চরণে বঁধু শতেক পরণাম।
তোমার চরণে বঁধু লিখ আমার নাম॥
লিখিতে দাসীর নাম লাগে যদি পায়।
মাটিতে লিখিয়া নাম চরণ দিও তায়॥" চণ্ডীদাস

এইনা ঘাটেতে আছে পাতার বিছানা।
সুখেতে রজনী দোয়ে করেছি বঞ্চনা॥ ২৬
মনে না রাইখরে বন্ধু সেই দিনের কথা।
আর না রাখিও মনে সেই মালা গাথা॥ ২৮
রাইতের নিশি আনি গুনি তোমার বাঁশীর গানে।
অভাগিনীর কথা বঁধুরে না রাখিও মনে॥ ৩০
আমি মইরাছি নদী না বলিও কারে।
টুনী পঙ্খী নাহি জানে না কইও বন্ধুরে॥ ৩২
নদীর কূলের বিরিক্ষ[১] লতা ডালে ঘুমাও পাখী।
আমার কথা না কহিও বন্ধের নিকটে॥ ৩৪
আশমানের চান্দ তারা কহি যে তোমরারে।
আমি যে মইরাছি কথা না কইও বন্ধেরে॥ ৩৬
না কইও না কইও বাপ আমি আইছি দেশে।
তোমার চরণে পরণাম জানাই উদ্দিশে॥ ৩৮
কাণে কাণে কইরে বাতাস কাণাকাণি কথা।
তোমার কাছে কহিবাম যত মনের কথা॥ ৪০
রাত্রিকালের সাক্ষী তুমি দিবাকালের সাক্ষী।
কলঙ্কিণীর কথা জান দেশের পশু পঙ্খী॥ ৪২
আমি যে আইছি দেশে আমার মাথা খাও।
আমার মরণ কথা বন্ধে না জানাও॥ ৪৪
দেশের লোকে নাই সে জানে আমার মরণ কথা।
কি জানি শুনিলে বন্ধু পাইবে মনে বেথা॥ ৪৬
কোন দেশ হইতে আইছরে ঢেউ যাইবা কোথাকারে।
আমারে ভাসায়ে নেও দুস্তর সাগরে॥ ৪৮
তারা হইল নিমি ঝিমি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেইনা নদীর জলে॥ ৫০

---

১ বিরিক্ষ = বৃক্ষ।

মইষাল বন্ধু

মইষাল বন্ধু

(১)

চলে নদী শিঙ্গাখালি ঢেউয়ে খুড়াসান [১]।
যার জলে আশ্বিন মাসে খাইছে বাকের ধান [২] ॥ ২
সুজন গিরস্থ [৩] তথায় বসত যে করে।
তার কথা সভাজন শুন সুবিস্তারে [৪] ॥ ৪
তের আড়া [৫] ভুইয়ের মধ্যে মইষে বায় হাল।
গোলাতে করিয়া তুলে সরু ধান চাল ॥ ৬
এক পুত্র আছে তার পূর্ণিমাসীর চান্ [৬]।
বাপ মা রাখ্যাছে তার ডিঙ্গাধর নাম [৭] ॥ ৮
দশ না [৮] বচ্ছরের পুত্র হাস্যা খেলায় পাড়া।
এমন কালে মর্‌ল মাও দুঃখ হইল বাড়া ॥ ১০

---

[১] খুড়াসান = খরশাণ, খরতর, বেগবান্।

[২] যার জলে......ধান = যাহার জল আশ্বিন মাসে নদীর বাঁকের ধান্য গ্রাস করিয়াছে।

[৩] গিরস্থ = গৃহস্থ।

[৪] সুবিস্তারে = বিস্তৃতভাবে, বিশদভাবে।

[৫] আড়া = জমির পরিমাপ বাচক শব্দ।

[৬] পূর্ণিমাসির চান্ = পৌর্ণমাসীর চন্দ্র।

[৭] 'ডিঙ্গাধর' নামটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা গীত রচনার সমসাময়িক যুগের পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের বাণিজ্যপ্রীতি ও নৌচালন দক্ষতার পরিচায়ক।

[৮] 'না' শব্দটি এরূপ স্থলে নিষেধার্থক নহে—কথার মাত্রা, অথবা জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

একে একে তার ঘরের লক্ষ্মী গেল ছাড়ি।
আগুন লাগিয়া পুড়ে তিন খণ্ড [১] বাড়ী ॥ ১২
আরে ভাইরে—
বাতানে [২] মইষ মরল পালে [৩] মরল গাই।
বিপদকালে রাখে তারে এমন বান্ধব নাই ॥ ১৪
আইশনা [৪] পাণিতে তার খাইল বাকের ধান।
দুঃখের দরদী নাই করিতে আসান [৫] ॥ ১৬
কাণাকড়ার সম্বল নাই চিন্তা মনে মনে।
কি দিয়া বাইব [৬] হাল বাঁকের জমীনে ॥ ১৮
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু কোন কাম করে।
গিঠেতে বান্ধিয়া চিড়া [৭] যায় শিঙ্গাপুরে ॥ ২০
শিঙ্গাপুরের বলরাম ধনী মহাজন।
ধনের লাগিয়া তার নাই অনাটন [৮] ॥ ২২
ধারে সুদে কত লোক টাকা লইয়া যায়।
সেই সুদে বলরাম সংসার চালায় ॥ ২৪
বার মাসে তের পার্ব্বণ মণ্ডলের রাজা।
আশ্বিন মাসে বলরাম করে দুর্গাপূজা ॥ ২৬
কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক পূজা করে জাকাইয়া।
আগুণ [৯] মাসে লক্ষ্মীপূজা [১০] নয়া [১১] ধান দিয়া ॥ ২৮

---

১ তিন খণ্ড=বাড়ীর তিনটি বিভাগ, মহাল।

২ বাতানে=যেখানে গোমহিষাদি পালন করা হয়। বাতাম গৃহসংলগ্ন গোশালা নহে, গোচারণের প্রান্তরমধ্যস্থ গোশালা।

৩ পালে=গরুর দলে।

৪ আইশনা=আশ্বিন মাসের।

৫ আসান=সান্ত্বনা।

৬ বাইব=কর্ষণ করিবে।

৭ দূরপথে-যাইতে হইলে পূর্ব্বে লোকে কাপড়ের খুঁটে বা আঁচলে চিড়া বান্ধিয়া লইয়া যাইত। চিড়াই বিদেশ যাত্রার সহচর বা পথের সম্বল ছিল।

৮ অনাটন=অনটন।

৯ আগুণ=আগণ, অগ্রহায়ণ।

১০ লক্ষ্মীপূজা=অগ্রহায়ণ মাসে 'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা' নহে; বোধ হয় নবান্নকে বুঝাইতেছে।

১১ নয়া=নূতন।

পড়িল দুঃখের দিন কিছু টাকা চাই।
সোণার জমীন পড়্যা রইল হাল গরু নাই॥ ৩০
দয়া যদি কর প্রভু কির্‌পা [১] যদি কর।
গণিয়া দিবাম সুদ দেও কিছু ধার॥ ৩২
একশ' টাকা কর্জ্জ কর্‌ল কইরা লেখাপড়া [২]।
বাড়ীতে ফিরিল সাধু হইয়া গোয়ারা [৩]॥ ৩৪
আগুণে পুড়িয়া গেছে বান্ধে নয়া ঘর।
হালের মহিষ কিনিয়া লইল হরিষ অন্তর॥ ৩৬
জমিনে বাহিয়া হাল বুইন [৪] করল ধান।
চৈত্রমাসে দিল সাধু জমীতে নিড়ান॥ ৩৮
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুইমাস গেল এই মতে।
আষাঢ় মাসে পাকা ধান লাগিল কাটিতে॥ ৪০
কার ধান কেবা কাটে সাধু মৈল জ্বরে।
ক্ষেতের ধান ক্ষেতে রইল এমন প্রকারে॥ ৪২
আশা কইরা করে লোক নৈরাশে ডুবায়।
কার ধান জমি বাড়ী কোথায় রাখ্যা যায়॥ ৪৪

(২)

কান্দে পুত্র ডিঙ্গাধর আগে মইল মাও।
হয়রাণে [৫] ফেলিয়া বাপা কোথায় চইলে যাও॥ ২

---

১ কিরপা = কৃপা।

২ কইরা লেখা পড়া = দলিল প্রস্তুত করিয়া।

৩ গোয়ারা = প্রফুল্ল।

৪ বুইন = বপন (ধান 'বুনা' অর্থাৎ বীজধান্য বপন করা, 'রোয়া' বা রোপণ হইতে পৃথক)।

৫ হয়রাণে = ঘোর বিপদে।

৫

তুমি ছাড়া এই সংসারে আর লক্ষ্য নাই।
গেরামে [১] না আছে কেউ জ্ঞাতি বন্ধ [২] ভাই
কান্দে পুত্ত্র ডিঙ্গাধর করি হায় হায়।
পাড়া পড়সীরা আস্যা ছাওয়ালে বুঝায়॥ ৬
বাপ মাও লইয়া কেউ জন্ম ভইরা না থাকে।
ডিঙ্গাধর কান্দে বিধি ফেলিলা বিপাকে॥ ৮
জ্ঞাতি নাই বন্ধু নাই মায়ের পেটের ভাই।
অকূলে ভাস্যাছি অখন কার বাড়ী যাই॥ ১০
হালের না মইষ বেচ্যা শেষ কাম করে।
তের বচ্ছর ডিঙ্গাধর কাটাইল ঘরে॥ ১২
বাপে ত কইরাছে ঋণ পুত্ত্র নাই সে জানে।
বলরাম বাড়ী আস্যা জানায় এক দিনে॥ ১৪
ধার্ম্মিক সুজন বড় ছিল তোমার বাপ।
অকালে মরিয়া গেল পাইনু বড় তাপ॥ ১৬
একশ টাকা করজ [৩] করে বিপাকে পড়িয়া।
পরমাণ [৪] করিল তাহা খত দেখাইয়া॥ ১৮
গাও গ্রামের লোক তারা সাক্ষী আছে।
দিবা কি না দিবা টাকা বলরাম পুছে॥ ২০
আসমান্ ভাঙ্গিয়া পড়ে ডিঙ্গাধরের শিরে।
সময় লইল দুইমাস বলরামের কাছে॥ ২২
হায় ভালা—
কান্দে ডিঙ্গাধর সাধু না দেখি উপায়।
কিমতে বাপের ডিঙ্গা সুজন [৫] সে যায়॥ ২৪
ধার রাখ্যা মরে যদি নাহি হয় গতি।
ঋণের পাপেতে তার নরকে বসতি॥ ২৬

---

১ গেরামে = গ্রামে। ২ বন্ধ = বন্ধু।
৩ করজ = কর্জ্জ।
৪ পরমাণ = প্রমাণ। ৫ সুজন = পরিশোধ।

গাছ হইয়া জন্মে যদি লতা হইয়া বেড়ে [১]।
ঋণ পাপের মুক্তি নাই জন্ম জন্মান্তরে॥ ২৮
গরু হইয়া খাট্যা মহাজনের ধার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মরে সাধু ডিঙ্গাধর॥ ৩০
জ্বর মাথাবিষ নাই দিনে দিনে বাড়ে [২]।
এক পয়সা সুদ পাইলে কড়া নাই সে ছাড়ে॥ ৩২
বলার [৩] কামরে যেমন মানুষ হয় ফানা [৪]।
সকল দুঃখের অধিক দুঃখ যার আছে দেনা॥ ৩৪
অভাবে পড়িয়া বাপে বেচেছে ক্ষেত খোলা।
ঘর বাড়ী ভাঙ্গ্যা পড়্ছে নাই ছানি পালা [৫]॥ ৩৬
হালের মহিষ বেচ্যা আগে কর্ছে পিতৃকাম [৬]।
কি দেখ্যা সুদের উস্যুল দিব বলরাম॥ ৩৮
ভাব্যা চিন্ত্যা ডিঙ্গাধর কোন কাম করে।
দুপুর বেলা উপনীত সাধুর দুয়ারে॥ ৪০

(৩)

ছান [৭] নাই খাওয়া নাই সে দিনের উপবাসী।
বলরামের ঘরে গেল বড় দুঃখু বাসি। ২
বস্যা আছে বলরাম বাইর বাড়ী মহলে।
পায়ে ধর্যা ডিঙ্গাধর বলরামে বলে॥ ৪

---

১ অপরিশোধিত ঋণের পাপ জন্মজন্মান্তরেও অধমর্ণের পশ্চাদ্ধাবন করে, এই বিশ্বাস নানা কুসংস্কার সত্ত্বেও আমাদের জন-সাধারণের নৈতিক দায়িত্ব ও সাধুতার পরিচায়ক।

২ জ্বর......বাড়ে=ডিঙ্গাধরের জ্বর, মস্তক বেদনা বা অন্য কোন রোগ পীড়া নাই, তথাপি দুশ্চিন্তারূপ রোগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

৩ বলা=বোল্‌তা।

৪ ফানা=পাগল।

৫ ছানি পালা=ছাউনি ও খুটি।

৬ পিতৃকাম=পিতৃশ্রাদ্ধ।

৭ ছান=স্নান।

শোধিতে বাপের ধার কইরাছি মনে।
তুমি যদি কিরপা কইরা রাখ ছিচরণে [১] ॥ ৬
বাপের যে ধার যত পুত্রের হয় দেনা।
বলরাম কয় কাল কইরাছ......... ॥ ৮
কত টাকা আনিয়াছ হিসাব কিতাব।
তোমার কাছেতে বাপু নাহি চাই লাভ ॥ ১০
খালি হাত দেখাইয়া কান্দে ডিঙ্গাধর।
কড়ার ভিক্ষুক আমি তোমার চাকর ॥ ১২
আস্যাছি দুয়ারে তোমার বড় আশা করি।
বাপের ঋণ শোধ দিব করিয়া চাকুরি ॥ ১৪
সাত পাঁচ ভাবি তবে কয় বলরাম।
চেংড়া চাকরে আমার আছে এক কাম [২] ॥ ১৬
আজি হইতে করবা তুমি মইষের রাখালী।
ছয় বচ্ছর খাট্যা দিলে তবে হইব ফালি [৩] ॥ ১৮
বড় দুঃখে ডিঙ্গাধরের হাসি আইল মুখে।
আজি হইতে বাপের ধার শুধব একে একে ॥ ২০

* * *

(৪)

ডিঙ্গাধর সাধুর কথা এইখানে থইয়া [৪]।
সাজুতী কন্যার কথা শুন মন দিয়া ॥ ২
বলরামের এক কন্যা যুবাবতী [৫] ঘরে।
তার কথা কইবাম সভার গোচরে ॥ ৪

---

[১] ছিচরণে = শ্রীচরণে।

[২] চেংড়া......কাম = আমার একটি অল্পবয়স্ক চাকরের প্রয়োজন আছে

[৩] ফালি = মুক্তি।

[৪] থইয়া = থুইয়া, রাখিয়া।

[৫] যুবাবতী = যুবতী। কবিকঙ্কণ "যুবতী যৌবনবতী ত্যজিলাম রোষে।"

দেখিতে শুনিতে কন্যা আস্‌মানের তারা ।
পুরীমাঝে জ্বলে কন্যা চান্দের পশরা [১] ॥ ৬
কাউয়া কালা কোকিল কালা কালা দইয়ার পানি [২] ।
তাও হইতে অধিক কন্যার কেশের বাখানি [৩] ॥ ৮
বাটীখুটী [৪] সুন্দর কন্যা চিরল দাঁতের হাসি ।
কি কইবাম মুখের রূপ যেমন পুন্ন্‌মাসী [৫] ॥ ১০
একমাত্র সুন্দর কন্যা বলরামের ঘরে ।
বিয়া দিত [৬] বলরাম সদাই চিন্তা করে ॥ ১২
হিরাজিড়ীর ফুলময় রাখিত তুলিয়া । (?)
মঙ্গলচণ্ডী পূজে মাও বিয়ার লাগিয়া ॥ ১৪
দৈবে ঘটাইল যাহা শুন দিয়া মন ।
নদীর ঘাটে যায় কন্যা করিতে সিনান ॥ ১৬
কাকেতে [৭] ঘরুয়া কলসী শিরে গন্ধ তেল ।
একেলা চলিল কন্যা কেউনা সঙ্গে গেল ॥ ১৮
আগল পাগল [৮] কালা মেঘ বাতাসেতে উড়ে ।
ছান করিবারে কন্যা গেল নদীর পারে ॥ ২০
নদীর জলে [৯] পাগল ঢেউ পাড়ে মারে হানা [১০] ।
এই পন্থে [১১] পথিকের নাই সে আনাগুনা [১২] ॥ ২২

---

১ পশরা = আলো ।
২ দইরা = দরিয়া, নদী ।
৩ বাখানি = ব্যাখ্যা করি, প্রশংসা করি ।
৪ বাটীখুটি = একটু খর্ব্ব ছন্দের ।
৫ পুন্ন্‌মাসী = পৌর্ণমাসী ।
৬ দিত = দিতে, দেওয়ার জন্য ।
৭ কাকেতে = কক্ষে ।
৮ আগল পাগল = এলোমেলো, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ।
৯ হানা = আঘাত ।
১০ নদীর জলে......হানা = উন্মত্ততরঙ্গ আসিয়া তীরভূমিতে প্রতিহত হইতেছে ।
১১ পন্থে = পথে ।
১২ আনাগুনা = ?

হাটু জলে নাম্যা কন্যা হাটু মাঞ্জন [১] করে।
কোমর জলে নাম্যা কন্যা কোমর মাঞ্জন করে ॥ ২৪
গলা জলে লাম্যা কন্যা চারি ভিতে চায়।
ঘরুয়া [২] পিতলের কলসী সুতে [৩] ভাস্যা যায় ॥ ২৬
কে দিবে আনিয়া কলসী কারে বা সুধাই।
সুজন দরদী [৪] বন্ধু কেউ কাছে নাই ॥ ২৮
ঢেউয়ের তালে ভাস্যা কলসী যায় অনেক দূর।
কে দিব আনিয়া কলসী না জানি সাতুর [৫] ॥
আসিয়া ছানের [৬] ঘাটে পড়িলাম বিপাকে।
কাঁকের কলসী মোর ভাস্যা গেল পাকে ॥ ৩২
বাপে মায়ে দিব গালি বড় হইল বেলা।
একত কইরাছি দোষ আস্যাছি একেলা ॥ ৩৪
আর ত কইরাছি দোষ কলসী নিল সুতে।
কি নিয়া যাইব ঘরে ফির্যা শুধু হাতে ॥ ৩৬
আস্‌মানের দেবতা বায়ুরে উজান বহাও পানি।
সুতের কলসী মোর তুমি দেও আনি ॥ ৩৮

* * * *

বাতাসে না শুনে কথা কন্যালো আমার কথা ধর।
আমি আন্যা দিবাম কলসী তুমি যাও ঘর ॥
একেলা আছিল কন্যা হইল দুইজন।
জলের ঘাটে চারি চক্ষুর হইল মিলন ॥ ৪০
মনে মনে কয় কন্যা মন সাক্ষী করি।
বাপের মৈষাল তুমি থাক বাথান বাড়ী [৭] ॥ ৪২

---

১ মাঞ্জন = মাজন, মার্জ্জন। ২ ঘরুয়া = ঘড়া।
৩ সুতে = স্রোতে। ৪ দরদী = সহানুভূতিসম্পন্ন।
৫ সাঁতুর = সাতার। ৬ ছানের = স্নানের।
৭ বাথান বাড়ী = গোচারণের প্রান্তর সংলগ্ন গোশালা।

"আজিকার বাঁশীতে কেন কাড়িয়া লয় মন।" ৩৯ পৃঃ

লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম [১] যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ॥ ৪৪
আনিল ঘরুয়া কলসী তুলিয়া মইষালে।
জল ভরিয়া কন্যা লইল কাঁকালে [২]॥ ৪৬
আস্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিরা বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা॥ ৪৮
সেই বাঁশী বাজাইয়া মইষাল গোষ্ঠে যায়।
আজি কেন সুন্দর কন্যা ফির্‍্যা ফির্‍্যা চায়॥ ৫০
আজি কেন মইষাল তোমার হইল এমন।
তোমার হাতের বাশী হইল দোষমণ [৩]॥ ৫২
নিতি নিতি হইলে দেখা এমন না হয়।
আজি কেন সুন্দর কন্যার জীবন সংশয়॥ ৫৪
তেমল্লায় [৪] উঠিয়া কন্যা সিঞ্চা [৫] কাপড় ছাড়ে।
মন হইল উচাটন সেই না বাঁশীর সুরে॥ ৫৬
আর দিন বাজে বাঁশী না লাগে এমন।
আজিকার বাঁশীতে কেন কাড়িয়া লয় মন॥ ৫৮
এই বাঁশী সেই বাঁশী নয় বাজে নয়া তানে।
বিনাথ [৬] মইষাল আইজ মরিল বাথানে॥ ৬০
মইষ রাখ মইষাল বন্ধুরে ক্ষীর নদীর পারে।
মজিল অবুলার [৭] মন তোমার বাঁশীর সুরে॥ ৬২

---

১ পরথম = প্রথম। ২ কাঁকাল = কক্ষ।
৩ দোষমণ = দুষ্‌মণ, শত্রু।
৪ তেমল্লায় = তিন মহলায়, ত্রিতলগৃহে।
৫ সিঞ্চা = ভিজা।
৬ বিনাথ = অনাথ। সুর এত করুণ যেন মনে হয় হতভাগ্য মহিষালের আজ প্রাণ যাইতে চলিয়াছে।
৭ অবুলা = অবলা।

রইদে [১] কেন পুড়বে বন্ধু মেঘে কেন ভিজ ।
বিলে আছে পউদের পাতা [২] আন্যা মাথায় ধর ॥ ৬৪
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা ।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাটা ॥ ৬৮
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাটা ॥

আমিত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর পুড়া [৩] ।
কুল ভাঙ্গিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া [৪] ॥ ৭০
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া ॥

লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাহি পারি ।
দেখাইতাম বুকের দুঃখু বুক মোর চিরি ॥ ৭২
রে বন্ধু বুক মোর চিরি ॥

কইতে নাহি পারি কথা বাপ মায়ের কাছে ।
লীলারী [৫] বাতাসে মোর অন্তর পুড়্যা গেছে ॥ ৭৪
রে বন্ধু মোর অন্তর পুড়্যা গেছে ॥

নদীর ঘাটে দেখাশুনা কঙ্খেতে [৬] কলসী ।
সেইদিন পাগল কইর‍্যা গেছেরে বন্ধু তোমার ঐ না
মোহন বাঁশীরে বন্ধু ॥ ৭৬
ঐ না মোহন বাঁশী ॥

---

১ রইদে = রৌদ্রে ।

২ পউদের পাতা = পদ্মপত্র । ৩ অন্তর পুড়া = দগ্ধ হৃদয় ।

৪ কুল ভাঙ্গিলে......চড়া = নদীর কূল ভাঙ্গিয়া সেই মাটি নদীর মধ্যে যেমন চড়া হইয়া উঠে ; অর্থাৎ কূলের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অথচ নদীর মধ্যেও থাপছাড়া, কোন দিকেই আপন বলিবার নাই ।

৫ লীলারী = ক্রীড়াশীল, লীলাময় ।

৬ কঙ্খেতে = কক্ষে ।

ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।
অবলা নারীর মনে আর বা কত সয়॥ ৭৮
রে বন্ধু আর বা কত সয়॥
মনের বুঝাই কত মন না মানে মানা।
এ ভরা যৌবন কলসী দিনে দিনে উণা [১]॥ ৮০
রে বন্ধু দিনে দিনে উণা॥
পশু পঙ্খী [২] এ নাই সে জানে না জানে পওন [৩]।
মনের আমার দুক্ষু [৪] কথা জানে আমার মন॥ ৮২
রে বন্ধু জানে আমার মন॥
পক্ষী যদি হইতামরে বন্ধু উড়িয়া উড়িয়া।
তোমার মুখ দেখতাম বন্ধু ডালেতে বসিয়া॥ ৮৪
রে বন্ধু ডালেতে বসিয়া॥
ইচ্ছা হয় তোমার লাগ্যা ছাড়ি কুলমান।
মুছাইয়া শীতল করি তোমার অঙ্গের ঘাম॥ ৮৬
রে বন্ধু তোমার অঙ্গের ঘাম॥
তুমি যথা থাকরে বন্ধু আমি থাকি তথা।
রৌদ্র কালে ছায়ার লাগ্যা শিরে ধরি পাতা॥ ৮৮
রে বন্ধু শিরে ধরি পাতা॥
আর কতদিন থাকব বন্ধু মন ভাঁড়াইয়া [৫]।
বাপে মায়ে যুক্তি কইরা মোরে দিত [৬] বিয়া॥ ৯০
রে বন্ধু মোরে দিত বিয়া॥

[১] উণা = ন্যূন হওয়া, জল ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়;
যৌবন ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।
[২] পঙ্খী = পক্ষী। [৩] পওন = পবন।
[৪] দুক্ষু = দুঃখ।
[৫] ভাঁড়াইয়া = ভাণ্ডাইয়া, প্রতারণা করিয়া, গোপন করিয়া।
[৬] দিত = দিবে

বাপ মায় না জানে রে বন্ধু মনে যত বলে।
মন যদি পাগল হয় কি করিব কুলে॥ ৯২
রে বন্ধু কি করিব কুলে॥

একত [১] শীতল জলের হাওয়া আরত শীতল জানি।
তা হইতে অধিক শীতল ডাবের মধ্যে পানি॥ ৯৪
রে বন্ধু ডাবের মধ্যে পানি॥

তা হইতে অধিক শীতল যৈবনে [২] পিরীতি।
তা হইতে অধিক শীতল মনোবাঞ্ছার পতি॥ ৯৬
রে বন্ধু মনোবাঞ্ছার পতি [৩]॥

গাঙ্গে উঠে খৈয়া ঢেউ [৪] আসমান কাছে নীলা।
তার মধ্যে ফুটে ফুল কালার মধ্যে ধলা॥ ৯৮
রে বন্ধু কালার মধ্যে ধলা॥

কার বা গলার মালারে বন্ধু কার বা মুখের হাসি।
ফুট্যা রইছে চম্পা ফুল না ঝরা না বাসী॥ ১০০
রে বন্ধু না ঝরা না বাসী॥

সেই ফুল তুলিয়ারে বন্ধু গাথ্যা দিতাম মালা।
ঘরের বাহির হইতে নারি আমি যে অবলা॥ ১০২
রে বন্ধু আমি যে অবলা॥

(৫)

এহি মতে সুন্দর কন্যা করয়ে কান্দন।
বাথানে মৈষালের কথা শুন সভাজন॥ ২
আসমানেতে ফুটে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেখি।
মৈষাল ভাবে এই মত কন্যার দুইটী আখি॥ ৪

---

১ একত=একেত। ২ যৈবনে=যৌবনে।
৩ মনোবাঞ্ছার পতি=নিজ মনোনয়নের স্বামী।
৪ খৈয়া ঢেউ=খৈএর মত শুভ্র জলবিন্দু উৎক্ষিপ্ত করে যে ঢেউ।

আসমান জুড়্যা কালা মেঘ উড়্যা উড়্যা যায়।
নীলাম্বরী পর্‌্যা কন্যা জলের ঘাটে যায় [১] ॥ ৬
নদীতে উঠে খৈয়া ঢেউ লীলুয়ারী বাতাসে।
মৈষাল শুইয়া ভাবে কন্যার দীঘল লম্বা কেশে ॥ ৮
জলের উপর পউদের ফুল চারিদিকে পাতা।
মৈষাল ভাবে কন্যার মুখ পিউরী [২] দিয়া গাঁথা ॥ ১০
ভাবিয়া চিন্তিয়া মৈষাল হইল পাগল।
কার মইষ কেবা রাখে ঘটিল জঞ্জাল ॥ ১২
এক দিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
বাথানের মইষ গিয়া খাইল বাঁকের ধান ॥ ১৪
ধুপুরিয়া [৩] সংবাদ কয় জমীদারের আগে।
বাঁকের যত ধান খাইছে বলরামের মইষে ॥ ১৬
হাতে লাঠি পাইক পেয়দা বলরামের বাড়ী।
শীঘ্রি কইরা চল যাই রাজার কাচারি ॥ ১৮
কান্দ্যা কান্দ্যা যায় বলরাম না দেখি উপায়।
শীতলমন্দির ঘরে কান্দে সাজুতীর মায় ॥ ২০
সাজুতী সুন্দরী কান্দে আউলাইয়া [৪] কেশ।
আইজ হইতে বাপের আশা হইল বুঝি শেষ ॥ ২২
দেউরী ঘরে [৫] বলরাম হইল হাজির।
চারিদিকে কুছামারা [৬] বড় বড় বীর ॥ ২৪
এইরূপে রইল বলাই বন্দীখানা ঘরে।
এথা শুন ডিঙ্গাধর কোন কাম করে ॥ ২৬

---

[১] আকাশের মেঘ দেখিয়া কন্যার নীলাম্বরী শাড়ীর কথা মনে পড়ে।

[২] পিউরী = পদ্মের পাপড়ি।

[৩] ধুপুরিয়া = চৌকিদার, যে দুপুর বেলা পাহারা দেয়।

[৪] আউলাইয়া = আলুলায়িত করিয়া, এলাইয়া।

[৫] দেউড়ী ঘর = দ্বাররক্ষীদের ঘর।

[৬] কুচ্ছামারা = মালকোচা আঁটা।

জোর হাতে খারা হইল জমিদারের আগে।
প্রভু বধ কর যদি ধর্ম্মের দুহাই [১] লাগে॥ ২৮
প্রভুরে ছাড়িয়া দেও মোরে আটক করি।
ছয় বচ্ছর খাট্যা দিবাম তোমার গুণাগারি ৩০
বাথানের মইষ আর ডিঙ্গাধরে থইয়া।
বলরাম মুক্তি পাইল শ্রীদুর্গা স্মরিয়া॥ ৩২
একেলা কান্দয়ে কন্যা এই কথা শুনিয়া।
আহা রে প্রাণের বন্ধু গেলারে ছাড়িয়া॥ ৩৪
কি আর করিব বন্ধু আমি ঘরের নারী।
নাকের নথ বেচ্যা দিতাম মইষের গুণাগারি॥ ৩৬
খাইতে না যায় কন্যা শুইতে না শুইয়ে। [৩]
আঞ্চল পাতিয়া কন্যা পড়্যা থাকে ভূঁয়ে॥ ৩৮
মায়ে নাহি জানে দুঃখ বাপে নাহি জানে।
রইয়া রইয়া অন্তর পুড়ে তোষের আগুনে॥ ৪০
রে বন্ধু তোষের [৪] আগুনে॥

এমন আগুন রে বন্ধু জলে নাই সে নিবে।
কান্দিয়া কাটিয়া আর কতদিন যাবে॥ ৪২
নারীর যৈবন যেমন জোয়ারের পানি।
পন্থে বাহির হইলে লোকে করে কাণাকাণি॥ ৪৪
রে বন্ধু করে কাণাকাণি॥

* * * * *

* * * * *

---

[১] দুহাই = দোহাই।
[২] গুণাগারি = ক্ষতিপূরণ।
[৩] শুইতে না শুইয়ে = শয়ন করিতে গিয়াও শয়ন করিতে পারে না।
[৪] তোষের = তুষের।

(৬)

বিলাই বান্দ্যা ভাত খায় আষাঢ্যা মণ্ডল [১] ।
মাউগের [২] পিন্ধনে নাই কাপড় ভাইয়ে মারে চড়চাপড় [৩] ॥ ২
পুতে ডাকে লাউড়ের পাগল [৪] ।
লেংঠী পিন্ধ্যা থাকে শালা পাটি নাই ঘরে ॥ ৪
দিন রাইত শুইয়া বইয়া [৫] সুদের চিন্তা করে ॥ ৫
ট্যাকার কুমইর [৬] ব্যাটা লোকে করজ [৭] দিলে ।
হিসাব কইরা সুদ লয় কড়া ক্রান্তি তিলে ॥ ৭
এক টঙ্কার [৮] সুদ হয় যত বুড়ি কড়ি ।
তিলে তুল্যে গণ্যা লয় হিসাব ঠাহরি [৯] ॥ ৯
এক সুন্ধ্যা [১০] খাইলে আর এক সুন্ধ্যা নাহি খায়
পাতার মশাল জ্বাল্যা রজনী গুয়ায় [১১] ॥ ১১

---

১ আষাঢ়িয়া মণ্ডল নাম জনৈক মহাজন বিড়ালটিকে বান্ধিয়া ভাত খাইতে বসে, পাছে বিড়াল দুই একটা ভাত বা মাছের কাঁটা খাইয়া ফেলে।

২ মাউগের = স্ত্রীর।

৩ ভাই তাহার কার্পণ্যে ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার গালে চড়চাপড় মারে।

৪ পুত্র তাহাকে লাউড়ের পাগল বলিয়া গালি দেয়। "লাউড়ের" শব্দটি একান্তই স্থানীয়। ইহার অর্থ "বাউল" বা "ক্ষেপা" হইতে পারে।

৫ বইয়া = বসিয়া।

৬ ট্যাকার কুমইর = টাকার কুমীর, অর্থাৎ বিপুল ধনশালী।

৭ করজ = কর্জ্জ।

৮ টঙ্কার = টাকার, তঙ্কার।

৯ ঠাহরি = ঠাহর করিয়া অর্থাৎ খুব ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া।

১০ সুন্ধ্যা = সন্ধ্যা।

১১ পাতার......গুয়ায় = তৈল খরচের ভয়ে বৃক্ষপত্র দিয়া দীপ জ্বালাইয়া আলোর কাজ চালায়। গুয়ায় = যাপন করে।

ভাব্যা চিন্ত্যা বলরাম যায় তার বাড়ী।
পাঁচশ' টাকা করজ করে ইমান [১] সাবুদ [২] করি॥ ১৩
গুণাগারি দিয়া মইষ আনাইল ছুটাইয়া।
জমিদার কিরপা [৩] করি দিল সে ছাড়িয়া॥ ১৫
ছয়মাস পরে তবে সাধু ডিঙ্গাধর।
মুক্তি পাইয়া না আইল বলরামের ঘর॥ ১৭

* * * * *

* * * * *

(৭)

দারুণ্যা [৪] আষাঢ়্যা নদী পাগল হইয়া যায়।
নদীর কূলে ডিঙ্গাধর কান্দিয়া বেড়ায়॥ ২
মাও নাই বাপ নাই গর্ভসোদর ভাই।
ঘরে যে জ্বালিব বাতি এমন বান্ধব নাই॥ ৪
সাতুরিয়া [৫] ডিঙ্গাধর নদী হয় পাড়ি।
ডেরুয়া [৬] তুফানে তার শিরে লাগে বাড়ি॥ ৬
বাড়ি খাইয়া ডিঙ্গাধর উভে হয় তল।
এই খান নদীর মধ্যে সাত চইর [৭] জল॥ ৮
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা শুন মন দিয়া।
পুবাল্যা বেপারী যায় সাত ডিঙ্গা বাইয়া॥ ১০
এক ডিঙ্গায় ধান চাউল এক ডিঙ্গায় সরু [৮]।
লবণ মরিচ আদা লইয়াছে গুরু [৯]॥ ১২

---

১ ইমান = ধর্ম্ম।
২ সাবুদ = সাক্ষী।
৩ কিরপা = কৃপা।
৪ দারুণ্যা = দারুণ।
৫ সাতুরিয়া = সাঁতারিয়া।
৬ ডেরুয়া = ডাঙ্গর অর্থাৎ প্রচাণ্ড
৭ চইর = একরূপ মাপ।
৮ সরু = সরিষা।
৯ গুরু = গুড়।

বাইশ দাঁড় বাইয়া যায় সুর্ম্মাই নদী দিয়া।
নজর কইরা ডিঙ্গাধরে লইল তুলিয়া॥ ১৪
আছে কি না আছে জিউ [১] নাকে নাই সুয়াস [২]।
পুবাল্যা [৩] ব্যাপারী কয় নাই জীবনের আশ॥ ১৬
কতদিনে ডিঙ্গাধর পরিসুস্থ [৪] হইল।
পুবাল্যা ব্যাপারীর স্থানে বচ্ছর গুয়াইল॥ ১৮
বাপ হইল পুবাল্যা পুত্র ডিঙ্গাধর [৫]।
পুবাল্যা কয় বাপু এই তোমার বাড়ী ঘর॥ ২০
পুত ক্ষেত নাই মোর সাত ডিঙ্গা ছাড়া।
বাণিজ্যি করিয়া যাই দেশ বিদেশ খুড়া॥ ২২
উত্তর্‍্যা [৬] বাতাস লাগ্যা পুবাল্যা যে মরে।
সাত ডিঙ্গা ধান তার পাইল ডিঙ্গাধরে॥ ২৪
দেশে চলে ডিঙ্গাধর সুর্ম্মাই নদী বাইয়া [৭]।
বার দিনে হাজির হইল নিজের দেশে যাইয়া॥ ২৬
চৌখণ্ডী [৮] করিয়া তবে শিঙ্গাখালীর পারে।
বড় বড় ঘর বান্ধে দক্ষিণ দুয়ারে॥ ২৮
তবে ডিঙ্গাধর সাধু কোন কাম করিল।
সাজুতি কন্যার কথা মনেত পড়িল॥ ৩০
পাঁচ বচ্ছর গোঁয়াইল দেশ বিদেশ ঘুড়ি।
কেমনে কোথায় আছে সাজুতী সুন্দরী॥ ৩২
হৈছে কি না হৈছে বিয়া আছে কি না আছে।
একদিন তার কথা মনে নি পইরাছে॥ ৩৪

---

১ জিউ = জীবন।
২ সুয়াশ = শ্বাস।
৩ পুবাল্যা = পূর্ব্বদেশবাসী।
৪ পরিসুস্থ = ভালরূপে সুস্থ।
৫ পূর্ব্বদেশীয় ব্যাপারী পিতৃস্থানীয় ও ডিঙ্গাধর পুত্রস্থানীয় হইল।
৬ উত্তর্‍্যা = উত্তর দিকের (উত্তর দিকের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া)।
৭ বাইয়া = বাহিয়া।
৮ চৌখণ্ডী = চারটি মহাল।

কান্ধে লইল ভিক্ষার থলি হাতে লইল লড়ি।[১]
গোপন বেশেতে চলে বলরামের বাড়ী॥ ৩৬
বড় বড় ঘর খালি ভাঙ্গা হইছে সারা।
বলরাম মইরা গেছে বাড়ী পড়ছে পরা[২]॥ ৩৮
গিরস্থ ভাই মইরা গেছে বাড়ী পড়ছে পরা।
কেউ লামায় চালের ছন কেউ ভাঙ্গে বেড়া[৩]॥ ৪০
মায়ে ঝিয়ে কান্দ্যা দেখ রজনী গোঁয়ায়।
তারে দেখ্যা ডিঙ্গাধর করে হায় হায়॥ ৪২
জিগির[৪] ছাড়িয়া ফকির খাড়াইল[৫] দুয়ারে।
এক মুইঠা চাউল নাই কি দিব ফকিরে॥ ৪৪
চাইয়া রইল সুন্দর কন্যা আখিতে জল ঝরে।
ফকির হইয়া কেমনে বিদায় করিব ফকিরে[৬]॥ ৪৬
পিন্ধন কাপড়ে কন্যার শত জোড়া তালি।
আগুনের ফুরুঙ্গি[৭] যেমন ছাইয়ে[৮] হইছে কালি॥ ৪৮
এই দেখ্যা ডিঙ্গাধরের কলিজা যে ফাটে।
বারুদের আগুন যেমন জিক্‌কাইর মার‍্যা উঠে[৯]॥ ৫০

লড়ি লাঠি।
বাড়ী পড়ছে পরা = বাড়ীখানি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে।
কেউ চাল হইতে ছন্ নামাইয়া লইয়া যায়, কেউ বেড়া ভাঙ্গিয়া বাঁশ সংগ্রহ করে।
জিগির = উচ্চৈঃস্বরে হাক্ ছাড়া।
খাড়াইল = দাঁড়াইল।
ফকির......ফকিরে = নিজে ফকির অর্থাৎ রিক্তহস্ত হইয়া ফকিরকে কি দিব?
ফুরুঙ্গি = স্ফুলিঙ্গ।
ছাইয়ে = ভস্মে।
জিক্‌কাইর মার‍্যা = হঠাৎ ফাটিয়া যাইয়া আওয়াজ করিয়া উঠে।

(৮)

*　　*　　*　　*　　*

শুধা হাতে ডিঙ্গাধর আইল নিজ বাড়ী।
বিয়া না কইরাছে আইজও সাজুতি সুন্দরী॥ ২
রস্থুয়া [১] ঘটকে তবে দিল পাঠাইয়া।
রস্থুয়া চলিল তবে মুখে রস লইয়া॥ ৪
বিয়ার ঘটক আইছে বলরামের বাড়ী।
মায়েত বসিতে দিল নূতন একখান পিড়ি॥ ৬
যুবাবতী হইল কন্যা আছে তোমার ঘরে।
এমন সুন্দর কন্যা নাহি দেখি আরে॥ ৮
বিয়ার ঘটক আমি খবর লইয়া ফিরি।
আমায় কহিলে আমি ঘটাইতে পারি॥ ১০
মনের যতেক কথা কও মোর কাছে।
দশ বিশ পাত্র মোর সন্ধানেতে আছে॥ ১২
ঘটক কহিছে তবে ঘরুণীর [২] আগে।
তোমার কন্যা বিয়া দিতে কি কি দ্রব্য লাগে॥ ১৪
কান্দিয়া কন্যার মায়ে অন্ধ করছে আখি।
চারিদিক আন্ধাইর হইল চক্ষে নাহি দেখি॥ ১৬
পাঁচ শ টাকা করজ থইয়া সাধু মইরা যায়।
ধারে বরে বান্ধিয়াছে না দেখি উপায়॥ ১৮
বাথানের মইষ যত বান্ধা বন্ধক দিয়া।
শুধ্যাছি"অৰ্দ্ধেক ধার সময় চাহিয়া॥ ২০
ছয়মাসের মধ্যে ধার দিতে নাহি পারি।
আষাঢ্যা লইয়া যাইব ঘরবণ্ডি [৩] বাড়ী॥ ২২

রস্থুয়া = বোধ হয় রসিক শব্দের অপভ্রংশ, বাক্‌পটু।
ঘরুণীর = গৃহিণীর।
ঘরবণ্ডি = ঘরবন্দী, গৃহছাড়া সীমাবদ্ধ বাড়ীখানি।

ছেড়ারে [১] করাইব বিয়া সাজুতী কন্যায়।
কন্যা পণ দিতে হইব এই ঋণের দায়॥ ২৪
উরুম্বার [২] গোষ্ঠী সেই আষাঢ়্যা মরল।
কিনিতে আমার কুল হইয়াছে পাগল॥ ২৬
মারিয়া কাটিয়া কন্যা ভাসাইব জলে।
আপনি ডুবিয়া মরবাম্ কলসী বন্ধ্যা গলে॥ ২৮
ছয়মাস গুয়াইতে [৩] সাত দিন আছে।
এর মধ্যে নাহি জানি কপালে কি আছে॥ ৩০
বাড়ী ঘর বান্ধ্যা দিবাম শুধ্যা দিবাম ধার।
সাত দিন মধ্যে আন্যা দিবাম সমাচার [৪]॥ ৩২
একদিন দুইদিন তিনদিন গেল।
চারি দিনের দিনে তবে রসুয়া আইল॥ ৩৪
সুদে আর হালে [৫] গণ্যা তবে কড়াক্রান্তি করি।
আষাঢ়্যার ধার শুধ্যা বান্ধ্যা [৬] দিল বাড়ী॥ ৩৬
সম্বন্ধের কথা তবে রসুয়া তুলিল।
আর ছলে ডিঙ্গাধরের পরিচয় না দিল॥ ৩৮
তবে ত সাজুতী কন্যা ভাবে মনে মন।
বিয়ার দিনের আর নাহি বিলম্বন॥ ৪০
ঘটকে জানাইল কন্যা ছল যে করিয়া।
এক সত্য আছে মোর শুন মন দিয়া॥ ৪২
ঘর পাইলাম বাড়ী পাইলাম আর যত ধন।
পূর্ব্বকথা আছে মোর এক বিবরণ॥ ৪৪
বাপের মৈষাল ছিল থাকিত বাথানে।
কোন দেশে আছে তার না জানি সন্ধানে॥ ৪৬

---

১ ছেড়ারে=তাহার পুত্রকে।
২ উরুম্বার=কোনা নিকৃষ্টবংশের।
৩ গুয়াইতে=যাপন করিতে।
৪ এটা ঘটকের উক্তি।
৫ হালে=আসলে।
৬ বান্ধ্যা=নূতন করিয়া বান্ধিয়া।

ছয় বচ্ছরের লাগ্যা [১] লইছিল চাকুরি।
ছয় মাস খাট্যা দিয়া গেছে নিজ বাড়ী॥ ৪৮
কোন দেশে বাড়ী ঘর না জানি সন্ধান।
তাহাদের আনিয়া দিবা মইষের কারণ॥ ৫০
মা ঝি দুইজন আছি হারা দিশ [২]।
নারী হইয়া কেমনে পালি বাথানের মহিষ॥ ৫২
রসুয়া এতেক শুনি চলিল ধাইয়া।
বার্ত্তা জানাইল তবে ডিঙ্গাধরে গিয়া॥ ৫৪
কথা শুনি ডিঙ্গাধর কোন কাম করে।
আপনি ঘটক সাজ্যা যায় কন্যার ঘরে॥ ৫৬
দীঘল কেশের জুঠী [৩] শিরেত বান্ধিল।
আড়াঙ্গী [৪] মাথায় দিয়া পন্থে মেলা দিল॥ ৫৮
কতক্ষণে উপনীত বলরামের বাড়ী।
রসুয়া ঘটকের কথা কয় দড়বড়ি [৫]॥ ৬০
পরতিজ্ঞা [৬] কইরাছ কন্যা এই কথা শুনিয়া।
ডিঙ্গাধর কয় আমি তোমার লাগিয়া॥ ৬২
রসুয়া আমার ভাই ঘটকালি জানে।
আগেতে জানাইতে উচিত ছিল তোমার পণে॥ ৬৪
ঘরবাড়ী বান্ধ্যা দিলাম উচিত মত কথা।
আষাঢ়্যার ঋণ যত শুধ্যা দিলাম তথা॥ ৬৬
সম্বন্ধ করিয়াছি স্থির বিয়ার লাগিয়া।
বিয়ার জামাই আছে খাটেতে বসিয়া [৭]॥ ৬৮

---

[১] লাগ্যা = জন্য।
[২] হারাদিশ = দিশেহারার মত।
[৩] জুঠী = ঝুটি।
[৪] আড়াঙ্গী = বাঁশ ও তালপাতা দিয়া প্রস্তুত ছত্রবিশেষ।
[৫] দড়বড়ি = তাড়াতাড়ি।
[৬] পরতিজ্ঞা = প্রতিজ্ঞা।
[৭] খাটেতে বসিয়া আছে = অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়া আছে।

কোথায় পাইবাম মইষালেরে কোন দেশে যাই ।
কিরূপে তাহারে বল খুঁজিয়া সে পাই ॥ ৭০
আজ হইতে করবাম আমি মইষের রাখালি ।
সম্বন্ধ করিয়া মোর রাখ ঘটকালী ॥ ৭২
দীর্ঘকেশ ছাড়ে আর ঘটকালীর বেশ ।
হাতে ফলা [১] মাথায় টুপ [২] মইষাল বন্ধুর বেশ ॥ ৭৪
তখন সাজুতী কন্যা নজর কইরা চায় ।
মৈষাল বন্ধুরে তার সাম্‌নে দেখা যায় ॥ ৭৬
হাতে ছিল আঁড় বাশী [৩] বাঁশীতে মাইল টান [৪] ।
কতদিনে বাজ্যা উঠল্ পুরাণ বন্ধুর গান ॥ ৭৮
সভায় উঠল্ গণ্ডগোল রাত্র বেশী নাই ।
এক ছুলুম তামাক খাইয়া বিয়ার গীত গাই ॥ ৮০
ঢুল [৫] বাজে ডগর [৬] বাজে শানাই বাজে রইয়া [৭] ।
ডিঙ্গাধরের সঙ্গে হইল সুন্দর কন্যার বিয়া ॥ ৮২

---

[১] ফলা = পাঁচন বাড়ী । [২] টুপ = টুপী ।
[৩] আড়বাশী = সাধারণতঃ বাঁশের তৈরী (আড়বাঁশী সঙ্কেত করিবার বাঁশী) ।
[৪] টান মাইল = বাজাইল । [৫] ঢুল = ঢোল ।
[৬] ডগর = বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, দ্রগর । [৭] রইয়া = রহিয়া রহিয়া ।

দ্বিতীয় শাখা

চাডী গাইয়া [১] মঘুয়া যায় পাঁচ ডিঙ্গা বাইয়া।
সেই ডিঙ্গা বাইয়া যায় সুর্ম্মাই নদী দিয়া ॥ ২
(আরে ভালা) লাল বইডা [২] নীল বইডা ঝুমুর ঝুমুর [৩] করে।
বইডার খিচুনীতে [৪] জল তোলপাড় করে ॥ ৪
জাল বায় বুন্ধারে [৫] মাঝি মাল্লাগণ।
পুইছ [৬] করিল এই দেশের কিবা নাম ॥ ৬
হাত বাঁক [৭] পানি বাইয়া ডিঙ্গাধরের ঘাট।
সেই ঘাটে বান্ধা আছে পাষাণের পাট [৮] ॥ ৮
পাটেতে সাজতী কইন্যা বইসা করে ছান।
সুরূপ সুন্দরী কন্যা পূন্নিমাসীর চান্ ॥ ১০
ভিজা নীলাম্বরী ফুট্যা বাহির হয় গায়ের রূপ।
ঘাটেতে বসিয়া কইন্যা খোয়ায় [৯] পঞ্চ খুপ [১০] ॥
আঞ্চলে ঘসিয়া তুলে পায়ের মেন্দি বাটা। ১৩

*   *   *   *   *

এরে দেইখ্যা মঘুয়া তবে হইল পাগল।
ভাটি গাঙ্গে থাইক্যা বেটা করিল নজর ॥ ১৫

---

১ চাডী গাইয়া = চট্টগ্রাম বাসী।
২ বইডা = বৈঠা ; বহিত্র শব্দের অপভ্রংশ।
৩ ঝুমুর = কলরব যুক্ত গীতবাদ্যের মত শব্দ।
৪ খিচুনী = প্রক্ষেপ।
৫ বুন্ধারে = বুন্ধা নামক ব্যক্তিকে অথবা বৃদ্ধকে।
৬ পুইছ = জিজ্ঞাসা।
৭ হাত বাঁক = এক হস্ত পরিমিত বাঁক বহিয়া গেলে।
৮ পাট = নদীর ঘাটে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান।
৯ খোয়ায় = খসায়।   ১০ খুপ = খোপা।

নজর কইরা চায়।
কিমত সুন্দরী কন্যা ঘাটে দেখা যায়॥ ১৭
পরীর সমান রূপ আউলাইল মাথার কেশ।
অঙ্গেতে শোভেছে কন্যার নীলাম্বরী বেশ॥ ১৯
মুখখানি দেখে কইন্যার চান্দের মতন।
জলের ঘাটে বইস্যা কইন্যা করয়ে মাঞ্জন [১]॥ ২১
ভিন্‌দেশী নাইয়ারে [২] দেখ্যা কন্যা কোন কাম করিল।
ঘড়ুয়া কলসী [৩] কন্যা কাখে [৪] করি লইল॥ ২৩
বাড়ীর পানে যাইতে কন্যা পন্থে দিল মেলা।
পর্‌থম যৌবন কন্যা চলিল একেলা॥ ২৫
জলের ঘাটেতে ডিঙ্গা কাছি বন্দ করি।
কিছুকাল রইল মধুয়া আপনা পাসরি॥ ২৭
সন্ধ্যাবেলা যায় মধুয়া ডিঙ্গাধরের বাড়ী। ২৮

* * * * *

বইয়া আছে ডিঙ্গাধর কামটঙ্গী ঘরে [৫]।
অথিত [৬] হইল মধুয়া গিয়া তার পুরে॥ ৩০
ছলেতে মিতালি পাতি রজনী গোঙায়।
বাণিজ্যি ব্যাপারের কথা বন্ধুরে শুনায়॥ ৩২
আরঙ্গের দেশ আছে উত্তর পাটনে।
বাণিজ্যি-কারণে বন্ধু যাই সেইখানে॥ ৩৪

---

[১] করয়ে মাঞ্জন = শরীর মার্জ্জনা করিতেছে।
[২] নাইয়া = নৌকাচালক।
[৩] ঘড়ুয়া = ঘড়াকলসী, অথবা ঘরের কলসী (?)
[৪] কাখে = কক্ষে।
[৫] কামটঙ্গী = সাধারণতঃ পুকুরের মধ্যে বড়লোকেরা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া গ্রীষ্মকালে তাহাতে বাস করিতেন। তাহার নাম কামটঙ্গী ঘর।
[৬] অথিত = অতিথি।

কিবা সে দেশের রীতি শুন দিয়া মন।
আমনে [১] বদল করে সোণা মণে মণ ॥ ৩৬
শুকন্যা মাছ কিন্যা লয় সোণার ঘটি দিয়া।
জাম্বুরা [২] বদল করে হীরামণি দিয়া ॥ ৩৮
পান সুপারী তারা না দেখে নয়নে।
ঝিনাইর মুক্তা [৩] দিয়া তবে পাইলে তাহা কিনে ॥ ৪০
কলা নারিকেল আদি মিষ্ট দ্রব্য যত।
সোণার পাতে কিন্যা লয় মনে ধরে যত ॥ ৪২

এই সব শুনিয়া তবে সাধু ডিঙ্গাধর।
বাণিজ্য করিতে যায় উত্তর নগর ॥ ৪৪
সাজুতী কন্যার কাছে লইয়া বিদায়।
ছয় মাসের পথ সাধু ছয় দিনে যায় ॥ ৪৬
নগর নাগরিয়া যত বড় বড় দেশ।
কত যে ছাড়াইয়া চলে কহিতে বিশেষ ॥ ৪৮
সাম [৪] গুঞ্জরিয়া যায় [৫] রবি পাটে বসে [৬]।
উইড়াছে [৭] ডিঙ্গার পাল লীলুয়ারী [৮] বাতাসে ॥ ৫০
মনে বিষ মঘুয়া কয় মাঝিমাল্লাগণে।
আইজ রাইতের লাগ্যা ডিঙ্গা বান্ধ এই খানে ॥ ৫২

---

১ আমনে—মণ = আমনধান পাইলে মণ-পরিমিত সোনা দিয়া তাহা ক্রয় করে।

২ জাম্বুরা = বাতাপী লেবু।

৩ ঝিনাইর মুক্তা = ঝিনুকের মুক্তা।

৪ সাম = সন্ধ্যা।

৫ গুঞ্জরিয়া যায় = অতীত হয়।

৬ পাটে বসে = অস্ত যায়।

৭ উড়াইছে = উড়িতেছে।

৮ লীলুয়ারী = ক্রীড়াশীল।

৯ মনে বিষ = "মনে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা" কবিকঙ্কণ।

খেলায় খেলুনী [১] পাশা রাত্রি নিশি পাইয়া।
মযুয়ার নায়ে ডিঙ্গাধর পড়ে ঘুমাইয়া ॥ ৫৪
তবে ত দুষ্‌মণ মযুয়া কোন কাম করে।
কাটিয়া ডিঙ্গার কাছি ভাসায় সায়রে [২] ॥ ৫৬
সাধু লইয়া মযুয়ার ডিঙ্গা সুতে ভাইস্যা যায়।
ডিঙ্গাধরের মাঝিমাল্লা সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৫৮
ঠার [৩] পাইয়া মযুয়ার যত মাঝিমাল্লাগণ।
উজান সুতে [৪] উড়ায় পাল পৃষ্ঠেতে পবন ॥ ৬০

*　　*　　*　　*　　*

একেলা আছয়ে ঘরে সাজুতী সুন্দরী।
দুই চার দাসী তার আছে পাটুয়ারী [৫] ॥ ২
বিয়ান বেলা [৬] বুন্ধা [৭] আইসা খবর জানায়।
সাধুত আইসাছে ঘাটে শব্দ শুনা যায় ॥ ৪
এই কথা শুনিয়া তবে ডিঙ্গাধরের নারী।
কোমরে বান্ধিয়া পড়ে ময়ূর পাঙ্খা শাড়ী ॥ ৬
হাতেত পরে তার বাজু করিয়া যতন।
চাম্পা ফুল দিয়া কন্যা বান্ধিল লুটন [৮] ॥ ৮
লুটনে তুলিয়া দিল সোণার ভমরা।
কপালে কাটিয়া দিল সুবর্ণের তারা ॥ ১০
নাকেতে বেশর দিল কাণে ঝুম্‌কা ফুল।
কপালে সিন্দুর দিল পঙ্খী সমতুল ॥ ১২
পায়ে দিল গোল খারু পঞ্চম গুঞ্জরী।
এই মতে সাজন করে ডিঙ্গাধরের নারী ॥ ১৪

---

১ খেলুনী = খেলিবার।
২ সায়রে = সাগরে (এখানে নদীকেই বুঝাইতেছে)।
৩ সুতে = স্রোতে। ৪ ঠার = ইঙ্গিত।
৫ বুন্ধা = ভৃত্যের নাম। ৬ পাটুয়ারী = সঙ্গী।
৭ বিয়ান বেলা = প্রভাত সময়। ৮ লুটন লোটন = খোপা।

ডালা সাজাইল কন্যা ধান দূর্ব্বা দিয়া।
বনদুর্গার আগ লইল আইঞ্চল [১] বান্ধিয়া॥ ১৬
ছয়মাস পরে সাধু ফিরে আইল দেশে।
ডিঙ্গা আগিবারে কইন্যা চলিল বিশেষে॥ ১৮
আপন ঘাটের ডিঙ্গা দেইখ্যা খুসী হইল।
ডিঙ্গা আনিবারে কন্যা ত্বরিতে চলিল॥ ২০
অগিয়া পুছিয়া [২] ডিঙ্গা তুইল্যা লইব ধন। ২১
হাটু জলে লাইম্যা [৩] কন্যা কোন কাম করিল।
ঘলইয়ে [৪] সিন্দুর ফোটা ধান্য ডুর্ব্বা দিল॥ ২৪
স্বামী ত ফিরিয়া আইছে বহু দিন পরে।
ভরা বুক হাসি খুসী মুখে নাহি ধরে॥ ২৬
তবেত দুষমণ মঘুয়া কোন কাম করে।
চিলা [৫] যেমত থাপা দিয়া কাটুনীর [৬] মাছ ধরে॥ ২৮
হাতেতে ধরিয়া তুলে ডিঙ্গার উপরে।
ইঙ্গিত পাইয়া মাল্লা ডিঙ্গা দিল ছেড়ে॥ ৩০
একেত ভাটিয়াল পানি জোরে বয় হাওয়া।
পালেতে বান্ধিল বাতাস [৭] আশমানে ডাকে দেওয়া॥ ৩২

---

[১] আগ = বনদুর্গার প্রসাদী ভোগের অগ্রভাগ। আইঞ্চল = অঞ্চলে।
[২] অর্গিয়া পুছিয়া = অর্ঘ্য দিয়া বরণ করিয়া।
[৩] লাইম্যা = নামিয়া।
[৪] ঘলইয়ে = ডিঙ্গার গলুইতে।
[৫] চিলা = চিল পাখী।
[৬] কাটুনী = যে মাছ কাটিতে বসিয়াছে।
[৭] পালেতে প্রচুর বাতাস আবদ্ধ হইল।

দেখ দেখ না দেখ দেখ চলিল ভাসিয়া।
পারে থাইক্যা পারের লোক রহিল চাহিয়া॥ ৩৪
সাজুতী সুন্দরী কন্যা কান্দে থাপাইয়া [১] মাথা।
রাক্ষসে হরিল যেমন জঙ্গলার [২] সীতা॥ ৩৬

---

[১] থাপাইয়া = থাপরাইয়া।
[২] জঙ্গলার = বনবিহারিনী।

মইষাল বন্ধু

দ্বিতীয় পালা

মইষাল বন্ধু

দ্বিতীয় পালা

(১)

প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে
বন্ধু আরে সুরমাই—সুরমাই নদী পারে ২
কোথায় থাক্যা বাজাও বাঁশী না দেখি তোমারে রে।
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে ॥ ৪
কালাপাড় ধলাপাড় [১] মধ্যে গঙ্গার [২] রে পাণি।
কোথাও থাক্যা বাজাও বাঁশী না দেখি না শুনি ॥ ৬
গাঙ্গের পারে হিজল গাছ কইয়া [৩] বুঝাই তরে।
কোনজনে বাজাইল বাঁশী অইনা মধুর স্বরে ॥ ৮
গাঙ্গের পারে ফুট্যা রইছে কেওয়া চাম্পার ফুল।
বাঁশীর সুরে হইরা নিল অবলার মানকুল ॥ ১০
ভরা না কলসীর জল জমিনে ঢালিয়া।
জলের ঘাটে যায় কন্যা কলসী লইয়া ॥ ১২
ঘড়ুয়া কলসীর জল মৃত্তিকায় শোষে [৪]।
কইন্যার আক্ষির জলে বসুমাতা ভাসে ॥ ১৪
পথ নাই রে দেখে কন্যা নয়নের জলে।
উইড়্যা কেন না আইসে ভ্রমর অইনা ফুটা [৫] ফুলে ॥ ১৬

---

[১] একদিকে পাড় উচু, সে দিক্‌টা ভাঙ্গে, তাহার রং কতকটা কালো অপর দিকটা বালুময়, সাদা।

[২] গঙ্গা বা গাঙ্গ সাধারণতঃ সমস্ত নদীকেই বুঝাইত।

[৩] কইয়া = কহিয়া।

[৪] শোষে = শোষণ করিয়া লয়।

[৫] ফুটা = ফোটা, প্রস্ফুটিত।

(২)

সুতেতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাঁশীর গান
বাঁশীর সুরে হইরা নিল অবলার প্রাণ ॥ ২
ঘাটেতে বসিয়া কইন্যা খোয়ায় পঞ্চ খোপ [১] ।
ভিজা বসন দিয়া কন্যার ফুট্যা [২] বাইর হয় রূপ ॥ ৪
ঘাইষ্ট গিলা [৩] ঘসিয়া তুলে শাড়ীর আঞ্চলে ।
পায়ের মেন্দি উঠ্যা গেল দুসুতিয়ার [৪] জলে ॥ ৬
হাটু জলে নামিয়া কইন্যা হাটু মাঞ্জন [৫] করে ।
কোমর জলে নামিয়া কন্যা কোমর মাঞ্জন করে ॥ ৮
গলা জলে নামিয়া কন্যা চারিদিক্ সে চায় ।
ঐ পারে মইষালের বাঁশী শব্দে শুনা যায় ॥ ১০
লীলারি [৬] বয়ারে [৭] বাঁশী বাজে ঘন ঘন ।
বাঁশীর সুরে হইরা নিল যৈবতীর [৮] মন ॥ ১২
আগল পাগল কালা মেঘ বাতাসেতে উড়ে ।
কোন গহনে বাজে বাঁশী অইনা মধুর সুরে ॥ ১৪
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাঁশীর গান সে শুনি ।
বাঁশীর সুরে মন পাগলা হইলাম উন্মাদিনী ॥ ১৬
কেওয়া ফুলের মধু খাইয়া উইড়া যায় ভ্রমরা ।
কোন জনে বাজায় বাঁশী কইয়া যারে তরা [৯] ॥ ১৮

---

১ খোয়ায়...খোপ = পাঁচটি খোঁপা খসাইলেন ।

২ ফুট্যা = ফুটিয়া ।

৩ ঘাইষ্ট গিলা = গিলা দিয়া অঙ্গ পরিষ্কার করা এবং তার পরে শাড়ীর অঞ্চল দিয়া মার্জ্জনা করা বঙ্গের পল্লীতে এখনও প্রচলিত আছে । ঘাইষ্টা শব্দের অর্থ গিঠে (অঞ্চলের) বাঁধা ।

৪ দুসুতিয়া = নদীর নাম কি ? দ্বিস্রোতা ।

৫ মাঞ্জন = মার্জ্জন ।

৬ লীলারি = ক্রীড়াশীল ।

৭ বয়ারে = বায়ুতে ।

৮ যৈবতীর = যুবতীর ।

৯ কইয়া যারে তরা = তোমরা বলিয়া যাও । তরা = তোরা, তোমরা ।

কইয়া দেরে তরা মোরে দেরে দেখাইয়া ।
অভাগী হারাইলাম আঁখি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২০
আজি আসি কালি আসি ফিইরা ফিইরা যাই ।
যে জনে বাজাইল বাঁশী তারে দেখ্‌তে নাইসে পাই ॥ ২২
সাতার যদি জান্‌তাম আমি দেখিতাম বিচারি ।
মনচোরা ভ্রমর বন্ধু আন্‌তাম তারে ধরি ॥ ২৪
পচ্চিমের [১] কালা মেঘ পুবে উইড়া যায় ।
ঘড়ুয়া পিতলের কলসী সুতেতে ভাসায় ॥ ২৬
চমক ভাঙ্গিল কইন্যার নিশার স্বপন ।
কে দিব আনিয়া কলসী নাহি এমন জন ॥ ২৮
ঢেউয়ের তালে ভাইস্যা কলসী অনেক দূরে যায় ।
সাতার নাই সে জানে কন্যা কি হবে উপায় ॥ ৩০
কুক্ষণে আইলাম ঘাটে পড়িলাম বিপাকে ।
কাকের কলসী ভাইস্যা মোর গেল নদীর পাকে ॥ ৩২
বাপে মায়ে দিব গাল বড় হইল বেলা ।
একত করেছি দোষ আইসাছি একেলা ॥ ৩৪
আরত করেছি দোষ কলসী নিল সুতে ।
কি লইয়া ফিরিব ঘরে খালি শুধা হাতে ॥ ৩৬
আস্‌মানের দেবতা পবন উজান বহাও পানি ।
ভাসান হইতে কলসী আইন্যা দেহ তুমি [২] ॥ ৩৮
শুনরে দারুণ নদী বহিয়া উজানি ।
ভাটি বইয়া যায় কলসী আইন্যা দেহ তুমি ॥ ৪০

বাতাসে না শুনে কন্যালো আমার কথা ধর ।
আমি আইন্যা দিবাম কলসী তুমি যাও ঘর ॥ ৪২

---

১ পচ্চিম = পশ্চিম ।

২ ভাসান......তুমি = স্রোত উজানে বহিলে কলসীটি ভাসিয়া আসিয়া তীরে লাগিবে ।

বাড়িয়া দারুণ বেলা হইল দুই পর।[১]
হাতে বাঁশী মাথায়[২] টুপ অচিনা নাগর॥ ৪৪
একেলা আছিলাম ঘরে হইলাম দুইজন।
জল ঘাটে কাল বিধাতা নির্ব্বন্ধের মিলন॥ ৪৬
লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম যৈবন কন্যার এই পরথম সুখ॥ ৪৮
ফুলের উপরে যেন ভমরার দংশন।
পরথম যৈবনে কন্যার পরথম মিলন॥ ৫০
আনিল ঘড়ুয়া কলসী তুলিয়া মইষালে।
ভরন্ত কলসী কন্যা লইল কাঁকালে[৩]॥ ৫২
কে তুমি সুন্দর কোমার[৪] না দেখি না চিনি।
বিপদ কালেতে মোর বাঁচাইলে পরাণী॥ ৫৪
তোমার হাসি তোমার বাঁশী তোমার বাঁশীর গান।
শুনিতে কাড়িয়া লয় নিলোভার[৫] প্রাণ॥ ৫৬
পরিচয় কথা কন্যালো তোমারে জানাই।
ঐ পারের মইষাল আমি মইষ রাখ্যা খাই॥ ৫৮
মেঘে ভিজি রৌদ্রে পুড়ি মইষের বাতানে।
আপনার দুঃখের গান গাই আপনার মনে॥ ৬০
আজি হইতে হিজল বনে থাকবাম আমি বইয়া[৬]।
জলের ঘাটে আইস তুমি কলসী লইয়া॥ ৬২
এক পারে থাক্‌বাম আমি আর পারে তুমি।
কেবল দেখিয়া যাইবাম[৭] চক্ষেরি চাহনি॥ ৬৪
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা।
আর দিন বাজিতে বাঁশী বলে রাধা রাধা॥ ৬৬

---

[১] দুইপর = দুইপ্রহর। [২] টুপ = টুপী।
[৩] কাঁকালে = কক্ষে। [৪] কোমার = কুমার।
[৫] নিলোভার = লোভহীন বা সরল প্রকৃতি ব্যক্তির।
[৬] বইয়া = বসিয়া। [৭] যাইবাম = যাইব।

আইজের বাঁশীতে কেন বাজে নয়া গান।
আইজের বাঁশীতে কেন ধরে নয়া তান॥ ৬৮
আইজ কেন মইষাল তোমার হইল এমন।
আইজ কেন হাতের বাঁশী হইল দুষ্‌মণ॥ ৭০
নিতি নিতি বাজে বাঁশী এমন না হয়।
আইজ কেন বাঁশীর গানে পরাণ সংশয়॥ ৭২
ফুলটুঙ্গী ঘরে [১] কন্যা সিঞ্চা [২] কাপড় ছাড়ে।
কেওয়া [৩] বনে বাজে বাঁশী অইনা মধুর সুরে॥ ৭৪

এই বাঁশী সেই বাঁশী নয় বাজে নয়া তানে।
বিপথে মইষাল বুঝি মরিল বাথানে॥ ৭৬
মইষ রাখ মইষাল বন্ধুরে ক্ষীর নদীর পারে।
মজিল অবলার মন তোমার বাঁশীর সুরে॥ ৭৮
মেঘে কেন ভিজ রে বন্ধু রইদে কেন পুড়।
গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া বন্ধু কেন না মাথায় ধর॥ ৮০
আমিরে অবুলা [৪] নারী না সহে পরাণ।
শীতল অঞ্চল দিয়া মুইছা দিতামরে ঘাম॥ ৮২

এইমতে সুন্দর কন্যা করয়ে ক্রন্দন।
বাথানে মইষালের কথা শুন সভাজন॥ ৮৪

---

১ ফুলটুঙ্গী ঘরে = পুকুরের জলের ভিতর হইতে উত্থিত গৃহ, বা পুষ্প কুঞ্জ। পূর্ব্বে ধনীদের গ্রীষ্মবাসের জন্য এইরূপ আরাম গৃহ নির্ম্মিত হইত। 'টুঙ্গী' শব্দ 'তুঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ; উচ্চ থাকার দরুণ এইরূপ নাম হইয়াছে।

২ সিঞ্চা = ভিজা।

৩ কেওয়া = কেতকী।

৪ অবুলা = অবলা, অথবা যে কথা বলিতে পারে না, যথা—
"বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঁই সে অবোলা নাম।" চণ্ডীদাস।

(৩)

আস্‌মানেতে ফুটে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেখি।
মইষাল ভাবে এই মত কইন্যার দুইটি আখি ॥ ২
আস্‌মান জুইরা কালা মেঘ উইড়া উইড়া ধায়।
নীলাম্বরী পইর‍্যা কইন্যা জলের ঘাটে যায় ॥ ৪
নদীত উঠে খইয়া ঢেউ [১] লীলারি বাতাসে।
মইষাল শুইয়া ভাবে কইন্যার দীঘল লম্বা কেশে ॥ ৬
জলের উপর পউদের [২] ফুল চারিধারে পাতা।
মইষাল ভাবে কইন্যার মুখ পিউরী [৩] দিয়ে গাথা ॥ ৮
ভাবিয়া চিন্তিয়া মইষাল হইল পাগল।
কার মইষ কেবা রাখে ঘটিল জঞ্জাল ॥ ১০

একদিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
বাথানের মইষে গিয়া খাইল বাঁকের [৪] ধান ॥ ১২
বাহুন্যায় [৫] সংবাদ কয় জমিদারের আগে।
বাকের যত ধান খাইল বাথানের মইষে ॥ ১৪
হাতে লাঠি পাইক প্যাদা চলিল ধাইয়া।
মইষালেরে আনে হাতে গলেতে বান্ধিয়া ॥ ১৬
কাড়িয়া বাথানের মইষ দিয়া বেড়াবাড়ি।
অভাগ্যা মইষালেরে রাজা করল দেশান্তরী [৬] ॥ ১৮
দারুণ্যা [৭] আষাইরা [৮] নদী পাগল হইয়া যায়।
নদীর পারেতে মইষাল কান্দিয়া বেড়ায় ॥ ২০

---

১ খইয়া = খইএর মত সাদা সাদা ফেণা নিক্ষেপ করিয়া সে সকলে ঢেউ উঠে।

২ পউদ = পদ্ম। ৩ পিউরি = পাঁপড়ি।

৪ বাঁক = নদী যেখানে বাঁকিয়া গিয়াছে। ৫ বাহুন্যায় = সংবাদ বাহক।

৬ এইখানে দুইটি ছড়ার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই।

৭ দারুণ্যা = দারুণ। ৮ আষাইরা = আষাঢ়িয়া, আষাঢ় মাসের।

নাই পিতা নাই মাতা নাই বন্ধু ভাই।
বনেলা [১] পঙ্খীর মত কোন বা দেশে উইড়া যাই ॥ ২২
বইয়া যাওরে ভাইটাল নদী শুন কই তোমারে।
ঘাটে লাগাল পাইলে কন্যা খবর কইও তারে ॥ ২৪
খবর কইও আরে নদী পাইলে নদীর কুলে।
তোমার মইষাল ডুইব্যা মরছে অতাইল [২] জলে ॥ ২৬
উইড়া যাওরে কাল ভমরা কইও কন্যার ঠাই।
তোমার মইষাল বন্ধু প্রাণে বাঁইচা নাই ॥ ২৮
উইড়া যাওরে বনের পঙ্খী বাঁশের আগা চাইয়া [৩]।
মরিছে তোমার মইষাল জলেতে ডুবিয়া ॥ ৩০
উইড়া যাওরে চিল চিলুনী [৪] বইসা গাওরে কাগা [৫]।
কইওরে মইষাল মরছে মনে পাইয়া দাগা ॥ ৩২

ঝাপ দিয়া পড়ে মইষাল নদীর কালা জলে।
অঙ্গের বসনখানি বাইন্ধা লইল গলে ॥ ৩৪
ঢেউয়ে বাড়ী খাইয়া মইষাল উভে [৬] হয় তল।
এইখানে দইরার মধ্যে সাত চইর [৭] জল ॥ ৩৬

দৈবের নির্বন্ধ কথা শুন মন দিয়া।
পুবাল্যা [৮] ব্যাপারী [৯] যায় সাত ডিঙ্গা বাইয়া ॥ ৩৮
এক ডিঙ্গায় ধান চাউল আর ডিঙ্গায় দর [১০]।
মরিচ লবণ আদা লইয়াছে বিস্তর ॥ ৪০

---

১ বনেলা = বন্য। ২ অতাইল = অতল।
৩ বাঁশের আগা চাইয়া = বংশের অগ্র ভাগের দিকে অর্থাৎ খুব উর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া।
৪ চিলুনী = চিলের স্ত্রী। ৫ কাগা = কাক।
৬ উভে = সম্পূর্ণরূপে। ৭ চইর = জলের মাপ বিশেষ।
৮ পুবাল্যা = পূর্ব্বদেশীয়। ৯ বেপারী = বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ১০ দর =

বাইশ দারে [১] বাইয়া যায় সুরমাই নদী দিয়া।
আধা মরা মইষালেরে লইল তুলিয়া॥ ৪২
পুবাল্যা ব্যাপারীর বাড়ী থাকিয়া মইষালে।
বাণিজ্য ব্যাপারী শিখে যইবনের [২] কালে॥ ৪৪
বেপারী রাখিল তার নাম ডিঙ্গাধর।
বাণিজ্য করিতে পাঠায় গাড়র পাহাড় [৩]॥ ৪৬
তথা হইতে ফিরে মইষাল পন্থে পাইল ঝড়ে।
বাঁশ না কাটিয়া মইষাল বানাইল বাঁশী॥ ৪৮

(৪)

*　　*　　*　　*

এথাতে কইন্যার কথা শুন সর্ব্বজন।
পিরীতের লাগিয়া কন্যার ঘটল বিড়ম্বন॥ ২
শুকাইয়া হইয়াছে কন্যা কাষ্ঠের পরমাণ।
রুক্ষ শুষ্ক হইছে কেশ শনের সমান॥ ৪
অঙ্গেতে না ধরে কইন্যার অঙ্গের বসন।
সেই হইতে ছাইড়াছে কইন্যা খাওন পিন্দন [৪]॥ ৬
মায়ে বুঝায় বাপে বুঝায় বুঝায় সর্ব্বজনে।
বনে কান্দে পশু পঙ্খী কন্যার কান্দনে॥ ৮
আমিত অবুলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তরপুরা [৫]।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া [৬]॥ ১০
　　　　রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া॥

---

[১] দারদাড়,= দণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।

[২] যইবন=যৌবন।　　[৩] গাঢ়র পাহাড়=গারো পাহাড়।

[৪] খাওন পিন্দন=খাওয়া পরা।　　[৫] অন্তরপুরা=দগ্ধহৃদয়।

[৬] কূল......চড়া=কূল ভাঙ্গিয়া যে চড়া পড়ে, তাহা কূলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্যুত; অথচ উহা জলের সঙ্গেও এক হইতে পারে না; সুতরাং অতি নিঃসহায় অবস্থায় থাকে।

বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়া কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগা ॥ ১২
রে বন্ধু যৌবন কালে দাগা ॥
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥ ১৪
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥
লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি।
বুকেতে লাইগাছে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥ ১৬
রে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥
কইতে নারি মনের কথা মাও বাপের কাছে।
লীলারী বাতাসে আমার অন্তর পুইরা গেছে ॥ ১৮
রে বন্ধু অন্তর পুইরা গেছে ॥
নদীর ঘাটে দেখা শুনা কাঙ্খেতে কলসী।
ঐছন [১] করিয়া গেছে তোমার মোহন বাঁশী॥ ২০
রে বন্ধু তোমার মোহন বাঁশী ॥
ঘরের বাহির হইতে নারি কুলের মানের ভয়।
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন বাতাসে উড়য় ॥ ২২
রে বন্ধু বাতাসে উড়য় ॥
কত কইরা বুঝাই পাখী নাই সে মানে মানা।
ভরা কলসী হইলরে বন্ধু দিনের দিনে উণা [২] ॥ ২৪
রে বন্ধু দিনে দিনে উণা॥
পশুপক্ষী নাই সে জানে না জানে পবন।
দারুণ মনের দুক্ষু জানে কেবল মন ॥ ২৬
রে বন্ধু জানে কেবল মন ॥

---

[১] ঐছন=ঐরূপ।

[২] ভরাকলসী......উণা=পূর্ণ কলসীর জল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে; অর্থাৎ যৌবন চলিয়া যাইতেছে।

পক্ষী যদি হইতাম রে বন্ধু যাইতাম উড়িয়া।
দেখিতাম তোমার মুখ ডালেতে বসিয়া ॥ ২৮
রে বন্ধু ডালেতে বসিয়া ॥
তুমি যথা থাক্‌তে বন্ধু আমি থাক্‌তাম তথা।
দারুণ রৌদেতে বন্ধু শিরে ধরতাম পাতা ॥ ৩০
রে বন্ধু শিরে ধরতাম পাতা ॥
আর কয়দিন থাক্‌বা রে বন্ধু মনেরে ভারাইয়া।
বাপে মায় যুক্তি করে মোরে দিব বিয়া ॥ ৩২
যে বন্ধু মোরে দিব বিয়া ॥
বাপে মায়ে না জানেরে বন্ধু মনে যত বলে [১]।
মন যদি পাগল হয় কি করিব কুলে ॥ ৩৪
রে বন্ধু কি করিব কুলে ॥
একত শীতল জলের হাওয়া আরত শীতল জানি।
তা হ'তে অধিক শীতল ডাবের মধ্যের পানি ॥ ৩৬
রে বন্ধু ডাবের মধ্যের পানি ॥
তা হ'তে অধিক শীতল যৌবনে পীরিতি।
তা হ'তে অধিক শীতল মনোবাঞ্ছার পতি [২] ॥ ৩৮
রে বন্ধু মনোবাঞ্ছার পতি ॥
গাঙ্গে উঠে খইয়া ঢেউ আস্‌মানেতে নীলা।
তার মধ্যে ফুটে ফুল কালার মধ্যে ধলা [৩] ॥ ৪০
কার বা গলার মালারে বন্ধু কার বা মুখের হাসি।
ফুটে রইছে কনক চাম্পা রে বন্ধু না ঝরা না বাসি ॥ ৪২

---

[১] মন যত বলে=মন যত কথা বলে, আমার মনে যে সকল ভাব হয়।

[২] তা হ'তে......পতি=সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট হচ্ছে স্বীয় মনোনয়নের পতি।

[৩] কালো আকাশের মধ্যে ধবল ফুলের ন্যায় সেই তরঙ্গ-ভঙ্গের বিন্দু বিন্দু জল। নানারূপ বেদনাজড়িত জীবনের মধ্যে তোমার স্মৃতিও সেইরূপ সুন্দর ও শুভ্র।

সেই ফুল তুলিতে গিয়া ঝরে দুই নয়ন।
শুইলে স্বপন দেখি তোমার মতন [১] ॥ ৪৪
রে বন্ধু তোমার মতন ॥

(৫)

এই মতে সুন্দর কন্যা করয়ে কান্দন।
চাটিগাইয়া মঘুয়ার কথা শুন দিয়া মন ॥ ২
ষোল দাঁড়ে বাইয়া তবে মঘুয়া যায় দেশে।
ষোল না দাঁড়ের পান্‌সী ঢেউয়ের উপর ভাসে ॥ ৪
ভাটী বাঁকে থাকি মঘুয়া শুনে বাঁশীর গান।
কার বাঁশীতে ভাটিয়াল নদী বহিল উজান ॥ ৬
দুইয়ে জনে দেখাদেখি নদীর উপরে।
দুই জনে হইল সুখী দেখিয়া দুয়েরে ॥ ৮
আরে বন্ধু চল আমার ঘরে ॥ ৯
চাটীগাও আমার ঘর চল যাই তথি।
বচ্ছরেক সেইখানে করিও বসতি ॥ ১১
বাইরিবাম্ [২] দুইজন বাণিজ্য কারণে।
এক বচ্ছর থাইক্য তুমি আমার ভবনে ॥ ১৩
গাছের ডালে কোকিল ডাকে রজনী পোষায়।
মেজেতে শুইয়া কন্যা করে হায় হায় ॥ ১৫
আইজ কেন কোকিলা তোমার নাহি ফুটে গান।
আইজ কেন চন্দমা শূন্য তুমিরে আসমান্ ॥ ১৭
বহুদিন হইতে বন্ধু হইল দেশান্তরী।
ফুটিয়া বনের ফুল পইরা গেল ঝরি ॥ ১৯
আমি রে অবলা বন্ধু ঠেক্যাছি বিষম দায়।
বাসি ফুলের মধু যেমন অন্তরে শুকায় ॥ ২১

---

[১] তোমার মতন=তোমার ন্যায় একজনকে অর্থাৎ তোমাকে।

[২] বাইরিবাম=বাহিরে যাইব বিদেশে বাহির হইব।

রাত্রনিশাকালে কইন্যা চমকিয়া উঠিল।
বহুদিন পরে বন্ধু বাঁশী বাজাইল ॥ ২৩
বাপেরে না কয় কন্যা মায়েরে না কয়।
অন্তরে না হইল কন্যার কুল মানের ভয় ॥ ২৫
বাপ মায়ের কান্দন কাটি রাত্র পোযাইয়া।
পাড়াপড়সী দিব গালি কুলটা বলিয়া ॥ ২৭
এর [১] না ভাবিল কন্যা তের [২] না ভাবিল।
বাঁশীর রব শুনি কন্যা ঘাটে মেলা দিল [৩] ॥ ২৯
মেঘেতে ঢাকিল চান্নি কালি আঞ্জি [৪] রাতি।
নদীর ঘাটে যায় কন্যা মজিয়া পিরীতি ॥ ৩১
বাপে মায় কান্দিব যে রাত্রি পোযাইয়া।
পাড়ার লোকে গালি দিব কুলটা বলিয়া ॥ ৩৩
এর না ভাবিল কন্যা তের না ভাবিল।
মইষালের সঙ্গে কন্যা দেশান্তরী হইল ॥ ৩৫
ঘুমত [৫] উঠিয়া মায় জুড়িব যে কান্দন।
খাঁচার পোযণ্যা [৬] পাখী কাটিল বান্ধন ॥ ৩৭
ঘুমত উঠিয়া বাপে জুড়িব কান্দন।
এই কথা ভাবিতে কন্যার ঝরিল নয়ন ॥ ৩৯
পাড়া পরশী গালি দিব কুলটা বলিয়া।
কেমনে সহিব মায় সেই মুখ চাইয়া ॥ ৪১
যোল দাঁড়ের পাগল পান্‌সী পক্ষী উড়া দিল।
কত দিনে মঘুয়ার দেশে উপনীত হইল ॥ ৪৩
এক বচ্ছর যায় কন্যার না পায় লাগল।
দেখিয়া কন্যার রূপ মঘুয়া পাগল ॥ ৪৫

---

[১] এর = ইহা।

[২] তের = তাহা। অর্থাৎ ইহা উহা সে কিছুই চিন্তা করিল না।

[৩] মেলা দিল = যাত্রা করিল।

[৪] কালি আঞ্জি = অঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণ।

[৫] ঘুমত = ঘুম থেকে।

[৬] পোষণ্যা = পোষা।

বাটি গুটি [১] সুন্দর কন্যা চিরল [২] মাথার কেশ।
মঘুয়া পাগল হইল দেখ্যা সেই বেশ ॥ ৪৭

* * * *

(৬)

আরে বন্ধু শুন কথা রইয়া।
আর কত দিন থাকবাম্ বল গিরেতে [৩] বসিয়া ॥ ২
কাঠুয়া [৪] কামাইয়া [৫] পান্‌সী ভাসাইয়াছে জলে।
বাণিজ্য কারণে যাইবাম্ উত্তর ময়ালে [৬] ॥ ৪
সেই দেশের কথা তোমার জানা নাহি আছে।
কিঞ্চিৎ কহিবাম আমি বন্ধু তোমার কাছে ॥ ৬
পুরুষ বসিয়া থাকে মাইয়ালে [৭] কামায় [৮]।
হাট বাজার যত নারী-লোকের দায় [৯] ॥ ৮
দরিয়ার পানিতে যত আছে হীরা মণি।
জালেতে ঠেকাইয়া রাখে না বাছি না গুণি [১০] ॥ ১০
আমনে বদল করে সোণা মনে মন [১১]।
শুড়ি [১২] মাছ বদলে দেয় কাঠা মাপ্যা ধন ॥ ১২
কাটুয়া [১৩] কাছিম পাইলে তারা অতিশয় সুখী।
আর যদি পায় মেষ ছাগল খাসী ॥ ১৪

---

১ বাটগুটি = খর্ব্বছন্দের সুন্দর গড়ন। ২ চিরল = চিক্কণ ও কোঁকড়ানো।
৩ গিরেতে = গৃহে। ৪ কাঠুয়া = কাষ্ঠচ্ছেদক, ছুতোর।
৫ কামাইয়া = নির্ম্মাণ করিবা। ৬ ময়ালে = মহালে, দেশে।
৭ মাইয়ালে = স্ত্রীলোকে। ৮ কামায় = উপার্জ্জন করে।
৯ হাট......দায় ॥ হাটবাজার স্ত্রীলোকেরা করে। দায় = কর্ত্তব্য।
১০ দরিয়ার......গুণি = নদীর মধ্যে যত হীরা, মণি প্রভৃতি আছে, তাহা না বাছিয়া না গুণিয়া জাল দিয়া আটকাইয়া তুলে, অর্থাৎ সেগুলি এত অপরিমিত যে গোণা বাছা যায় না। ১১ আমনে......মন = আমন চাউলের বিনিময়ে মণ পমিত সোণা দেয়। ১২ শুড়িমাছ = শুক্‌টি মাছ, শুষ্ক মৎস্য। ১৩ কাটুয়া = কচ্ছপ, কেঠো।

সোণা রুপা মাপ্যা দেয় লেখা জোখা নাই।
বাণিজ্য কারণ বন্ধু লও তথি যাই॥ ১৬
বাপেত কামাইয়া আন্‌লে নাতিএ বইসা খায়।[১]
এক পুরুষে কামাইয়া আন্‌লে তিন পুরুষ যায়॥ ১৮
বন্ধুরে লাগাইয়ো ঠাস্‌কি[২] মঘুয়া কোন কাম করিল।
ঘরে আছিল বইন্ মইনা তার কাছে গেল॥ ২০

শুন শুন বইন মইনা কইয়া বুঝাই তরে।
বাণিজ্যেতে যাইবাম আমি উত্তর ময়ালে॥ ২২
চন্দ্রমুখী ঘরে কন্যা তাহারে দেখিও।
শাড়ীর আইঞ্চলে তারে ঢাকিয়া রাখিও॥ ২৪
চন্দ্রসূর্য্যে নাহি দেখা না দেখে তুষ্‌মণে।
এমনি ঘরে ছাপাইয়া[৩] তারে রাখ্‌বা রাত্রদিনে॥ ২৬
দেশেতে ফিরিব আমি ছয় মাস পরে।
দেশে আইস্যা বিয়া তরে[৩] দিবাম্ ভালা বরে॥ ২৮
সোণায় গড়াইয়া দিবাম্ গলার হাছুলি[৪]।
উত্তম দেখিয়া শাড়ী দিবাম গঙ্গাজলি[৫]॥ ৩০
নাকের নথ দিবাম তরে পায়ের গোল খারুয়া[৬]।
হাতেতে দিবাম তরে সোণার বাজুয়া॥ ৩২
এতেক দেখাইয়া লোভ মঘুয়া কোন কাম করিল।
বন্ধুরে লইয়া পান্‌সী জলে ভাসাইল॥ ৩৪
ষোল দাঁড়ে মঘুয়ার পান্‌সি বায় বাইছাগণে[৭]।
তের দাঁড়ে মইষালের পান্‌সি চলে পাছ বাড়ানে[৮]॥ ৩৬

---

[১] বাপেতে......খায় = পিতা যদি উপার্জ্জন করেন, তবে পুত্র ও পৌত্রের আর উপার্জ্জন করিতে হয় না। [২] ঠাস্‌কি = ধোঁকা, বন্ধুকে ঠাস্‌কি লাগাইয়া অর্থাৎ ধোঁকা দিয়া। [৩] ছাপাইয়া = লুকাইয়া।
[৪] তরে = তোমাকে। [৫] হাছুলি = হাঁসুলি।
[৬] গঙ্গাজলি শাড়ীর কথা অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে আছে।
[৭] খারুয়া = মল। [৮] বাইছাগণে = মাঝিরা, যাহারা নৌকা বাহে।
[৯] পাছ বাড়ানে = পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

উত্তর ময়ালে আছে কোকি গার [১] দেশ।
মানুষ ধরিয়া খায় রাক্ষসের বেশ॥ ৩৮
সে দেশে যে জন যায় না আসে ফিরিয়া।
বন্ধুরে পাঠাইব মযুয়া ছলনা করিয়া॥ ৪০

তের বাঁক পানি বহিয়া পাইড়াতে [২] পড়ে।
দুই নাল [৩] দুই দিকে উজান পানি ধরে॥ ৪২
এক নালে কালা পানি ঢেউয়ে খরশাণ।
এই নালে যাও বন্ধু ধরিয়া উজান॥ ৪৪
এই নালে গিয়া পাইবা কামুনীর দেশ।
ধনরত্নের সীমা নাই নাই আদি শেষ॥ ৪৬
এই নালে আমি যাইবাম ভারুই ময়ালে।
ছয় মাসের আড়ি [৪] রইল আসিবার কালে॥ ৪৮
আগে যদি আইও তুমি কইয়া দেই তোমারে।
নালার মুখে বাইন্ধ পান্‌সী বার চাইও মোরে [৫]॥ ৫০
আগে যদি আমি আই পাইবা এই খানে।
মিলিয়া মিশিয়া দেশেতে যাইবাম দুইজনে॥ ৫২
দুইজনে দুই নালা ধরিয়া চলিল।
এতেক দুর্গতি দেখ দৈবে ঘটাইল॥ ৫৪

শিবের জটা পিঙ্গল মেঘ আস্‌মানেতে খেলে।
কুন্দিয়া [৬] তোফান আসে দরিয়ার জলে॥ ৫৬
পাড় পর্ব্বত ভাইঙ্গা ঢেউ ফলকিয়া [৭] উঠিল।
কে জানে দুষ্‌মণ মযুয়া কইবা ভাস্তা গেল॥ ৫৮

---

[১] কোকি গারর দেশ = কুকী ও গারোদের দেশ।
[২] পাইড়া = দুই স্রোতের মধ্যস্থল।
[৩] নাল = স্রোত।
[৪] আড়ি = নির্দ্দিষ্ট কাল।
[৫] বার চাইও মোরে = সম্মুখের দিকে আমার প্রতীক্ষায় থাকিও।
[৬] কুন্দিয়া = ক্রুদ্ধ হইয়া।
[৭] ফল্‌কিয়া = লাফাইয়া।

তের দাড়ীএ ডাক দিয়া কইল মইষালেরে।
উজান ধরিতে দায় [১] চল যাই ঘরে॥ ৬০
কাঁড়াল [২] ভাঙ্গিয়া যায় পালের ছিড়ে দড়ি।
সামাইল্যা রাখ্‌তে নাও [৩] আর নাহি পারি॥ ৬২
তের বাইছার ডাক মান্যা [৪] মইষাল কোন কাম করিল।
ছাড়িয়া বাণিজ্যের আশা দেশেতে চলিল॥ ৬৪
উজাইতে ছয় মাস লাগে ভাটি যায় তের দিনে।
মঘুয়ার বাড়ীতে যায় কন্যার কারণে॥ ৬৬
তুফানে পড়িয়া মঘুয়ার নাও হইছে তল।
দেশেতে রটিয়াছে কথা শুনে সর্ব্বজন॥ ৬৮
এক বচ্ছর দুই বচ্ছর তিন বচ্ছর যায়।
মঘুয়ার লাগিয়া মইষাল পন্থ পানে চায় [৪]॥ ৭০
বাঁচিয়া থাকিলে মঘুয়া আসিত ফিরিয়া।
সাত পাঁচ ভাইব্যা মইষাল মইনারে করে বিয়া॥ ৭২

(৭)

চাটীগাইয়া কাঙ্গু রাজা শুন দিয়া মন।
বড়ই অধর্ম্মী রাজা রাজ্যের দুষ্‌মণ॥ ২
সাতশত সুন্দর নারী আছে তার ঘরে।
সুন্দর পাইলে রাজা আরও বিয়া করে॥ ৪

* * * * *

আরে ভালা তিন বচ্ছর গত হইল চাইর বচ্ছর যায়।
চাইর বচ্ছর গত হইল পাঁচ বচ্ছর যায়॥ ৬

---

১ দায় = বিসজ্জনক। ২ কাঁড়াল = কাণ্ডার। ৩ নাও = নৌকা
৪ বাইছা = যাহারা বাছ দেয়, নৌকাবাহক। তের জন মাঝির ডাক (দোহাই) মান্য করিয়া মইযাল প্রত্যাবর্ত্তন করিল।
৪ মইষাল মঘুয়ার আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

শুক্‌না কাষ্ঠের লাক্‌ড়ী [১] মুখে পাক্‌না [২] দাড়ী।
ছয় বচ্ছর পরে মঘুয়া আইল নিজ বাড়ী ॥ ৮
এতেক অবস্থা দেখ্যা মঘুয়া রাগে জ্বলে।
ঘিরতের ছিটা পড়্‌ল যেমন জ্বলন্ত অনলে ॥ ১০
পাড়া পড়শীগণে মঘুয়া ডাকিয়া আনিল।
পাড়া পড়শী জানে মঘুয়া জলে ডুব্যা মইল ॥ ১২
কাচা চুল পাক্যা গেছে কেউ আয় [৩] দেখিতে।
ভূত বলিয়া কেউ চায় খেদাইতে ॥ ১৪
কেউ বলে রাখ রাখ কেউ বলে ধর।
সময় পাইয়া কেউ মারে চর চাপড় ॥ ১৬
নাকাল [৪] হইয়া যায় মঘুয়া কাঙ্গু রাজার কাছে।
তোমার কাছে আমার এক নিবেদন আছে ॥ ১৮
শুন শুন রাজা আরে শুন দিয়া মন।
আগেত হইয়া বন্ধু পরেত দুষ্‌মণ ॥ ২০
ঘর বাড়ী থইয়া [৫] যাই বাণিজ্য কারণে।
বিয়া কইরা ঘরের নারী লইয়াছে দুষ্‌মণে ॥ ২২
মইনা বইনেরে আমার করিয়াছে বিয়া।
ঘরগিরস্থি করে দুষ্‌মণ দুই নারী লইয়া ॥ ২৪
আমার বাড়ী হইতে দুষ্‌মণ আমায় দিল খেদাড়িয়া।
আইলাম তোমার কাছে বিচারের লাগিয়া ॥ ২৬

কাঙ্গুরাজার বিচার কথা শুন দিয়া মন।
না জানি সুন্দর নারী দেখিতে কেমন ॥

---

১ শুক্‌না কাষ্ঠের লাকড়ী = শুষ্ক কাষ্ঠের মত। ২ পাক্‌না = পাকা।
৩ আয় = আসে। কেহ কেহ তাকে দেখিতে আসিল।
৪ নাকাল = বিপদাপন্ন, অপমানিত।
৫ থইয়া = থুইয়া, রাখিয়া। ঘর বাড়ী ইহার জেম্মায় রাখিয়া।

আরদালী পেদালী [১] দুই ত্বরিত পাঠাইয়া।
মইনা সহিতে আনে কন্যারে ধরিয়া॥ ৩০
শূলের হুকুম হইল মইষালের উপরে।
এমন কালে সাজুতী কন্যা কোন কাম করে॥ ৩২

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

ভাই হইয়া দুষ্‌মণ হইল..............
মইনার কান্দনে কান্দে বনের পশুপক্ষী॥

---

১ আরদালী পেদালী = আরদালি ও পেয়াদা।

কাঞ্চনমালা

কাঞ্চনমালা

গায়নের ভূমিকা।

*   *   *   *   *

বন্দনা করিলাম ইতি শুন সভাজন।
মন দিয়া কাঞ্চনমালার শুন বিবরণ॥ ২
তাল মাত্র বোধ নাই থইয়া রইয়া [১] গাই।
উস্তাদের চরণ বিনা আর ভরসা নাই॥ ৪

চাইর কোণা আসমান্ ভাইরে মধ্যে জ্বলে তারা।
তারা মধ্যে বসত করে দানা পরী যারা॥
ফিরে দানা পরী যারা॥ ৬
বড় বড় আবের ঘর পুরীর চারি ভিতে।
বিনা চেরাগে রোশনাই জিল্‌কী বান্দা তাতে॥ ৮
সোণার হুড়কা ভাইরে সোণার বান্দা ঝাপ।
রতন ঝলকে তায় মধ্যে রাঙ্গা ছাপ॥ ১০
তার মধ্যে বসত করে দানা পরীর রায় [৩]।
আবের পালঙ্কে তারা শুইয়া নিদ্রা যায়॥ ১২
একদিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
সভার মধ্যে কাঞ্চনমালা করয়ে নাচন॥ ১৪

---

[১] থইয়া রইয়া = থুইয়া রহিয়া অর্থাৎ অনেক বাদ সাদ দিয়া এবং ত্রুটী স্বীকার করিয়া।

[২] উস্তাদের = ওস্তাদের, গুরুর।

[৩] রায় = রাজা।

বার দিয়া [১] বসিয়াছে দানা পরীর রায় ।
বাজুইয়া [২] সভায় বসি খুঞ্জুরী বাজায় ॥ ১৬
চাইর দিকে দানা পরীরা সব সভা করিয়া ।
বসিয়াছে কাঞ্চা সরার উপরে উঠিয়া ॥ ২০

কাঞ্চনমালা নাচন করিতেছে ।

কমরে ঘুঙ্ঘুর পায়ে সোণার নূপুর ।
থমকিয়া উঠে তাল রুনুর ঝুনুর ॥ ২২
মহিত হইল সবে নাচন দেখিয়া ।
নিত্য করে কাঞ্চনমালা সরাতি [৩] উঠিয়া ॥ ২৪
লাগে বা না লাগে আঙ্গুল শূন্যে রাখ্যা ভর ।
এহি মতে করে নাচন সভার ভিতর ॥ ২৮
কপালে দৈবের লেখা খণ্ডন না যায় ।
ভাঙ্গিল যে কাঞ্চা সরা পায়ের না [৪] ঘায় ॥ ৩০
গোসা হইল পরীর রাজা শাপ দিল রোষে ।
এক শাপে কাঞ্চনমালার বেণীর বান্ধন খসে ॥ ৩২
আর শাপে খসে কন্যার রত্ন অলঙ্কার ।
আর শাপে হইল কন্যা মরার আকার ॥ ৩৪
বদন হইল কালী চক্ষু হইল আন্দা [৫] ।
পরী হইয়া মনুষ্য ঘরে রইব গিয়া বান্দা ॥ ৩৬

---

[১] বার দিয়া = দরবার করিয়া কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিরা "বার দিয়া" কথাটি অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। [২] বাজুইয়া = বাদ্যকর।

[৩] সরাতি = সরাতে, সরার উপর। কাঁচা সরা পদাঙ্গুলি মাত্রে স্পর্শ করিয়া নৃত্য করিতে হইত।

[৪] না = 'না' শব্দ এখানে নিষেধার্থক নহে। শব্দটি নিরর্থক, শুধু জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত, অব্যয়।

[৫] আন্দা = অন্ধ।

বিশ বচ্ছর গেলে পরে শাপ হইব শেষ।
আরাক বার [১] আসিবে কন্যা দানবের দেশ ॥ ৩৮
দানা পরীর দেশের কথা এইখানে থইয়া।
মনুষ্যি জন্মের কথা শুন মন দিয়া ॥ ৪০

আরম্ভ

(১)

ভরাই নগরে ঘর ছিল সাধু সদাগর,
চমৎকার ডিঙ্গা চইদ্দখান।
সাগর বহিয়া যায়, দেশে দেশে সাধু যায়,
চইদ্দ নাও ভরইরা অন্বেষণ ॥ ২
সোণার নির্ম্মাইয়া বাড়ী রহে সাধু নিজ বাড়ী,
কিছুকাল অতি দুঃখী মনে।
কন্যা পুত্র নাহি তার, পুরীখানা অন্ধকার,
ধন রতন সকল অকারণে ॥ ৪
জাওহর [২] হইল জর প্রাণে হইয়া কাতর
কান্দে সাধু সকরুণ মনে ॥ ৬
আমারে হইল বিধি বামরে।
যে নদীতে জল নাই নাম কিবা তার [৩],
ভাইরে কাম কিবা তার।
যে ঘরে চেরাগ [৪] নাই শুধা [৫] অন্ধকার
ভাইরে শুধা অন্ধকার ॥ ১০

---

[১] আরাক বার=পুনরায়।
[২] জাওহর=জহরৎ। জর=জ্বরের মত ক্লেশদায়ক।
[৩] নাম কিবা তার=সে নদীর নাম দিয়া আর কি হইবে?
[৪] চেরাগ=আলো। [৫] শুধা=শুধু, কেবল।

নিষ্ফলা গাছেতে কভু বান্দর নাহি চড়ে।
ফুলে মধু না থাকিলে না জিগায় [১] ভ্রমরে ॥ ১২
পুত্র বিনে সাধুর পুরী যে আন্ধাইর [২]।
অনেক দুক্ষেতে সাধু হইল ঘরের বাইর ॥ ১৪
দৈবযোগে এক যোগী পথে দিয়া যায়।
কান্দিয়া পড়িল সাধু সন্ন্যাসীর পায় ॥ ১৬
অপুত্রা আটকুরা আমি দুনিয়ার দুষমণ।
আমারে দেখিলে লোকে ভাবে বিড়ম্বন ॥ ১৮
খেজালতে [৩] দরিয়ার ডুব্যা মরতে যাই।
দৈবে যদি দেখা দিলা রাখহ গোসাই ॥ ২০

(২)

(গদ্য) সদাগরের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর মনে খুব দয়া হইল। সন্ন্যাসী তার হাতে একটা ফল দিয়া বলিল।

এই ফল নিয়া তুমি নিজ ঘরে যাও।
শনি কি মঙ্গলবারে রাণীরে খাওয়াও ॥ ২
আচরিত [৪] কন্যা এক জন্মিবে তোমার ঘরে।
পুরীখানা আলো হবে রূপের পশরে ॥ ৪
চন্দ্রসম সেই কন্যা হবে রূপবতী।
তার গুণেক [৫] তোমার যত খণ্ডিবে দুর্গতি ॥ ৬
কিন্তু এক কথা শুন হইয়া সাবধান।
নবম বচ্ছরে কন্যা দিবে গৌরীদান ॥ ৮
নয় বচ্ছর পরে যদি দণ্ডেক ভারাও [৬]।
সাগরে ডুবিবে তোমার চৌদ্দখানা নাও ॥ ১০

---

১ না জিগায় = জিজ্ঞাসা করে না।
২ আন্ধাইর = অন্ধকার।
৩ খেজালত = কষ্ট।
৪ আচরিত = আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব।
৫ গুণেক = গুণেতে।
৬ ভারাও = ছল করিয়া দেরি কর।

পুরীতে লাগিবে তোমার বেহুতি[১] আগুনি।
ক্রুদ্ধ হইয়া ধনস্থলে বসিবেন শনি ॥ ১২

(৩)

(সাধু সদাগর ফল লইয়া বাড়ী গেল)।

বারবেলা গেল শনির চাইর দণ্ড কাল।
পাঁচ দণ্ডে ফল সাধু করিল পাখাল[২] ॥ ২
ছয় দণ্ডে চলে সাধু অন্দর ময়ালে।[৩]
রাণীর লাগাল পাইল সাধু সাত দণ্ড কালে ॥ ৪
আট দণ্ড কালে সাধু ফল দিল রাণীর হাতে।
ভক্তি মনে ফল রাণী তুইল্যা নিল মাথে ॥ ৬
নবদণ্ডে কালে ফল নবতুর্গা স্মরি।
সন্ন্যাসীর ফল খায় সদাগরের নারী ॥ ৮
এক মাস গেল রাণীর ভাবিয়া চিন্তিয়া।
তুই মাস গেল রাণীর পালঙ্কে শুইয়া ॥ ১০
তিন মাসে হইল রাণীর গর্ভের লক্ষণ।
চাইর মাসে সদাগর আনন্দিত মন ॥ ১২
পাঁচ মাসে পঞ্চামিত্তি[৪] ছয় মাস যায়।
সাত মাসে সাধ আসি খাওয়াইল মায় ॥ ১৪
আট মাসে উচাটন হইল রাণীর মন।
নবম মাসেতে রাণীর আলস্য শয়ন ॥ ১৬
দশমাস দশ দিন এইরূপে যায়।
জন্মিল কন্যা এক প্রভুর কিরপায় ॥ ১৮
জন্মিতেই দেখে কন্যা চন্দ্রের সমান।
উজলা হইল পুরী রূপের বাখান ॥ ২০

---

[১] বেহুতি = বৃথা, অকারণে।
[২] পাখাল = প্রক্ষালন।
[৩] ময়ালে = মহালে।
[৪] পঞ্চামিত্তি = পঞ্চামৃত উৎসব।

(৪)

এক মাস দুইমাস করিয়া ক্রমে এক বচ্ছর। একবচ্ছর দুই বচ্ছর করিয়া ক্রমে চাইর বচ্ছরে পড়িল। চাইর পাঁচ বচ্ছর, ক্রমে ছয় বচ্ছর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে সাত আট নয় বচ্ছর। সেই নয় বচ্ছরেরও মাত্র নয় দণ্ড বাকী।

দেবাংশী [১] হইল কন্যা নয় না বচ্ছরে।
যৈবনের লক্ষণ দেখা দিল না শরীরে॥ ২
মাথায় দীঘল কেশ পাও বাইয়া পরে।
কেশের ভারেতে কন্যা হাটিতে না পারে॥ ৪
আকাশের তারা যেন দুই চক্ষু দেখি।
ঘনই সিন্দুরা যেন রাখে দুই ঠোটে মাখি [২]॥ ৬
সোণা গলাইয়া যেন বানাইছে পুতুলা।
গলায় দিয়াছে দিব্য রতনের মালা। ৮

এদিকে সদাগর খুব চিন্তায় পড়িল। নয় বচ্ছরের মাত্র নব দণ্ড বাকী।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা শুন দিয়া মন।
সেই কন্যার বরাতে এতেক বিড়ম্বন॥ ১০
আস্‌মানে জন্মাইয়া তারা জমীনে ফালায়।
অভাগ্যা জনেরে বিধি কভু নাহি চায় [৩]॥ ১২
সন্ন্যাসীর কথা সাধুর মনেতে পড়িল।
মনে মনে সদাগর আখইট [৪] করিল॥ ১৪

---

[১] দেবাংশী=দেবতার অংশ যাহাতে আছে, অর্থাৎ দেবতার মত সৌন্দর্য্য-বিশিষ্টা।

[২] ঘনই......মাখি=যেন ঘন সিন্দুরের প্রলেপ দিয়া দুই ঠোঁট মাখিয়া রাখিল। অর্থাৎ অধর খুব রক্তবর্ণ হইল।

[৩] আসমানে......চায়, দৈব দুর্ব্বিপাকে আকাশের তারা মাটীতে পড়িয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রতি ভগবানের দয়া হয় না। খুব ভাল ঘরে জন্মিলে ও অদৃষ্ট দোষে সে কষ্ট পায়।

[৪] আইখট=উৎকট সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা।

নয় দণ্ডের এক দণ্ড মাত্র বাকী আছে।
কি জানি দৈবের শাপ ফলে তারি পাছে॥ ১৬
কি জানি সাগরে ডুবে চইদ্দ খানি নায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু না দেখে উপায়॥ ১৮
মনে মনে ভাবি সাধু মন মত্ত হইল।
অর্দ্ধ দণ্ড থাকৃতে সাধু পরতিজ্ঞা করিল॥ ২০
এর মধ্যে যার মুখ দেখিবাম [১] কাছে।
তার কাছে দিবাম কন্যা কপালে যা আছে॥ ২২
কপালে থাকিলে দুঃখ খণ্ডান না যায়।
দুঃখের কপাল যার কি করিব বাপ মায়॥ ২৪

এমন সময় এক ভিখারী বামুন আসিয়াই সেই সদাগরের কাছে হাজির হইল।

(৫)

অতি বৃদ্ধ বুড়া সে যে লড়িত [২] করি ভর।
কাকালে করিয়া আনে একটি কোঙর [৩]॥ ২
ছয় মাসের শিশু অন্ধ দুই আঁখি।
খারা আছে ভিক্ষাসুর [৪] মুষ্টি অন্নের খাকী [৫]॥ ৪
লাগিয়া আতুর দশা [৬] মরছে বরামণি [৭]।
অন্ধ শিশু রাইখ্যা গেছে জ্বলন্ত আগুনি [৮]॥ ৬
এইত কাল ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখে যায়।
পরকালের লাগ্যা ঠাকুর চিন্তয়ে উপায়॥ ৮
ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠাকুর কোন কাম করে।
অন্ধ পুত্রে লইয়া আসে সাধুর গোচরে॥ ১০

---

[১] দেখিবাম = দেখিব।
[২] লড়িত = লড়িতে। [৩] কোঙর = কুমার, সন্তান।
[৪] ভিক্ষাসুর = ভিক্ষুক। [৫] খাকী = লোভী।
[৬] আতুর দশা = সূতিকা রোগ। [৭] বরামণি = ব্রাহ্মণী।
[৮] জ্বলন্ত আগুনি = জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বা সুন্দর।

ঠাকুর কহে সাধু তুমি এরে দেও ঠাঁই।
এরে রাখ্যা আমি তবে গয়া কাশী যাই ॥ ১২
ইহকাল গেল মোর ভিক্ষা যে করিয়া।
পরকালের কাম করি গয়া কাশী গিয়া ॥ ১৪
দুঃখের উপরে দুঃখ অন্ধ পুত্র মোর।
তোমার কাছে সইপ্যা কাটি সংসারের ডোর ॥ ১৬
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু কোন কাম করিল।
অন্ধ পুত্র লইয়া সাধু কন্যার কাছে গেল ॥ ১৮

(৬)

গন্থ—সেই অর্দ্ধ দণ্ড শেষ হইবার বেশী বিলম্ব নাই। সাধু গিয়া কন্যার সাম্‌নে খারাইছে,[১] আর অঝর নয়নে তার চক্ষের জল পড়িতেছে।

এতেক দেখিয়া বাপে দুঃখিত হইল।
কান্দিয়া কাঞ্চনমালা কহিতে লাগিল ॥ ২
শুন শুন ওহে বাপ কহি যে তোমারে।
কি জন্য কান্দিছ বাপ কহ গো আমারে ॥ ৪
কোন দোষ করিলাম পায় গো মুই অভাগিনী।
কোন দোষে তোমার চক্ষে বহে পানি ॥ ৬
জন্মিয়া না দেখিলাম অভাগিনী মায়।
মাও বাপ এক হইয়া তুমি পালিলা আমায় ॥ ৮
মেঘে যেমন পড়ে পানি গো নদী লালা ভাসে।
তোমার কান্দন দেইখ্যা ধৈর্য্য নাই সে আসে[২] ॥ ১০
কও কথা শুনি
কোথা হইতে আন্‌লে শিশু জ্বলন্ত আগুনি ॥ ১২

---

[১] খারাইছে = দাঁড়াইয়াছে।
কন্যার এই কথা শুনিয়া সাধু খুব কান্‌তে লাগ্‌ল।
[২] মেঘের জল পাইয়া যেরূপ নদী নালা কুল ছাপাইয়া উঠে, তদ্রূপ তোমার কান্না দেখিয়া আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

কেমন সর্ব্বনাশী জানি এই শিশুর মাও।
পথেতে এড়িয়া গেল তাই তুমি পাও॥ ১৪
কেমন দুষ্মণ জানি এই শিশুর বাপ।
আর জন্মে করে শিশু না জানি কি পাপ॥ ১৬
দুধের ছাওয়াল এযে তার অন্ধ দুই আঁখি।
চান্দ সুরুজের জন্মে নাহি দেখি [১] ॥ ১৮
জন্ম দুঃখীর দুঃখু বাপ কভু নাহি যায়।
কোন কালে অন্ধের না রজনী পোহায় [২] ॥ ২০

(৭)

মুখে নাহি সরে রাও না কহিলে নয়।
কান্দিয়া কান্দিয়া সাধু কহে সমুদয়॥ ২
শুনগো আদরের কন্যা কহি যে তোমারে।
সন্ন্যাসী যতেক কইল আমার গোচরে॥ ৪
অপুত্রা আটকুড়া আমি ডুব্যা মরতে চাই।
দৈবযোগে সন্ন্যাসীরে পথে লাগাল পাই॥ ৬
এক ফল দিল যোগী তোমার কারণে।
সেই ফলের গুণে পাই তোমা এন [৩] ধনে॥ ৮

---

[১] এই শিশু জন্মান্ধ, সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় নাই।

[২] অন্ধের রাত্রি কখনও প্রভাত হয় না।

কাঞ্চনমালার উক্তি হইতে বোঝা যাইতেছে প্রথম দর্শন মাত্রই অন্ধ বালকের প্রতি তাহার হৃদয়ে অপার করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে—এই করুণা অনুরাগের অগ্রদূত। এত ছোট শিশুর প্রতি যে স্নেহ হইতে পারে—তাহাই কবি স্বাভাবিক ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কুরে যেরূপ বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে—এই স্নেহ তদ্রূপ পরবর্ত্তী ভালবাসার আভাস দিতেছে।

[৩] এন = হেন।

আজ সে বাঁচিয়া নাই তোর গর্ভধারী মাতা।
বাঁচিয়া থাকলে আজ্ঞ শানে ভাঙ্গ্‌ত মাথা [১] ॥ ১০
নয় বচ্ছর কালে তোরে দিব গৌরীদান।
কন্যা দান করি হইব ইন্দ্রেরই সমান ॥ ১২
নয় বচ্ছর কোন মতে যায় গত হইয়া।
ভরাসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা যাইব সায়রে [২] ডুবিয়া ॥ ১৪
সন্ন্যাসী কহিল মাওগো নিষ্ঠুর বচন।
বুকে দিয়া বিন্দে শেল পিষ্ঠে বিদারণ [৩] ॥ ১৬
নয় বচ্ছর ধরিয়া আমি দেশে আর বিদেশে।
তোমার যোগ্য বর আমি না পাইলাম তাল্লাসে ॥ ১৮
নয় বচ্ছর পূর্ণ হইতে অর্দ্ধ দণ্ড বাকী।
অবিয়াইত কইরা তোমায় কেমনে ঘরে রাখি ॥ ২০
ভিক্ষাসুর বামুন এক আইল হেন কালে।
গয়া কাশী গেছে ঠাকুর রাখিয়া ছাওয়ালে ॥ ২২
আজি হৈতে এই পুত্র পালন কর তুমি।
কপালে আছিল তোমার অন্ধ ছাওয়াল স্বামী ॥ ২৪

(৮)

আশমান্ জুইড়া কাল মেঘ দেওয়ায় ডাকে রইয়া [৪]।
বনের পশুপক্ষী কান্দে বৃক্ষডালে বইয়া [৫] ॥ ২
কান্দিতে লাগিল কন্যা স্মরি দুর্গার নাম।
বাপ হৈল বৈরী ফিরে বিধি হৈল বাম ॥ ৪

---

১ তোমার মাতা জীবিতা থাকিলে আজ তোমার দুর্ভাগ্য দেখিয়া পাথরের উপরে মাথা আছড়াইয়া ভাঙ্গিতেন।

২ সায়রে = সাগরে।

৩ শেল বুকে বিঁধিয়া পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইল।

৪ রইয়া = রহিয়া রহিয়া। ৫ বইয়া = বসিয়া।

পথে নাইরে চান্দের আলো ঘাটে নাইরে খেয়া।
দরদী মাও ত নাই তুনিয়ার মাঝে মেওয়া [১] ॥ ৬
এই ঘরে বইসা না মাও বাইন্দা দিত চুল।
আর ত না দেখিব অভাগী সেইত না মায়ের কোল [২] ॥ ৮
মায়ের রাও [৩] পবনের বাও [৪] এমন শীতল নাই।
জালুনি [৫] তাপিত প্রাণ কি দিয়ে জুড়াই ॥ ১০
বাঁচ্চিয়া যদি থাকৃত মাও থাকিত বাঁচ্চিয়া।
অন্ধ ছাওয়ালের কাছে নাই সে দিত বিয়া ॥ ১২
বাপেরে বা দোষী কেনে কপাল হইল বোড়া [৬]।
সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য আস্মানের তারা ॥ ১৪
কোলের মধ্যে সাক্ষী হও অন্ধ ছাওয়াল স্বামী।
আজি হইতে অভাগীর তুমি সে সোয়ামী ॥ ১৬
সাক্ষী হওরে গাছ গাছালি বনের পশু পঙ্খী।
আজি হইতে কাঞ্চনমালা হইল উদাসী [৭] ॥ ১৮
এই মনে কান্দিয়া কন্যা রাত্রির ভিতর।
বাপের বাড়ী ছাইড়া যায় ভরাই নগর ॥
(হায় হায় কইরা) বনে থাক বাঘ ভালুক কহি যে তোমারে।
এই ছাওয়াল রাখিয়া কেন না খাও আমারে ॥ ২২

---

১ দরদী......মেওয়া = পৃথিবীর মধ্যে স্নেহশীলা (দরদী) মাতা অতি বড় মিষ্ট দ্রব্যের মত।

২ কোল = ময়মনসিংহবাসীরা 'কোল', শব্দকে "কুল" উচ্চারণ করেন এবং সেইরূপ উচ্চারণ করিলে 'চুল' শব্দের সঙ্গে মিল ভাল হয়।

৩ রাও = রব, কণ্ঠস্বর।

৪ বাও = পবন দেবের প্রদত্ত হাওয়া। মাতার কণ্ঠস্বর ও মৃদু শীতল পবন উভয়ই প্রাণ জুড়াইয়া দেয়।

৫ জালুনি = জ্বলন্ত।

৬ বোড়া = বিরুদ্ধ।

৭ উদাসী = উদাসিনী, সংসার বিরাগিনী।

বড় দুঃখ পাইয়া ছাড়লাম ভরাই নগর।
বড় দুঃখ পাইয়া ছাড়লাম মা বাপের ঘর ॥ ২৪
অচেনা অজানা পথ আন্ধারে মিলায় [১]।
কাঁটায় কাটিয়া কন্যার রক্ত বহে পায় ॥ ২৬
কাম সিন্দূর যেন আস্‌মানের গায়।
সার দিন বন্ ভাঙ্গি সন্ধ্যা না মিলায় [২] ॥ ২৮
একেত আন্ধাইরা বন আরও আসে রাতি।
অন্ধ এক শিশু খালি সঙ্গের সঙ্গতি ॥ ৩০

*   *   *   *   *

সত্য যুগের দাড়াক গাছ মিন্নতি তোমারে।
আজি রাত্রি কোলে স্থান দেওরে আমারে ॥ ৩২
তুমি না বনের রাজা তুমি বাপ মাও।
ছাওয়ালেরে বাঁচাও প্রাণে মোর মাথা খাও ॥ ৩৪
ইহা বইলা গাছের মধ্যে তিন টুকী মাইল।
সত্য যুগের সত্য গাছ দুই চির [৩] হইল ॥ ৩৬

(৮)

গদ্য—তখন সেই দাড়াক গাছের মধ্যে থাক্যা এক সন্ন্যাসী বাহির হইয়া কন্যারে জিজ্ঞাস করল, যে, কন্যা, তুমি এই রাইত ভিতে [৪] কই যাইবার লাগছ ? কন্যা তখন তার যত দুঃখের বিবরণ সব সন্ন্যাসীয় কাছে কইল।

---

[১] অজ্ঞাত পথ দূর দূরান্তরে অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে।

[২] সারাদিন পথ ভাঙ্গিয়াও সন্ধ্যা শেষ হইতেছে না অর্থাৎ সর্ব্বদাই সেই গভীর অরণ্যে সন্ধ্যার ন্যায় অন্ধকার বিরাজ করিতেছে।

[৩] দুই চির=দুই খণ্ড।

[৪] রাইত ভিতে=এই রাত্রির ভিতরে।

কাঞ্চন-মালা

"আজি রাত্রি বঞ্চ লো কন্যা গাছের কোড়ালে।
কালি ত দেখিব তোমার কি আছে কপালে॥" ৯৩ পৃঃ

সন্ন্যাসী

আজি রাত্রি বঞ্চলো কন্যা গাছের কোড়ালে [১]।
কালিত দেখিব তোমার কি আছে কপালে ॥ ২

আবের বরণ চিকিমিকি হলুদ মাখিয়া।
রজনী হইলে গত সন্ন্যাসী আসিয়া ॥ ৪
কহে কন্যাগো বড় বাপের ঝি তুমি
কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডানী ॥ ৫

* * * * *

এই ফল লইয়া তুমি ছাওয়ালে খাওয়াও।
চক্ষুদান পাইবে ছাওয়াল কহিলাম তোমায় ॥
আগ বাড়ান্তে [২] আসে যত কাঠুরিয়ার দল।
সেইখানে যাও তুমি লইয়া ছাওয়াল ॥ ৯
এই স্বামী লইয়া থাক কাঠুরি ভবনে।
ছয় মাসের বাইর শিশু বাড়বে এক দিনে [৩] ॥ ১১
দৈবে যদি পড়লো কন্যা কহি যে তোমারে।
আর দিন আইস কন্যা আমার নিকটে ॥ ১৩

(৯)

গদ্য—কাঞ্চনমালা তখন এই ছাওয়ালরে ফল খাওয়াইল। খাওয়াইলে পরেই তার চক্ষু খুইল্যা গেল।

তেরা লেঙ্গা [৪] আছিল শিশু মইলানের কাটি। [৫]
মরা যেন বাচ্যা উঠ্‌ল পাইয়া পছটী (?) ॥ ২

---

১ কোড়ালে = কোটরে।

২ আগবাড়ান্তে = অগ্রসর হইয়া। একটু এগিয়ে গেলে যে সকল কাঠুরিয়া দেখিতে পাইবে।

৩ এখানে থাকিলে শিশু এরূপ বাড়িয়া উঠিবে যে ছয় মাসে স্বভাবতঃ যতটা বাড়ে, একদিন তাহাই হইবে।

৪ তেরালেখা = বিকলাঙ্গ ; এই শব্দটি ময়নামতীয় গানে আছে।

৫ মইলানের কাটি = অতি রোগা—একটা কাটির মত।

কন্যা আস্তে বেস্তে যায়।
কত দূর গিয়া কাঠুরিয়া ভবন সামনে দেখ্‌তে পায়॥ ৪
কাঠুরিয়া কাঠরাণী বইসাইয়াছে পাড়া।
লতায় পাতায় ঘর দেখতে কিবা সুন্দর
কাঠ বিকাইয়া খায় তারা॥
ফিরে কাঠ বিকাইয়া [১] খায় তারা॥ ৬
হাসি খুসি মুখখানি, যেন পুন্নিমার চান্নি,
সুখে ঘর করে স্বামীপুত্র লইয়া॥ ৮
মাথায় চিরল কেশ, পিন্ধনে টুটির [২] বেশ,
কন্যারে দেখিয়া আইল ধাইয়া॥ ১০
কোন বা দেশে বাড়ী কন্যা কোন বা দেশে ঘর।
কি কারণে বনে ভালা কহগো উত্তর॥ ১২
কেমন নিঠুর বাপ কেমন নিঠুর মাও।
সত্য কথা কও কন্যা মিথ্যা না ভারাও॥ ১৪
কেমন নিঠুর জানি নাগরিয়া লোক [৩]।
তোমায় পাঠাইয়া বনে পায় কোন সুখ॥ ১৬
চন্দ্রের ছোরত [৪] কন্যা যেন দানা পরী।
তোমারে পাঠায়ে বনে দিল একেশ্বরী॥ ১৮
কুলের [৫] ছাওয়াল দেখি চান্দের সমান।
এরে এড়িল [৬] কেমনে নাগরিয়ার পরাণ॥ ২০
কেমন তোমার পিতা মাতা কেমন সে দরদিয়া [৭]।
কেমন কইরা আছে তারা তোমায় বনে দিয়া॥ ২২

---

১ বিকাইয়া=বেচিয়া। ২ টুটির=ছিন্ন বস্ত্রের।
৩ "লোক" ময়মনসিংবাসীদের মুখে "লুক" উচ্চারিত হয়, এবং তাহা হইলে "সুখ" কথার সঙ্গে নির্দ্দোষ মিল হয়। ৪ ছোরত=শ্রী।
৫ কুলের=কোলের ৬ এড়িল=ত্যাগ করিল।
দরদিয়া=স্নেহশীল, সহানুভূতি-পরায়ন।

মাতা নাই সে পিতা নাই সে আমার গর্ভ সোদর ভাই।
সোতের শেওলা [১] হইয়া ভাসিয়া বেড়াই ॥ ২৪
বাপ মায় নাই সে দোষী নগরিয়ায় নাই সে দোষী।
কপালের দোষে আমি হইয়াছি বনবাসী [২] ॥ ২৭

সেই বনের মধ্যে কাঠুরিয়া আর কাঠুরাণী আছিল। তারার কোন পুত্র-সন্তান আছিল না। তারা খুব যত্ন কইরা কন্যারে ঘরে স্থান দিল। কাঞ্চনমালা কাঠুরিয়া কাঠুরাণীর লগে [৩] বনের মধ্যে কাঠ কাটে। সে যে পথ দিয়া যায়, সেই পথ তার রূপে পসর [৪] হইয়া যায়। এ দেখ্যা তারা খুব ভাবতে লাগল।

কেউ বলে এই কন্যা হবে দানা পরী।
কেউ বলে এই কন্যা রাজার ঝিয়ারী ॥ ২৮
খসিয়া আস্‌মানের চান্দ ভুঁয়েতে [৫] পড়িল।
কেউ বলে বনের লক্ষ্মী বনবাসে আইল ॥ ৩০
কেউ বলে কাঠুরিয়ার খণ্ডিবে দুর্গতি।
মনে মনে কন্যার পায় জানায় মিন্নতি ॥ ৩২

(১০)

এক দুই কইরা চাইর বচ্ছর যায়। কাঠুরিয়ারা এক গুণ মালে চাইর গুণ বিকায় [৬]। তারা নিয্যাস [৭] ভাবল, দেবতা মায়া কইর‍্যা আমরারে [৮]

---

[১] সোতের সেওলা = স্রোতের শৈবাল, এই কথাটি পুরাতন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায় যথা "কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলী, এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি।" চণ্ডীদাস

[২] কপালের......বনবাসী = কাঞ্চন কাহাকের দোষী করিল না,—এই চিত্ত-সংযম ও ক্ষমাগুণ তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

[৩] লগে = সঙ্গে। [৪] পসর = আলোকিত, প্রকাশিত।

[৫] ভুঁয়েতে = ভূমিতে।

[৬] একগুণ দ্রব্য চারগুণ লাভে বিক্রয় করে।

[৭] নিয্যাস = নিশ্চয়।

[৮] আমরারে = আমদিগকে ।

ধরা দিছেন। এই দিকে কুলের [১] দেবংশী [২] ছাওয়াল ছয়মাসের বাইর [৩] এক দিনে বাড়ে। এইরূপে ছয় বচ্ছর গত হইয়া গেল।

এক দিন হইল কিবা শুন দিয়া মন।
শিকার করিতে বনে আইল রাজা এক জন॥ ২
কপালের দুঃখু কথা না যায় খণ্ডানী।
কাঞ্চন মালারে লইয়াগিছে যত কাঠুরাণী॥ ৪
কাঞ্চনমালারে লইয়া গেছে দূর বনে।
বইয়া কাষ্ঠের বোঝা তারা সবে আনে॥ ৬
ভাল ভাল বনের ফল দেওত [৪] তুলিয়া॥
ফল আনে কাঞ্চনমালা আইঞ্চলে বান্ধিয়া॥ ৮

এদিকে হইল কি, সেই রাজা কাঠুরিয়ার ভবনে ফুলকুমারকে দেখ্তে পাইল। ফুলকুমার তখন আর আর কাঠুরিয়া বালকগণের সহিত পক্ষী শিকার করতেছিল।

চান্দের সমান পুত্র নজর কইরা চায়।
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কোথায়॥ ১০
কাঠুরিয়ার পুত্র নয় সে ভাবে মনে মনে।
ডাক দিয়া ফুলকুমারে আনে ততক্ষণে॥ ১২
নজর কইরা চায়।
রাজটীকা ছাওয়ালের কপালে দেখা যায়॥ ১৪
এই রাজটীকা রাজা যখন দেখিল।
সঙ্গে কইরা লইতে ছাওয়ালে হুকুম করিল॥ ১৬
খুষে [৫] নাহি যায় যদি কি করিব তার।
বান্ধিয়া লইবা তবে হুকুম আমার॥ ১৮

---

[১] কুলের = কোলের। [২] দেবংশী = দেবতার অংশ যাহাতে আছে অর্থাৎ দেবতেজ বিশিষ্ট। [৩] বাইর = বাড়ণ বৃদ্ধি। [৪] দেওত = দেয় তো। [৫] খুষে = খুসীর সহিত অর্থাৎ স্বেচ্ছায়।

এত শুনি লোক লস্কর যায় মার মার করি।
শিকারে বেড়িয়া যেন লইল সরইরী [1] ॥ ২০
কাঠুরিয়ার ঘর ভাঙ্গি ফালায় জমীনে।
পক্ষীর বাসা ভাঙ্গে যেন বনেলা [2] শয়তানে ॥ ২২

রাজা নিজ দেশে গেল।
ততক্ষণে কাঠুরিয়ারা নিজ ঘরে আইল ॥ ২৪
সর্ব্বনাশ করি সবে করে হাহাকার।
কিমত ছুষমণে কইল এমন আচার ॥ ২৬
ডাকাতে লুটিয়া লইল ঘর গিরস্থী ধন।
মুণ্ডে হাত দিয়া সবে জুড়িল ক্রন্দন ॥ ২৮
কেউ কান্দে ঘরের লাগ্যা কেউ বা কান্দে রইয়া।
অভাগিনী কন্যা কান্দে সোয়ামী না পাইয়া [3] ॥ ৩০
সতীর না পতি যেমন সাপের মাথার মণি।
দণ্ডেক ছাড়িয়া গেলে নাই সে বাঁচে প্রাণী ॥ ৩২
কাণ্ডারী না থাক্‌লে যেমন নাও পাকে পড়ে।
সেই নারীর দুঃখু না যায় স্বামী যারে ছাড়ে ॥ ৩৪
যে নারীর পতি নাই কিবা আছে তার।
চেড়াগ নিবাইলে যেমন দুনিয়াই অন্ধকার ॥ ৩৬
ধন জন থাউক শত তাতে কিবা আসে যায়।
চান্দ যদি নাহি থাকে কি করিবে তারায় ॥ ৩৮
আস্‌মানে সুরুজ যেমন রাত্রি কালের বাতি।
সেই মত ঘরের মধ্যে সতী নারীর পতি ॥ ৪০
সোয়ামী ছাড়িয়া গেলে সংশয় জীবন।
কে রাখিবে কুলমান জীবন যৌবন ॥ ৪২

---

[1] সরইরী = শরারী, শরালি, পক্ষী-বিশেষ। [2] বনেলা = বনের।
[3] অভাগিনী......পাইয়া = কাঞ্চন তার শিশুস্বামীকে না পাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধবা [১] নারীর ভাগ্যে দুঃখ নাহি যায়।
কেউবা বলে সাম্‌নে মন্দ কেউবা আউজায় [২] ॥ ৪৪
কাঞ্চনমালার কান্দনেতে বৃক্ষের পাতা ঝরে।
গইন [৩] বনের পশু পক্ষী উইড়া ঝুইড়া [৪] মরে [৫] ॥ ৪৬

(১১)

গদ্য—কাঞ্চনমালা পাগলের মত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেশ বিদেশ ঘুরতে লাগ্‌ল।

শুন্দা মেথীর দেশ ভালা মাইন্‌সে মানুষ খায়।
সেইনা দেশে কাঞ্চনমালা স্বামীরে বিচরায় [৬] ॥ ২
জিগার [৭] পাহাড় ভাইরে অতি দূর দেশে আছে।
সাপের সহিত লোক বসত করে তাতে ॥ ৪
বাঘ ভালুকে লোক ধইরা ধইরা খায়।
সেই দেশে উল্‌মাদিনী [৮] সোয়ামীরে বিচরায় ॥ ৬
উত্তরিয়া গাঢ়ো খুকী [৯] বড়ই দুর্জ্জন।
লেংটা হইয়া তারা বেড়ায় বনে বন ॥ ৮

---

[১] অধবা = স্বামীছাড়া ; স্বামি-বজ্জিতা। [২] আউজায় = আড়ালে।

[৩] গইন = গহন, গভীর। [৪] উইড়া ঝুইড়া = উড়িয়া ঝুরিয়া।

[৫] কাঞ্চনের এই বিলাপটি খুব শোভন হয় নাই। ইহা স্বামী ভক্তির একটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক উপদেশের মত শুনায়। এরূপ শিশু স্বামীর উপর কুলমান রাখার দায়িত্ব আরোপ করিয়া এবম্বিধ শোক প্রকাশ নিতান্ত অস্বাবিক। ইহা মূল গল্প লেখকের রচনা বলিয়া মনে হয় না, পরবর্ত্তী কোন গায়েন এই উপলক্ষে সতীত্ব ধর্ম্মের পণ্ডিতোচিত নীতিমূলক বাজে একটি বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়া তাহার শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইয়া লইয়াছে।

[৬] বিচরায় = অনুসন্ধান করে।

[৭] জিগার পাহাড় = জইন্তা পাহাড়, মৈয়মনসিংহের উত্তরে—তথায় জিগাতলা নামক গ্রাম এখনও আছে।

[৮] উল্‌মাদিনী = উন্মাদিনী।

[৯] গাঢ়ো খুকী = গারো এবং কুকী (প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য জাতিদ্বয়)।

মানুষ খাইয়া তারা গায়ে করছে বল।
একেলা যায়ত কন্যা সেই পাহাড় তল ॥ ১০
পাথরে পিছলাইয়া কন্যা আছাড় খাইয়া পড়ে।
পাইয়া দারুণ দুঃখ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১২
চৈত্রমাসের বালু যেন খুলায় [১] ভাজিয়া।
সেই পথে বালু যেন রাখিছে ঢালিয়া ॥ ১৪
সেই পথের উপর দিয়া কন্যা হাটিয়া যে যায়।
আগুনের তাপে তার ঘা হইল পায় ॥ ১৬
নানা পাহাড়িয়া দেশ নানা রাজ্য ঘুরি।
চলিতে লাগিল কন্যা দুর্গার নাম স্মরি ॥ ১৮
ছয় বচ্ছর ঘুরি কন্যা কোন কাম করে।
উপনীত হইল গিয়া সুমাই [২] নগরে ॥ ২০

(১২)

সুমাই নগরের রাজা বিদ্যাধর নাম।
কুঞ্জলতা কন্যা তার অতি অনুপাম ॥ ২
ঢুলুয়া [৩] দিতেছে ঢোল সঙ্গে বাজে কাশী।
রাজকন্যা কুঞ্জমালার চাই এক দাসী ॥ ৪

গদ্য—এই ঢোলের কথা শুন্যা কাঞ্চনমালা তার কাঠুরিয়া পালক পিতার কাছে কইল, আমি আর কোন খানে না যাইয়া এই রাজকন্যার দাসী হইয়া থাক্‌ব।

চলিতে চলিতে আমার নাই সে চলে পাও।
বিদায় দেও জন্মের মত আমার কাঠুরাণী মাও ॥ ৬

---

[১] খুলায়=খোলায়। বালু যেন খোলাতে ভাজিয়া সেই পথে কেহ ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

[২] সুমাই=সুহ্মদেশ, সুর্‌মা উপত্যকার নিকট।

[৩] ঢুলুয়া=যে ঢোল বাজায়।

বিদায় দেও জন্মের মত কাঠুরিয়া বাপ।
আমার লাগিয়া তোমরা পাইলা বড় তাপ ॥ ৮
তোমাদেরে ছাইড়া যাইতে মনে নাহি লয়।
কইছি বা না কইছি কত থাকুক সমুদয় [১] ॥ ১০
জন্মিয়া না দেখিয়াছি মায়ের চান্দ মুখ।
তোমরা দুইয়ে দেখ্যা মাগো পাস্থরছিলাম [২] দুখ ॥ ১২
বনের কথা মনের কথা সব রইল পড়ি।
আজি হইতে যাও তোমরা অভাগীরে ছাড়ি ॥ ১৪
কার কাছে কইবাম দুঃখ কার বা কাছে চাই।
আইজ হইতে জানিও মাগো কাঞ্চনমালা নাই ॥ ১৬

কান্দে কান্দে কাঠুরাণী মাথা থাপাইয়া [৩]।
কেমনে যাইব মাগো তোমারে ছাড়িয়া ॥ ১৮
অপুত্ত্ররার [৪] পুত্ত্র তুমি নির্ধনিয়ার ধন।
কেমনে ছাড়িয়া তোমায় যাইবাম আমরা বন ॥ ২০
শীতল নদীর পানি দাড়াকের ছায়া। [৫]
ছাইড়া যদি যাইবা কেন বাড়াইলে মায়া ॥ ২২
গলাগলি মায়ে ঝিয়ে জুড়িল কান্দন।
দৈবযোগে হইয়াছিল মায়ার বান্দন ॥ ২৪

---

১ যে সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি ও যাহা বলি নাই, সে সমস্ত কথা আজ আর তুলিব না। পরের এক ছত্রেও এই ভাবটি আছে—

"বনের কথা মনের কথা সব রইল পড়ি"।

ইহার পূর্ব্বে একস্থানে আছে যে কাঞ্চনমালা একাকী বনে বনে ঘুরিতেছে অথচ এখানে দেখা যায় তার কাঠুরিয়া মা বাপ তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এই সকল অসঙ্গতি গায়েনদের প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত রচনার দরুণ ঘটিয়াছে।

২ পাস্থরছিলাম = পাশরিয়া ছিলাম, ভুলিয়াছিলাম।

৩ থাপাইয়া = থাপড়াইয়া। ৪ অপুত্ত্ররার = অপুত্ত্রকের।

৫ নদীর জল শীতল ও 'দাড়াক' বৃক্ষের ছায়া শীতল, তোমার স্নেহও সেইরূপ।

(১৩)

কন্যা ঢোলে হাত দিল।
রাজার লস্করে সবে তারে ধরিয়া লইল ॥ ২
সবে নজর কইরা চায়।
কুঞ্জমালার হেন রূপ চক্ষে দেখ্‌তে পায় ॥ [১] ৪
লস্করেরা [২] বিক্রী দারে তালাস করিয়া।
কাঠুরিয়ায় তুষ্টু করে লক্ষ তঙ্কা [৩] দিয়া ॥ ৬

গদ্য—তখন লোক লস্করেরা কাঞ্চনমালাকে লইয়া রাজার কাছে গেল।

তার পরেতে হইল কিবা শুন মন দিয়া। ৮
সেই কোমারের [৪] সঙ্গে হইল কুঞ্জলতার বিয়া ॥ ৯
সুখে তারা আছে, থাকে যোর মন্দির ঘরে।
ময়ূরে ময়ুরে যেমন তোষাখানার ঘরে ॥ ১১
কৈতরা কৈতরী [৫] যেমন খোপাতে বসিয়া,
বাস করে মুখে মুখ মিলাইয়া ॥ [৬] ১৩
তারা দুইজনে............
মনের আনন্দে শুইয়া কাটে দিনরাত ॥ ১৫

একদিন কুঞ্জলতা কয় প্রভুর স্থানে।
বনেতে আছিলা গো পতি কাঠুরি ভবনে ॥ ১৭
বনেতে আছে বাঘ ভালুক কেম্‌নে কর্‌তা বাস।
*　　*　　*　　*　　*
(আর) কেবা তোমার মাও বাপ কোন দেশেতে ঘর।
কেম্‌নে কইরা আইলা এই ঐ বনের ভিতর ॥ ২০

---

১ কুঞ্জমালার—পায়=কুঞ্জমালার রূপ যেমন এই কন্যার রূপও তেমনই বলিয়া তাহারা মনে করিল।

২ লস্করেরা...দিয়া=লস্করেরা বিক্রয়কারীকে খোঁজ করিয়া বাহির করিয়া তাহাকে (কাঠুরিয়াকে) লক্ষ মুদ্রা দিয়া তুষ্ট করিল।

৩ রূপ-কথার রাজ্যে 'লক্ষ' কথাটা খুব সুলভ।

৪ কোমার=কুমার। ৫ কৈতর কৈতরী=কপোত ও কপোতী।

৬ C.F "কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষশাখে বাঁধি নীর থাকে সুখে।"

রাজার দুলাল রূপ কেন্‌বা বনবাসে।
কিসের লাগিয়া তুমি জ্বল হা হুতাশে॥ ২১

মাও নাই বাপও নাইরে কন্যা ছিলাম বনবাসী।
তোমার বাপে আন্‌ল আমায় দেখিয়া বৈদেশী॥ ২২
শুন শুন কন্যা ল শুন দিয়া মন।
বড় সুখে ছিলাম আমরা সেই গইন বন॥ ২৪

এক কথা কইতে কোমার [১] আর কথা লোকায় [২]।
তা কুঞ্জমালা ধইরা কয় আপন স্বামীর পায়॥ ২৬

কও কও বনের কথা শুনতে ভালবাসি।
আমারে না লোকায় কথা আমি তব দাসী [৩]॥ ২৮

গইন বনে ছিলাম কন্যালো কাঠুরিয়া সনে।
মনের সুখে কাটাইতাম যতদিন মনে॥ ৩০
এক কন্যা কাঠুরিয়ার ছিল সে সুন্দরী।
তার রূপের কথা কইতে নাই পারি॥ ৩২
কিছু কিছু মনে পরে সেই কন্যার কথা।
তাহার হারাইয়া মনে পাইয়াছি বড় ব্যথা॥ ৩৪
সাই [৪] সাথিনী আমার সেই কন্যা ছিল।
তাহার নিকট হইতে তোমার বাপে কাড়িয়া আনিল॥ ৩৬
বনে ছিল বনের মাও সেই দুঃক্ষের কালে।
আমারে লালিয়া পালিয়া সেই বড় করিয়া তুলে॥ ৩৮

---

১ কোমার = কুমার।

২ লোকায় = লুকায়, স্পষ্টই কাঞ্চনমালার কথা ফুলকুমার গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এক কথা বলিতে যাইয়া কুমার অন্য কথা লুকাইতেছিলেন, তাহা কুঞ্জলতা ধরিয়া ফেলিয়া স্বামীর পদে এই নিবেদন করিলেন।

৩ আমারে না...দাসী = আমার কাছে কোন কথা লুকিও না, আমি তোমার দাসী।

৪ সাই = সখী (সই)

মাথায় কাষ্ঠের বোঝা ঘাম বাইয়া পরে।
বনের ফল আন্যা আমায় খাওয়াইত আদরে॥ ৪০
কুলে কইরা [১] বনের পথে করিত ভরমণা [২]।
এক দণ্ড না দেখলে মোরে হইত দাওনা॥ [৩] ৪২
তাহারে ছাড়িয়া কন্যা তোমার বাপ লইয়া আইসাছে। [৪]
আমারে ছাড়িয়া কন্যা কেমন জানি আছে॥ ৪৪

(১৪)

কি কইলা কি কইলা প্রভুরে আচরিত কথা।
তোমার কথা শুইন্যা মনে পাইলাম বড় ব্যথা॥ ২
কোথা হইতে আইল কন্যা কেন থাকে বন।
অভাগী কন্যার কেউ নাই কি আপন॥ ৪
নাই কি তার বাপ মা গর্ভসুদর ভাই।
আপনা বলিতে তার কেও কিরে নাই॥ ৬
না জানি সুন্দর কন্যা দেখিতে কেমন।
আঁকিয়া দেখাও তার সুন্দর মুখ খান॥ ৮

ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমার কোন কাম করে।
কন্যার রূপ আঁকে কুমার যোড় মন্দির ঘরে॥ ১০

---

১ কুলে কইরা = কোলে করিয়া। ২ ভরমণা = ভ্রমণ।

৩ দাওনা = পাগল।

৪ অতি অল্প কথায় কাঞ্চনমালার যে সকল ছোট খাট চিত্র দেওয়া হইয়াছে—তাহা বালক বয়সের অর্দ্ধ-স্মৃতি জড়িত হইয়া কুমারের বর্ণনায় বড় মধুর হইয়া উঠিয়াছে। সে বন-লক্ষ্মী আমার বনবাস কালে জননী-কল্পা হইয়া আমাকে লালন করিয়াছিলেন। মনে হইতেছে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ঘর্ম্মসিক্ত দেহে তিনি আমার জন্য বন্যফল সংগ্রহ করিয়া কত আদরে খাওয়াইতেন, কতবার বন-পথে তিনি আমাকে কোলে করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন এবং একদণ্ড আমাকে না দেখিলে ক্ষিপ্তের মত হইয়া যাইতেন, তাঁহার নিকট হইতে তোমার পিতা আমাকে কাড়িয়া আনিয়াছেন। না জানি আমাকে হারাইয়া তিনি যেন কেমন আছেন।

মাথার দিঘল কেশ পাও বাইয়া পড়ে।
তারা [১] ভুরু আঁকে কুমার এক এক করে॥ ১২
তবে ত আঁকিল তার চিক্কণ কাকালি।
সর্ব্বাঙ্গ আঁকিল কন্যার কদম্বের কলি॥ ১৪
দেখিয়া কন্যার রূপ কুঞ্জমালা মনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে কয় প্রভুর স্থানে॥ ১৬

(১৫)

বাপের কাছে কুঞ্জমালা আসিয়া কইল, আমার একজন দাসী চাই। সে এরকম [২] সুন্দর হওন চাই। রাজা তখন বাজারে ঢোল পিটাইয়া দিল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, কুঞ্জমালার জন্য রাজা যে দাসী আনিয়াছে সে হয় ত কোন রাজকন্যা, বিপাকে পড়িয়া রাজার কন্যা হইয়া দাসী হইয়াছে। সেই দিন কুঞ্জমালা কুমারের আঁকা ছবির সঙ্গে মিলাইয়া দেখ্‌ল যে, এই কন্যাই সে কাঠুরিয়া কন্যা কাঞ্চনমালা।

দুরন্ত ভাবনায় মন উঠাপড়া করে।
খাল কাটিয়া কেন আনিলাম কুম্ভীরে॥ ২
বেগান [৩] দুষ্মণ কেন আনিলাম তুলি।
বনেতে আছিল ভাল বনের ভেওলী॥ [৪] ৪

আস্‌মানের চান্ যেমন মেঘেতে ঢাকিল।
সতীন ঘরে দেইখ্যা কন্যা দুঃখিত হইল॥ ৬
কেন দুঃখিত হইল তার কারণ শুন মন দিয়া।
কুমারের সঙ্গে যখন কুঞ্জলতার হইল বিয়া॥ ৮
তখন ছিল একদিন আর এখন একদিন।
সুখের দিন চইল্যা গিয়া আইছে দুঃখের দিন॥ ১০

---

১ তাঁরা = চোখের তারা।

২ এরকম = ছবিটি দেখাইয়া কুঞ্জলতা তদ্রূপ সুন্দরী চাহিতেছেন।

৩ বেগান = পর, অনাত্মীয়। ৪ ভেওলী = অনাথা নারী (?)।

যোড় মন্দিরের ঘরে কুমার শুইয়া নিদ্রা যায়।
পালঙ্কেতে কুঞ্জমালা ধীরে ধীরে যায়॥ ১২
আর দিন হাঁসিখুসী মনের মিলান।
আভেতে ঘিরিল আজ পুন্নিমারি চান্॥ ১৪
দেখি বা না দেখি তারে মুখে মিলায় হাসি।
কালি যে ফুটিয়া কলি আইজ হইল বাসি॥ ১৬
সুখের রজনী ছিল গেল পোহাইয়া।
উপায় না পায় কন্যা ভাবিয়া চিন্তিয়া [১] ॥ ১৮

(১৬)

এই দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
দরিদ্র পাইল যেমন হারাইছিল ধন॥ ২
সাপেতে পাইল যেন তার হারা মণি।
রাজপুত্রে পাইয়া কন্যা হইল পাগলিনী॥ ৪
দুইজনেতে মনের মিল রয় ভরাভরি।
এই মতে রয় যেন কইতরা কইতরী॥ ৬
শুক আর শারী যেন কাননেতে বসি।
কুকিল কুকিলা যেমন বাজায় প্রেমের বাঁশী॥ ৮

---

[১] রাজকন্যার মনের ভাব এই সকল বর্ণনায় খুব নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। কাঞ্চনমালার আগমনের পর হইতে কুমারের যে ভাবান্তর হইতে লাগিল, কুঞ্জমালা ব্যথিত চিত্তে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল—যে দিন তাঁহার সঙ্গে কুমারের বিবাহ হইয়াছিল! এখন আর সে দিন নাই; আগে তো শয্যার পার্শ্বে গেলে কত হাসি কত আনন্দের সঙ্গে কুমার তাঁহাকে আদর করিতেন, আজ যেন পুর্ণিমার চন্দ্রকে অভ্রে ঘিরিয়াছে, সে রূপ আনন্দ তো আর নাই। জোর করিয়া তিনি যে হাসি অধরে আনিতে চেষ্টা করেন, তাহা দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া যায়। এই যে দিন মাত্র যে সুখের কলিকা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আজই তাহা ঝরা ফুল হইয়া গেল।

এক দণ্ড না দেখিলে মন উচাটন।
মনে মনে হইল তবে দুহার বান্ধন [১] ॥ ১০

পরে এমন হইল যে, কাঞ্চনমালা খাওন না দিলে রাজপুত্র খাইত না। কাঞ্চনমালা বাতাস না দিলে রাজপুত্র ঘুমায় না। ক্রমে কাঞ্চনমালা যেমন তার শিয়রের বালিশের মত হইয়া বসিল। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া কুঞ্জমালা আর কিছুই স্থির করিতে পারে না। সে দেখল, কাঞ্চনমালা তার দাসী না হইয়া বরাবর [২] তার স্বামীর দাসী হইয়া পরিয়াছে। কাঞ্চনমালা কোথায়ও ঘুমাইলে রাজপুত্র শিরে দাঁড়াইয়া তাকে বাতাস করে। আওঝায় [৩] থাকিয়া কাঞ্চনমালার রূপ দেখে। এই সব দেখিয়া রাজকন্যা কুঞ্জমালার চোখ টাটাইতে লাগ্‌ল। আর একদিন হইল কি, ফুলকুমার বনে শিকারে যাইবে, তখন সে কাঞ্চনমালার নিকট হইতে বিদায় লইল, কিন্তু কুঞ্জমালাকে কিছু বলিল না।

(১৭)

নিরালা ডাকিয়া তবে কুঞ্জমালা কয়।
শিকারেতে গেল প্রভু কি জানি কি হয় ॥ ২
আজি নিশি আমরা দু'জন যোড়মন্দির ঘরে।
আনন্দে কাটাইবাম নিশি পালঙ্ক উপরে ॥ ৪

আস্‌মানে জ্বলে তারা রাইত্রি দুপুর হইল।
এন কালেতে কুঞ্জমালা ডাকিয়া কহিতে লাগিল ॥ ৬
বনে ছিলা বনের কন্যা শুন দিয়া মন।
আচরিত কথা তব জন্ম বিবরণ ॥ ৮
কেবা তোমার মাতা পিতা কেবা তোমার ভাই।
তোমার মত দুঃখিনী কন্যা ত্রিভুবনেতে নাই ॥ ১০

---

১ মনে...বান্ধন = মনে মনে উভয়ে উভয়ের নিকট বাঁধা পড়িল।
২ বরাবর = সোজাসুজি। ৩ আওঝায় = আড়ালে।

পরতি [১] দিন ভাবি আমি করিব জিজ্ঞাসা।
পর্তি দিন পরভু [২] মোরে কইরাছে নৈরাশা [৩] ॥ ১২
আজ প্রভু গেছে বনে শিকারের লাগিয়া।
কও কও জন্ম কথা শুনি মন দিয়া ॥ ১৪

সুবুদ্ধি আছিল কন্যার কুবুদ্ধি হইল।
পূর্ব্বাপর যত কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৬
ভরাই নগরের কথা পর্থমে তুলিয়া।
বাপের কথা কয় কন্যা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৮
আস্‌মানেতে দেওয়া ডাকে মেঘে জল ঝরে।
জন্ম কথা কইতে কন্যা কাঁদিয়া যে মরে ॥ ২০
এক হাতে মুছে কন্যা নয়নের পানি।
মায়ের কথা কয় কন্যা দুক্ষের কাহিনী ॥ ২২
সৈন্ন্যাসীর যতেক কথা এক দুই করি।
কুঞ্জমালার আগে কয় কান্দনা যে করি ॥ ২৪
বাপের যত ইতিকথা কহিতে লাগিল।
অন্ধ ছাওয়াল স্বামীর কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৬
কন্যার চক্ষের জলে নদী নালা ভাসে।
কিরূপে আইল কন্যা দারুণ বনবাসে ॥ ২৮
কাঠুরিয়ার কথা কন্যা কহিতে লাগিল।
যেইরূপে কাঠুরিয়া ভবনে আছিল ॥ ৩০
দয়ার শরীর বড় কাঠুরি বাপ মায়।
কি মতে রাখিল বনে কইল সমুদায় ॥ ৩২
মুখে নাহি সরে কথা আকুলা কান্দিয়া।
গিয়াছিল বনের মধ্যে কাষ্ঠের লাগিয়া ॥ ৩৪
প্রভুরে না পাইল কন্যা গৃহেতে ফিরিয়া।
ছয় মাস দেশে দেশে ভরমণা করিয়া ॥ ৩৬

---

১ পর্তি = প্রতি।

২ পরভু = প্রভু, স্বামী।

৩ নৈরাশা = নিষে·

দৈবের লিখনেতে আইলাম এই দেশ।
জন্মকথা এই কইয়া করিলাম শেষ॥ ৩৮

(১৮)

সরল মনেতে কইল গরল উঠিল।
কুঞ্জমালা এই কথা মায়ের আগে কইল॥ ২
শোন গো দরদী মা দুক্কিনীর কথা।
কালি নিশিতে মনে পাইলাম বড় ব্যথা॥ ৪
বুকেতে বিন্দিয়া শেল পৃষ্ঠেতে বাহির হইল।
এক এক করি মায়ে সকল কহিল॥ ৬
সতীন আইল ঘরে হইল সর্ব্বনাশ।
সাপের সঙ্গতি যেন হইল গিরবাস [১] ॥ ৮
যে নারীর সতীন ঘরে তার নাই সুখ।
বিধাতা লেইখ্যাছে তারে জন্মভরা দুখ॥ ১০
পালঙ্কে শুইলে যেন কাটা ফুটে গায়।
হাজার সুখে থাকলে তবু সুখ নাহি পায়॥ ১২
ঘরেতে আগুন লাগলে পুইরা করে ছাই।
সতীন থাকিলে ঘরে জন্মে সুখ নাই॥ ১৪
সতীনের দুখের কথা কইতে না যুয়ায় [২] ।
একের সুখের কপাল আরে লইয়া যায় [৩] ॥ ১৬

তখন মায়ে ঝিয়ে যুক্তি কইরা কাঞ্চনমালাকে বনবাসে দিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগ্‌ল। কাঞ্চনমালার দুক্কের কপাল। এর মধ্যে হইল কি,—কুঞ্জলতার বাপ, দেশের রাজা, মরিয়া গেল। তার কয়েকদিন পরে রাজার যে পাটহাতী [৪] সেও মরিয়া গেল। ফুলকুমার শিকার করিয়া দেশে আসিবার পূর্ব্বেই দেশ জুইড়া রটনা হইল যে ডাকুনি [৫] কন্যা দেশে আসিয়াছে।

---

[১] সাপের সঙ্গে একত্র যেন গৃহবাস করিতে হইল।

[২] যুয়ায়=যোগ্য হয়, কহিবার যোগ্য নয়, কিম্বা কথা আইসে (যোয়াব) না।

[৩] একজনের সৌভাগ্য অপরের আয়ত্ত হয়।

[৪] পাটহাতী=রাজহাতী ; যে হাতীর হাওদার উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত হয়।

[৫] ডাকুনি=ডাকিনী, ডাইনী।

ফুলকুমার দেশে আসিয়া এই কথা শুনিল, কিন্তু বিশ্বাস করিল না। তখন রাণী লোকজনের লগে চক্রান্ত কইরা রাজার যে পাট ঘোড়া সেই ঘোড়াকে মারিয়া তাহার রক্ত কাঞ্চনমালার শোয়নের ঘরের তুয়ারে, তার বিছানায় ঢালিয়া রাখিল, এবং রাজপুত্রকে দেখাইল। এদিকে দেশ জুইড়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, চল আমরা দেশ ছাইড়া চইলা যাই। রাজা ডাকিনী কন্যা দেশে আনিয়া হাতী ঘোড়া খাওয়াইয়া ফেলিয়াছে। আর কিছুদিন থাকিলে আমাদেরও খাইয়া ফেলিবে। ফুলকুমার উপায় না দেখিয়া তুঃখিনী কাঞ্চনমালাকে বনমধ্যে নির্ব্বাসন দিল।[১]

(১৯)

কতেক সুখ কতেক তুখ কতক চাকামাকা।[২]
এই ছিল আসমানে চান্নি এই সে মেঘে ঢাকা॥ ২
মানুষের ভাগ্যে সুখ যেমন পদ্মপাতার জল।
এই আছে এই নাই করে টলমল॥ ৪
আজ যে রাজা দেখ সুখের সীমা নাই।
কাইল সে দারুণ পথে ঘাটে ভিক্ষা মাইগ্যা খাই॥ ৬
আইজ দেখ যার আছে লক্ষ টাকা কড়ি।
কাইল দেখ সেই জন পথের ভিখারী॥ ৮
আইজ যে ছিল ধনপতি শিরে ধরে ছাতি।
কাইল সে দেখ গাছতলাতে তুখে পোহায় রাতি॥ ১০
আইজে দেখ যেই জন সাতপুত্রের বাপ।
কাইল সে দেখ তুষ্মণ কপাল[৩] তার দিল শাপ॥ ১২
আইজ যে ছিল যেই জন রাজার ঘরাণী[৪]।
কাইল তারে বিধাতা কৈল কাননবাসিনী॥ ১৪

---

১ পূর্ব্বাপর হইতে, সেই রামরাজার আমল হইতে, পুরুষ-চরিত্রগুলির এই তুর্ব্বলতা চলিয়া আসিয়াছে।

২ চাকামাকা = সুখতুঃখের সংমিশ্রন ?

৩ তুষমণ কপাল = কপাল শত্রু হইয়া (তাহাকে অভিশপ্ত করিল)।

৪ ঘরাণী = ঘরণী, গৃহিণী।

সুখ লইয়া বড়াই করে লোকে দুখর পাছে আয় [১] ।
জোয়ার ভাটায় জল যেমন আসে আর যায় ॥ ১৬

*   *   *   *   *

কোন পথে যাইবাম আমি গো বইলা দেওরে পথ ।
দুক্ষের কপাল মোর দুক্ষ হইল যত ॥ ১৮
বাপে খেদাড়িল মোরে আপনা ভাবিয়া [২] ।
অন্ধ ছাওয়াল স্বামীর সঙ্গে বিধি দিল বিয়া ॥ ২০
আকালেতে মাও মইল নাইরে সোদর ভাই ।
বনে বনে গেল দিন কান্দিয়া বেড়াই ॥ ২২
রে আমার দুঃখের দিন ॥

কপালে থাকিলে দুঃখ খণ্ডন না যায় ।
পঞ্চমাসের গর্ভ সীতা বনবাসে যায় ॥ ২৪
আমারে খাইয়া বনের বাঘ গায় কররে বল ।
আমারে খাইয়া ভাল্লুক গায় কররে বল ॥ ২৬
বনে থাক বনের সাপ কহিরে তোমারে ।
দারুণ দংশন কইরা বাঁচাও [৩] আমারে ॥ ২৮
মরিলেও বাঁচি আমি বাঁচিলে যে মরি ।
জন্মভরা দুক্ষ কত সইতে না পারি ॥ ৩০
রে আমার দুঃখের কাহিনী ॥

এইরূপে কান্দিয়া কন্যা বেড়ায় বনে বনে ।
আর নাহি গেল কন্যা কাঠুরি ভবনে ॥ ৩২
রাত্র যায় দিনরে আসে বাম হইয়াছে বিধি ।
পাগল হইয়া ছুটে কন্যা যেমন শাওন মাইসা নদী [৪] ॥ ৩৪

---

১ আয় = আইসে ।
২ আপনা ভাবিয়া = নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া ।
৩ বাঁচাও = আমাকে দুঃখের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও ।
৪ শ্রাবণ মাসের নদীর ন্যায় কন্যা পাগল হইয়া ছুটিল ।

(২০)

এইরূপে ছয়মাস বনে বনে ঘুইরা হঠাৎ কন্যার মনে পর্‌ল যে সেই সন্ন্যাসী বিপদকালে তারে মনে করতে কইছিল। আন্ধাইতে আন্ধাইতে[১] ছয়মাস পর সেই দাড়াক[২] গাছের নিচে কন্যা উপস্থিত হইল।

এক টুকি দুই টুকি তিন টুকি মাইল[৩]।
বিরিক্ষ[৪] হইতে সন্ন্যাসী বাহির হইল॥ ২
নজর কইরা চায়।
অগ্নির সমান কন্যা সামনে দেখা যায়॥ ৪
সন্ন্যাসী দেখিয়া তবে চিনিয়া লইল।
পায়েতে ধরিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল॥ ৬
পূর্ব্বাপর যত কথা কহিল সকল।
সরল্ হইয়া কন্যা পাইল গরল[৫]॥ ৮
মায়ে ঝিয়ে মিলিয়া করিল সর্ব্বনাশ।
কি মতে হইল কন্যার দারুণ বনবাস॥ ১০

সন্ন্যাসী কন্যারে অভয় দিয়া কইল, যে তুমি আমার কাছে কিছুকাল থাক। সন্নাসীর কথামত কন্যা সেই গাছের খোড়লের[৬] মধ্যে রইল। এক দিন দুই দিন কইরা তিন দিন যায়। কন্যা শুনে যে রাইতের নিশাকালে যেন লক্ষ লক্ষ লোক-লস্কর বনজঙ্গল কাইট্যা সাফ্ করিতেছে। একদিন রাইত নিশাকালে কন্যা গাছের খোড়ল হইতে বাইর হইয়া দেখল।

সোণার লাঙ্গল রূপার ফাল।
বাঘে ভইষে যোড়ছে হাল॥ ১২
লোক জনের সীমা সংখ্যা নাই।

---

[১] আন্ধাইতে আন্ধাইতে=সন্ধান করিতে করিতে (?

[২] দাড়াক—সম্ভবতঃ পার্শী درخت দারাখ্‌ৎ (= বৃক্ষ) শব্দের অপভ্রংশ। এই শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত "দারু" শব্দের হয়ত সম্পর্ক থাকিতে পারে।

[৩] মাইল=মারিল। [৪] বিরিক্ষ=বৃক্ষ।

[৫] সরল এবং নিরসন্দিগ্ধচিত্তে কুঞ্জমালার নিকট আত্মকাহিনী বলার ফলে গরল উৎপন্ন হইয়াছে। [৬] খোড়ল=কোটর।

জঙ্গল কাটিয়া তারা নগর কইরাছে সারা।
দালান কোঠার ইতি অন্ত নাই ॥ ১৫

নয় রাইত নয় দিন পরে সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালাকে ডাকিয়া বাহিরে আনিল। কাঞ্চনমালা দেখিয়া অবাক্কি [১] লাগিল। ভরাই নগরে তার বাপের বাড়ীও অত বড় না। কুঞ্জমালার বাপের বাড়ীও অত বড় না। কত কত দেশে কুঞ্জমালার সোয়ামীর লাইগ্যা গেছে। অত বড় বাড়ী দেখে নাই।

সন্ন্যাসী ত দেশে বিদেশে করিল ঘোষণা।
নয়া [২] নগরে কন্যা স্বুবর্ণ পরতিমা [৩] ॥ ১৭
যোগ্য দিনে এই কন্যা হবে স্বয়ংবরা।
সাত রাজ্যেতে তবে পড়ল ঢোল কাড়া ॥ ১৯
সাত রাজ্যের রাজপুত্র শুনিয়া আইল।
হার মানিয়া সবে নিজ দেশে গেল ॥ ২০

(২১)

রাজকন্যার এক পণ আছে। সে একটা গান জানে; সেই গানের অর্দ্ধেক সে গায়। বাকী অর্দ্ধেক যে পূর্ণ করিয়া দিতে পারবে কাঞ্চনমালা তাহাকেই বিবাহ করিবে। সাত রাজ্যের রাজপুত্র ফিরিয়া গেল।

অন্ধ এক ভিক্ষুক আইয়া দাড়াইল দ্বারে।
লড়িত ভর দিয়া যায় চলিতে না পারে ॥ ২
ভিক্ষা দেও গো কাঙ্গালেরে নওয়া [৪] দেশের রাণী।
বড় ডাক শুইন্যা [৫] এই দেশে আইলাম আমি ॥ ৪
কাঞ্চনমালা নজর কইরা চায়।
অগ্নির সমান রূপ সাম্‌নে দেখা যায় ॥ ৬
সোণার থালায় কন্যা ভিক্ষা যে লইয়া।
ভিক্ষাসুরে দিতে আইল ধাইয়া ॥ ৮

---

[১] অবাক্কি = অবাক্, আশ্চর্য্য।
[২] নয়া = নূতন।
[৩] পরতিমা = প্রতিমা।
[৪] নওয়া = নূতন।
[৫] বড় ডাক শুইন্যা = বড় নামডাক শুনিয়া; প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া।

লাম্বা দাড়ি লাম্বা চুল চিনন না যায়।
কোন দেশেত [১] আইল ভিক্ষাসুর কোন দেশে বা যায়॥ ১০
ভিক্ষাসুর কয় কন্যা শুনিলাম বিশেষে।
ঢোলের ঘোষণা শুইন্যা আইলাম এই দেশে॥ ১২
ভিক্ষা না লইব কন্যা আগে কও শুনি।
শুনিতে তোমার গান আইলাম আমি॥ ১৪
শুন বলি সুন্দর কন্যা শুন বলি রইয়া।
পণে যদি জিনি মোরে করবা কিনা বিয়া॥ ১৬

পরতিজ্ঞা রাখিতে কন্যা গান যে গাইল।
আপনার জন্মকথা সকল কহিল॥ ১৮
বাপের বাড়ীর কথা সব কয় আনাগুনি [২]।
কিরূপে পাইল কন্যা অন্ধ ছাওয়াল স্বামী॥ ২০
সন্ন্যাসীর কথা কয় দুঃখ বনবাস।
কাঠুরিয়ার ভবনে যে কন্যা করে বাস॥ ২২
এত দুঃখ দিল কন্যা নির্বন্ধের কাল।
জন্মভরা দুঃখ পাইল দুঃখের কপাল॥ ২৪

নিজ কথা কয় কন্যা কিচ্ছার আকারে [৩]।
অন্ধ স্বামী ছাইড়া গেল যেমন প্রকারে॥ ২৬
তারপর দেশে দেশে কইরাত ভরমণ।
কিরূপে স্বামীর সঙ্গে হইল মিলন॥ ২৮
কেমনে রাজার কন্যা হইল পরের দাসী।
মায়ে ঝিয়ে ডাকুনীরে করল বনবাসী॥ [৪] ৩০

---

১ দেশেত = দেশ হইতে। (দেশাৎ)

২ অন্ধ...আনাগুনি = তার অন্ধ শিশু স্বামীর কথা এবং বাপের বাড়ীর কথা প্রভৃতি সমস্ত আগাগোড়া (আনাগুনি) সে বলিয়া ফেলিল।

৩ কিচ্ছার আকারে = গল্পের মতন করিয়া।

৪ মায়েঝিয়ে...বনবাসী = কুঞ্জমালা এবং তার মাতা পরমার্শ করিয়া কি ভাবে তাহাকে ডাইনী বলিয়া বনবাসে পাঠাইয়াছে।

তাহার পর কি হইল কন্যা নাহি জানে।
সেই কথা যেই জন শুনাইবে গানে॥ ৩২
তাহারে সুন্দর কন্যা করিবেক বিয়া।
ভিক্ষাসুর কহে আমি যাই সে গাহিয়া॥ ৩৪

(২২)

(অন্ধ ভিক্ষুকের গান)

"বনে দিয়া বনের রাণী রাজা হইল পাগল।
অন্ন নাহি খায় রাজা নাহি ছয় [১] জল॥ ২
পইরা রইল কুঞ্জমালা খাট আর পালং।
পইরা রইল রাজার রাজ্য রাজসিংহাসন॥ ৪
পইরা রইল লোক লস্কর শীতল মন্দির ঘর। [২]
কাঞ্চনমালার লাইগ্যা রাজা ছাড়িল নগর॥ ৬
কান্দিতে কান্দিতে রাজার অন্ধ হইল আখি।
রাজার কান্দনে কান্দে বনের পশুপাখী॥ ৮
এইমত কাইন্দ্যা রাজা বনেতে বেড়ায়।
আছে কি মইর্‌যাছে রাজা কহন না যায়॥ ১০

(২৩)

এই ভিক্ষাসুরই ফুলকুমার। দুইজনেরই চেনাজানা হইল। কাঞ্চনমালা অন্ধ সোয়ামীর পদসেবা করতে লাগল।

পাণিতে ধোয়াইয়া পাও কেশেতে মুছায়।
এইরূপে কাঞ্চনমালার দুঃখের দিন যায়॥ ২

এই দিকে ছয় মাস ধরিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাঞ্চনমালার আর দেখা নাই। ছয় মাস পরে যখন সন্ন্যাসী ফিরিয়া আইল, তখন কাঞ্চনমালা তার দুঃখের সকল কথা সন্ন্যাসীরে খুলিয়া বলিল।

---

১ ছয় = ছোয়, স্পর্শ করে।

২ শীতল মন্দির ঘর, C.F—"কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর" ময়নামতীর গান।

পইরাছিলাম [১] ঘোর বিপদে রাখছিলা কুলমান।
পায়ে ধইরা মাগে কন্যা অন্ধের নয়ন দান॥ ৪
একবার কইরাছ ভালা নয়ন দান দিয়া।
সৈন্ন্যাসীর পায়ে কন্যা ধরয়ে কান্দিয়া॥ ৬
স্বামী সে স্ত্রীলোকের গতি স্বামী ভিন্ন নাই।
স্বামী সুখ বিনা অন্য সুখ নাহি সে চাই॥ ৮
স্বামী সে পরমগুরু স্বামী কুলমান।
স্বামীরে বাঁচাও আগে দিয়া নয়নদান॥ ১০
রাজ্য না চাই ধন না চাই হইয়া তাঁর দাসী।
সোয়ামী লইয়া আরবার হই বনবাসী॥ ১২

তখন সৈন্ন্যাসী কইল যে, একবার তোমার স্বামীরে নয়ন দান দিয়াছি। আরবার কেন? তখন কন্যা কান্দিয়া কইল যে তুমি বলিয়াছিলে, আবার যখন বিপদে পড়, তখন আমার স্মরণ লইও।

ইহার চেয়ে কিবা বিপদ আছয়ে সংসারে।
ইয়ার [২] চেয়ে নারী-লোকের [৩] কি বিপদ হইতে পারে॥ ১৪
ধন রাজ্য নাহি চাই করহ আছান [৪]।
আমায় অন্ধ কইরা কর স্বামীর নয়ন দান॥ ১৬

(২৪)

পরতিজ্ঞা কর ল কন্যা এই শেষ কথা।
আমার কথা ধর কন্যা কইবাম যেই কথা॥ ২
এই রাজ্য ছাইরা যাইবা বুকে দিয়া হাত।
এই দেশ ছাইরা তুমি যাইবা আইজ রাত॥ ৪
জন্মের মত ছাইরা যদি স্বামীরে তোমার
তবে ত হইবে কন্যা স্বামীর উদ্ধার। ৬

---

১ পইরাছিলাম = পড়িয়াছিলাম।

২ ইয়ার = ইহার। ৩ নারী লোকের = স্ত্রীলোকের।

৪ আছান = আসান্, মুক্তি। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর।

তবেত তোমার স্বামী পাইবে চক্ষুদান।
তবেত হইবে তার বিপদে আছান ॥ ৮
মনে না ভাবিয়া দুঃখ সুখে যাইবা ছাঁড়ি।
অন্ধ স্বামীরে তবে চক্ষু দিতে পারি ॥ ১০
রাজার ঝিয়ারিয়ে [১] কাইন্দ্যা বেড়ায় বনে।
সোয়ামী হারাইয়া সেই ছাইড়াছে ভবনে ॥ ১২
এই রাজ্য রাজপাট ধনের বাতান [২]।
সোয়ামীর সহিত এই কন্যারে কর দান ॥ ১৪

এই কথা কাঞ্চনমালা যখন শুনিল।
হাহাকার কইরা কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥ ১৬
বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কোলের শোভা পুত্র ছাওয়াল আসমানে চান্ [৩] তারা ॥ ১৮
জলের শোভা পদ্মলতা স্থলের শোভা ফুলে।
দিনের শোভা সুরুজ [৪] যখন উঠে ভোরের কালে ॥ ২০
রাজ্যের শোভা রাজা দেখ ভাণ্ডারের শোভা ধন।
শিরসের [৫] শোভা মুকুটমণি কয় যে সর্ব্বজন ॥ ২২
অন্ধকারে পরদিম [৬] শোভা সাপের শোভা মণি।
সতী নারীর পতি শোভা আর কিছু না জানি ॥ ২৪
ঘুর পাকে [৭] পরিয়া নাও না থাক্‌লে কাণ্ডারী।
ধন জন সহিত যেমন ডোবে সেই তরী ॥ ২৬

---

১ ঝিয়ারিয়ে = কন্যা, প্রথমাবিভক্তিতে এই "এ" কার এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কথায় চলিত আছে যথা "বাঘে খাইয়াছে, রামে ডাকিয়াছে।"

২ বাতান = ভাণ্ডার। ৩ চান্ = চান্দ্, চন্দ্র।

৪ সুরুজ = সূর্য্য।

৫ শিরসের = শীর্ষের, মস্তকের। ৬ পরদিম = প্রদীপ।

৭ ঘুরপাকে = ঘূর্ণীপাকে।

সময় কালে দেয় বিয়া মাও আর বাপে।
যে নারীর পুরুষ নাই কি করব তার রূপে॥ ২৮
পুরুষ ছাড়া হইলে নারী কে রাখে কুলমান।
বাঁচা মরা এ সংসার তার দুই-ই সমান॥ ৩০

এতেক বলিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল।
কান্দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া লইল [১]॥ ৩২
স্বামীর সুখের নাইগ্যা আমি যাইবাম ছাড়িয়া।
সোয়ামীরে কর সুখী নয়ন দান দিয়া॥ ৩৪

(২৫)

তখন সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালাকে লইয়া আর একটা দাড়াক বৃক্ষের মূলে গেল। সেইখানে গিয়া সেই বৃক্ষের মূলে তিন টুকী মারিল। তখন সেই বৃক্ষ হইতে এক কন্যা বাহির হইয়া আসিল। কাঞ্চনমালা দেখ্‌ল যে, সে তার সতীন কুঞ্জমালা। সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালার হাতে এক ফল দিয়া কইল যে, এই ফল খাইলে তোমার স্বামীর চক্ষু ভালা হইবে। এই ফল তুমি কুঞ্জমালাকে দান কর।

এই ফল সুধা নহে [২] কন্যা শুন মোর কথা।
আমার কথা শুইন্যা মনে না ভাবিও ব্যথা॥ ২
ফলের সহিত কর সোয়ামীরে দান।
মনে না ভাবিও দুঃখ কাতর না হও প্রাণ॥ ৪
মনে দুঃখ লইয়া যদি দান কর শেষে।
অন্ধ না পাইবে চক্ষু কহিলাম বিশেষে॥ ৬

তখন কাঞ্চনমালা কোন কাম করে।
নিজের সুখ দুঃখের কথা পাসরণ করে॥ ৮

---

১ এই যে চক্ষের জল সে মুছিয়া লইল, তাহা আর ফেলিল না। স্বামীর ইষ্টের নিমিত্ত সে আত্ম বলিদান দিতে প্রস্তুত হইল।

২ সুধা নহে=শুধু এই ফলটি নহে। ইহার সঙ্গে স্বামীকেও দিতে হইবে।

দুঃখ নাই সুখ নাই অন্তর হইল খালি।
স্বামীর লাগিয়া কন্যা না হইল শোকালি[১] ॥ ১০
ফলের সহিত কন্যা পুনঃ কাম করে।
রাজ্যসহ সোয়ামীরে সমর্পণ করে ॥ ১২
চক্ষে নাই যে জল কন্যার বুকে নাই দুখ।
স্বামী এড়ি যায় কন্যা মনে নাই শোক ॥ ১৪
কি জানি কান্দিলে পাছে স্বামী না হয় ভাল।
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল ॥ ১৬
এ বড় কঠিন পণ নারী হইয়া জিনে।
না জিনিব হেন পণ পুরুষ পরবিনে ॥[২] ১৮

---

[১] শোকালী=শোকার্ত্তা।

[২] এ বড়...পরবিনে=স্ত্রীলোক হইয়া ও কাঞ্চন এই মহাত্যাগের পণ পালন করিতে পারিয়াছিল, প্রবীন পুরুষেরা এইরূপ পরীক্ষা উত্তীর্ন হইতে পারিতেন না।

পরবর্ত্তী সংগ্রহ

তখন সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালাকে কইল, তুমি তোমার বাপের দেশে যাও। তোমার বাপ তোমাকে যে বিমাতার চক্রান্তে বনবাস দিয়াছে,[১] সে মানুষ নয়। সে একটা মায়া রাক্ষসী। তুমি এই মায়াকাটি লইয়া তোমার মায়ের দেশে যাও। সে দেশের অনেক মানুষকে সেই রাক্ষসী ধরিয়া খাইয়াছে। তুমি মায়াকাটি লইয়া সেই দেশে গেলে মায়ারাক্ষসী পলাইয়া যাইবে এবং তোমার বাপ মুক্তি পাইবে। তখন কাঞ্চনমালা ভরাই নগরে গিয়া রাক্ষসের হাত থাক্যা তার বাপেরে মুক্ত করল। কিছুকাল ধইরা কাঞ্চনমালা ভরাই নগরে আছে। পাত্রমিত্র সকলে কাঞ্চনমালার বিয়ার কথা রাজার কাছে তুলল। কিন্তু কাঞ্চনমালার বিবাহ লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। দেশ ছাড়িয়া এতদিন কাঞ্চনমালা কোথায় ছিল।

পাত্রমিত্র কয় রাজা, রাজা আরে কহি তোমারে।
চাইর বচ্ছরের শিশু লইয়া কন্যা গেল বনান্তরে॥ ২
কইবা ছিল কন্যা তোমার কই বনে আইল।
সঙ্গে ছিল ছাওয়াল স্বামী সেই বা কই গেল॥ ৪
পুরুষ ছাড়া নারী হইল তার যে নাই গতি।
......থাক্যা না লোকে বলেক অসতী॥ ৬
রাজ্যের দুষ্মণ রাজা হায়রে রাজা তোমারে কইব বুরা।
সভার মধ্যে অপমান বাঁচ্যা থাক্যা মরা॥ ৮
রাজা আরে কই যে তোমারে।
ঘর হইতে বাহির হইয়া নারী যদি যায় বাহিরে॥ ১০
তা হইলে সে নারীর মন ঘরে নাই সে রয়।
যেমন বাহির হইলে হাত্তির দাঁত সম্বুরা না যায়[২]॥ ১২

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

---

[১] সংগৃহীত গীতাংশে এরূপ কোন কথা নাই যে বিমাতার চক্রান্তে কাঞ্চনমালার বনবাস হইয়াছিল।

[২] যেমন যায় = যেমন হস্তীর দন্ত একবার বাহির হইলে আর সংবরণ করিয়া ভিতরে নেওয়া যায় না।

এবং সকলে মিলিয়া কাঞ্চনমালার পরীক্ষার আয়োজন করিল। পরীক্ষা এই হইল যে একটা মাকড়সার সুতা ধরিয়া কাঞ্চনমালা শূন্যে ঝুলিয়া থাকিবে। তা হইলে সে সতী বলিয়া লোকে জানিবে। সাত রাজ্যের রাজারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিল। নয়ানগর হইতে কুঞ্জমালা আর তার স্বামী আইল।

বিদায় দেও, বাপ ওগো কহি যে তোমারে।
জন্মের মত বিদায় দাও দুক্ষিণী কন্যারে॥ ১৪
বিদায় দেও পাত্র মিত্র রাজ্যের বান্ধব ভাই।
আজি হইতে জান্যো আর কাঞ্চনমালা নাই॥ ১৬
রাত্রদিবা কালের সাক্ষী সুরুজ আর চান্দ্।
পাপপুণ্য নাই যে জানি না জানি ভালমন্দ॥ [১] ১৮
বিদায় দেও কুঞ্জমালা সাতজন্মের ভইনি [২]।
তোমার কাছে রাইখ্যা গেলাম প্রাণের সোয়ামী॥ ২০
বিদায় কর প্রাণপতি বিদায় কর মোরে।
কুঞ্জমালা লইয়া তুমি যাও নিজের দেশে॥ ২২
আমার লাগিয়া তুমি মনে না ভাবিও তাপ।
কুড়ি বচ্ছর পূন্ন [৩] হইল খণ্ডিল মোর শাপ॥ ২৪
তোমার চরণে মোর শতেক পন্নামী [৪]।
কুঞ্জমালা রইল কাছে বিদায় হইলাম আমি॥ ২৬
সাত রাজ্যের রাজার কাছে মেলানি মাগিয়া।
ধীরে ধীরে উঠে কন্যা মাকড়সা ধরিয়া॥ ২৮
কাঞ্চনমালা কন্যায় কেও না দেখিল আর।
বাতি নিবাইলে যেমন ঘর অন্ধকার॥ ৩০
ভরাই নগরের লোক কান্দিতে লাগিল।
দেববংশী কাঞ্চনমালা দেবপুরে গেল॥ ৩২

---

[১] পাপ পুণ্য...মন্দ C.F. "সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।" চণ্ডীদাস। [২] ভইনি=ভগিনী।
[৩] পূন্ন=পূর্ণ। [৪] পন্নামী=প্রণাম।

শান্তি

শান্তি

"ধর্ম্মীত রাজা কাট্‌ছেন হারে দীঘি সানের বান্ধা ঘাট।
শান্তি নারী ভর্‌বে জল কিসের চৌকিদার॥" ১২৩ পৃঃ

শান্তি

"একেত কার্ত্তিক হারে মাসে শান্তি আমন ধানের ক্ষীর। [১]
শান্তি নারীর যৈবন দেইখে আমার প্রাণ করে অস্থির ॥"

"থির কর [২] থির কর হারে প্রাণরে তুমি শান্ত কর মন।
কাইল বিয়ালে [৩] ওই না ঘাটে তোরে দিব দরশন ॥

ওঝা না জ্ঞিয়ানী নহে হারে আমি [৪] হইলাম গুণো বাইন্যার ঝি।
তোমার ধড়ের মদ্দি [৫] হইছে রোগরে ও তার আমি করব কি ?"

"জল ভর জল ভর আলো শান্তি জল ভরলো তুমি।
এঘাটে যে ভর জল ও তার চৌকিদার হৈলাম আমি ॥"

"ধর্ম্মীত রাজা কাট্‌ছেন হারে দিঘী, সানের বান্দা ঘাট। [৬]
শান্তি নারী ভরবে জল তার কিসের চৌকিদার।"

১ আমন ধানের ক্ষীর,=কার্ত্তিক মাসে নবান্ন ও গুড় দিয়া কৃষকেরা একরূপ ক্ষীর প্রস্তুত করে, তাহা যেরূপ মিষ্ট, শান্তির যৌবন তেমনই প্রীতিদায়ক। তাহা দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হয়।

২ থির কর=স্থির কর।

৩ বিয়ালে=বিকাল বেলায়।

৪ ওঝা...আমি=আমি ওঝা (পণ্ডিত, উপাধ্যায়) অথবা জ্ঞানী (জ্ঞিয়ানী) নহি।

৫ ধড়ের মদ্দি=দেহের মধ্যে।

৬ ধর্ম্মী...ঘাট=ধর্ম্মশীল রাজা দীঘি কাটিয়াছেন, এবং তাহার ঘাট পাথরে বাধিঁয়া দিয়াছেন। আমি শান্তি তাহাতে জল ভরিব—চৌকিদার আবার কি করিতে আসিবে ?

"এমাস ভারাইল্যারে [১] শান্তি না পুরিল আশ।
লব লং ছুরৎ [২] ধইর‍্যা আইল আগণ মাস॥

"এহি ত আঘ্রাণ হারে মাসে শান্তি দুতীয়ার চান [৩]।
দেখা দিয়া রাখ শান্তি আজ বৈদেশীর প্রাণ॥"
শাশুরীর শুয়াইগ্যা [৪] হারে শান্তি আমি সোয়ামীর পরাণ।
ভিন্ন দেশের সাধু দেখি আমি বাপ ভাইর সমান॥
"এও মাস ভাড়াইল্যারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইর‍্যা কেমন আইল পৌষ মাস॥"

"এহি ত পুষ না হারে মাসে শান্তি পুষ অন্ধকারি। [৫]
আজি রিশী [৬] প্রভাতের কালে তোমার বাসর করব চুরি। [৭]

ঘরেতে জ্বালিয়া রাখপ [৮] আমি সস্রেক [৯] বাতী।
দরজায় বাঁধিয়া রাখপ তোমার হস্তী গজমতী।"

"থাবায়ে [১০] নিবাব আলো শান্তি তোমার এক সস্র বাতী।
দরজায় পাছড়ায়ে [১১] মারব তোমার হস্তী গজমতী॥"

---

১ ভারাইল্যা=প্রবঞ্চনা করিলে। ২ লবলং ছুরৎ=নূতন রং ও রূপ লব লং=নব রং।
৩ দুতীয়ার চান=তুমি দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত।
৪ শাশুরীর শুযাইগ্যা=শ্বাশুড়ীর সোহাগী।
৫ পুষ অন্ধকারী=পৌষের কোয়াসা। ৬ রিশি=নিশি।
৭ বাসর করব চুরি=তোমার বাসরে (শয্যা গৃহে) চুরি করিয়া প্রবেশ করিব।
৮ রাখ্‌প=রাখিব। ৯ সস্রেক=সহস্রেক।
১০ থাবায়ে=থাবা দিয়া। ১১ পাছড়ায়ে=আছাড় মারিয়া।

"পরণ বেশ পাটের হারে শাড়ী আমি কঙ্কণে জড়াব। [১]
খড়গ হস্তে লয়্যা আমি আজ এও রিশী পোহাব।
আজ রিশী প্রভাতের কালে যদি চোরের নাগাল পাই।
কাটিয়া তাহার ছেররে [২] আমি দেবীকে বুঝাই॥" [৩]

"য়্যাও [৪] মাস গ্যাল আরে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ লয়্যা আইল মাঘ মাস॥"

এহি ত মাঘ না মাসে শান্তি কাপড় পর খাটো।
আমি আন্‌ছি পান সুপারী শান্তি আঁচল পাইত্যা রাখ॥ [৫]

"আইন্যা থাক পান সুপারী আমি উয়্যা [৬] নাহি চাই।
তোমার ঘরে আছে জ্যেষ্ঠ বহিন তুমি দেওগ্যা তেনার [৭] ঠাঁই॥"

"কি বোল্ বলিলা হারে শান্তি আমার অন্তে দিলা কালি [৮]।
জ্যেষ্ঠ বহিন বইল্যা তুমি আমায় দিল্যা গালি।

য়্যাও মাস ভারাইল্যা আলো শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইর্যা আইল ফাগুণ মাস॥"

---

১ কঙ্কণে জড়াব=পরিবার শাড়ীর আঁচল দিয়া আমার কঙ্কণ জড়াইব যাহাতে কোন শব্দ হইতে না পারে। C.F. "মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।" গোবিন্দ দাস। কঙ্কণের স্থানে মঞ্জীর—এই তফাৎ।

২ ছেররে=ছের অর্থ শির ; রে, পাদপূরণে।

৩ দেবীকে বুঝাই=দেবীকে উপহার দিব, বুঝাই=বুঝাইয়া দিব।

৪ য্যাও=এও

৫ শান্তি সাধুকে বলিল, "তুমি পরের নারীকে পান সুপারী দিতে চাও। তোমার নিজের বোন্‌কে দাও না কেন?"

৬ উয়্যা=উহা। ৭ তেনার=তাহার।

৮ অন্তে...কালি=মনে বড় ব্যথ্যা দিলে।

"এহি না ফাল্গুন হারে মাসে শান্তি দিঘ্যান [১] বড় রিশি।
তোমার বাড়ী অথিত গেলি তারে দিব্যার উচিত কি ?"

"খাট দিব পালঙ্ক দিব শিয়রে বালিস।
এই কয়েক চিজ্ হৈলে হবে পরবাসীর [২] উচিত [৩] ॥
চাইল দিব ডাইল দিব তুমি রুসাই [৪] কইরে খাইও।
লেপ দিব নেওয়ালী [৫] দিব তুমি শুইয়ে নিদ্রা যাইও ॥"

"য়্যাও মাস ভাড়াইল্যা হারে শান্তি না পুরিল আশ।
লববং ছুরৎ ধইরা আইল চৈত্র মাস ॥"

এহিত চৈত্র মাসে না শান্তি খরার বড় তা [৬]।
শান্তি নারীর যৈবন দেইখে আমার পোড়ে সর্ব্ব গা ॥

"মাও তোমার দোচারণী [৭] বাপ তোমার হিযা [৮]।
দরিয়াতে দাও ঝাপরে শরীর যাক্ ঠাণ্ডা হৈয়া ॥"

"য়্যাও মাস ভারাইল্যা হারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইরা আইল বৈশাখ মাস ॥"

এহিত বৈশাখ হারে মাসে শান্তি দুগ্ধে বান্ধে সর। [৯]
খাও না বিলাওরে শান্তি তোমার যৈবন কাল ॥"

---

১ দিঘ্যান = দীর্ঘ।

২ পরবাসী = প্রবাসী।

৩ উচিত = যোগ্য।

৪ রুসাই = রান্না, পাক।

৫ নেওয়ালী = তোষক (?)

৬ খরার বড় তা = রৌদ্রের অত্যন্ত উত্তাপ।

৭ দোচারিণী = দ্বিচারিণী, কুলটা।

৮ হিযা = হিজ্‌জা বা হাজাম ; পুরুষত্ববিহীন, ক্লীব।

৯ দুগ্ধে...সর। বৈশাখে দুধের সর খুব ভাল জমে, তোমার যৌবন তেমনই লোভনীয় হইয়াছে।

"খেতের তরমুজ নয়রে সাধু আমি কাটিয়া বিলাব।
কোলের সন্তান নয়রে আমি এ স্তন পিলাব॥" [১]

"য়্যাও মাস ভারাইল্যা হারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইর্‌্যা আইল জ্যৈষ্ঠ মাস॥

এহিত জ্যৈষ্ঠ না মাসে শান্তি গাছে পাকে আম।
ভারায় ভারায় [২] আইন্যা দিব শান্তি আম কাঠাল জাম॥"

"আনছাও আনছাও [৩] আম হারে কাঁঠাল আমি উয়া নাহি চাই।
তোমার ঘরে আছেন জ্যেষ্ঠ বহিন তুমি দাওগা তানার ঠাঁই॥"

"কি বোল বলিলা হারে শান্তি আমার অঙ্গে দিলা কালি।
ছোট বইন বইল্যা তুমি আমায় দিলা গালি।
"য়্যাও মাস ভারাইল্যারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইরা আইল আষাঢ় মাস॥"

"এহি আষাঢ় হারে মাসে শান্তি গাঙে নুড়্যা [৪] ভাটি।
তোমার সাধু গেছে মারা কাঞ্চনপুরের ভাটি॥"

"আমার যদি সাধু হারে মরত কাঞ্চনপুরের ভাটি।
আমার আওলাইত [৫] মাথার ক্যাশরে [৬] ছিড়ত গলার মোতী॥

---

১ পিলাব=পান করাইব। এই সকল ছত্র পড়িয়া ময়নামতীর গানের "ধর্ম্ম ঘটী যৌবন আমি কেমনে রাখিব" প্রভৃতি ছত্র মনে পড়িবে।

২ ভারায় ভারার=ভারে ভারে।

৩ আনছাত আনছাও=আনিয়া থাক (এনেছ এনেছ)।

৪ নুড়্যা=জোরের; খরতর। 'নোড়' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে দৌড়ান অর্থে ব্যবহৃত হয়; পুরাতন বাঙ্গালায় 'রঢ়, রহড়' প্রভৃতি শব্দও পাওয়া যায়। সুতরাং 'নুড়্যা ভাটি' শব্দে খুব জোরে ভাটিকে বুঝাইতেছে।

৫ আওলাইত=আলুলায়িত হইত; খসিয়া যাইত।

৬ ক্যাশ=কেশ।

রাম লক্ষ্মণ ডুডী [১] শঙ্খ আমার ভাইঙ্গ্যা হৈত চুর।
আস্তে আস্তে মৈলাম হৈত শিস্তার [২] সিন্দূর॥"

"য়্যাও মাস ভাড়াইল্যা হারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইর‍্যা আইল শ্রাবণ মাস॥"

"এহিত শ্রাবণ হারে মাস শান্তি ঘোলা হাটু পানি।
এঘর হৈতে ওঘর যাইতে তোরে মার্‌ব শরবাণী [৩]॥"

"মারিয়ারে মারিয়ারে তুই ফেইলে দাওরে জলে।
তবু না যাইব আমি বিগানার মহালে॥" [৪]

"য়্যাও মাস ভরাইল্যারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইরা আইল ভাদ্র মাস॥"

"এহিত ভাদ্দর হারে মাসে শান্তি গাঙে ভরা পানি।
যোল দাঁড়ের পান্‌সী দিব তুমি খেলাইও বাইছ্যানি [৫]॥"

"দ্যাওগ্যা দ্যাও যোল দাঁড়ের হারে পানসী তোমার মাবুনীর আগে।[৬]
তোমার দরদের যে আছে সাধু আজ তারির মনে লাগে॥" [৭]

"য়্যাও মাস ভারাইল্যা হারে শান্তি না পুরিল আশ।
লবলং ছুরৎ ধইরা আজি আইল আশ্বিন মাস॥"

মিলন

"এহিত আশ্বিন হারে মাসে দুর্গা পূজা করে ঘরে ঘরে।
আমি আইছি তোমার সাধু আজ চিন্যা লও আমারে॥"

---

১ ডুডী=ডুটি। ময়নামতী গানে ও আমরা রাম লক্ষ্মণ শাঁখার উল্লেখ পাইতেছি।

২ শিস্তার=সিঁথির। ৩ শরবাণী=চেঙ্গা; ছোট লাঠি।

৪ বিগানের মহালে=অনাত্মীয়ের অন্তঃপুরে।

৫ বাইছানি=নৌকা বাইছ।

৬ মা বুনীর আগে=তোমার মাতা ও বহিনকে।

৭ তোমার দরদের—লাগে=তোমার ব্যথিত (প্রেমিকা) যে আছে, তারই মন পাইবার জন্য এ সকল দাও গে।

এ কথা শুনিয়া হারে শান্তি হেট করে মাথা।
ধর্ম্ম না বুঝিয়া [১] আজ শান্তি পোছেন [২] আরেক কথা॥
"কোন সহরে বাড়ী হারে তোমার সাধু কোন সহরে ঘর।
কি নাম তোমার মাতাপিতার আর কি নামডী [৩] তোমার॥"

"বাহাটিয়া বাড়ী আমার বাহাটিয়া ঘর।
বাপ আমার কল্পতরু মাও গণেশ্বর॥
পেরথম কার্ত্তিক মাসে শান্তি বিয়া কর্‌ছি তোরে।
হাউস কইরে নাম রাইখ্যাছে আমার তিল্যাম সওদাগরে [৪]॥"

"যদি আইস্যা থাক মোর হারে সাধু তুমি থাকরে ঐখানে।
আমি বাড়ী যাইয়া শুইন্যা আসি আমার মা বাপের জবানে॥"
"কি কররে বেরধ [৫] মা বাপ কি কর বসিয়ে।
কার বা খাইছাও টাকাকড়ি মাধন কারছুন [৬] দিছাও বিয়ে॥"

"বার না বচ্ছরের হারে শান্তি তের নাহি পোরে।
আজ যৈবনের ভারেতে শান্তি তুমি জামাই বল কারে॥"

হাতে নয়ে খৈল খরসী [৭] মাথায় তৈলের বাটী।
হেলিতে দুলিতে চলে আজ জামাই চিন্‌তি।

"চিন্যাছি চিন্যাছি হারে শান্তি তোমার নিজ পতি।
আওগাইয়া [৮] লওগ্যা শান্তি আজ গলার গজমতি॥
বাইর কর বেসরের ঝাপি শান্তি খোলরে ঢাকিনী।
দুই হস্তে বাহিয়া নাওলো আজ আবের চিরুণ খানি॥"

---

[১] ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া। [২] পোছেন=জিজ্ঞাসা করেন। [৩] নামডী=নামটি।
[৪] তিল্যাম সওদাগরে=সখ করিয়া আমার নাম তিল্যাম সওদাগর রাখা হইয়াছে।
[৫] বেরধ=বৃদ্ধ। [৬] কারছুন=কার কাছে। মা তুমি কার নিকট টাকা লইয়া আমাকে বিয়া দিয়াছ? মাধন=মাতার প্রতি প্রীতি বাচক সম্বোধন।
[৭] খরসী= খৈলের প্রকার ভেদ। [৮] আওগাইয়া=অগ্রসর হইয়া। অথবা অর্ঘিয়া অর্থাৎ পূজা করিয়া।

চেরণে চিরিয়া হারে কেশরে শান্তি বায় [১] বান্ধিল খোপা।
খোপার উপর তুইল্যা থুইল আজ গঞ্জল আলো চাঁপা ॥
সিত্যা পাটী চন্দ্রহাররে গলায়ে হাসুলী।
তার বালা বাজুবন [২] আজি পায়েতে পাশলী ॥
শিস্তাতে [৩] সিন্দূর হারে নৈল নয়ানে কাজল।
চরণে নুপূর নৈল আজ কোমরে ঘাগর ॥
বাহু চায়্যা নৈল হারে এনা জোড় তাড়।
গলেতে তুলিয়া লইল আজ মোতীর হার ॥
সোয়ামীর আগে যায়রে হায়রে ঠারে শান্তি না সুন্দরে।
চল চল আমার সাধু আমরা যাই বাসর ঘরে ॥

---

[১] বায় = বামে। [২] বাজুবন = বাজুবন্ধ।
[৩] শিস্তাতে = সিঁথিতে।

নীলা

নীলা

"এহি ত আঘ্রাণ মাসরে হারে নতুনেরি বাও [১]।
নিত্যি নতুন খাওরে [২] নীল্যা আজ অতিথ বুঝাও ॥"
"বুঝাব বুঝাব অতিথ পেরথম যৌবন [৩]।
পাত্তরে [৪] বাঁধিয়া হিয়া রাখপ চিত্ত ভারাম [৫] দিয়া ॥"

এহি ত পুষ [৬] মাসরে এ পুষ হিমালা [৭]।
দিনে দিনে নারীর যৈবন গুঞ্জরে ভ্রমরা [৮] ॥
"হাল বাও হালুয়া বাইরে বেড়ে চারি আইল।
বিটা [৯] যার ভাজন [১০] হায়রে তার বাপে না খায় গাইল ॥"

"এহি ত মাঘ মাসরে জোড়ে তিন মাস।
হাসি মুখে কহ কথা যাই হাপনার [১১] দ্যাশ ॥"

---

১ নতুনেরি বাও = নূতন বায়ু।

২ নিত্য নূতন খাও = রোজ নবান্ন খাইতেছে।

৩ বুঝাব......যৌবন = হে অতিথি আমি আমার প্রথম যৌবনকে বুঝাইয়া রাখিব।

৪ পাত্তরে = প্রস্তরে।

৫ ভারাম = প্রতারণা। হৃদয়কে ভারাইয়া রাখিব।

৬ পুষ = পৌষ

৭ হিমালা = হিমানি।

৮ দিনে দিনে...ভ্রমরা = দিনে দিনে যৌবন পদ্ম বিকশিত হয় এবং ভ্রমরেরা (প্রণয়ীরা) গুঞ্জন করিতে থাকে।

৯ বিটা = বেটা, পুত্র।

১০ ভাজন = সুচরিত্র ভাল।

১১ হাপনার = আপনার, দ্যাশ = দেশ।

"তুমি ত সাধুর কুমার হারে আমি রাজার ঝি।
আমার কি শকতি আছে বিদায় দিতে পারি॥"
"এহি ত ফাল্গুন মাসে মৈষীর শিঙা নড়ে [১]।
তুমিত যুবতী নারী প্রাণে কত ধরে॥"
"জাল বাও জালুয়া ভাইরে ছাইরে তোল পানি।
শিষ্য যার ভাজন হয়রে গুরুর বাখানি [২]॥

এহি চত্তির [৩] মাসরে ম্যাঘের আন্ধারী।
আজকের নিশীথে নীলে তোমার যৈবন যাবে চুরি॥"
"আজকের নিশীথেরে সাধু আমার যৈবন যাবে চুরি।
সিথ্যানে বসায়ে রাখপ আমার এ পাইক প্রহরী॥
বাসরে জ্বালায়্যা দিব আমি দশ কোঠার বাতী [৪]।
দালানে বাঁধিয়া রাখপ গজমোতী হাতী [৫]॥
হেলিয়া কঙ্কণ মাঞ্জা ন্যাতেতে জড়িয়া [৬]।
য়্যাও রিশী [৭] পোহাবরে সাধু খাড়া হাতে লয়্যা॥
আজকে নিশীথেরে যদি চুরার [৮] নাগাল পাই।
খড়েগতে কাটিয়া তারে চণ্ডীতি পাঠাই [৯]॥"

---

১ মৈষীর শিঙ্গা নাড়ে=মহিষীরা পর্য্যন্ত কামাতুরা হয়।
২ বাখানি=প্রশংসা করিতে হয়। ৩ চত্তির=চৈত্র।
ম্যাঘের আন্ধারী=মেঘ আকাশ আঁধার করিয়া রাখিয়াছে।
৪ দশ কোঠার বাতি=এক বাসর গৃহেই (শয়ন প্রকোষ্ঠে) আমি দশ ঘর আলোকিত করিবার মত আলো জ্বালাইয়া রাখিব।
৫ গজমোতী হাতী=হস্তীর নাম গজমতি।
৬ হেলিয়া...জড়িয়া=কঙ্কন ও মাজার ঘুঙ্গুরের শব্দ হয়, এজন্য তাহা ন্যাতেতে (বস্ত্রে) জড়াইব, যাহাতে শব্দ না হইতে পারে। ৭ রিশী=নিশি, রাত্রি। ৮ চুরার=চোরের। ৯ চণ্ডীতে=চণ্ডীর কাছে।

"থাপড়ে নিবাবরে নীল্যা তোমার দশ কোঠার বাতী।
দালানে পাছড়ায়ে মারব তোমার গজমোতী হাতী॥
দাওয়ায়্যা [১] দিব নীল্যা তোমার এ পাইক প্রহরী॥
হেলিয়া কঙ্কণ মাঙ্গা নারে সয় তোমার টান।
যেমন লঙ্কা ধাওয়ায়্যা আসে বীর হনুমান॥
তার [২] দিব তরু [৩] দিবরে পায়েতে পাশলী।
গলেতে তুলিয়া দিব নীল্যা সুবর্ণ হাসলী॥
কাণে দিব কর্ণফুল হারে নাকে সোণার বেশর।
(ওরে) আরও কর্ম্ম কুইচ্যারে দিব যেমন ভ্রমরা পাগল॥"

"পাক দিয়া ফেলবরে সাধু তোমার অষ্ট অলঙ্কার।
তোমার মার নাম হৈল দোচারিণী যেমন বাপ তোমার গোয়ার॥"
"য়্যাও মাস গ্যালরে নীলা হারে সামনে বৈশাখ মাস।
তোমার যৌবন বাসরে নীল্যা না পুরিল আশ॥"

"এহি ত বৈশাখ হারে মাসে কিষাণ বাছে হুড়া।
(ওরে) বাহনে বাওয়া দিচ্ছে এ জালি কুমুড়া [৪]॥"
"জালি কুমড়া খাইতেরে সাধু মনে করছাও আশ।
(যদি) জালি কুমড়া খাওরে সাধু তোমার মুখে ভাঙব বাশ॥"

"এহি ত জ্যৈষ্ঠ মাসে হারে গিরিষ্মির বাও।
ওরে দক্ষিণ দুয়ার দ্বারে তুমি আওল্যাইও কৈল ক্যাশ॥

---

১ দাওয়ায়্যা = ধাওয়াইয়া (তাড়াইয়া)।
২ তার = বাহুর অলঙ্কার।
৩ তরু = তোড়, অলঙ্কার বিশেষ যথা "তুমি লেহ মোর নীলাম্বরী তার তোড় বালা দেহ পরি।" বৃন্দাবন দাস।
৪ বাহনে...কুমড়া = আশ্রয়ের উপর জালি কুমড়া লতা বহাইয়া দিতেছে।

এক শান্তি আমার মায়ে আরেক শান্তি আমি।
(ওরে) আরেক শান্তি কওনা যেমন আমার ছোট ভগ্নী ॥"

"এহি ত আষাঢ় মাসরে নীল্যা গাঙে নতুন পানি।
(ওরে) তোমার পতি মরছেরে নীল্যা তাওত আমি জানি ॥"
"যদি আমার পতি মরতরে সাধু শব্দ যাইত দূর [১]।
দিনে দিনে মৈল্যান হৈত আমার শিন্তার [২] সিন্দূর ॥"

"এহি ত শ্রাবণ মাসরে নীল্যা খ্যাতে পাকা ধান।
বেজোড়া কোঁড়ার ডাকে তোমার উড়িবে পরাণ ॥"

"ডাক ডাকুক ডুম্বারে ডাকুক পাঁজর করলাম শ্যাল।
বেজোড়া [৩] কোড়ার ডাকে আমি ছাড়ব রাজার দ্যাশ।
(ওরে) তেওনা হব সাধুরে আমি হারে তোমার পরতাশ ॥"

"এহি ত ভাদ্দর মাসে গাছে পাকা তাল।
জল খাইতে দিবরে ঝারি নীল্যা ভাত খাইতে থাল ॥"
"কেউ খাইল খের্তরে অন্ন হারে কলা আর কোদলী।
দিনে দিনে পুষ্কুরে জোগায় যেমন বাড়ীর ম্যাইল্যানী [৪] ॥"
"এহি ত আশ্বিন মাসে হারে এ দুর্গা ভবানী।
আতপ চাউল আর কাঁচারে দুগ্ধ যেমন ব্রাহ্মণের ভোজনী ॥"

---

[১] শব্দ যাইত দূর = সে কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িত।

[২] শিন্তার = সিথির।

[৩] বেজোড়া = জোড় ছাড়া, একক, বিরহী। বিরহী কুড়ার ডাক শুনিয়া তোমার প্রাণে ব্যথা জাগিয়া উঠিবে।

[৪] দিনে...ম্যাইলানী = ভাদ্রমাসে প্রতি দিন পুকুরে নূতন জলের জোগান হইয়া জল বাড়িতে থাকে। মালিনী যেন নিত্য নিত্য ফুলের জোগান দেয়।

"য়্যাও মাস গ্যালরে নীল্যা হারে সামনে কার্ত্তিক মাস।
(ওরে) হাস্যমুখে কহরে কথা আমি যাই হাপনার দ্যাশ ॥"

"কোন সহরে বাড়ী তোমাররে সাধু কোন সহরে ঘর।
ওরে কি নাম তোমার মাতাপিতা কি নামডী [১] তোমার ॥"

"বাড়ী আমার মরিচপুরে বাপ গদাধর।
মায়ের নামটি কওলারে সতী যেমন মোর নামটি সুন্দর ॥"

"থাক থাক ওরে সাধু তোমরা নৌকাতে বসিয়া।
মাতাপিতার আগেরে আমি একবার জাইন্যা আসি গিয়া ॥"

"ওগো মাতা ওগো পিতা তোমরা কি কর বসিয়া।
শিশুকালে দিছাও বিয়া জামাই চেন গিয়া ॥"

"বার বচ্ছরের নীলা তেরো নারো পুরে।
যৌবনের ভারে নীলা আজ জামাই বলে কারে ॥"

মাথে লৈয়া খৈল খরসী হাতে তৈলের বাটী।
হেলিতে দুলিতে চল্‌লেন জামাই চিনিতি ॥

"কোন সহরে বাড়ী তোমাররে সাধু কোন সহরে ঘর।
কি নাম তোমার মাতাপিতার হারে কি নামডী তোমার ॥"
"বাড়ী আমার মরিচপুরে বাপ গদাধর।
মায়ের নামডী কওলারে সতী যেমন মোর নামডী সুন্দর ॥"

"চিনিলাম চিনিলামরে সাধু তুমি নীলারই সোয়ামী।
নীলারে বামে রাইখ্যা ডাইনে বইস্য তুমি ॥"

---

[১] নামডী=নামটি।

"যাওরে যাওরে ভাট বেরাম্মণ যাওরে মেলা দিয়া।
আজ ইস্তীক্ রৈল নীল্যা আমার খোপ কবুরে হয়্যা [১] ॥"

বারো মাসে তেরো পদরে লওরে গুণিয়া।
য়্যাও গান বান্ধিয়া গাইছে জয়ধর বানিয়া॥
জয়ধর বানিয়া নারে দশরথের বাপ।
যেবা গায় যেবা শুনে খণ্ডে তার পাপ॥

---

[১] আজ ইস্তীক...হয়্যা=আজ হইতে নীলা খোপের পায়রার মত অন্দরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

ভেলুয়া

ভেলুয়া

আরম্ভ।

মদন সাধুর পরিচয়।

(১)

উজানী নদীর পারেরে আরে ভালা মুরাই সাধু নাম
এইখান হইতে সভাজন শুন তার বিবারণ ২
শঙ্খপুরে আছিল তার ধাম রে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে॥ ৪

(আরে ভাইরে)
কুঠিয়াল [১] সাধুবর শঙ্খপুরে ছিল ঘর
ধনরত্নের সীমা তার নাই। ৬
করিয়া শনির পূজা মুরাই হইল রাজা ৭
এমন ধনী ত্রিভুবনে নাইরে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে॥ ৯

কাঠায় মাপ্যা [২] তুলে ধনরে আচরিত [৩] কথা
বড় বড় ঘর তার আটচালা চৌচালা আর ১১
সোণা দিয়া মুড়াইয়াছে মাথা রে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে॥ ১৩

রূপ্যাতে দিয়াছে ঠুনি [৪] সোনার পাতে দিছে ছানি [৫]
টুইয়ের [৬] মধ্যে রত্ন অলঙ্কার। ১৫

---

[১] কুঠিয়াল = যাহার কুঠি আছে। [২] মাপ্যা = মাপিয়া।
[৩] আচরিত = আশ্চর্য্য। [৪] ঠুনি = খুঁটি। [৫] ছানি = আচ্ছাদন, ছাউনি।
[৬] টুই = ঘরের উপরে যে স্থানে দুই দিক হইতে দুইটী চালকে একত্রিত করিয়া জোরা দেওয়া হয় সেই স্থানটীকে ঘরের টুই বলা হয়।

হাজার বাণিজ্য নায় [১] সাগর বাহিয়া যায় ১৬
দেখিতে অতি চমৎকার রে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥ ১৮
সোনার মাস্তুল তার আসমানেতে উঠে
সোনার বৈঠা সোনার নাও সোনার নিশান তায়। ২০
বান্ধা থাকে মুড়াই সাধুর ঘাটেরে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥ ২২
উজান পানি ভাইটাল পানিরে সাধু বাইয়া
উত্তরে জৈন্তার পাড় [২] কথা তার চমৎকার ২৪
তথা সাধু ডিঙ্গা বাইয়া যায়রে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥ ২৬
করিয়া শনির পূজারে সাধু পাইল এক ধন
মদন তাহার নাম যেন পুন্নুমাসীর চান [৩]। ২৮
এক পুত্র প্রথম যৈবন রে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥
(আরে ভাইরে)
অপরূপ রূপ তার রে দেখিতে সুন্দর,
কাঞ্চা [৪] সোনার তনু পর্‌ভাত কালের ভানু, ৩২
নাম তার মদন সদাগর রে।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥ ৩৪
কুড়ি না বচ্ছরের বাছারে একুশেতে পড়ে,
মায়ে বাপে চিন্তে আর বিয়ের সময় হইল পার, ৩৬
মুরাই সাধু ভ্রমে দেশান্তরে রে [৫]।
(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥ ৩৮

---

[১] নায়, নাও=নৌকা, জাহাজ। [২] জৈন্তার পাড়=জয়ন্তী পাহাড়। শ্রীহট্ট জিলার উত্তর সীমানায় খাসিয়া 'জয়ন্তী' পাহাড় অবস্থিত।

[৩] পুন্নুমাসীর চান=পূর্ণমাসীর চাঁদ। [৪] কাঞ্চা=কাঁচা।

[৫] এই গানটি একটা সুদীর্ঘ ভাটিয়াল সুরে গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম ছত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় ছত্রের মিল নাই—তৃতীয় ছত্রটির সঙ্গে প্রথম ছত্রের মিল।

এইখানে সভাজন থইয়া [১] তার বিবরণ

ভেলুয়া-কাহিনী কথা শুন। ৪০

যে দেশে জন্মিল নারী জিনিয়া সুন্দর পরী ৪১

মন দিয়া শুন রূপ গুণ রে।

(দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে॥ ৪৩

ভেলুয়ার পরিচয়

(২)

পাঁচ খণ্ডি [২] ভেলুয়ার কথা অতি চমৎকার।
মন দিয়া শুন সবে বিবরণ তার॥
(ভাইরে ভাই) কাঞ্চন নগরে ছিল মানিক সদাগর।
এত বড় ধনী নাই সংসার ভিতর॥ ৪
পাঁচ খণ্ড বাড়ী তার সোনাতে বান্ধিয়া।
বড় বড় ঘর সাধু রাখ্যাছে ছান্দিয়া [৩]॥
বায়ান্ন দুয়াইরা ঘর আভে দিছে ছানি [৪]।
মধ্যে মধ্যে বসাইয়াছে সাধু যত মুক্তামণি॥ ৮
চান্দের সমান পুরী ঝিলমিল করে।
যেই জন দেখে পুরী বাখানে সাধুরে॥
বড় বড় পুষ্কুণী [৫] রূপায় বান্ধা ঘাট।
পুরীর মধ্যে আছে সাধুর পাতা লক্ষ্মীর পাট [৬]॥ ১২

দ্বিতীয় ছত্রটি তৃতীয়ের সঙ্গে এক সুরে পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, তবেই মিল টের পাওয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দের দুই একটি কবিতা আছে।

[১] থইয়া থুইয়া=রাখিয়া, ত্যাগ করিয়া।

[২] খণ্ডি=খণ্ড।

[৩] ছান্দিয়া=তৈরী করিয়া।

[৪] আভে...ছানি=অভ্রদ্বারা ছাউনি দিয়াছে।

[৫] পুষ্কুণী=পুষ্করিণী।

[৬] পাট=আসন।

চান্দ সদাগরের বংশ জাতিতে কুলীন।
বংশের গৈরবে সাধু অন্যে ভাবে হীন ॥

পাঁচ পুত্র আছে সাধুর ঘরের পাঁচ বাতি।
এক কন্যা আছে তার যেমন মদনের রতি ॥ ১৬
রূপেতে রূপসী কন্যা অগ্নি যেমন জ্বলে।
রূপের তুলনা তার সংসারে না মিলে ॥
মেঘের বরণ কেশ কন্যার তারার বরণ আঁখি।
এমন সুন্দর রূপ সংসারে না দেখি ॥ ২০
পরথম যৌবন কন্যার সোণার বরণ তনু।
কপালেতে আঁইক্যা [১] রাখ্‌ছে শ্রীরামের ধনু ॥
হাঁটিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে অঙ্গের লাবনি [২]।
চাঁদ জিনিয়া কন্যার চন্দ্রমুখ খানি ॥ ২৪
চলিতে চাঁচর কেশ কন্যার মাটিতে লুঠায়।
দাসীগণ ধইরা রাখে না দেখে উপায় ॥
আসমানেতে কাল মেঘ চান্দে ঢাইক্যা রাখে।
ভাঙ্গা কেশ পড়ে যখন রে সুন্দর কন্যার মুখে ॥ ২৮
বাপের আছে ধনরত্ন সীমা সংখ্যা নাই তায়।
রত্ন অলঙ্কার কন্যার চরণে লুঠায় ॥
রূপেতে উজালা কন্যার কাঞ্চন নগরী।
আদর কইরা নাম রাখ্‌ছে (বাপ মায়) ভেলুয়া সুন্দরী ॥ ৩২

ষোল বছর গিয়া কন্যার সতরতে পড়িল।
কন্যারে দেখিয়া সাধু চিন্তিত হইল ॥
নানা দেশে যায় সাধু বানিজ্যি কারণ।
মন দিয়া চিন্তে সাধু ভেলুয়ার বিবরণ [৩] ॥ ৩৬

---

১ আঁইক্যা = অঙ্কিত করিয়া জোড়া ভুরু রামধনুর মত যেন আঁকিয়া রাখিয়াছে।

২ Cf. "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়"—চণ্ডীদাস।

৩ বিবরণ = বিষয়।

এক মিলে আর নাই বংশে হয় খাট।
এমন বিয়া দিয়া কেন কুল করি ঘাট [১] ॥
চন্দ্র হেন কন্যা আমার সূর্য্য হেন পতি [২]।
বিয়ার লাগ্যা মানিক সাধু ভাবে দিবা রাতি ॥ ৪০
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু এক যুক্তি করে।
পাঁচ পুত্র পাঠাইল বর খুঁজিবারে ॥
আপনি লইয়া ডিঙ্গা ফিরে নানা দেশে।
বর খুঁজিবারে সাধু ফিরে নানা দেশে ॥ ৪৪
কিসের বাণিজ্য সাধুর কিসের বাড়ী ঘর।
যত দিন না পাইবাম কন্যার যোগ্য বর ॥ ১-৪৬

* * * * *

(৩)

(স্নানের ঘাটে ভেলুয়া ও মদন সাধুর সাক্ষাৎ)

সোনার বাটায় গাইষ্ঠ্য গিলা [৩] রূপায় বাটায় পান।
ছান [৪] করিতে যায় কন্যা অগ্নির সমান ॥ ২
পাঞ্চ [৫] ভাইয়ের বউ সঙ্গে চল্যা ঘাটে যায়।
ভেলুয়ার বার দাসী সঙ্গে সঙ্গে যায় ॥ ৪
গন্ধ তৈলে মাখা কেশ বাতোসে উড়ায়।
অঙ্গের সুগন্ধে কন্যার বসন্ত লাজ পায় ॥
গন্ধেতে উড়িয়া আইসে ভ্রমর ভ্রমরী।
নদীর ঘাটে গেল কন্যা ভেলুয়া সুন্দরী ॥ ৮

---

১ ঘাট=নীচু করা, হীন করা।

২ 'চন্দ্র......পতি'=আমার কন্যা চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী, এবং তাহাব স্বামী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হউক।

৩ গাইষ্ঠ্য গিলা=গাইষ্ঠ্য ও গিলা ক্ষারগুণসম্পন্ন বনজ ফল বিশেষ। ইহাদের শাঁস (আঁটি) বাটিয়া তদ্দারা অঙ্গ-মার্জ্জনা করিলে শরীর পরিষ্কার ও কান্তিযুক্ত হয়।

৪ ছান=স্নান। ৫ পাঞ্চ=পাঁচ।

দৈবেতে ঘটাইল যাহা শুন দিয়া মন।
বিধাতা লেখ্যাছে যাহা কপাল-লিখন॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহি তথা মুরাই নন্দন।
কাঞ্চনা নগরীর ঘাটে দিলা দরিশন॥ ১২
নদীর কিনারে পুরী দেখিয়া সুন্দর।
সেই খানে বান্ধে ডিঙ্গা মদন সদাগর॥
এমন সময় দৈবযোগে ভেলুয়া সুন্দরী।
ছান করিতে আইল ঘাটে লইয়া সহচরী॥ ১৬
জলেতে নামিয়া কন্যা করে জলকেলি।
পঞ্চ ভাইয়ের বউএ দেখ্যা হাসে খল খলি॥
কেউবা সাঁতার দিয়া সাঁতার জলে [১] যায়।
ভেলুয়া সুন্দরী থাক্যা দেখে কিনারায়॥ ২০

আচানক [২] সাধুর ডিঙ্গা কোথা হইতে আইল।
না জানি কোন্ দেশে কাইল রজনী পোষাইল [৩]॥
কোথা হইতে আইল সাধু কোথায় বাড়ীঘর।
কারে বা জিজ্ঞাসা করি কে দেয় উত্তর॥ ২৪
কোন্ বা দেশে যাইব সাধু বাণিজ্য কারণ।
এই মত নানা কথা কন্যা ভাবে মনে মনে॥
জলের ঘাটে ছান করে যত সহচরী।
কিবা দেখ্যা এমন হইল ভেলুয়া সুন্দরী॥ ২৮

সাঁতার নাহি দিল কন্যা হাসি নাই মুখে।
মনের যত কথা কন্যা মনে লুইক্যা [৪] রাখে॥

---

১ 'সাঁতার জলে' = গভীর জল, যেখানে সাঁতার দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই।
২ আচানক = আশ্চর্য্য।
৩ কাইল রজনী পোষাইল = কল্যকার রাত্রি যাপন করিল।
৪ লুইক্যা = লুকাইয়া।

কি জানি ভিন্ দেশী সাধু কোথা হইতে চায়।
বস্ত্র সম্বরিয়া কন্যা ঢাইক্যা রাখে গায়॥ ৩২
হাঁটু জল হইতে কন্যা নামে গলা জলে।
আউলাইয়া মাথার কেশ কন্যা ভাসে নদীর জলে॥
চান্দের সমান মুখ মেঘেতে ঢাকিল।
এমন সময় মদন সাধু বাইর অইয়া আসিল॥ ৩৬
আইজ কিরে পর্ভাতের ভানু ডিঙ্গা বাইয়া যায়।
সাধুর পানেতে কন্যা আড় নয়নে চায়॥
জলেতে ভাসিয়া যায় পুন্নুমাসীর চান।
কন্যারে দেখিয়া সাধু হারাইল জ্ঞান॥ ৪০

এই দেখা পর্থম দেখা জলের ঘাটে অইল।
উভেতে উভেরে [১] দেখ্যা পাগল অইয়া গেল॥
চান্দ সূরুযে যেমন হইল মিলন।
মনের যতেক কথা কহিল নয়ন॥ ৪৪
চলিতে না চলে পাও সঙ্গে সখীগণ।
উপরে উঠিল কন্যা বিরস বদন॥
উপরে উঠিয়া কন্যা আড়নয়নে চায়।
কি জানি মনের কথা কেউ জান্তে পায়॥ ৪৮
পরাণে না মানে কন্যা চলিতে না পারে।
পাও যদি চলে কন্যার মন নাহি সরে॥
আবার হইল কথা নয়নে নয়নে।
বুঝিতে না পারে কথা হইল গোপনে॥ ৫২
ডিঙ্গাতে থাকিয়া সাধু উঁকি ঝুঁকি চায়।
মনের যতেক কথা নয়নে বুঝায়॥

মনেতে বিদায় মাগি কন্যা চলে নিজ ঘরে।
ভিজা কেশের ভারে কন্যা চলিতে না পারে॥ ৫৬

---

১ উভেতে উভেরে = উভয়ে উভয়কে।

দাসীরা ধরিয়া নেয় কন্যার ভিজা কেশ।
সম্বরিয়া চলে কন্যা আপনার বেশ॥
এমন সময় মদন সাধু কি কাম করিল।
সঙ্গের সাথী শুক পংখী উড়াইয়া দিল॥ ৬০
উড়িতে উড়িতে শুক কাঞ্চন নগরে।
একবারে বইল [১] গিয়া কন্যার মন্দিরে॥ ১—৬২

(৪)

কোথা হইতে আইলারে পাখী কোথায় বাড়ী ঘর।
কি নাম রাখ্যাছে তোমার সাধু সদাগর॥
কোন্ দেশ হইতে আইল সাধু কোন্ বা দেশে গেল।
কি ক্ষণে ছানের ঘাটে চক্ষের দেখা হইল॥ ৪
দেখিতে সুন্দর কুমার চান্দের সমান।
বাপে মায়ে রাইখ্যাছে সাধুর কিবা নাম॥
বাণিজ্য করিতে যায় সাউধের [২] নন্দন।
ছানের ঘাটে হইরা [৩] নিল অবলার মন॥ ৮
মন নিল জীবন নিল আর নিল যৈবন।
সঙ্গে কইরা নাই সে নিল কুটীল দুষমন [৪]॥
মুখখানি হাসি খুসী মন খানি বিষ।
আড়নয়নে চাইয়া মোরে কর্‌লে হার-দিশ [৫]॥ ১২
ঘরে নাহি থাকে মন নাহি মানে মানা।
এখনে যৈবন নদী বহিল উজানা [৬]॥

---

[১] বইল=বসিল। [২] সাউধ=সাধু। [৩] হইরা=হরণ করিয়া।

[৪] মন......দুষমন=মন ও জীবন যৌবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহা হরণ করিয়া নিল, কিন্তু সে শত্রু ও কুটিল, তাহা না হইলে সকল সার জিনিষ হরণ করিয়া লইয়া এই অসার দেহটাকে ফেলিয়া গেল কেন?

[৫] হার-দিশ=দিশাহারা; আত্ম-বিস্মৃত।

[৬] 'এখনে.........উজানা'—এখন যৌবনের গতি উজান দিকে বহিতেছে অর্থাৎ এতকাল যাহা ভাবিয়াছি এখনকার ভাবনা উল্টা দিকের।

জান যদি কওরে পংখী হইয়া খবইরা [১]।
বাণিজ্যে গিয়াছে সাধু কবে আইব ফিইরা [২] ॥ ১৬

শুক।

"উজানি নদীর পারে শঙ্খপুর গেরাম।
তথায় বৈসে মহাজন মুরারী সাধু নাম ॥
সেইত সাধুর পুত নামটী মদন।
আমার রাখ্যাছে নাম সেই হীরামন ॥ ২০
বাণিজ্য করিতে সাধু গেছে পর দেশে।
জলের ঘাটে কন্যা তুমি থাক আশার আশে" ॥

মুরুখ বনেলা [৩] পাখী অধিক কইতে নারে।
এই কথা মদন সাধু শিখায়েছে তারে ॥ ২৪
আর বার সুধায় কন্যা কইরা কাণাকাণি।
এক কথা বলে পাখী পরিচয়-বাণী ॥ ২৬

* * * * *

রাতি হইল গরল বিষ যৈবন হইল কালি [৪]।
উঠি বসি করে কন্যা বুক হইল খালি ॥
ছাড়িয়া পিঞ্জরার শারী মিলায় দুজন।
এই মতে আসিবেনি সাধুর নন্দন [৫] ॥ ৩০

* * * * *

দিশা ঃ—

পাষাণ হৈয়াছে সাধু বৈদেশে।
কোন্ বা দেশে গেল সাধু তরীখানি বাইয়া।
নিশি দিন থাকে কন্যা পথের পানে চাইয়া ॥

---

১ খবইরা = বার্ত্তাবহ। ২ আইব ফিরিয়া = ফিরিয়া আসিবে।

৩ মুরুখ = মুর্খ। বনেলা = বন্য।

৪ যৈবন হইল কালি = যৌবন শ্রীতে কালিমা পড়িয়াছে।

৫ ছাড়িয়া......নন্দন = নিজ পিঞ্জরের শারীকে আনিয়া তাহার সহিত শুককে আনিয়া মিলাইয়া দেখে সাধুর পুত্রের সঙ্গে তার কি সেইরূপ মিলন হইবে, এই চিন্তা করে।

একদিন দুই দিন তিন দিন যায়।
গণিতে গনার দিন আর না ফুরায় ॥ ৩৪
সাধুর লাগিয়া কন্যা আছে আশার আশে।
পাষাণ হইয়া সাধু গিয়াছে বৈদেশে ॥
বস্ত্র [১] নাহি পরে কন্যা নাহি বান্ধে কেশ।
দিনে দিনে হইল কন্যার পাগলিনীর বেশ ॥ ৩৮
আছিল সোনার তনু মৈলান [২] হইল।
মদন সাধুর লাগ্যা কন্যা কত বা কান্দিল ॥
মেঘের বরণ কেশ কন্যার হইল পিঙ্গল ছটা।
তৈল নাহি দেয় কন্যা কেশে বান্ধল জটা ॥ ৪২
উন্মত্ত [৩] যৌবনে কন্যা সাজিল যোগিনী।
তারে দেখ্যা পাড়াপড়শী করে কানাকানি ॥
কপাট খাটিয়া [৪] কন্যা একেলা মন্দিরে।
পুষ্পের পালঙ্কে শুইয়া খালি চিন্তা করে ॥ ৪৬
সাধুর লাগিয়া কন্যা আছে আশার আশে।
পাষাণ হইয়া সাধু গিয়াছে বৈদেশে ॥ ৪৮
সেওত পুষ্পের পালঙ্ক কাঁটা বন হইল।
পালঙ্ক ছাড়িয়া কন্যা আইঞ্চল পাত্যা [৫] শুইল ॥
ঘুমাইয়া স্বপন দেখে সাধু আইল ফিরি।
স্বপন দেখিয়া কন্যা উঠে তাড়াতাড়ি ॥ ৫২
উইড়া যাওরে শ্যাম শুক অইনা কোন্ দেশে।
যেখানে গিয়াছে সাধু বাণিজ্যের আশে ॥
উদাসী হইয়া কন্যা পক্ষীরে সুধায়।
উইড়া গিয়া খবর কও বন্ধুর তথায় ॥ ৫৬

---

১ বস্ত্র = মূল্যব্যন ভাল শাড়ী।
২ মৈলান = মলিন। ৩ উন্মত্ত = প্রমত্ত, যৌবনের প্রথম উন্মেষেই
৪ কপাট খাটিয়া = কপাট বন্ধ করিয়া।
৫ আইঞ্চল পাত্যা = আঁচল বিছাইয়া।

সই সঙ্গতীরা [১] সবে করে কানাকানি।
সাধুর কুমারী কন্যা হইল পাগলিনী॥
সাধুর লাগিয়া কন্যা আছে আশার আশে।
পাষাণ দিয়াছে সাধু বৈদেশে॥ ৬০

(৫)

একদিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
বৈদেশ হইতে ফিরে সাধুর নন্দন॥
সোনার নৌকায় লাল নিশান ঐ যে দেখা যায়।
দূর হইতে আইসে সাধু শব্দ [২] শোনা যায়॥ ৪
কাছারে ঢেউএর বাড়ি [৩] পাড়ায় পড়্ল সারা।
সাধুরে দেখিতে সবে পারে হইল খাড়া॥

শুনিয়া সাধুর কথা ভেলুয়া সুন্দরী।
মনে মনে ভাবে অখন কিবা উপায় করি॥ ৮
যদি মোর প্রাণ পিয়া এই না তরী বাইয়া।
বাপের দেশে আইস্যা থাকে আমার লাগিয়া॥
কেমনে যাই জলের ঘাটে কেবা যায় সাথে।
কোন দেশেতে যাইব আমি ঐনা জলের পথে॥ ১২
মনে হইল চিন্তা ভারী নিশি স্বপ্ন প্রায়।
ভাবিতে চিন্তিতে কথা আর না ফুরায়॥
কত সাধু আইসে যায় কত ডিঙ্গা বাইয়া।
নানাদেশে যায় তারা এই পথ দিয়া॥ ১৬
কত সাধু আইল আর কত সাধু গেল।
অভাগীর কপালের দুঃখু আর না ঘুচিল॥

---

১ সই সঙ্গতীরা = সই সাথীরা (সঙ্গতী = সঙ্গে সঙ্গে থাকে যে)।

২ শব্দ শোনা যায় = লোকে বলাবলি করিতেছে।

৩ কাছাড়ে ঢেউয়ের বাড়ি = কাছার (নদীর তীরদেশ), বাড়ি আঘাত। সাধুর নৌকা-বেগে ঢেউগুলি নদীর তটদেশে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

নিশির স্বপ্নের কথা হয় বা না হয়[১]।
এই ডিঙ্গায় যে আইছে সাধু কি তার পরত্তয়[২] ॥ ২০
মুখেতে চান্নিমার পর[৩] মৈলান হইয়া গেল।
শুকের গলা ধইরা কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥
শুকেরে জিগায় কন্যা দুস্কের বিবরণ।
এই ডিঙ্গায় আইছে নি কও সাধুর নন্দন ॥ ২৪
মূরুখ বনিয়ালা পাখী এক কথা কয়।
সেই কথা কন্যার কাছে সাধুর পরিচয় ॥ ২৬

দরবারে বসিয়া আছে মানিক সদাগর।
চাইর দিকে সাইসঙ্গত[৪] কত বহুতর ॥
হেন কালে মদন সাধু কোন্ কাম করে।
হীরামন মাণিক্য লইয়া ভেটাইল সাধুরে ॥ ৩০
মাণিক সাধু কয় আরে সাধু সদাগর।
কি কাজে আইসাছ তুমি কোন্‌বা দেশে ঘর ॥
চান্দের সমান রূপ নাহি দেখি আর।
কিবা নাম মাতা পিতার কিবা নাম তোমার ॥ ৩৪

আমার বাপের নাম মুরারী সদাগর।
উজানি নদীর পারে শঙ্খপুরে ঘর ॥
বাণিজ্য কারণে ঘুরি আমি তাহার নন্দন।
বাপমায় নাম মোর রাইখ্যাছে মদন ॥
বড় দাগা পাইয়া আইসাছি তোমার কাছে।
বিধাতা লেপ্যাছে দুস্কু কপালে ফল্যাছে[৫] ॥

---

১ হয় বা না হয়=সত্য বা মিথ্যা কে বলিতে পারে।

২ পর্‌ত্তয়=প্রত্যয়, বিশ্বাস।

৩ চান্নিমার পর=চাঁদের কিরণ। 'পর' শব্দের অর্থ বোধ হয় 'আলো' 'পশর' শব্দের অপভ্রংশ।

৪ সাই সঙ্গত=সাথী ও বন্ধু, সঙ্গত=যাহারা সঙ্গে থাকে।

৫ ফল্যাছে=ফলিয়াছে।

সাগর মোর ঘর বাড়ী সাগর বাইয়া যাই।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন থইয়া শুকেরে হারাই [১] ॥ ৪২
প্রাণ-সম শুক মোর নিশায় গেল উইড়া।
তাহার লাগিয়া আমি হইয়াছি বাউরা [২] ॥
কত দেশে গেছি আমি কত সাধুর স্থানে।
হীরামন শুক মোর পাইনি সন্ধানে ॥ ৪৬
কোথাও না পাইলাম পাখী দিন যায় বৈয়া।
আইলাম তোমার দেশে খবর পাইয়া ॥
খবইরা কইয়াছে খবর আমার বির্দ্দমানে ।
এক শুক আইছে উইড়া তোমার ভবনে ॥ ৫০
আছয়ে তোমার কন্যা ভেলুয়া সুন্দরী।
এক শুক পালিতেছে অতি যতন করি ॥

এই কথা শুনিয়া সাধু কোন্ কাম করে।
খবইরা পাঠাইল সাধু ভেলুয়ার গোচরে ॥ ৫৪
থাকে যদি শুক পক্ষী পিঞ্জিরায় কইরা আন।
হুকুম শুনিয়া খুসী সাধুর নন্দন ॥
খবইরা আনিল শুক পিঞ্জিরায় করিয়া।
পক্ষী নিলে [৪] নিবা তুমি পরিচয় দিয়া ॥ ৫৮
সাধু বলে পরিচয় আমি নাহি দিব।
আপন পরিচয় পক্ষী নিজে কইয়া দিব ॥

সাগর......হারাই = সমুদ্রই আমার ঘর বাড়ীর মত, আমি সর্ব্বদা সমুদ্রে ঘুরি ফিরি কিন্তু অদৃষ্টের দোষে, চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন রহিয়া গেল, কিন্তু তদপেক্ষাও আমি যাহা বেশী মূল্যবান মনে করিতাম আমার সেই শুক পাখীটিকে হারাইয়াছি।

বাউরা = উন্মত্ত।

বির্দ্দমানে = বিগুমানে।

নিলে = যদি নিতে হয়।

শিখান্য বানাইন্য [১] পক্ষী কহে পরিচয় ।
যে গান শিখায়েছিল সাধু মহাশয় ॥ ৬২
উজানি নদীর পারে শঙ্খপুর গেরাম ।
তথায় আছে মহাজন মুরাই সাধু নাম ॥
সেই সাধুর এক পুত্র নাম তার মদন ।
আমার রাখিল নাম সেই হীরামন ॥ ৬৬

পরিচয় শুইন্যা সাধু আশ্চর্য্য লাগিল ।
পিঞ্জিরা সহিতে শুক সাধুর কাছে দিল ॥
হীরামন মানিক্য দিল সাধুর নন্দনে ।
বিদায় হইয়া যায় সাধু আপনার স্থানে ॥ ৭০

ডিঙ্গায় উঠিল সাধু শুক পক্ষী লইয়া ।
এক বাঁক পানি সাধু গেল যে বাহিয়া ॥
সন্ধ্যা গোঁয়াইয়া গেল আইলা রজনী ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু ফিরায় তরণী ॥ ৭৪
আর বার ঘাটে আইস্যা সাধুর নন্দন ।
শুকেরে শিখায় সাধু করিয়া যতন ॥

শুকের পাঠ ।

"উঠ উঠ কন্যা তুমি কত নিদ্রা যাও ।
আমি ডাকি শুক পক্ষী আঁখি মেইল্যা চাও ॥ ৭৮
পুষ্প কাননে তোমার পুষ্প গেল চুরি ।
উঠলো প্রাণের কন্যা নিশা হইল ভারী [২] ॥"

মধ্য না নিশায় সাধু কোন্ কাম করে ।
উড়াইয়া দিল পক্ষী ভেলুয়ার গোচরে ॥ ৮২

---

১ শিখান্য বানাইন্য=শিখানো ও তৈরী করা ।
২ ভারী=গভীর ।

উড়িতে উড়িতে পক্ষী ভেলুয়ার মন্দিরে।
নিশাকালে কয় কথা ডাকিয়া কন্যারে ॥
"উঠ উঠ কন্যা তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি শুক পক্ষী আঁখি মেইল্যা চাও ॥ ৮৬
পুষ্প কাননে তোমার পুষ্প গেল চুরি।
উঠলো প্রাণের কন্যা নিশা হইল ভারী ॥"

আঁখিতে নাই নিদ্রা লেশ করে ছট ফটি।
শুকের ডাকনে [১] কন্যা বসিলেক উঠি ॥ ৯০
কপাট খুলিয়া কন্যা আসিল বাহিরে।
তারা যে ভাসিয়া যায় আসমান সায়রে [২] ॥
মাইঝ [৩] আকাশে চাঁদ উঠে দুপুর রাতি যায়।
মাথায় হাত দিয়া কন্যা চিন্তয়ে উপায় ॥ ৯৪
সাই সঙ্গতীরে কন্যা কিছু না কহিল।
একেলা পুষ্পের বনে পরবেশ করিল ॥
গোপন করিয়া কন্যা শারী লইল সাথে।
শ্যাম শুক উইড়া বইল কন্যার শিরেতে ॥ ৯৮
ডাইল [৪] নোয়াইয়া কন্যা পুষ্প তুলতে চায়।
সম্মুখে চাহিয়া দেখে কিসে দেখা যায় ॥
চান্দ কি নামিয়া আইল পুষ্পের কাননে।
দুইজনে দেখা হইল নিশীথে গোপনে ॥

ফইল্যা [৫] গেল নিশির স্বপ্ন তারা দুই জনে।
নিরীলা বসিল গিয়া পুষ্পের কাননে ॥ ১০২
"কোন্ পথে আইলা তুমি কেবা দিল কইয়া।
তোমার লাগ্যা ফিরি আমি পাগল হইয়া ॥

---

১ ডাকনে = ডাকে।

২ তারা......সায়রে = আকাশরূপ সমুদ্রে তারা ফুলের মতন ভাসিয়া যাইতেছে।

৩ মাইঝ = মধ্য। ৪ ডাইল = ডাল। ৫ ফইল্যা = ফলিয়া।

সাধুর নন্দন হইয়া পেশা পুষ্প চুরি।
তোমারে দেইখ্যা পাগল আমি হইয়াছি সুন্দরী॥" ১০৬

"যে দিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
বিদেশে বাণিজ্যে কন্যা মন নাহি উঠে॥"

মাণিক্যের অঙ্গুরী সাধু লইল খুলিয়া।
ভেলুয়ার আঙ্গুলে সাধু দিল পরাইয়া॥ ১১০
মালতীর মালা কন্যা করিয়া যতন।
রতি যেন সাজায় কন্যা আপন মদন॥

"বিদায় দেওল প্রাণ প্রেয়সী নিশি হইল ভারী।
কেউ না দেখিতে আজি ফিরিবাম বাড়ী॥" ১১৪

"তোমারে ছাড়িতে বন্ধু প্রাণ নাহি ধরে।
চল যাইরে প্রাণের বন্ধু আপন মন্দিরে॥
কেউ না দেখিব তোমায় চাইপ্যা[১] রাখ্‌ব কেশে।
তোমারে লইয়া আমি ফিরবাম নানা দেশে॥ ১১৮
বাপ ছাড়বাম মাও ছাড়বাম ছাড়বাম পঞ্চ ভাই।
তোমার সঙ্গে যাইবাম আমি অন্য চিন্তা নাই॥
কেমন কইরা ছাইড়া দিবাম বুক করিয়া খালি।
প্রাণের বন্ধু ছাইড়া গেলে হইবাম পাগলী॥ ১২২
নিতান্ত যাইলে বন্ধু ডিঙ্গায় কইরা লও।
আমারে ছাড়িয়া গেলে মোর মাথা খাও॥
তুমি যদি ছাইড়া যাও প্রাণে নাহি বাঁচিব।
চুম্বিয়া হীরার বিষ পরাণ ত্যজিব॥" ১২৬

গলেতে ধরিয়া মদন কন্যারে বুঝায়।
কেমনে হইবে বিয়া চিন্তে সে উপায়॥

---

১ চাইপ্যা=চাপিয়া, ঢাকিয়া।
Cf. "ফুল নও যে কেশের করব বেশ" লোচন দাস।

"আগেত যাইব আমি বাপের সদনে।
শান্ত হইয়া থাক কন্যা আপন ভবনে॥ ১৩০
কয়দিন থাক কন্যা চিত্ত স্থির করি।
বিদায় দেও প্রাণের কন্যা যাই নিজ বাড়ী॥"

"যাও যদি প্রাণের বন্ধু কই যে তোমারে।
শুক পক্ষী রাইখ্যা যাইবা আমার মন্দিরে॥" ১৩৪

"এই শুক পক্ষীর দাম সাত মানিক কড়ি।
মূল্য দিয়া কিন যদি তবে দিতে পারি॥"

"তোমার আছে শুক পক্ষী আমার আছে শারী।
শুক পক্ষী রাইখ্যা আমি শারী বদল করি॥" ১৩৮

সাধুর নন্দন কহে আর দিবা ধন।
কন্যা কহে দিলাম আমার নবীন যৈবন॥
জীবন দিলাম যৈবন দিলাম আরও দিলাম শারী।
বিদায় দেওগো প্রাণ প্রেয়সী যাই নিজের বাড়ী॥

নিশি শেষ হইল প্রায় ভোমরায় রোল করে।
ডিঙ্গায় উঠিয়া সাধু ভাসিল সায়রে॥ ১৪৪
ছয়মাসের পথ সাধু এক মাসে যায়।
শঙ্খপুর গ্রাম খানি সামনে দেখা যায়॥
আগিয়া পুছিয়া [১] মায় ডিঙ্গার যত ধন।
আঞ্চলে ঢাকিয়া লইল বাছাই নন্দন॥ [২]
জয়াদি জোকার [৩] দিয়া ঘরে লইয়া যায়।
বাণিজ্যের কুশল-বার্ত্তা বাপে যে জিগায়॥ ১৫০

কৈরা, ছাইড়া, রাইখ্যা = করিয়া, ছাড়িয়া, রাখিয়া।

[১] আগিয়া পুছিয়া = অর্ঘ্য প্রদান ও সমাদরে গ্রহন করিয়া।

[২] বাছাই = সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তির নাম, তাহার পুত্র।

[৩] জয়াদি জোকার = যে উলুধ্বনির আদিতে জয় সূচিত হইতেছে।

(৬)

বিরয় [১] বিচ্ছেদে সাধুর মলিন সোনার তনু।
মেঘে ঢাইক্যা রাখ্‌ছে যেমন পরভাত কালের ভানু॥
চিন্তা জ্বর আইল অঙ্গে বড় বিষম দায়।
অন্তর ব্যাধি হইল না বুঝে বাপ মায়॥ ৪
সাইসঙ্গতীরা সবে করে কানাকানি।
কেন যে এমন হইল কিছুই না জানি॥
এক দুই করি কথা সকলে শুনিল।
শেষ মেশ্‌ [২] যত কথা মুরাইর কানে গেল॥ ৮

মুরারী সাধুর বিবাহের প্রস্তাবসহ ঘটক প্রেরণ।

হিরামন মানিক্য আর চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন।
ঘটক পাঠাইল সাধু বিবাহের কারণ॥
কাঞ্চন নগরে ঘটক চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া।
বিয়ার কারণে যায় সায়র বাহিয়া॥ ১২

ঘটক কহিল গিয়া সাধুর বির্দ্দমানে।
যে কারণে আইছি আমি তোমার ভবনে॥
এক কন্যা আছে তোমার পরমা সুন্দরী।
হইল বিয়ার কারণ তার আইলাম তোমার পুরী [৩]॥ ১৬
উজানি নদীর পারে শঙ্খপুর গেরাম।
তথায় আছে মহাজন মুরাই সাধু নাম॥
সেই সাধুর এক পুত্র নাম তার মদন।
আমারে পাঠাইল সাধু বিয়ার কারণ॥ ২০

---

১ বিরয় = বিরহ। ২ শেষ মেশ্‌ = সর্ব্ব শেষে।

৩ হইল......পুরী = তাহার বিবাহ প্রস্তাবই, আমার, তোমার পুরীতে আসার কারণ।

দেখিতে সুন্দর রূপ কার্ত্তিক কুমার [১]।
রূপে গুণে যোগ্য বর কন্যার তোমার ॥
এই কথা শুন্যা সাধু ভাবে মনে মনে।
ঘটকেরে কহে সাধু সবার বিদ্দমানে ॥ ২৪
"আমার বংশের কথা কইতে উচিত হয়।
আগেত কহিব কথা শুন মহাশয় ॥
বংশের ঠাকুর মোর চান্দ সদাগর।
সাপেতে খাইল যার পুত্র লক্ষীন্দর ॥ ২৮
বণিক বংশেতে আমি সবার কুলীন।
অকুলীনে কন্যা দিলে জাতি হইবে হীন ॥
বণিক-সমাজে আমি খাই সোণার থালে [২]।
পরধান পিরিতে [৩] আমি বইসি সভাস্থলে ॥ ৩২
আমার বংশের কাছে সবের মাথা হেট্।
কুলে মানে ধনে বংশে আমি সবার শেঠ [৪] ॥
বিশেষ কন্যার বিয়া বংশ চাইয়া দিব।
অকুলীনে কন্যা দিয়া জাতি না ঘাটিব [৫] ॥ ৩৬
চন্দ্রের সমান বংশ জাতে কালি নাই।
দেইখ্যা শুইন্যা কেমন কইরা সাগরে ভাসাই ॥
কত সব আইল গেল মন নাহি উঠে।
এই বংশে কন্যা দিলে মোর বংশ টোটে [৬] ॥" ৪০

বিদায় হইয়া ঘটক গেল নিজের স্থানে।
মুরাই এবে কহে কথা বসিয়া গোপনে ॥

---

১ কার্ত্তিক কুমার = দেব সেনাপতির ন্যায় সুরূপ।

২ বণিক......থালে = বণিকদের সামাজিক নিমন্ত্রনে আমার কৌলিন্য-মর্য্যাদার জন্য আমাকে সোনার থালায় ভাত দেওয়া হয়।

৩ পরধান পিরিতে = প্রধান আসনে।

৪ শেঠ = শ্রেষ্ঠ।

৫ ঘাটিব = দোষযুক্ত করিব। ঘাট = দোষ।

৬ টোটে = ন্যূন হয়।

শুনিয়া মুরাই সাধু দুঃখিত হইল।
পুত্রের বিয়ার লাইগ্যা অপমান পাইল॥ ৪৪
এই কথা মদন সাধু যখন শুনিল।
বুকেতে নির্ঘাত তার শিরে ঠাডা [১] পইল্ল॥
ঘরে নাহি বসে মন মায়ে বাপে কয়।
ফিরাবার বাণিজ্যে যায় সাধুর তনয়॥ ৪৮
গণকে বাছিল দিল ভাল দিন চাইয়া।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরে সাধু নানা দ্রব্য দিয়া॥
কন্যার দেওয়া শারী মদন সঙ্গেতে লইল।
মায়ে বাপের আগে গিয়া দরিশন দিল॥ ৫২
পন্নাম করিয়া সাধু কয় বাপ মায়।
বৈদেশে যাইতে মোরে করহ বিদায়॥
"আরেক কথা মোর যতনে পালিবা।
সলুকা দাসীরে মোর সঙ্গে কইরা দিবা॥" ৫৬

ভাল দিন ভাল ক্ষণ ভাল সময় চাইয়া।
ডিঙ্গায় উঠিল সাধু সলুকারে লইয়া॥
বাহিয়া সায়র পথ মদন সাধু যায়।
সম্মুখে কাঞ্চন নগর ঐ না দেখা যায়॥ ৬০
ভাইটাল [২] বাকে থইয়া [৩] ডিঙ্গা কোন কাম করে।
পরাণের কতক কথা কহে সলুকারে॥

"হীরা মুক্তা দিয়াম যত রত্ন অলঙ্কার।
পরাণী বাছাইতে [৪] ধাই [৫] উচিত তোমার॥ ৬৪
এই শারী লইয়া যাও কাঞ্চন নগরে।
শারীরে বিকাইয়া [৬] আইস কই যে তোমারে॥

---

১ ঠাডা=বাজ, বজ্র। ফিরাবার=পুনরায়।
২ ভাইটাল=ভাটির। ৩ থইয়া=থুইয়া, রাখিয়া।
৪ পরাণী বাছাইতে=প্রাণ বাঁচাইতে। ৫ ধাই=ধাত্রী, সলুকার প্রতি।
৬ বিকাইয়া=বিক্রয় করিয়া।

বিনামুল্যে যেই জন রাখে এই শারী।
সেই জন জাইন্যো প্রাণের ভেলুয়া সুন্দরী ॥ ৬৮
নিরালা [১] আনিয়া তারে এই কথা কইও।
কন্যার প্রাণের শারী কন্যার কাছে দিও ॥
সায়রের জলে মোর ভাসাইব জীবন।
না পাই কন্যারে যদি জন্মের মতন ॥ ৭২
ভাইটাল বাকে আছি আমি চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া।
গোপনে কন্যারে তুমি আনিও কহিয়া ॥
ভালা যদি বাসে মোরে রাত্র নিশাকালে।
পুষ্পবনে হইবে দেখা নিশীথে নিরালে ॥ ৭৬
পিঞ্জরা সহিতে শারী সলুকা লইল।
কাঞ্চন নগরে গিয়া দরিশন দিল ॥
শাড়ী বেচিতে সাধুর অন্দরেতে যায়।
কেহ নাহি রাখে শারী ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ ৮০

আওলাইয়া [২] মাথার কেশ আপন মন্দিরে।
শুইয়া আছে সুন্দর কন্যা পালঙ্ক উপরে ॥
তথায় সলুকা গিয়া পিঞ্জর নামাইল।
শারীরে দেখিয়া কন্যা তখনি চিনিল ॥ ৮৪
সলুকারে কয় কন্যা খাও মোর মাথা।
এমন সোণার শারী তুমি পাইলা কোথা ॥
সলুকা কহিছে আমি দেশে দেশে যাই।
নগরে নগরে ঘুরি পক্ষী বেইচ্যা খাই ॥ ৮৮
বনেতে আছিল এই শুক আর শারী।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা শুন লো সুন্দরী ॥

---

১ নিরালা = নির্জ্জন স্থান।
২ আওলাইয়া = এলাইয়া, আলুলায়িত করিয়া।

তুফানে [১] গজারী বন ভাইঙ্গা নাশ হইল।
শারীরে রাখিয়া শুক কোন্ বা দেশে গেল ॥ ৯২
উড়িতে উড়িতে শারী মোরে দিল ধরা।
পিঞ্জরে ভরিয়া আমি করিতেছি ফিরা [২] ॥

*   *   *   *

হীরা মণি মুক্তা দিব রত্ন অলঙ্কার।
জানিয়া খবর ধাই কও যদি তার ॥ ৯৬
পূর্ব্বপর কথা ধাই তুমি সব জান।
পরিচয় দিয়া ধাই বাচাও পরাণ ॥
গলা হইতে খুলে কন্যা হীরামণ হার।
পরথমে সলুকারে কন্যা দিল পুরস্কার ॥ ১০০
শারী যে কিনিব ধাই কিবা মুল্য চাও।
সত্য কথা বল ধাই মোরে না ভাবাও ॥

*   *   *   *

সলুকা কহিছে কথা শুনহে সুন্দরী।
বিনামূল্যে যেই কিনে বিকাইব শারী ॥ ১০৪

*   *   *   *

গোপনে গাছের তলে নিরালে [৩] নিবিলে [৪]।
ভেলুয়ার কাছে কথা চুপি চুপি বলে ॥
ভাইটাল বাকে আছে নাগর [৫] চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া।
গোপন কথা তোমার কাছে যাইযে কহিয়া ॥ ১০৮
ভাল যদি বাস তারে রাত্র নিশাকালে।
পুষ্পবনে কইবা কথা নিশিথে নিরালে ॥

---

১ তুফান অর্থ ঝড়, এস্থলে ঢেউ নহে।

২ ফিরা = ফেরি।

৩ নিরালে = নির্জ্জন স্থানে।

৪ নিবিলে = নিবিড়ে, সঙ্গোপনে।

৫ নাগর = প্রেমিক।

এই কথা বলিয়া সলুকা বিদায় হইল।
ভাইটাল বাঁকে গিযা ত্বরা ডিঙ্গায় উঠিল॥ ১১২

*　　*　　*　　*

দিন না ফুরায় কন্যার রাত্র নাহি আসে।
অন্ন নাহি রোচে কন্যার নাহি বান্ধে কেশে॥
সাঁইজ [১] গোঞ্জারিল [২] আইলা রজনী।
মন্দিরে শুইয়ে কন্যা ভাবে একাকিনী॥ ১১৬
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কোন কাম করিল।
মনমত করি কন্যা লোটন [৩] বাঁধিল॥
বান্ধিয়া পরিল কন্যা মালতীর মালা।
তাম্বুল খাইয়া কন্যা ঠোট করল লালা॥ ১২০
ভাইট্যাল নদীতে যেন আইল জোয়ার।
নাগরের মোইতে [৪] রূপ ধরে চমৎকার॥
সাজিতে পরিতে রাত্রি এক প্রহর যায়।
আর এক প্রহর কাটে কন্যা বিভুলা নিদ্রায়॥ ১২৪
শেষ রাত্রিতে কন্যা পুষ্পের কানলে [৫]।
সাধুর লাগিয়া কন্যা চলিল নিরালে॥
ডালে ফুইটা রইছে মল্লিকা মালতী।
ফুইট্যা রইছে গন্ধরাজ টগর যে যূতী॥ ১২৮
টুনা [৬] ভইরা তুলে ফুল একেলা বসিয়া।
নিরালে গাথিল মালা যতন করিয়া॥

*　　*　　*　　*　　*

---

১ সাঁইজ = সাঁঝের বেলা, সন্ধ্যা।
২ গোঞ্জারিল = গোঁঞাইল, অতীত হইল।
৩ লোটন = একরকম খোঁপা।
৪ মোইতে = মোহিত করিতে।
৫ কানলে = কাননে।
৬ টুনা = ফুলের সাঁজি।

গাছের পাতা মরমরি [১] খইস্যা পড়ে ভূমে।
বসন পাতিয়া কন্যা মজে কাল ঘুমে ॥ ১৩২
দূরেতে দেখিয়া কন্যা কাছ বিলে [২] চায়।
ঘুমাইন্যা [৩] নাগরে কন্যা ডাকিয়া জাগায় ॥
উঠ উঠ সদাগর কত নিদ্রা যাও।
অভাগী ভেলুয়া ডাকে আঁখি মেইল্যা চাও ॥ ১৩৬
পুবে কি পঁসর [৪] দিল উঠে ভানুশ্বর [৫]।
রজনী হইলে সাঙ্গ ঘটিবে বিপদ ॥

স্বপনে শুনিয়া ডাক জাগিয়া উঠিল।
নিদ্রার আবেশে আঁখি ঢলিতে লাগিল ॥ ১৪০
আলিঙ্গন করি কন্যায় বসাইয়া কোলে।
কন্যারে সুধায় কথা মিঠা মিঠা বোলে ॥
কি করিয়া প্রাণ-প্রেয়সী কি করিবা তুমি।
জীবনের মায়া বাস্‌না [৬] ছাইড়া দিছি আমি ॥ ১৪৪
তোমায় যদি নাহি পাই ভরা নদীর জলে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইয়া মারিতাম অকালে ॥
(হায়রে হায়) নিশিত পোহাইল প্রায় কন্যালো আগে বান্ধ হিয়া।
যাইবা যদি প্রাণ প্রেয়সী মাও বাপ ছাড়িয়া ॥ ১৪৬
বেশী কথা বেশী বার্ত্তার লো সময় যে আর নাই।
তোমায় লইয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা সায়রে ভাসাই ॥

* * * * *

সাক্ষী অইও চান্দ সুরুজরে আর বনের তরুলতা।
মাও বাপে ছাড়লামরে আমি ছাড়্‌লাম পঞ্চ ভ্রাতা ॥ ১৫২

---

১ মরমরি = মর্ম্মর শব্দ করিয়া।
২ কাছ বিলে = কাছে। বিলে = ভিতে, ভিতরে।
৩ ঘুমাইন্যা = ঘুমন্ত, নিদ্রিত।
৪ পঁসর = আলো।
৫ ভানুশ্বর = সূর্য্য।
৬ বাস্‌না = বাসনা।

কাঞ্চন নগর ছাড়লামরে ছাড়্‌লাম সঙ্গী সাই [১]।
বন্ধুয়ারে পিরীতে মঞ্জি দেশান্তরে যাই ॥
বিদায় দাওরে পউখ পাখালী [২] বনের তরুলতা ॥
মায়ের কাছে না কইও মোর কলঙ্কের কথা ॥ ১৫৬
কোথায় ভেলুয়া আইলা মায় সুধায় যদি কারে।
(কইও) প্রাণ ভেলুয়া ডুইব্যা মরছে সাগর নিয়ারে [৩] ॥
বাপে ভাইয়ে নাই যে কইলাম কুলে দিলাম কালি।
বন্ধুর লাগিয়া হইলাম আমি উন্মত্ত পাগলী ॥ ১৬০
কাঞ্চন নগর মাঝে যত বন্ধুজনে।
সবার কাছে মাগি বিদায় নিশীথ গোপনে ॥
সই সাঙ্গাতির [৪] কাছে মাগি যে বিদায়।
সব ছাইড়া যাই আমি প্রাণ যেখানে যায় ॥ ১৬৪

* * * * *

চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহি সাধু ভেলুয়ারে লইয়া।
শঙ্খপুর গ্রামের ঘাটে দেখা দিল গিয়া ॥
জয়াদি জোকার [৫] পড়ে শঙ্খপুর গ্রামে।
অগিতে [৬] আসিল মা ঘাট বিদ্যমানে ॥ ১৬৮
খুড়ী জেঠী আসে যত ধান্য দূর্ব্বা লইয়া।
আচম্বিত বার্ত্তা উঠে নগর জুইর‍্যা ॥
আচানক [৭] কন্যা এক পরমা সুন্দরী।
কোথা হইতে সাধুর বেটা আন্‌ছে চুরি করি ॥ ১৭২

---

১ সাই = সাথী।
২ পউখ পাখালী = পক্ষী। 'পাখালী' বোধ হয় 'পক্ষালু' শব্দের অপভ্রংশ। পক্ষালু—শব্দ চন্দ্রিকা।
৩ নিয়ারে = নীরে, জলে।
৪ সই সাঙ্গাতি = সাথী সঙ্গিনী।
৫ জয়াদি জোকার = জয় জয়কার।
৬ অগিতে = অর্ঘ্য দ্বারা নৌকাবরণ করিতে।
৭ আচানক = অপূর্ব্ব।

শিরের দিঘল কেশ পায়ে তার পড়ে।
এমত সুন্দর কন্যা নাহি কারো ঘরে॥
এই কথা শুনিয়া তবে মুরাই সদাগর।
পুত্রেরে জিজ্ঞাসে ডাকি জানিতে উত্তর॥ ১৭৬
বাণিজ্য করিয়া বাপু কি ধন আনিলা।
সঙ্গের সুন্দরী কন্যা কোথায় পাইলা॥
মদন শুনিয়া বাপে দিল পরিচয়।
একে একে কয় কথা যত সমুদয়॥ ১৮০

শুনিয়া মুরাই সাধু গোসা[১] হইল ভারী।
"বিলম্ব না কর তুমি ছাড় মোর পুরী॥
ঘটক পাঠাইলাম আমি পাইলাম অপমান।
সেই কন্যা কর চুরি বংশের বদ্‌নাম॥ ১৮৪
পুত্র নাহি চাহি আমি অপুত্রক ভালা।
তোমার জন্মেতে মোর বংশ হইল কালা॥
ছাড়িলাম তোমার আশা মন কইরাছি স্থির।
জহ্লাদে ডাকিয়া আমি কাটাইতাম শির॥ ১৮৮
যার কন্যা তার কাছে শীঘ্র যাও লইয়া।
শঙ্খপুরে না আর নইলে আইস বাহুরিয়া"[২]॥

মায় কান্দে বইনে কান্দে পাড়ার নরনারী।
ডিঙ্গায় তুলিয়া লইল ভেলুয়া সুন্দরী॥ ১৯২
সমুদ্র বাহিয়া সাধু যায় দুঃখ মনে।
রাংচাপুরে দাখিল হইলে আবু রাজার স্থানে॥
বদ্‌নামি ডাকাইত রাজা বংশের কুড়াল।
তার কাছে গেলা সাধু লইয়া মালামাল॥ ১৯৬

---

১ গোসা = ক্রোধ।

২ শঙ্খপুরে......বাহুরিয়া = তাহা না হইলে শঙ্খপুরে আর ফিরিয়া এস না।

হীরামণ মাণিক দিয়া রাজারে ভুলায়।
বাড়ী বাইন্ধ্যা দিল রাজা থাকিতে তথায়॥
* ভেলুয়ারে লইয়া সাধু এইখানে রয়।
পরের যতেক কথা কহি সমুদয়॥ ২০০
দুই খণ্ড শেষ হইল শুন সভাজন।
তিন খণ্ডি বিবরণ শুন দিয়া মন॥ ২০২

(৬)

রাংচাপুরে আবু রাজা তার গুণ গাই।
ধন দৌলতের সীমা তার নাই॥
দুরন্ত দুইশ্মন্যা [১] রাজা হগলেতে [২] ডরাই।
তার ডরে বাঘে ভইষে [৩] এক কুয়ায় জল খায়॥ ৪
পঞ্চশত সুন্দর নারী আছে তার ঘরে।
পরের ঘরের সুন্দর নারী তেও [৪] চুরি করে॥
যেইখানে শুনে আবু রাজা আছে সুন্দর নারী।
চরলোক পাঠাইয়া আনে তারে ধরি॥ ৮
লোকের দুষ্‌মণ রাজা দেবতায় না মানে।
ধন দৌলত পরের নারী চুরি কইরা আনে॥
তার স্থানে রইল মদন ভেলুয়ারে লইয়া।
পরেতে হইল কিবা শুন মন দিয়া॥ ১২

কৌশল্যা নাপতানী ছিল রাংচাপুরে বাড়ী।
একদিন কামাইতে গেল মদন সাধুর পুরী॥
পুরীর মধ্যে দেখে নানা রত্ন অলঙ্কার।
মদন সাধুর বাড়ী খানা অতি চমৎকার॥ ১৬

---

১ দুইশ্মন্যা = দুষমণ, শত্রুতাপ্রিয়।
২ হগলেতে = সকলে।
৩ ভইষে = মহিষে।
৪ তেও = তবুও।

তার মধ্যে দেখে সেই নাপিতের নারী।
রত্নের মধ্যে বাড়া রত্ন ভেলুয়া সুন্দরী॥
এমন সুন্দর নারী না দেইখ্যাছে আর।
দেখিতে ভেলুয়ার রূপ চান্দের আকার॥ ২০
নাপতানী আসিয়া কয় নাপিতের কাছে।
মদন সাধুর ঘরে এক মাণিক আছে॥
সাত রাজার ধন সে কহিতে না পারি।
আচনেক [১] রূপ তার ভেলুয়া সুন্দরী॥ ২৪
কিবা কহিবাম তার রূপের বাখান।
মুখখানি দেখি তার পূর্ণিমার চান্ [২]॥
পরথম যৌবনে কন্যা পালঙ্কে নিদ্রা যায়।
মেঘের বরণ কেশ কন্যার পায়েতে লুটায়॥ ২৮
এমন দীঘল কেশ আর নাহি দেখি।
সোণার বরণ তনু তার তারার বরণ আঁখি॥
আজি যদি যাও তুমি রাজার দরবার।
কহিও তাঁহার কাছে ভেলুয়ার সমাচার॥ ৩২
এই বার্ত্তা দিলে রাজা সুখী যে হইয়া।
ধন রত্ন দিবে রাজা কাঠায় মাপিয়া॥

নাপিত বলে নাপতানী কহিয়াছ ভাল কথা।
এই কথা মিছা হইলে কাটা যাবে মাথা॥ ৩৬
কইয়াছ দীঘল কেশ পরমা সুন্দরী।
তির ভুবনে [৩] নাহি শুনি এমন সুন্দর নারী॥
এক গাছি কেশ যদি তার আনি দেখাও।
রাজার কাছে যাইথাম [৪] আমি যদি না ভাড়াও॥ ৪০

---

[১] আচনেক = আশ্চর্য্য। [২] চান্ = চন্দ্র।
[৩] তির ভুবনে = ত্রিভুবনে। [৪] যাইথাম = যাইব।

নাপিতানী শুনিয়া কথা অছিলা [1] ধরিয়া।
মদন সাধুর বাড়ী সান্ধাইল [2] গিয়া॥
শুইয়া আছে সুন্দর কন্যা পালঙ্ক উপর।
রতিরে জিনিয়া কন্যা পরম সুন্দর॥ ৪৪
কাছ মাইলে [3] খাড়াইয়া [4] কুট্‌নী করে কোন কাম।
অগ্রেতে করিল ভেলুয়ার রূপের বাখান॥
শরীরে বুলাইয়া হাত পায়ে নামাইল।
রূপের বাখান তার করিতে লাগিল॥ ৪৮
তোমার পায়ে নোখ্ [5] চন্দ্রের রূপ হারে।
না জানি কি দিয়া বিধি বানাইল তোমারে॥
এমন দীঘল কালা কেশ না দেইখ্যাছি আর।
চান্ মইলান [6] হয় দেইখ্যা তোমার রূপের বাহার॥ ৫২
সোণার বরণ তনু তোমার তারার বরণ আখি।
এমন সুন্দর রূপ আখিতে না দেখি॥
পঞ্চশত নারী আছে আবু রাজার ঘরে।
তোমার দাসীর যোগ্য নাহি দেখি কারে॥ ৫৬
যেমন মদন সাধু মদন সমান।
তার ঘরে সমান নারী সমানে সমান॥
গাও টিপে পাও টিপে করে হাহুতাশ।
আবের [7] পাঙ্খা লইয়া করে অঙ্গেতে বাতাস॥ ৬০

"তুমি যদি হইতে লো কন্যা রাজার পাটরাণী।
সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিত হীরা মুক্তা মণি॥
তুমি যদি থাক্‌তে লো কন্যা কোন রাজার ঘরে।
পায়ের গোলাম হইয়া সদা পূজিত তোমারে॥" ৬৪

---

১ অছিলা = ছুতা ; ছল। ২ সান্ধাইল = প্রবেশ করিল।
৩ কাছ মাইলে = কাছে। ৪ খাড়াইয়া = দাঁড়াইয়া।
৫ নোখ্ = নখ। ৬ মইলান = মলিন।
৭ আবের = অভ্রের।

বাতাসে মুন্দিল [১] আঁখি অঙ্গ হইল ভারী [২]।
নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে ভেলুয়া সুন্দরী ॥
হেনকালে নাপ্তানি কোন কাম করিল।
হাতে ধান্য লইয়া নারী শিওরে বসিল ॥ ৬৮
লোটন খুলিয়া কন্যার হাতের ধান্য লইয়া।
এক গাছি কেশ শিরের লইল তুলিয়া ॥
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া তবে নাপিতের নারী।
অঞ্চলে বান্ধিয়া কেশ চলে নিজের বাড়ী ॥
ভেলুয়ার দীঘল কেশ নাপিতে দেখায়।
দেখিয়া নাপিত তবে করে হায় হায় [৩] ॥
ছোট বেলা দেখ্ছিলাম স্বপ্ন আজি সাজ হইল [৪]।
কোন মুল্লুক হইতে সাধু এমন কন্যারে আনিল ॥ ৭৬

হাতে কেশ লইয়া নাপিত যায় রাজার বাড়ী।
আবার কামাইতে যায় লইয়া নরুণ খুরী [৫] ॥
রাজা বলে নাপিত তুমি আইসাছ আবারে।
এইবারে [৬] কামাইতে খনায় [৭] মানা করে ॥ ৮০

নাপিত বলে কামাইতে খনার মানা নাই।
কুয়ার [৮] দেইখ্যাছি আমি সেই কারণে আই ॥

---

১ বাতাসে মুন্দিল=হাওয়া খাইতে খাইতে চোখ মুদিয়া আসিল।
২ ঘুমে শরীর অবশ (ভারি) হইল।
৩ করে হায় হায়=আশ্চর্য্য বোধক শব্দ উচ্চারণ।
৪ ছোটবেলা যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা সত্য হইল। ' শিশুকালে গল্প শুনিয়া পরীদের দীর্ঘ চুলের কল্পনা করিতাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। সাজ=সত্য, সাচ্চা।
৫ খুরী=ক্ষুর। ৬ এইবারে=এই সময়ে।
৭ খনায়=খনার বচনে আজ যে বার তাহাতে কামান নিষিদ্ধ।
৮ কুয়ার=কুস্বপ্ন।

আবু রাজা কয় কিবা দেইখাছ স্বপনে।
নাপিত বলে আগে যাই মন্দিরে গোপনে ॥ ৮৪
গোপনে মন্দিরে রাজা পরবেশ করিল।
ভেলুয়ার যতেক কথা রাজারে শুনাইল ॥
কন্যার দীঘল কেশ রাজার হাতে দিল।
তাহা দেখে আবু রাজা পাগল হইল ॥ ৮৮
নাপিতের সঙ্গে যুক্তি করিয়া গোপনে।
সাধুরে ডাকিয়া আনে আপন ভবনে ॥

"শুন শুন মদন সাধু কহি যে তোমারে।
পঞ্চশত সুন্দর নারী আছে আমার ঘরে ॥ ৯২
পঞ্চ শ' রাণী থাকতে পাটরাণী নাই।
আমার দুক্কের [১] কথা তোমারে জানাই ॥
সনকাঁইচ [২] বরণ কন্যা যেই দেশে পাও।
ডিঙ্গা বাহিয়া সাধু তথায় শীঘ্র চইল্যা যাও ॥ ৯৬
আমার যে ভিন্নদেশী এক সদাগর।
এমন এক সুন্দর কন্যা দিয়াছে খবর ॥
পরখাই [৩] করিতে রূপ সেই সদাগরে।
কন্যার দীঘল কেশ দিয়াছে আমারে ॥ ১০০
পরখাইয়ের কেশ লইয়া দেশে দেশে যাও।
কেশের পরমাণ লইয়া কন্যার আমারে জানাও ॥
এইমত লম্বা কেশ সনকাঁইচ বরণ তনু।
তাহারে পাইলে আমি করতাম পাটরাণী ॥ ১০৪
মনের মত নারী যদি আইন্যা দিতে পার।
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম তোমার বাড়ীঘর ॥

---

[১] দুক্কের = দুঃখের।

[২] সনকাঁইচ = স্বর্ণবর্ণ কাঁচপোকা। কোথাও কুঁজ ফলকেও সনকাঁইচ বলিয়া থাকে।

[৩] পরখাই = পরখ, পরীক্ষা।

বাইশ পুড়া জমি দিবাম তোমারে লেখিয়া।
সুন্দর নারী দেইখ্যা তোমার করাইবাম বিয়া॥" ১০৮
হাতেতে লইয়া কেশ মদন সদাগর।
দুক্ষিত [১] হইয়া ফিরে আপনার ঘর॥ ১১০

* * * *

* * * *

(৮)

শুন শুন প্রাণ ভেলুয়া কইয়া বুঝাই তরে [২]।
আস্‌মান ভাইঙ্গা পড়ল আমার মাথার উপরে॥
আইজ হইতে উজান নদী ভাইটাল বহিল।
চৌদ্দডিঙ্গা আজি হৈতে সায়রে ডুবিল॥ ৪
আবেতে [৩] ঘিরিয়া লইল পূর্ণমাসির চান্নি [৪]।
সুখের ঘরেতে তোমার লাগিল আগুনি॥
বাপে খেদাইল মোরে তুমি ভেলুয়ার তরে।
তোমারে লইয়া কন্যা ভাসিলাম সায়রে॥ ৮
ভাসিতে ভাসিতে আইলাম রাক্ষসের দেশে।
এইখানে মজিলাম আমি আপন কর্ম্মদোষে॥
বাপ হৈল কাল তোমার যৌবন হৈল বৈরী।
তোমার লাগ্যা কন্যা আমি হইলাম দেশান্তরী॥ ১২
সেও মোর আছিল ভাল সুখে কার্য্য নাই।
সেও সুখে বাধিল সাধ বিন্ধাতা গোঁসাই॥
শিরেতে দীঘল কেশ কাটিয়া ফেলাও।
সোণার যৌবনে তোমার কালিয়া [৫] মাখাও॥ ১৬
দুরন্ত দুষ্‌মন্‌ রাজা আদেশ করিল।
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা বিদেশ যাইতে হইল॥

---

[১] দুক্ষিত=দুঃখিত। [২] তরে=তোরে, তোমাকে।
[৩] আবেতে=অভ্রে, মেঘে। [৪] পূর্ণমাসির চান্নি=পূর্ণিমার চন্দ্র।
[৫] কালিয়া=কালি, মসী।

এই কথা শুইন্যা ভেলুয়ার মাথায় পড়ে ঠাডা [১]।
কাঁপিয়া উঠিল বুক লোমে দেয় কাঁড়া [২] ॥ ২০
পূর্ব্বপর যত কথা ভেলুয়ারে কইয়া।
যুক্তি করে মদন সাধু ভেলুয়ারে লইয়া ॥
দিনের মধ্যে মোর ছাড়ন লাগব বাড়ী [৩]।
সকল কথা কইয়া যাই ভেলুয়া সুন্দরী ॥ ২৪
তোমায় যদি লইয়া যাই না ছাড়িব মোরে।
তোমার লাগ্যা রাজা আমায় পাঠায় দেশান্তরে ॥
জানিয়া তোমার কথা কুটুনীর কাছে।
আমারে পাঠায় রাজা যাইতে বিদেশে ॥ ২৮
এক কথা ভেলুয়ারে কইয়া যাই তোরে।
হীরণ সাধু বন্ধুমোর আছে জৈতাশ্বরে ॥
ঘাটে আছে পবন ডিঙ্গা মালদহর বৈঠালী।
তাহারে থুইয়া গেলাম রাত্রিকালের পরি ॥ ৩২
কালিকা যাইব আমি বইদেশ [৪] নগরে।
বিদায় কালে এই কথাটি কইয়া যাই তোমারে ॥
শুক লইয়া যাইবাম আমি থাক শারী লইয়া।
বিপদে থাকিও তুমি শ্রীদুর্গা স্মরিয়া ॥ ৩৬
পবন ডিঙ্গা লইয়া যদি পলাইতে পার।
বন্ধুর বাড়ী যাইও তুমি সেই যে জৈতাশ্বর ॥
পলাইতে না পার যদি কইয়া যাই আমি।
হীরার বিষ খাইয়া তুমি ত্যজিও পরাণী ॥ ৪০
চৌদ্দডিঙ্গা লইয়া আমি ডুবিলাম সায়রে।
এই মুখ না দেখাইবাম ফিরিয়া নগরে ॥

---

[১] ঠাডা = বজ্র। [২] কাঁড়া = কাঁটা
[৩] ছাড়ন লাগব বাড়ী = আজকার দিনের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িতে হইবে।
[৪] বইদেশ = বিদেশ।

ঊষাকালে যাত্রা করে ভবানী স্মরিয়া।
চলিল মদন সাধু চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া॥ ৪৪
লোক লস্কর লইয়া আবু কোন কাম করে।
সদাগরের বাড়ী যেমন পিপড়ায় ঘিরে॥
অন্দরে ঢুকিয়া রাজা ভেলুয়াঁরে দেখিল।
দেখিয়া ভেলুয়ার রূপ অচৈতন্য হইল॥ ৪৮
সেইত দীঘল কেশ সনকাঁইচ বরণ।
সাম্‌নে খাড়া সুন্দর কন্যা চন্দ্রের মতন॥
আবু রাজা কয় কন্যা আইস আমার পুরী।
পায়ের গোলাম হইয়া থাকবাম চরণেতে পড়ি॥ ৫২
পঞ্চশত নারী আছে আমার মন্দিরে।
তোমার পায়ের দাসী করবাম সবারে॥

ভেলুয়া কয় ধর্ম্মের রাজা দোহাই তোমারে।
আমার নালিশ কহি তোমার গোচরে॥ ৫৬
দুষ্‌মন মদন সাধু সয়তানী করিল।
বাপের ঘর হইতে মোরে হরিয়া আনিল॥
নিশিকালে পুষ্পবনে আমি অভাগিনী।
নিদ্রায় ঢলিয়াছিলাম মুঞি একাকিনী॥ ৬০
কাল ঘুম কাল হইল ডিঙ্গায় তুলিয়া।
আমারে লইয়া সাধু আইল পলাইয়া॥
বাপ মাও ঘরে আছে আছে পাঞ্চভাই।
সবারে ছাড়িয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই॥ ৬৪
আর না দেখিব আমি মা বাপের মুখ।
পাঞ্চ ভাইয়ের বউ দেইখ্যা না পাইলাম সুখ॥
না জানিয়া লোকে মোরে কইবে কলঙ্কিনী।
হীরার বিষ খাইয়া আমি ত্যজিব পরাণী॥ ৬৮

কি কর কি কর কন্যা আমার মাথা খাও।
হীরার বিষ খাইয়া কেন জীবন হারাও॥

সাত লাখের জমিদারী তোমারে লেইখ্যা দিব।
পায়ের গোলাম হইয়া তোমার চরণে থাকিব ॥ ৭২
কাঠগরা [১] কুইপ্যাছি [২] আমি রক্ষাকালীর বাড়ী।
মদন সাধু আইলে তায় দিবাম নরবলি ॥
ঘরে আছে খাট পালঙ্ক তাতে নিদ্রা যাও।
রাজত্বি বদলে দিব যেই সুখ চাও ॥ ৭৬
ধন দিব দৌলত দিব দিবাম হীরামণি।
বিয়া কইর‍্যা সুখে থাকবা হইয়া পাটরাণী ॥

"মাও আছে বাপ আছে গর্ভ সোদর ভাই"।
কেমন কইর‍্যা বিয়া করি তারে না জানাই ॥ ৮০
কাঞ্চন নগরে বাপ মাণিক সদাগর।
খবইরা [৩] পাঠাও তথা হইয়া সত্বর ॥
বাপ আইব মাও আইব আইব পাঞ্চ ভাই।
পরেতে হইবে বিয়া তোমারে জানাই ॥ ৮৪
এই কয় দিন তুমি না আইস মোর ঘরে।
এই কয়দিন রাজা তুমি থাক্য নিজ পুরে ॥
কথা যদি লড়ে চড়ে না পাইবা তুমি।
হীরার বিষ খাইয়া আমি ত্যজিব পরাণী ॥" ৮৮

খুসী রাজা আবু রাজা কোন কাম করে।
খবইরা পাঠাইয়া দিল কাঞ্চন নগরে ॥
সলুকারে লইয়া ভেলুয়া যুক্তি স্থির করে।
কেমন কইর‍্যা যাইবে কন্যা সেই না জৈতাশ্বরে ॥ ৯২
পিঞ্জরের পক্ষী যেমন ঠোঁটে কাটে শলী [৪]।
কামড়ে ছিড়িতে চায় পায়ের শিকলী ॥

---

[১] কাঠগরা = হাড়িকাঠ। [২] কুইপ্যাছি = পুতিয়াছি।
[৩] খবইরা = সংবাদ বাহক।
[৪] শলী = শলাকা।

এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল।
বাতি ভাসাইতে কন্যা নদীর ঘাটে আইল [১] ॥ ৯৬
শারী সলুকারে লইয়া কন্যা পবন ডিঙ্গায় উঠে।
মালদহর বৈঠালী [২] বৈঠা ধরিল কপটে ॥
অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গা খানি ॥ ১০০
বায়ু হইল খরতর পাল হইল ভারা [৩]।
সায়র ডিঙ্গাইয়া নৌকা ছুটে যেন তারা ॥
বৈঠালী বাহিল নাও উদ্দিশ না পায়।
তিন দিনের পথ তারা এক আধনে [৪] যায় ॥ ১০৪
পইরা রইল রাংচাপুর আবু রাজার ঘর।
পবন ডিঙ্গা দেখা দিল জৈতার সহর ॥ ১০৬

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

(৯)

ঘাটেতে লাগাইয়া ডিঙ্গা ভেলুয়া সুন্দরী।
সলুকারে লইয়া যায় হীরণ সাধুর পুরী ॥
হীরণ সাধুর কাছে গিয়া পরিচয় দিল।
ভেলুয়ারে দেখিয়া সাধু পাগল হইল ॥ ৪
ফুল যেমন উইড়া আইল ভ্রমর উদ্দিশে।
বেড়ায় খাইল ক্ষেত আপন কর্ম্মদোষে [৫] ॥

---

[১] বাতি......আইল=মেয়েরা বৎসরের কোন কোন দিনে নদীতে দী ভাসাইয়া উৎসব করে।

[২] মালদহর বৈঠালী=বুঝা যাইতেছে সেই সময় মালদহের মাঝিরা বৈ বাহিতে সুদক্ষ ছিল।

[৩] ভারা=ভার, অর্থাৎ পাল বায়ুদ্বারা স্ফীত হইল।

[৪] আধনে=অর্দ্ধদিনে। (অথবা অর্দ্ধ দণ্ডে ?)

[৫] যে বেড়া দিয়া ক্ষেত রক্ষা করিবে, সেই বেড়াই যেন ক্ষেতের শস্য খাই ফেলিল।

যেই ডালে ভর করি ভাঙ্গে সেই ডাল।
রূপ হইল বৈরী কন্যার যৌবন হইল কাল ॥ ৮

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
জৈতাশ্বরে আছে কন্যা না দেখি উপায় ॥
এই দিকে হীরণ সাধু কোন কাম করে।
লোক লস্কর লইয়া সাধু যুক্তি স্থির করে ॥ ১২
ভেলুয়ারে করিব বিয়া যুক্তি করি মনে।
বাপের কাছে কয় কথা অতিক্যা [১] গোপনে ॥
পুত্রের রাখিতে মন বাপ ধনঞ্জয়।
বিয়ার দিন ঠিক করে সাধু দেখিয়া সময় ॥ ১৬
এই কথা নাহি জানে ভেলুয়া সুন্দরী।
মদন সাধুর কথা ভাবে দিবা রাইত্র করি [২] ॥

*　　*　　*　　*

হীরণ সাধুর ভগ্নী মেনকা সুন্দরী।
সবার কাছেতে তার পরিচয় করি ॥ ২০
পরমা সুন্দরী কন্যা প্রথমা যৈবন।
ধনঞ্জয়ের ঘরে নাই এর তুল্য ধন ॥
আসমানে চাহিলে কন্যা তারা পরে খসি।
দেখিয়া সুন্দর রূপ মৈলান [৩] হয় শশী ॥ ২৪
ষোল বছরের কন্যা সতরে দিয়াছে পারা।
আঁখিতে বান্ধিয়া রাখছে পরভাতিয়া [৪] তারা ॥

এক দিন মদন সাধু বন্ধুর বাড়ী আইল।
কন্যারে দেখিয়া সাধু হইল পাগল ॥ ২৮

---

১ অতিক্যা = অতিশয়।
২ দিন রাত্রি (করিয়া) মদন সাধুর কথা ভাবিতে লাগিল।
৩ মৈলান = মলিন।　　৪ পরভাতিয়া = প্রভাতের, প্রাভাতিক।

সেই হতে মনে মনে মেনকা সুন্দরী।
নিরালা বসিয়া চিন্তা করে একেশ্বরী॥
দুইজনে মনে প্রাণে মেশামেশি হয়।
দুইজনে মনের কথা নিরালাতে কয়॥ ৩২
কিছু কিছু বিয়ার কথা উঠে কাণাকাণি।
মেনকার বিয়ার কথা শুনি বা না শুনি॥
এর মধ্যে ভেলুয়া আসি ঘটাইল জঞ্জাল।
না হইল মেনকার বিয়া পড়িল অকাল॥ ৩৬

* * * *

যেই দিন হইতে কন্যা আইল জৈতাশ্বরে।
মেনকা পাইয়াছে যেমন আপন নাগরে॥
যেখানে পইরাছে মণি আইব তথা নাগ [১]।
মেনকা সুন্দরী পাইব মদনের লাগ॥ ৪০
দুঃখিনী ভেলুয়া মেনকা বিরহিনী।
দুইজনে শুনে দুইয়ের দুঃখের কাহিনী॥
দুইয়ের মনের কথা দুয়েতে বুঝিল।
দুই জনে মনে প্রাণে এক হয়ে গেল॥ ৪৪
খাইতে শুইতে কন্যা হইল সহচরী।
ভেলুয়া বিনে নাহি বুঝে মেনকা সুন্দরী॥
এক শয্যার দুই জনে করয়ে শয়ন।
এক ত নদীর ঘাটে করে দুইয়ে ছান॥ ৪৮
এক থালায় বইয়া [২] দুইয়ে বাড়া ভাত খায়।
এক অঙ্গ হইল যেমন তারা দুইজনায়॥
গণার দিন [৩] কাছাইল বিয়ার বাদ্য বাজে।
জৈতাশ্বরের যত লোক নানারঙ্গে সাজে॥ ৫২

---

[১] যেখানে মাথার মণি পড়িয়াছে, সেখানে সাপ আসিবেই আসিবে।

[২] বইয়া = বসিয়া।

[৩] লগ্নাচার্য্য গণনা করিয়া যে দিন স্থির করিয়াছিলেন। কাছাইল = নিকটবর্ত্তী হইল।

এরে শুইন্যা এক দিন মেনকা সুন্দরী।
ভেলুয়ার কাছেতে আইসা বইসে একেশ্বরী॥
শুন শুন প্রাণ সই কহি যে তোমারে।
তোমার বিয়ার বাদ্য আজি বাজিছে নগরে॥ ৫৬
দুরন্ত দুষ্‌মণ্‌ ভাই রূপেতে মজিল।
করিতে তোমারে বিয়া পাগল হইল।
বুড়াকালে বাপ মোর হইল বাহাত্তরা।
পুত্রের রাখিতে মন অইল জ্ঞান আরা[১]॥ ৬০

আছার খাইয়া পরে কন্যা জমিন উপরে।
বন্ধুর বাড়ী আইলাম শেষে বিপদেতে পরে।
গাছের ছায়ে আইলাম ছায়া পাইবার আশে।
পত্র ছেইন্ধ্যা[২] রৌদ্র লাগে আপন কর্ম্মদোষে॥ ৬৪
ঘরেতে পাতিলাম শয্যা নিদ্রার কারণ।
সেই ঘরে লাগিল আগুণ কপালে লিখন॥[৩]
ভেলুয়ারে সান্ত্বনা করে মেনকা সুন্দরী।
আমার কথা শুন সই এক যুক্তি করি॥ ৬৮
ভাইয়েরে ডাকিয়া কও সকল বিবরণ।
তিন মাসের আশ্রা[৪] লও বিয়ার কারণ॥
বিপদ যাইব দূরে কইলাম বিশেষে।
তিন মাসের মধ্যে সাধু ফিইরা যদি আসে॥ ৭২
রাঙ্গচাপুরে না যাইব সাধু সদাগর।
অবশ্যি আসিবে সাধু এই জৈতার সর॥
তিন মাস মধ্যে সাধু না আইয়ে ফিরিয়া।
দুইজনে ত্যজিব পরাণ জলেতে ডুবিয়া॥ ৭৬

---

১ আরা=হারা।
২ ছেইন্ধ্যা=ছেদ করিয়া, ভেদিয়া।
৩ পত্র ছেইন্ধ্যা......লিখন=এই সকল পদে চণ্ডীদাসের "অচল বলিয়া উচলে চড়িলু, পড়িলু অগাধ জলে" প্রভৃতির ভাব আছে।
৪ আশ্রা=অবসর বা সময়।

এই কথা শুইন্যা তবে ভেলুয়া সুন্দরী।
হীরণ সাধুরে ডাইক্যা আনে নিজ পুরী॥

শুন শুন সাধু আরে কহি যে তোমারে।
আমারে করিও বিয়া তিন মাস পরে॥ ৮০
বাণিজ্যি করিতে সাধু গিয়াছে বিদেশে।
কি জানি পরাণে বাইচ্যা আছে বা না আছে॥
তিন মাস গেলে বিয়া করিব তোমায়।
এই তিন মাস তুমি থাক এই ভায়[১]॥ ৮৪
যদ্যপি আমার কথা নাহি রাখ তুমি।
হীরার বিষ খাইয়া আমি ত্যজিব পরাণী॥

*　　*　　*　　*　　*

এই কথা শুনিয়া সাধু লোকজন লইয়া।
সল্লা[২] করে হীরণ সাধু গোপন করিয়া॥ ৮৮
বিদেশে যাইবে সাধু বাণিজ্যের কারণ।
যেইখানে গিয়াছে সেই দুষমণ মদন॥
পথেতে হইলে দেখা পরাণে মারিব।
এই যুক্তি স্থির করি বাণিজ্যে যাইব॥ ৯২
সল্লা করিয়া স্থির হীরণ সদাগর।
ভেলুয়ার নিকটে গেল লইতে বিদায়॥

শুন শুন ভেলুয়ারে কহি যে তোমারে।
বাণিজ্য করিতে যাইবাম বৈদেশ নগরে॥ ৯৬
যদি সে প্রাণের বন্ধুর পন্থে নাগাল পাই।
সঙ্গে কইরা লইয়া আইবাম তোমাকে জানাই॥
দুই দিন বাকী আছে বাণিজ্যে যাইতে।
আইলাম তোমার কাছে বিদায় লইতে॥ ১০০

---

[১] ভায়=ভাবে।　　[২] সল্লা=পরামর্শ; সাধারণতঃ কু-পরামর্শ।

মনে বিষ মুখে মধু এতেক কহিয়া।
ভেলুয়ার নিকট গেল বিদায় মাগিয়া॥

*　*　*　*　*

যত সলা করে সাধু নিরালা বসিয়া।
মেনকা সুন্দরী আইল সকল শুনিয়া॥ ১০৪
সকল গোপন কথা কয় ভেলুয়ার স্থানে।
দুষ্মণে করিল ফন্দি বসিয়া গোপনে॥
এই কথা শুনি ভেলুয়া হইল পাগলিনী।
শারীরে শিখায় গান দুক্ষের কাহিনী॥ ১০৮
আবু রাজার কথা যত সব শিখাইল।
পবন ডিঙ্গা বাইয়া কন্যা জৈতাশ্বরে আইল॥
একে একে শুনায় কন্যা হীরণ সাধুর কথা।
শারীরে কান্দিয়া কয় প্রাণের যত ব্যথা॥ ১১২
তোমারে মারিতে সাধু বন্ধু তোমার আশে।
পরাণ লইয়া তুমি যাও নিজ দেশে॥
আমি যে বন্দিনী প্রিয়া ঐনা জৈতাশ্বরে।
বনেলা [১] পঙ্খিনী যেমন পইড়াছে পিঞ্জরে॥ ১১৬
দুক্ষিণী ভেলুয়ার কথা না ভাবিও আর।
আগুনে পুড়াইয়া তনু করবাম ছারখার॥
গলে দিবাম হীরার কাতি [২] ডুবিবাম সায়রে।
বাচিলে না আইস বন্ধু এই জৈতাশ্বরে॥ ১২০
এখানে আসিলে তোমার অবশ্য মরণ।
রূপ হইল বৈরী আমার কাল হৈল যৈবন॥

*　*　*　*　*

হীরণ সাধুরে ভেলুয়া ডাকিয়া আনিল।
এই শারী সঙ্গে লইতে মাথার কিরা দিল॥ ১২৪

---

[১] বনেলা = বন্য।　[২] কাতি = কাস্তে (সং-কর্ত্তরী)।

এই শারী লইয়া তুমি বিদেশেতে যাও।
এক কথা বলি তোমায় যদি না হারাও॥
যেখানে যেখানে যাইবা বাণিজ্য কারণ
ফরমাইসি আনিবা মোর এক এক রতন॥ ১২৮
কোন দ্রব্য আনিবা তা সারি দিবে কৈয়া।
কিনিয়া আনিবা তুমি ডিঙ্গা ভরিয়া॥
ভেলুয়ার কথা সাধু শিরেতে বান্ধিল।
শারীরে লইয়া সাধু ডিঙ্গায় উঠিল॥ ১৩২

ভাইট্যাল পানি বাইয়া সাধু উজান দেশে যায়।
সাত দিনের পথ গিয়া সাধুর নাগাল পায়॥
ছান করে মদন সাধু ডিঙ্গা লাগাইয়া।
হীরণ সাধু গেল তথা শারীরে লইয়া॥ ১৩৬
দুই বন্ধু কোলাকুলি অনেক দিনের পর।
দুইজনে থাকে সুখে ডিঙ্গার ভিতর॥
বন্ধুরে মারিতে সাধু ভাবিছে উপায়।
এমন সময় শারী গিয়া ঘটাইলা দায়॥ ১৪০
মদন সাধু কহে বন্ধু নানাদেশে যাও।
কোন দেশেতে যাইয়া এমন শারী পাও॥
চিনিল মদন সাধু দেইখ্যা সেই শারী।
আপন ডিঙ্গায় রাখে অতি যতন করি॥ ১৪৪

*　　*　　*　　*　　*

নিশাকালে মদন সাধু শারীরে বুঝায়।
কও কও প্রাণের পঙ্খী কও সমুদায়॥
ভেলুয়া সুন্দরী তোমায় কিবা শিখাইল।
আসিবার কালে কন্যা কিবা না কইয়া দিল॥ ১৪৮
যে গান গাইল শারী ভেলুয়ার শিখান।
শুনিয়া মদন সাধু আরাইল [১] গিয়ান [২]॥

---

[১] আরাইল=হারাইল।　　[২] গিয়ান=জ্ঞান।

একে একে গাইয়া শারী আবু রাজার কথা।
পলাইয়া আইল কন্যা জান্যা এ বারতা ॥ ১৫২
পবন ডিঙ্গা বাইয়া কন্যা আইল জিত্বাশ্বরে।
হীরণ সাধু পাগল অইল [১] দেইখ্যা কন্যারে ॥
তোমারে মারিতে সাধু বন্ধু তোমার আশে।
পরাণ লইয়া তুমি যাও নিজ দেশে ॥ ১৫৬
আমি যে বন্দিনী প্রিয়া ঐ না জিত্বাশ্বরে ॥
বনেলা পঙ্খিনী যেমন পইরাছি পিঞ্জরে।
দুঃখিনী ভেলুয়ার কথা না ভাবিও আর।
আগুনে পুড়াইয়া তনু করবাম ছারখার ॥ ১৬০
গলে দিবাম হীরার কাতি ডুবিবাম সাগরে।
বাঁচিলে না আইস বন্ধু এই জৈতাশ্বরে ॥
এখানে আসিলে তোমার অবশ্য মরণ।
রূপ হইল বৈরী আমার কাল হইল যৈবন ॥ ১৬৪

ভেলুয়ার কান্দন কথা সাধু যখন শুনিল।
শুনিয়া মদন সাধু কান্দিতে লাগিল ॥
দুই প্রহর রাত্রি গেছে আছে এক প্রহর।
নিদ্রা যায় হীরণ সাধু ডিঙ্গার উপর ॥ ১৬৮
নিদ্রা যায় হীরণ সাধু হয়ে হারা দিশ [২]।
বন্ধুরে মারিবে কাইল পানে দিয়া বিষ ॥
আক্ষিতে নাহি ঘুম পরাণে বেদন।
দুপরিয়া [৩] রাত্রিকালে জাগিল মদন ॥ ১৭২
কাটিল ডিঙ্গার কাছি উড়াইল পাল।
উজান নদীতে ডিঙ্গা যায় ভাটিয়াল ॥
এক মাসের পথ সাধু চারি দিনে যায়।
বন্ধুর বাড়ী জৈতাশ্বর আগে দেখা যায় ॥ ১৭৬

---

১ অইল = হইল।

২ হারাদিশ = দিশাহারা।

৩ দুপরিয়া = দ্বিপ্রহর।

ভাইটাল বাকে থুইয়া নৌকা উপরে উঠিল।
বেচুনীয়ার [১] বেশ ধইর‍্যা শারী হাতে নৈল ॥
সুধাইতে সুধাইতে গেল হীরণ সাধুর বাড়ী।
কেউনে রাখিবে কিইন্যা মোর এই শারী ॥ ১৮০
আন্দরে খবর গেল লইয়া গেল শারী।
শারী দেইখ্যা চিন্‌ল তবে ভেলুয়া সুন্দরী ॥
হস্তের আঙ্গুরী ভেলুয়া বেচনীরে দিয়া।
আপনার শারী নেয় আপনি কিনিয়া ॥ ১৮৪

*　　*　　*　　*　　*

শুনরে প্রাণের পঙ্খী কইয়া বুঝাই তরে।
কোথা আছে মদন সাধু কইয়া দে মোরে ॥
কত দেশে থুইয়া আইলা কত বা নগরে।
কোথা নি দেইখ্যাছ মোর প্রাণের পিয়ারে ॥ ১৮৮
ভেলুয়ার যতেক কথা শারী যখন শুনিল।
এক গান শারী তখন গাহিতে লাগিল ॥

*　　*　　*　　*　　*

দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি সাধু তোমার প্রাণের পিয়া।
তোমার লাইগ্যা ঘুরে সে বেচুনী হইয়া ॥ ১৯২
পাগল হইয়াছে সাধু তোমার কারণে।
দিন যায় উপবাসে নিশি জাগরণে ॥
ভাইট্যাল বাকে আছে সাধু চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া।
সেইখানে কইন্যা তুমি যাও পলাইয়া ॥ ১৯৬

*　　*　　*　　*　　*

মেনকার গলা ধইর‍্যা ভেলুয়া সুন্দরী।
বিস্তার কান্দিল কন্যা পূর্ব্ব কথা স্মরি ॥
বিদায় মাগিল কন্যা মেনকার পাশে।
কান্দিতে কান্দিতে কন্যায় আখি জলে ভাসে ॥ ২০০

---

[১] বেচুনীয়া = বিক্রেতা।

রাত্রি নিশাকালে কন্যা শারীরে লইয়া।
ভাইট্যাল বাকেতে কন্যা যায় পলাইয়া॥
জৈতার সহরে আর কেহ নাহি জানে।
মেনকা সুন্দরী কথা জানে মনে মনে॥ ২০৪

* * * * *

কাটিল ডিঙ্গার কাছি উড়াইল পাল।
উজান নদীতে নৌকা ধরে ভাটিয়াল॥
কতদূর যাইয়া নৌকা ধরিল উজান।
মদন পাইল যেমন পুন্নমাসির চান॥ ২০৮
আলিঙ্গন কইর‍্যা সাধু ভেলুয়ারে ধরে।
দুইজনে চক্ষের জলে দেখিতে না পারে॥
দুইজনে হইল পুন মধুর মিলন।
কি জানি ঘটায় দৈবে পুন বিড়ম্বন॥ ২১২
দিন গেল নিশি গেল পুন দিবা আইল।
সম্মুখে কাউচার বাক দেখাইয়ে দিল॥

কোথা হইতে আসে কেবা উড়াইয়া নিশান।
ডিঙ্গা দেখি মদন সাধুর উড়িল পরাণ॥ ২১৬
এই ডিঙ্গায় বাহি আসি মাণিক সদাগর।
সঙ্গেতে লইয়া ভেলুয়ার পঞ্চ সহোদর॥
ডিঙ্গা দেখি মদন সাধু চিনিতে পারিল।
বাক ফিরাইয়া নৌকা ভাইট্যাল ধরিল॥ ২২০

কতদূর যায় সাধু ডিঙ্গা ফিরাইয়া।
সামনে দেখিল সাধু নজর করিয়া॥
নিশান দেখিয়া সাধুর উড়িল পরাণ।
আসিতেছে আবু রাজা পাইয়া সন্ধান॥ ২২৪
হেও [১] বাক ফিরাইয়া অন্য বাকে যায়।
নৈক্ষত্র ছুটিল দেখা যায় বা না যায়॥

---

[১] হেও = সেও।

কতদূর যাইয়া সাধু নজর কইর‍্যা চায়।
হেও বাকে সাধুর ডিঙ্গা আইসে দেখা যায়॥ ২২৮
লোকজন সঙ্গে আর মেনকা সুন্দরী।
আসে সাধু ধনঞ্জয় চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি॥

সেও বাক ফিরাইয়া ত্বরিতে গমন।
চৌগঙ্গার বাকে সাধু দিলা দরশন॥ ২৩২
তিন বাকে ফিইরা সাধু আরেক বাকে যায়।
কতদূর যাইয়া সাধু দেখিবারে পায়॥
পাল নিশান দেখি চিনিল মদন।
আইসাছে হীরণ সাধু ত্বরিত গমন॥ ২৩৬
ডিঙ্গা ফিরাইয়া সাধু চৌগঙ্গায় পড়ে।
চাইর বাক দিয়া ডিঙ্গা ঘিরিল সাধুরে॥

উপায় না দেখি সাধু ভাবে মনে মন।
দৈবেতে ঘটাইল দুঃখ অবশ্য মরণ॥ ২৪০
আওলাইয়া মাথার কেশ পাগলিনী প্রায়।
পরথম যৈবন কন্যা সায়রে ভাসায় [১]॥
মেঘের বরণ কেশ জলেতে ডুবিল।
তা দেখি মেনকা জলে ঝাপাইয়া পড়িল॥ ২৪৪
ধরিল ভেলুয়ার কেশ মেনকা সুন্দরী।
দুইজনেতে সায়র জলে করে গড়াগড়ি॥

লম্ফ দিয়া মদন সাধু পড়িলেক জলে।
কি করিল প্রাণ ভেলুয়া এমন সময় কালে॥
আকাশ ছাইল কাল মেঘে পাতাল ছাইল জলে।
তুফানে ছিড়িল পাল সায়র উথলে॥ ২৪৮
বৈঠালি পড়িল জলে না দেইখ্যা উপায়।
লোকজন সহ ডিঙ্গা ডুবে দরিয়ায়॥

---

১ পরথম......ভাসায়=প্রথম যৌবনে কন্যা নিজকে সাগরে ভাসাইয়া দিল

চাইর দিকে চাইর ডিঙ্গা সব তল হইল।
চৌগঙ্গার মাঝে সবে ভাসিতে লাগিল ॥ ২৫২
কেবা কারে ধরে আর কেবা কারে তোলে।
সায়রে ভাসিয়া সবে হরি হরি বলে ॥
কোথায় গেল মদন সাধু কোথায় আবু রাজা।
ধর্ম্মে [১] দিল হীরণ সাধুর মনের মত সাজা ॥ ২৫৬
তুফানে ডুবিল ডিঙ্গা সায়রেতে পড়ি।
কোন দেশে ভাসাইয়া নিল (হায়রে) প্রাণের
ভেলুয়া সুন্দরী ॥ ২৫৮

---

(১০)

নাও বাইয়া যায় ধার্ম্মিক সাধু উজান পানি দিয়া।
চারিখণ্ডে ভেলুয়ার কথা শুন মন দিয়া ॥
আচানকা সাউধের ডিঙ্গা নানা রত্নে ভরা।
সোনার নায়ে আবের নিশান আশমানে দেয় উড়া [২] ॥ ৪
সেও ত ডিঙ্গা বাইয়া সাধু যায় উজান বাঁকে।
সামনে ছিল বালুর চর তাতে ডিঙ্গা ঠেকে ॥
দাড়ি মাঝি অয়রাণ [৩] হইল নামাইয়া পাল।
চড়ায় ঠেকিয়া সাধু মাথায় কুরাল [৪] ॥ ৮
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
চড়ায় ঠেকিয়া সাধু না দেখে উপায় ॥

---

১ ধর্ম্মে......সাজা = ধর্ম্মরাজ হীরণসাধুকে মনের মত সাজা দিলেন।

২ মলুয়া—"দেয় পঙ্খী উড়া" (মৈমনসিংহগীতিকা, ১ম খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)।

৩ অয়রাণ = হয়রাণ।

৪ মাথায় কুরাল = এরূপ বিপদে পড়িল যে, নিজের মাথায় নিজে কুড়ুল মারিবার প্রবৃত্তি হইল।

হেন কালেতে হৈল কিবা শুন দিয়া মন।
ডিঙ্গা ছাইরা চরে উঠে মাঝিমাল্লাগণ॥ ১২
কত দূরে যাইয়া দেখে চরের উপরে।
চান্দ সুরুজ খইস্যা যেন পর্‌ছে বালুর চরে॥
বালুর চরেতে পইর‍্যা যুগলা[১] রমণী।
দেখাতে পরাণ তার জানি বা না জানি[২]॥ ১৬
আছে বা না আছে পরাণ মরার মতন।
কোন জনে হারাইয়া গেছে গাইষ্টের[৩] রতন॥
স্বপন দেইখাছে সাধু কাইল নিশাকালে।
আইজ বুঝি সেই কথা ফলিল কপালে॥ ২০
দাড়ী মাঝি আইসা কয় শুন সওদাগর।
"চন্দ্র সূর্য্য পইরা রইছে চরের উপর॥"

এই কথা শুনিয়া সাধু কোন কাম করে।
ঝট্‌তি চলিয়া গেল সেই বালুর চড়ে॥ ২৪
আস্‌মান্ হইতে চান্ সুরুজ্ পইরাছে খসিয়া।
ডিঙ্গায় তুইল্যা নৈল সাধু যতন করিয়া॥
উত্তম বসন দিল রত্ন অলঙ্কার।
আহার করিতে দিল দৈব্য[৪] চমৎকার॥ ২৮
উজান পানি বাইয়া সাধু যায় নিজ দেশে।
তার পর হৈল কিবা শুন সবিশেষে॥

ঘাটে লাগাইল ডিঙ্গা ধার্ম্মিক সদাগর।
জয়াদি জোকার পড়ে পুরীর ভিতর॥ ৩২

---

১ যুগলা = যুগল।

২ দেখিতে এরূপ বোধ হয় যে, প্রাণ আছে কি নাই তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

৩ গাইষ্টের = গিঠের।

৪ দৈব্য = দ্রব্য।

ধান্যদূর্ব্বা লইয়া হাতে যত পুরনারী।
অর্ঘিয়া লইতে আসে সাধুর ডিঙ্গা তরী॥
পুষ্প চন্দন দিয়া গলের [১] উপর।
পদ্মা নাম স্মরি সবে নোয়াইল শির॥ ৩৬
ভারে ভারে তুলে যত রত্নাদি কাঞ্চন।
একে একে তুইল্যা লয় ডিঙ্গার যত ধন॥
আচানকা দুই কন্যা সাধুর নৌকায়।
দেখিয়া রাজ্যের লোক করে হায় হায়॥ ৪০
এমন না দেখি আর এমন না শুনি।
কোথায় পাইল সাধু এমন যুগল কামিনী॥
ঘরণী সুধায় "সাধু কোন দেশে বা গেলা।
কোন বা সোণার পুরী হইতে এধন আনিলা॥ ৪৪
নাই পুত্র নাই কন্যা আন্ধার আমার পুরী।
বিধাতা কইরাছে দান কপাল গেছে ফিরি॥"

যুগল ঘৃতের বাতি জ্বালাইয়া মন্দিরে।
দুইয় কন্যা পালে নারী আপন মনে করে॥ ৪৮
সাউদের [২] পুরীতে যত রত্ন অলঙ্কার।
হীরা মতি আর যত বাজু বন্ধ তার॥
সব দিয়া সাজাইল যুগলা কামিনী।
আশ্বিন মাসেতে যেন পূজে দূর্গারাণী॥ ৫২

এন [৩] কালেতে একদিন জিজ্ঞাসে কন্যারে।
"তোমরা যে আছ গো মাও আমার মন্দিরে॥
কোন দেশে বাড়ী তোমার কোন দেশেতে ঘর।
দয়া কইরা কও মাগো প্রশ্নের উত্তর॥ ৫৬

---

১ গলের = গলুইএর উপর।
২ সাউদের = সাধুর।
৩ এন = হেন, এই।

নানা দেশে যাই আমি বাণিজ্যের কারণ।
তোমাদের মা বাপ দেখিতে কেমন॥
দারুণ কঠিন স্বামী এমত করিল।
মধ্য নদীর চড়ায় আইন্যা নির্ব্বাস যে দিল॥" ৬০

এই কথা শুইন্যা তবে যুগলা কামিনী।
দুইজনে কান্দাকুটী চোক্ষে বহে পানি॥
একে একে কয় ভেলুয়া সকল বারতা।
বাপ মার নাম কয় যত ইতিকথা॥ ৬৪
সেমতে হইল সাধুর সঙ্গেতে মিলন।
মা ও বাপ ছাইরা কন্যা করে পলায়ন॥
শ্বশুরে না দিল স্থান কলঙ্কী জানিয়া।
নানা দেশে ঘুরে সাধু আমারে লইয়া॥ ৬৮
তার পরে কহে কন্যা আবু রাজার কথা।
এইখানে থাইক্যা কন্যা সানে ভাঙ্গে মাথা [১]॥
যেইমতে দুষ্মণ রাজা পাষণ্ডী হইল।
ছল কইরা সাধুরে যে বাণিজ্যে পাঠাইল॥ ৭২
পবন ডিঙ্গায় বহিয়া কন্যায় যায় জৈতাশ্বরে।
একে একে সকল কথা কৈল সওদাগরে॥
এক নদীর চাইর শাখা চউগঙ্গার জলে।
যেইমতে ডুবিল কন্যা দুফর [২] বেলা কালে॥ ৭৬
এই কথা শুইন্যা সাধু কান্দিতে লাগিল।
সাধুর কান্দন দেখি সকলে কান্দিল॥

* * * * *

ঘরণীর সঙ্গে সাধু সল্লা যে করিয়া।
যুগলা কামিনী লইল ডিঙ্গায় যে করিয়া॥ ৮০

---

১ দুঃখের কথা বলিতে যাইয়া সুন্দরী নিজের মাথা পাথরে ভাঙ্গিতে চাহিল।

২ দুফর = দ্বিপ্রহর।

কাঞ্চন নগরে যাইব ভেলুয়ারে লইয়া।
রত্ন ধন লয় সাধু ডিঙ্গায় করিয়া ॥
তথা হইতে যাইব সাধু সেই জৈতাশ্বরে।
ধনঞ্জয়সাধু যথা বসবাস করে ॥ ৮৪
নিজ নিজ কন্যায় সাধু যারে তারে দিয়া।
বাণিজ্য করিবে সাধু বৈদেশ ঘুরিয়া ॥
এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
ফিরিয়া যাইবে সাউ বাণিজ্যের দায় [১] ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে জয় পদ্মা স্মরি।
পাল উঠাইল সাধু যত ডিঙ্গা তরী ॥ ৯০
এইরূপে যায় সাধু কাঞ্চন নগরে।
আবু রাজার কথা তবে শুন অতরপরে [২] ॥ ৯২

* * * *

---

১ দায়=জন্য।

২ ইহার পরে গায়নের একটা নিবেদন আছে, তাহা নিম্ন-শ্রেণীর আসরের যোগ্য। তথাপি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

[পান নাই তামুক নাইরে নিশা হইল ভারী।
গান গাইতে আইলাম ভাইরে বক্কিলের (কৃপণের) বাড়ী ॥
পান দিল গুয়া দিল নাই সে দিল চূণ।
কত বা গাইবাম আমি বক্কিলের গুণ ॥
খায় না ধন দৌলত রাখ্যাছে বান্ধিয়া।
বক্কিলেরে বাইন্ধ্যা রাখে যমে উবুত করিয়া ॥
পুলি পুরী জনে যদি পিঠা খাইতে চায়।
এক মাস দুই মাস কইর‍্যা কেবল সে ভাঁড়ায় ॥
এক যে বক্কিলের কথা শুন দিয়া মন।
এইখানে কইবাম আমিরে ভালা তাহার বিবরণ ॥]

(১১)

দুরন্ত দুষ্মণ রাজা মরিয়া না মরে।
পরাণে বাঁচিয়া সে যে গেল নিজ ঘরে ॥
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা যুক্তি স্থির করে।
প্রহরী রাখিল রাজা ঘাটের উপরে ॥ ৪
যত সাধু ডিঙ্গা বহিয়া নদী দিয়া যায়।
আবু রাজার ডরে তারা পলাইয়া যায় ॥
লাগাল পাইলে ডিঙ্গা দুরন্ত দুষ্মণ।
ডিঙ্গা হইতে কাইর‍্যা [১] লয় যত রত্ন ধন ॥ ৮

সেই ঘাট দিয়া যায় ধার্ম্মিক সদাগর।
সন্ধানী [২] নাগাল পাইল নদীর উপর ॥
সন্ধানী ডাকিয়া কয় "শুন সদাগর।
রাজার হুকুমে তরী ভিড়াও সত্বর ॥ ১২
হুকুম না মান যদি আপনার বলে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ তোমায় ডুবাইব জলে ॥"

এই কথা শুনিয়া সাধু কোন কাম করে।
ঘাটে লাগাইল ডিঙ্গা বাঁচিবার তরে ॥ ১৬
যতেক প্রহরী ছিল ডিঙ্গায় উঠিয়া।
রত্ন ধন ছিল যত লইল লুটিয়া ॥

এর মধ্যে দেখে সবে ডিঙ্গার ভিতর।
চান্দ সুরুজ ভরিয়াছে [৩] সাধু সদাগর ॥ ২০
তাড়াতাড়ি গিয়া তবে যত লোক জনে।
রাজারে খবর দিল আনন্দিত মনে ॥

---

[১] কাইর‍্যা = কাড়িয়া।
[২] সন্ধানী = যে সন্ধান দেয়, গুপ্তচর। অন্যত্র "খবইরা"।
[৩] চান্দ......ভরিয়াছে = নৌকার মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য পুরিয়াছে।

এই কথা শুইন্যা রাজা পাত্রমিত্র লইয়া।
ঘাটেতে আসিল রাজা ঝট্‌তি [১] হইয়া॥ ২৪
আইয়া [২] দেখে জলঘাটে ভেলুয়া সুন্দরী।
দেখিয়া সে আবু রাজা কহে দড়বড়ি [৩]॥
"এতদিনে বিধি মোরে সদয় হইল।
দানের সহিত আসি দক্ষিণা মিলিল॥ ২৮
এক নারীর লাইগ্যা আমি পাগল হইয়া ফিরি।
ভাগ্যে মিলাইল বিধি দুই সুন্দর নারী॥
দুই দিকে দুই নারী পালঙ্কে লইয়া।
ঘুমাইব নিশা কালে আনন্দিত হইয়া॥ ৩২
মেঘের বরণ কেশ কন্যার তারার বরণ আখি।
ছয়মাস হইল আমি স্বপন যে দেখি॥
রাজ্যধন মোর কাছে বিষের লাড়ু ছিল।
এত দিনে ভাগ্যে বিধি নিধি মিলাইল॥" ৩৬

বলেতে ধরিয়া রাজা দুই সুন্দর নারী।
রাংচাপুরে লইয়া গেল আপনার পুরী॥
সাধুর যতেক ধন ভারেতে লইয়া।
রাজার হুকুমে নিল পুরীতে তুলিয়া॥ ৪০
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাধুর ঘাটেতে বান্ধিয়া।
ভাঙ্গা ফাটা [৪] ডিঙ্গায় দিল সাধুরে তুলিয়া॥
পরের লাগিয়া সাধু কপালের ফেরে।
স্রোতের সেওলা হইয়া ভাসিল সায়রে॥ ৪৪
এইখানে আবু রাজার কথা খানি থুইয়া।
মদন সাধুর কথা সবে শুন মন দিয়া॥ ৪৬

* * * *

---

১ ঝট্‌তি = শীঘ্র করিয়া।
২ আইয়া = আসিয়া।
৩ দড়বড়ি = তাড়াতাড়ি।
৪ ভাঙ্গা ফাটা = জীর্ণ ও ভগ্ন।

(১২)

মালদর বৈঠালী ছিল মদন সাধুর নায়।
পরাণের আশা ছাইরা সাধুরে বাঁচায় ॥
পবন ডিঙ্গা কইরা সাধু সলুক্কারে লইয়া।
দেশে দেশে ঘুরে সাধু ভেলুয়ার লাগিয়া ॥ ৪
সঙ্গে আছে শুক শারী মাল্‌দর বৈঠালী।
নানা দেশে যায় সাধু হইয়া আকুলী ॥

একদিন নদীর ঘাটে দেখিল চাহিয়া।
ভাঙ্গা ডিঙ্গায় ধার্ম্মিক সাধু আসে যে চলিয়া ॥ ৮
বাতা বাইয়া পানি উঠে ডুবে ডিঙ্গা খানি।
মদন সাধু উঠ্যা বোলে "এ কার তরণী" ॥

কাছেতে ভিরাইয়া ডিঙ্গা সাধুরে সম্ভাষে।
এই যে ধার্ম্মিক সাধু বসে কোন দেশে ॥ ১২
মাঝি মাল্লা কিছু কিছু পরিচয় দিল।
এন কালেতে ধার্ম্মিক সাধু বাইরে আসিল ॥
পবন ডিঙ্গায় উঠে সাধু লোকজন লইয়া।
বাকে পইরা ভাঙ্গা ডিঙ্গা গেল তল হইয়া ॥ ১৬

পবন ডিঙ্গায় উঠ্যা সাধু কহে পরিচয়।
একে একে কহে সাধু যত কথা সমুদয় ॥
কি মতে চড়ায় পাইল যুগলা কামিনী।
কোথায় ডুবিয়াছিল সাধুর তরণী ॥ ২০
মেঘের বরণ চুল কন্যার তারার বরণ আখি।
সকল কহিল সাধু পবন ডিঙ্গায় থাকি ॥
শুনিয়া আনচৌক [১] মদন সদাগর।
ধার্ম্মিক সাধুরে তবে কহিল উত্তর ॥ ২৪

---

[১] আনচৌক = আকস্মিক ভাবে।

"কোথায় পাইলে কন্যা তুমি কোথায় গেলে লইয়া।
এই ভাবেতে আইস কেন ভাঙ্গা ডিঙ্গা বাইয়া॥
অনুমানে বুঝি বিধি নিদারুণ হইল।
সায়র নিয়রে তারা ডুইব্যা কিসে মইল॥" ২৮

"নয়রে নয়রে সাধু না ডুইবাছে তরী।
দেশে লইয়া গেলাম আমি যুগলা সুন্দরী॥
ছয়মাস পালিলাম কন্যার মতন।
দৈবেতে ঘটাইল শেষে এই বিরম্বন॥ ৩২
ভালা কর্ত্তে মন্দ হৈল বিধির নির্ব্বন্ধে।
ধর্ম্মপথে যাইতে শেষে পড়িলাম ফান্দে॥
একদিন দুইজনে পরিচয় কৈল।
বাপের বাড়ী যাইতে দুইয়ে কান্দিতে লাগিল॥ ৩৬
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া লইয়া দুই নারী।
আগেতে চলিয়া যাই কাঞ্চন নগরী॥
পথেতে আছিল সেই দুষ্‌মনিয়া বাঘ।
রাংচাপুরের ঘাটে রাজা মোরে পাইল লাগ॥ ৪০
ধন রত্ন কাইর‍্যা নিল সঙ্গের দুই কন্যায়।
আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে আমার মাথায়॥
চৌদ্দ ডিঙ্গার যত ধন সব লইয়া কাড়ি।
রাক্ষসার পুরে বন্দী আছে দুই নারী॥" ৪৪

* * * * *

পবন ডিঙ্গা বাইয়া তবে মদন সদাগর।
ধার্ম্মিক সাধুর দেশে গেল অতঃপর॥
আপনার ঘরে তবে সাধুরে রাখিয়া।
রাংচাপুরে যায় সাধু সলুকারে লইয়া॥ ৪৮
ভাইট্যাল বাকেতে সাধু ডিঙ্গা যে বান্ধিয়া।
যুক্তি করে সওদাগর সলুকারে লইয়া॥

ডুমুনীর বেশ ধরি সলুকা সুন্দরী।
খারি বিউনী [১] লইয়া যায় আবু রাজার পুরী॥ ৫২
উবু [২] কইরা বান্দে চুল পিঙ্গলা বরণ।
কাকালে বান্ধিল ধাই [৩] আপন বসন॥
এক দুই তিন করি মহল্লা পার হয়।
অন্দরে ঢুকিয়া দিল নিজ পরিচয়॥ ৫৬

"শঙ্কর আমার ডোম আমি তার নারী।
খারী বিউনী বিকাইয়া দেশে দেশে ফিরি॥"
এইকথা শুইন্যা যত রাজার রাজরাণী।
কেহ খারি কিইন্যা লয় কেহ বা বিউনী॥ ৬০

সব শেষে ডুমুনী কোন কাম করে।
শেষ বিকাইতে [৪] গেল ভেলুয়ার মন্দিরে॥
দেখে ভেলুয়া বসিয়াছে মেনকারে লইয়া।
চক্ষের জলেতে গেছে বসন ভিজিয়া॥ ৬৪
কেবল মেনকা ছাড়া রাক্ষসার পুরে।
এমন সুহৃদ নাই জিজ্ঞাসা যে করে॥
মেনকা কান্দিলে ভেলুয়া মোছায় দুনয়ন।
ভেলুয়া কন্দিলে কন্যা করয়ে সান্ত্বন॥ ৬৮
এইরূপে দুইজনে করে কান্দা কান্দি।
রাবণ রাক্ষসের ধরে সীতা যেমন বন্দী॥

সলুকারে দেইখ্যা ভেলুয়ার পরাণ আসিল।
প্রভুর সংবাদ কন্যা পরথমে চাহিল॥ ৭২

---

১ পদ্মাপুরাণে অনেকস্থানেই "বেউনী" শব্দ পাওয়া যায়। "বিউনী" অং পাখা (ব্যজনী)।

২ উবু=উঁচু। ৩ ধাই=ধাত্রী।

৪ বিকাইতে=বিক্রয় করিতে।

এরে দেইখ্যা মেনকা যে মুখে হাত দিয়া।
মানা করে ভেলুয়ারে যে গোপন করিয়া॥
মেনকা কয় ডুমুনীলো তুই কোন ডোমের নারী।
কোন দেশ হইতে আইলে কোন দেশে বা বাড়ী॥ ৭৬
এইকথা শুনিয়া সলুকা মুচকি হাসিল।
বড়গলা কইর‍্যা [১] কন্যা পরিচয় দিল॥
"শঙ্কর ডোমের নারী উজান দেশে বাড়ী।
খারি বিকাইতে আমি আইলাম তোমার পুরী॥ ৮০
এক গাছি খারি মোর সাত রাজার ধন।
কিনিলে কিনিয়া লও না সহে বিলম্বন॥"

খুলিয়া কণ্ঠের হার মেনকা যে দিল।
এই মূল্যে খারি বিউনী কিনিয়া লইল॥ ৮৪
ফরমাইস করিল কন্যা বিউনী দুইখানি।
আর দিন লইয়া আসে ডোমের ঘরণী॥
বাটার পান খাইয়া ডুমনী বিদায় হইল।
বিউনীর সহিত পত্র মেনকারে দিল॥ ৮৮
পত্র পড়ে মেনকা যে গোপন করিয়া।
কি লেখা লিখ্‌ছে সাধু পত্রেতে ভরিয়া॥

"নগরেতে আছি আমি সলুকারে লইয়া।
এক কথা কহি কন্যা শুন মন দিয়া॥ ৯২
কিরূপে উদ্ধার পাইবা রাক্ষসার ঘরে।
ভাবিয়া উত্তর দিও সলুকার করে॥" ৯৪

*　　*　　*　　*　　*

---

১ বড়গলা কইর‍্যা = উচ্চৈঃস্বরে। এই পরিচয়টা খুব উচ্চৈঃস্বরে দিল যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতই সে ডোম-কন্যা।

(১৩)

এক দিনের কথা তবে শুন মন দিয়া।
মেনকা কহিল কথা ভেলুয়ারে আসিয়া॥
এক কথা শুন সই কহি যে তোমারে।
পরতিজ্ঞা করহ তুমি আমার গোচরে॥ ৪
যে জনে করিব বিয়া আমি আপনা ভুলিয়া।
সেই ত পুরুষে কন্যা তুমি করবা বিয়া॥
এই পরতিজ্ঞা যদি কর আমার কাছে।
খণ্ডাইব তোমার দুঃখ উদ্ধার কইরা পাছে॥ ৮
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা পরতিজ্ঞা করিল।
শুনিয়া মেনকা তবে কহিতে লাগিল॥

"আমি যে করেছি পণ গো মনেতে ভাবিয়া।
এই আবু রাজারে আমি করবাম বিয়া॥ ১২
সুন্দর সুরুপা রাজা ধনে মানে বড়।
এমন পুরুষ নাই সংসার ভিতর॥
ধন দৌলত রাজার সীমা সংখ্যা নাই।
রাজ্যের ভিতরে পড়ে রাজার দোহাই॥ ১৬
হীরা মতি পইর‍্যা হইবাম রাজরাণী।
তোমারে করিব কন্যা পিয়ার সঙ্গিনী॥"

এই কথা শুইন্যা ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল।
কুলটা অসতী বলিয়া কত গালি দিল॥ ২০
তুমি যদি বাস ভাল তুমি কর বিয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি জলেতে ডুবিয়া॥

ঘরেতে হীরার কাতি তাই দিবাম গলে।
আর না দেখাইবাম মুখ নটুয়া মহলে [১] ॥” ২৪

এতেক বলিয়া কন্যা কান্দিয়া আকুলা।
দুই চক্ষে বহে ধারা বসনে মুছিলা ॥
মেনকা কহিছে “সই মোর কথা ধর।
কিরূপে উদ্ধার পাবে বিপদে সায়র ॥ ২৮
স্বীকার কর কন্যা তুমি আমার কথা রাখ।
দুষ্‌মণ রাজারে তুমি ভাল চক্ষে দেখ ॥
বিবাহ করিবা বলি দেও ত সকতি [২]।
তোমারে বরিব [৩] রাজা তুমি পরাণ-পতি ॥”

আইল আইল আবু রাজা রাত্র নিশাকালে।
দুষমণ আসিয়া তবে ভেলুয়ারে বলে ॥ ৩৪
“হারানিধি পাইয়াছি বিধি মিলাইল।
আমার কথা শুইন্যা কন্যা পরাণ কর মিল ॥
গণকে দেখাইয়া আমি দিন করেছি স্থির।
এর মধ্যে বিয়া কইরা হইবাম সুস্থির ॥ ৩৮
আইজ কাইল কইর‍্যা কন্যা না ভাঁড়াইও আর।
তোমার লাইগ্যা করাইয়াছি গজমতি হার ॥
তোমারে লইয়া কন্যা জলটুঙ্গি [৪] ঘরে।
রাত্রনিশা কাটাইবাম বুকের উপরে ॥ ৪২
কালা দীঘল কেশ তোমার রূপার বরণ আখি।
পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার যৈবন দেখি ॥

---

১ নাটুয়া মহলে = নাটমন্দিরে।

২ সকতি = স্বীকৃতি।

৩ বরিব = বরণ করিব, বর বলিয়া গ্রহণ করিব।

৪ জলটুঙ্গি = পুকুর বা দীঘির মধ্যে পূর্ব্বে ঘর নির্ম্মিত হইত। বড়লোকেরা গ্রীষ্মকালে তাহাতে রাত্রিযাপন করিত।

ছয়শত রাণী আছে পুরীর ভিতরে।
তারা সবে দাসী হইয়া সেবিবে তোমারে" ॥ ৪৬

*   *   *   *   *

"বিয়া যে করিব তোমায় আছে এক কথা।
ব্রত ভাঙ্গি আমারে না দিও মনোব্যথা ॥
আমার ব্রতের কথা মেনকা সই জানে।
তাহারে জিজ্ঞাসা কর আছে এই খানে" ॥ ৫০

*   *   *   *   *

মেনকা

"আমার সইয়ের কথা বলিব তোমায়।
কি কি দ্রব্য লাগিবে এ সখীর পূজায় ॥
পূর্ব্বাপর পত্থি [১] আছে কহি যে তোমারে।
শুক শারীর বিয়া দিবা বিয়ার বাসরে ॥ ৫৪
সদাগরের কন্যা মোরা সায়রেতে ঘর।
সায়রের জলেতে গিয়া মিলিবে কন্যা বর ॥
যত যত বিয়া হয় বণিক বংশেতে।
ডিঙ্গা করিয়া তারা যায় সায়রেতে ॥ ৫৮
সেইখানে হইবে বিয়া সঙ্গেতে তোমার।
সেইখানে পরিবা রাজা তুমি পুষ্পহার ॥"
শুভদিন শুভক্ষণ ঠিক যে করিয়া।
এইরূপে আবু রাজা গেল যে চলিয়া ॥ ৬২

*   *   *   *   *

"শুন শুন সলুকা লো কহি যে তোমারে।
কাইল আইল আবু রাজা রাত্র নিশাকালে ॥

---

১ পত্থি=পদ্ধতি।

তুষ্‌মণের সঙ্গে বিয়া হইয়াছে স্থির।
সিন্নি মানিয়াছি আমি থাকবেন পীর॥ ৬৬
দাণ্ডারা [১] পড়িবে কাইল সহরে বাজারে।
শুক শারীর বিয়া হবে কহি যে তোমারে॥
কিনিতে রাজার পাইক যাবে শুকশারী।
প্রভুরে কহিও তোমার এই ছল করি॥ ৭০
শুক শারীর মূল্য চাইবে এক সাউদের [২] ধন।
চৌদ্দ ডিঙ্গা চাইবে আরও রত্নাদি কাঞ্চন॥
তুষ্‌মণ কিনিয়া লবে করিবারে বিয়া।
শুক শারী কিন্যা লবে ডিঙ্গাধন দিয়া॥ ৭৪
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন লইয়া ভাসিব সাগরে।
এইখান হইতে আগে যাইবা ধার্ম্মিক সাধুর পুরে॥
ধনরত্ন দিবা তারে চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন।
অভাগীর লাগিয়া হইল তার বিড়ম্বন॥ ৭৮

"তার পর চলিয়া যাইবা কাঞ্চন নগরে।
ভাটিয়াল বাকের ডিঙ্গা মধ্যে রাখিয়া প্রভুরে॥
তুমি গিয়া কহিও বার্ত্তা সাধু সদাগরে।
তোমার যে কন্যা সাধু ভেলুয়া সুন্দরী।
ক্ষীরনদীর সাগর জলে ভাসে একেশ্বরী॥ ৮৩
মাও নাই বাপ নাই ভাসিয়া বেড়ায়।
কান্দিয়া কহিলা মোরে আসিবার দায়॥

"সেইখানেতে চইল্যা যাইবা সেই না শঙ্খপুরে।
তোমার প্রভু সদাগর যথায় বসত করে॥ ৮৭
কইও কইও তারে তুমি কইও সকল কথা।
প্রভুর লাইগ্যা মাও বাপের মনে আছে ব্যথা॥

---

[১] দাণ্ডারা = ঢেঁড়া। [২] সাউদের = সাধুর।

তোমার পুত্র ভাইস্যা বেড়ায় ক্ষীর নদীর সাগরে।
লোকজন লইয়া তুমি উদ্ধার কর তারে ॥ ৯১
পাল নাই ভাঙ্গা ডিঙ্গা না জানি বা কবে।
বাও বাতাসে ভাঙ্গিয়া ডিঙ্গা সাগরেতে ডুবে ॥
এক পুত্র বিনে তোমার পুরী অন্ধকার।
রাণী হারাইয়াছে এই মাণিকের হার ॥ ৯৫
কান্দিতে কান্দিতে চক্ষে মাকরসা ঝুরে [১]।
এই দিন না গেলে পুত্র ডুবিবে সাগরে ॥

"তার পর যাইও যত ইষ্ট বন্ধুর বাড়ী।
সবারে আইস গিয়া নিমন্ত্রণ করি ॥ ৯৯
মদন সাধুর বিয়া হবে ভেলুয়ার সনে।
নিমন্ত্রণ কইরা যাই যত সাধু জনে ॥

সকল দেশে যাইও নাই সে যাইও জৈন্তাশ্বর।
আমার ভাইয়ে জানতে পাইলে পড়িয়া যাবে ফেরে ॥ ১০৩
সায়রে ডুবিল ভাই আছে কি না আছে।
তবে ত অইব দেখা বাঁচি যদি পাছে ॥"
এই কথা শুইন্যা তবে সলুকা সুন্দরী।
প্রভুর কাছে কহে কথা সকল বিস্তারি ॥ ১০৭

* * * *

(১৩)

শুভদিন শুভক্ষণ যখন আইল।
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা যাত্রা যে করিল ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয় রাজা সঙ্গেতে করিয়া।
লোক জন লইল রাজা ঢুলি বাজুনিয়া ॥ ৪

---

[১] চক্ষের অশ্রু মাকড়সার জালের মত সতত চক্ষে লাগিয়া আছে।

সিলৈ হাউই আর পানাস পপ্পন। [১]
চড়কি বাজি সাথে আর সৈন্যধুম॥
বাজি বারুদ লইল নৌকা যে ভরিয়া।
ডঙ্কা দামামা বাজে সঙ্গেতে বসিয়া॥ ৮
ঘন ঘন লোকজনে জয়ধ্বনি করে।
বিয়া করতে যায় রাজা ক্ষীর নদীর সাগরে॥

অমঙ্গল দেইখ্যা রাজা ডিঙ্গায় উঠিল।
যাত্রাকালে কাণা মাছি চক্ষেতে বসিল॥ ১২
জোরে জোরে হাঁচি পড়ে না ফুটে জোকার। [২]
জয়ধ্বনি দিতে লোকে করে হাহাকার॥
শকুনি উড়িয়া বসে মাস্তুল উপরে।
উখেরা [৩] বাতাসে রাজার ডিঙ্গায় কাছি ছিড়ে॥ ১৬
ঘাটের মাঝে এক ডিঙ্গা উভে হইল তল।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য গেল রসাতল॥
রাণীরা বোঝায় রাজা প্রবোধ না মানে।
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা যায় নিজ মনে॥ ২০

এক ডিঙ্গায় উঠে রাজা পাত্র মিত্র লইয়া।
অন্য ডিঙ্গায় উঠে ভেলুয়া মেনকারে লইয়া॥
নাপিত নাপিতানী লইল বিয়ার পুরোহিত।
যাত্রাকালে অমঙ্গল হিতে বিপরীত॥ ২৪

এই দিকে মদন সাধু কোন কাম করে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া গেল ধার্ম্মিক সাধুর পুরে॥

---

১ এ সকল বাজীর নাম।

২ জোরে......জোকার=খুব শব্দ করিয়া হাঁচি পড়িতে লাগিল ও মেয়েদের জয় জয়কারের শব্দ মুখে ফুটিল না।

৩ উখেরা=উল্টাদিকের।

চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন দিয়া পরণাম করিল।
সাধুর যতেক ধন সাধুরে বুঝাইল॥ ২৮
এইখানে দিল আগে বিয়ার নিমন্ত্রণ।
তার পরে চলে সাধু ত্বরিত গমন॥
তথা হইতে যায় সাধু কাঞ্চন নগরে।
আপনি গোমনে [১] থাইক্যা পাঠায় সলুকারে॥ ৩২
ভেলুয়ার দুঃখের কথা যতেক কাহিনী।
একে একে কয় কন্যা চক্ষে বহে পানি॥
বুঝাইয়া শুনাইয়া কন্যা কয় মাও বাপে।
অন্তর পুইরা যায় সাধুর কন্যার শোক তাপে॥ ৩৬
পাঁচ ভাইয়ের কাছে কয় সলুকা সুন্দরী।
তোমার বইন ডুব্যা মরে সাগরেতে পড়ি॥
পাঁচ ভাই থাকিতে হয় বইনের মরণ।
সুন্দর ভেলুয়ার ভাগ্যে এই না বিড়ম্বন॥ ৪০
বার্ত্তা পাইয়া সদাগর কোন কাম করে।
পাঁচ পুত্র লইয়া চলে ক্ষীর নদীর সাগরে॥
তথা হইতে চলে সাধু ত্বরিত গমন।
শঙ্খপুরের ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥ ৪৪
গোপনে থাকিয়া সাধু দূতীরে পাঠায়।
দূতী গিয়া বার্ত্তা কয় তার বাপ মায়॥
একমাত্র পুত্র তোমার শুন সদাগর।
ক্ষীর নদীর সাগরে ভাসে হইয়া কাতর॥ ৪৮
আছে কি না বাইচ্যা অতদিন যায়।
উচিতে বাঁচাইতে সাধু তাহারে যোয়ায়॥
তথা হৈতে চলে সাধু ত্বরিত গমন।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে দিল বিয়ার নিমন্ত্রণ॥ ৫২

---

১ গোমনে = গোপনে।

যত যত সদাগর যতদেশে ছিল।
ক্ষীর নদীর সাগরে ডিঙ্গা বাহিয়া চলিল॥
আজি দিন হইল গত কালি হইব বিয়া।
রাজ্যের যত সদাগর মিলিল আসিয়া॥ ৫৬

চারিদিকে দেখে ডিঙ্গা পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া সে আবু রাজার লাগে চমৎকার॥
নাই সে দিলাম নিমন্ত্রণ জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
কন্যারে লইয়া হেথা আসিলাম গোপনে॥ ৬০
কোথা হইতে আইল ডিঙ্গা না জানি ভালমন্দ।
এই না দেইখ্যা আবু রাজার লাইগ্যা গেল দ্বন্দ্ব॥
হুকুম দিল মদন সাধু যত লোক জনে।
আবু রাজায় ধরে সাধুর যত লোক জনে॥ ৬৪
নাপিতে নাপ্‌তানী ধইরা ডিঙ্গায় তুলিল।
সঙ্গের যতেক লোক বান্ধিয়া লইল॥
রাজার ডিঙ্গা ডুবাইল ক্ষীর নদীর সাগরে।
সকলে ধরিয়া নিল অলজ্যার চরে॥ ৬৮

অলজ্যার চরের কথা সকলে জানাই।
দশ যোজন পথ ধইর‍্যা গাছ বিরিক্ষ নাই॥
বাড়ীঘর নাই তথা মানুষ মুনিষ।
চড়েতে পড়িলে লোক হয় হারাদিশ॥ ৭২
বসনে বান্ধিয়া সাধু হাতে আর গলে।
সকলে রাখিল ছান্দি অলজ্যার চরে॥
নাপিত নাপিতানীরে বান্ধে ডিঙ্গার কাছি দিয়া।
আবু রাজায় কহে সাধু আইস কর বিয়া॥ ৭৬
ডিঙ্গার কাছে গিয়া সাধু বান্ধে হাতে পায়।
চড়েতে রাখিল তারে উবুতিয়া পায়॥

*   *   *   *

মিন্নতি করিয়া মদন যত সাধু জনে।
দৈব বিড়ম্বন কথা কহে সব স্থানে॥ ৮০
সবারে লইয়া সাধু যায় শঙ্খপুরে।
পঞ্চ কুটুম্বের সহ লইল শ্বশুরে॥
কতদিন দেখা দিল আরে শঙ্খপুর।
কুলের বড়াই সাধুর হৈয়া গেল দূর॥ ৮৪

মনে মনে ভাবে সাধু চিন্তা যে করিয়া।
মদনের সঙ্গে দিবে ভেলুয়ার বিয়া॥
গণক ডাকিয়া সাধু দিন করে স্থির।
এইরূপে দিন লগ্ন হইল সুস্থির॥ ৮৮
সোণার গলৈ ডিঙ্গা পবনের পাল।
জোড়েতে বহিয়া যায় বাতাস উতরাল॥
মালধর বৈঠালীরে ডাইক্যা কহে সদাগর।
শীগ্‌গির কইরা যাও তুমি সেই জৈতাশ্বর॥ ৯২
বিয়ার নিমন্ত্রণ লইয়া যাও সেইখানে।
এই পত্র দিও তুমি ধনঞ্জয়ের স্থানে॥
পবন ডিঙ্গা বাইয়া তবে মালাধর বৈঠালি।
চলিল প্রভুর কাজে নাহিক শৈথিল্যি॥
শুভদিনে শুভক্ষণে আইল ধনঞ্জয়।
রাজ্যের যত সাধু আইস্যা হইল উদয়॥
দুই কন্যা বিয়া হবে মদন সাধুর সঙ্গে।
শঙ্খপুরের যত লোক মজে মনোরঙ্গে॥ ১০০
জয়াদি জোকার পড়ে মঙ্গল বাজন।
দরিদ্রে বিলায় সাধু রজত কাঞ্চন॥
এইরূপে ভেলুয়া আর মেনকা সুন্দরী।
সোয়ামীর সঙ্গে বঞ্চে দিবস শর্ব্বরী॥ ১০৪

মনের আকাঙ্ক্ষা যত হৈল পূরণ।
দুইনারী পাইল সাধু মনের মতন॥
তিন জনে মেলামিশি পরাণে পরাণ।
সলুকারে দিল সাধু ধনরত্ন দান॥ ১০৮
রাজ্যের যত সদাগর যার তার দেশে যায়।
ভেলুয়ার কাহিনী কথা এইখানে ফুরায়॥
সভাজনের কাছে মোর এক নিবেদন।
কি গাহিতে কি গাহিয়াছি নাহিক স্মরণ॥ ১১২
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি।
পাঁচখণ্ডী ভেলুয়ার গান আমি অল্পমতি॥
গান বাদ্যি নাহি জানি নাহি তালমান।
সবার চরণে আমি অধমের ছেলাম॥ ১১৬
যাঁর তাঁর নিজ স্থানে করুন গমন।
এতদূরে কাহিনী কথা করলাম সমাপন॥
পান দাও তামুক দাও কর্ম্মকর্ত্তা ভাই।
এইখানে গাইয়া গান নিজের বাড়ী যাই॥ ১২০

(সমাপ্ত)

কমলারাণীর গান

কমলারাণীর গান

প্রথম খণ্ডে পূর্ব্বরাগ ও রাজার সঙ্গে কমলারাণীর বিবাহ। এই খণ্ডটি পাওয়া যাইতেছে না। দ্বিতীয় খণ্ডের কতকটা কথার ভাবে বলিয়া যাওয়ার পরে গীত আরম্ভ। গায়কের কথ্য ভাষায় এই স্থান লিখিত হইল।

রাজা ও রাণী এই ভাবে আছুন। দুইজনে মনে মনে খুব মিল। এক দিন রাণী বল্লেন, "রাজা! তুমি যে আমাকে অত ভালবাস, আমি মরিয়া গেলে তার কি চিন্ [১] থাকিবে?" রাজা বলিলেন, "তুমি যা বল আমি তাই করিব।" রাণী কহিলেন, "আমি এক টাকুয়া [২] সুতা সাত দিন সাত রাইত ভরিয়া কাটিব। সেই সুতায় যত জায়গা বেড়ে, তার মধ্যে তুমি এক পুষ্কুন্নী কাটিয়া আমার নামে তার নাম রাখিবা।" রাণী সাত দিন সাত রাইত ভরিয়া এক টাকুয়া সুতা কাটিলেন। রাজা সেই সুতার পরমাণে [৩] পুষ্কুন্নী কাটাইলেন। কিন্তু পুষ্কুন্নীতে শুকুদ্বার [৪] হয় না, শুকুদ্বার না হইলে চৌদ্দপুরুষ নরকে যান। রাজা ভারী চিন্তায় পড়িলেন। একদিকে কামুলাগণ [৫] ভয়ে পলাইয়া গেল। রাজা তখন একদিন স্বপ্ন দেখিলেন; সে বড় আচরিত কথা।

(১)

"শুইয়া আছলাইন [৬] ধার্ম্মিক রাজা রাজা আরে বারবাংলার ঘরে।
কি স্বপন দেখিলাইন রাজা রাত্রর নিশাকালে॥ ২
(আরে ভালা) কোথায় জ্বলে আন্ধাইর মাণিক আর হীরমণের [৭] হার।
কোন দেশ হইতে ভাস্যা না আইসেরে ভালা লিলুয়া বয়ার [৮]॥

---

১ চিন = চিহ্ন।
২ টাকুয়া = একটা কাঠীতে যতটা সূতা গুটান থাকে।
৩ পরমাণে = প্রমাণ।
৪ শুকোদ্ধার = জল উঠা (শুষ্কোদ্ধার)।
৫ কামুলা = মজুর।
৬ আছলাইন = আছিলেন, ছিলেন।
৭ হীরামণের = হীরামণির।
৮ লীলুয়া বয়ার = ক্রীড়াশীল বাতাস।

কোথায় ডাকে সোণার কুইলরে [১] রজনী পোষায়।
রাত্রির নিশাকালে কেরে ডালে বস্থা গায়॥ ৬

(রাজা)

"উঠ উঠ রাণী আগো আলো রাণী কত নিদ্রা নাই [২] সে যাও।
শিওরে বস্থা যে ডাকি ভালা আখি মেইল্যা চাও॥ ৮
কিবা স্বপন দেখিলাম রাণী না যায় পাশরা।
রাইতের নিশি অন্ধকারে আমার ডুবল চান্দ তারা॥ ১০
পুষ্কুন্নী যে কাড়াইছি [৩] রাণী আরে তোমার লাগিয়া।
শুকোদ্বার না অইল রে রাণী কিসের লাগিয়া॥ ১২
আজু রাত্রি দেখলাম স্বপন রাণী বড় আচুম্বিত।
স্বপনের কথা কিছু কহিতে উচিত॥ ১৪
উবুরায় [৪] ডাকুইন [৫] রাজাগো শিয়রে বসিয়া।
চান্দের সমান রাণী আছুইন শুইয়া॥ ১৬
সেজে [৬] পইরা ঘুমায় শিশু পুন্নুমাসীর চান্।
একবার [৭] নেহালে রাজা শিশুর বয়ান॥ ১৮
(১—১৮)

---

১ কুইল = কোকিল।

২ এই গানের প্রায় সর্ব্বত্রই 'নাই' বা 'না' কথাটি কেবল অর্থের উপর জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা আদৌ নিষেধার্থ-জ্ঞাপক নহে। "কত নাই নিদ্রা যাও।" অর্থ "কত ঘুম না ঘুমাইতেছ" = অনেকটা ঘুমাইয়াছ।

৩ কাড়াইছি = কাটাইয়াছি।

৪ উবুরায় = (উবু = উচ্চ ; রায় = রব) উচ্চৈঃস্বরে।

৫ ডাকুইন = ডাকিতে লাগিলেন।

৬ সেজে = শয্যায়।

৭ একবার = এক একবার।

(২)

(আরে ভালা) ঘুম হইতে জাগ্যা রাণী আখি মেইল্যা চায়।
জাগ্যা বস্যা আছে পরাণের পতি ভালা [১] শিয়রে দেখা যায়॥ ২
নিশি রাইতের কাঞ্চা ঘুমরে ঢুলে দুই আখি রইয়া [২]।
ধীরে ধীরে কইল কথা গো রাণী রাজার মুখ চাইয়া [৩]॥ ৪
"শুন শুন পরাণের পতি আরে কহি যে তোমারে।
কি লাগ্যা কান্দিছ নিশা না রাইতে, আরে ভালা, বইসা না শিয়রে॥" ৬

রাজা

"আমি যে কান্দিছি রাণী আরে শুন দিয়া মন।
আজি রাত্রে দেখিলাম, ভালা, এক কুস্বপন॥ ৮
পুষ্কুন্নী কাডাইছি আমি কত সাধে রাণি।
গয়িন [৪] হইয়াছে আজু না উঠিল পানি॥ ১০
তুমি যদি নাম গো রাণী পুষ্কুন্নীর তলে।
ভরিয়া উঠিবে তালাব [৫] পাতালের জলে॥ ১২
এই স্বপন দেখিলাম যেন আমার কথা শুনি।
ধীরে ধীরে সেই গয়িনে নাম্যা গেলা তুমি॥ ১৪
সাত পাঁচ স্বপন দেখিলাম রাণী আজি নিশাকালে।
তোমারে ভাসাইয়া নিলরে ভালা পাতালের জলে॥ ১৬
পার উচ্‌কাইয়া [৬] উঠে পাতাল পানির ফেনা।
মহাশব্দে আইসে জল হইয়া বেজানা [৭]॥ ১৮

---

১ ভালা = গানের মধ্যে মধ্যে "ভালা" (ভাল) কথাটা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় ইহার কোন অর্থ নাই। ২ রইয়া = থাকিয়া থাকিয়া।
৩ চাইয়া = চাহিয়া। (রাজার মুখের দিকে চাহিয়া)
৪ গয়িন = গভীর ৫ তলাব = পুকুর, দীঘি। ৬ উচকাইয়া = ছাপাইয়া।
৭ বেজানা = অজ্ঞাত স্থান হইতে, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে।

কি জানি কি হইল রাণী কাঁপিছে পরাণ।
কোন দৈবে কাটাইল দীঘি করিতে হইরাণ [১] ॥ ২০
রাজ্য নাই চাই রাণী আরে ধন নাই সে চাই।
কি অইব রাজ্য ধনেরে ভালা যদি তোমরারে আরাই [২] ॥" ২২

(৩)

ঘুম হইতে উঠিয়া রাণীরে ভালা কোন কাম করে।
ধীরে ধীরে যাইন [৩] গো রাণী বার বাংলার ঘরে ॥ ২
শুইয়াছিল দাসীগণ ডাকিয়া জাগায়।
"নদীর ঘাটে যাইব ছানে সঙ্গে যাবে আয় ॥" ৪

কেউ লইল সোণার কলসীরে ভালা কেউ বা লইল ঝারি।
কেউ বা লইল মেচের গামছা রে [৪], ভালা, কেউ বা নীলাম্বরা ॥ ৬
বাড়ী [৫] ভইরা গন্ধ তৈল কেউ বা লইল হাতে।
সেই গন্ধ ছুটিয়া গেল শতেক যোজন পথে ॥ ৮
কেউ বা লইয়া গাইষ্ট গিলা চলে নদীর কুল।
সঙ্কা [৬] ভইরা কেউবা তুইলা লইল ফুল ॥ ১০
কেউবা লইল ধান্যদূর্ব্বা দেবেরে পূজিতে।
ছানের যত আয়োজন কেউবা লইল মাথে ॥ ১২
কালী হাঞ্চী [৭] রাইতের নিশা গেল নদীর কূল।
আসমান জুইর‍্যা [৮] ফুট্যা আছে সোনার চাম্প ফুল ॥ ১৪

---

[১] হইরাণ = হয়রাণ। কোন দেবতা আমাকে কষ্ট দিবার জন্য এই দীঘি কাটাইতে আমাকে প্রবৃত্ত করিল।

[২] আরাই = হারাই। [৩] যাইন = গেলেন।

[৪] মেচের গামছা = আসামের মেচ জাতীয় শিল্পীর নির্ম্মিত গামছা।

[৫] বাড়ী = বাটী পাত্র। [৬] সঙ্কা = ফুলের সাজি।

[৭] কালী হাঞ্চী = পূর্ব্ব বঙ্গে এখনও 'কালা আঞ্জি' কথা প্রচলিত আছে। অঞ্জনের ন্যায় কালো। [৮] জুইরা = জুড়িয়া। আকাশ ব্যাপিয়া সোনার চাঁপাফুল (নক্ষত্রগুলি) ফুটিয়া আছে।

"কেউবা লইল ধানদূর্ব্বা দেবেরে পূজিতে।
ছানের যত আয়োজন কেউবা লইল মাথে॥" ২১৪ পৃঃ

আন্ধাইর পথে সোমাই [১] নদী চলছে উজাইয়া।
সেই কালেতে গেলাইন [২] রাণী নদীর কূল চাইয়া॥ ১৬
চান্দ সুরুজ নাই সে দেখে রাণীর চন্দ্রমুখ।
নিশির ভোরে [৩] ঘুমের ঘুরে [৪] রাজ্যের যত লোক॥ ১৮
গাইষ্ট গিলা অঙ্গে মাখ্যা গো রাণীর দিল দাসীগণে।
গন্ধ তৈল দিল কেশেরে ভালা গন্ধের কারণে॥ ২০
ছান করিতে কমলারাণী নামলাইন [৫] নদীর জলে।
ধীরে ধীরে করায় ছান সখীরা সকলে॥ ২২
ছান হইল ভারা সারা [৬] কাম হইল ভারী।
ভিজা কাপড় ছাইড়া পিন্‌লাইন [৭] অগ্নিপাটের শাড়ী॥ ২৪
মেচের গামছা দিয়া অঙ্গ সখীরা মুছায়।
সিনান করিয়া শেষ রাণী বসিলা পূজায়॥ ২৬
ধান্য লইলা দূর্ব্বা লইলা আর লইলা ফুল।
অঞ্জলি করিয়া পূজে সুমাই নদীর কূল॥ ২৮
"সাক্ষী অইও সুমাই নদী, সাক্ষী অইও তুমি।
প্রভুর সত্য রাখতে আইজ চলিলাম আমি॥ ৩০
সাক্ষী অইও [৮] নদীর পারের যত গাছ গাছালি।
সাক্ষী অইও চন্দ্রসূর্য্য তোমরারে [৯] যে বলি॥ ৩২
সাক্ষী অইও দেব ধরম কারে আর বা মানি।
প্রভুর সত্য রাখিতে আইজ যাইবাম আপনি॥
পুষ্কুন্নী শুকাইয়া গেল না উঠিল পানি॥ ৩৫

---

[১] সোমাই = সোমেশ্বরী নদী।
[২] গেলাইন = গেলেন।
[৩] নিশির ভোরে = রাত্রির শেষ যামে।
[৪] ঘুরে = ঘোরে।
[৫] নামলাইন = নামিলেন।
[৬] ভারা সারা = শেষ, সমাধা।
[৭] পিনলাইন = পিন্ধন করিলেন, পরিলেন।
[৮] অইও = হইও।
[৯] তোমরারে = তোমাদিগকে।

চৌদ্দ পুরুষের অইব নরকেতে বসতি ॥
রক্ষা কর দেবতা গো সবার অগতি [১] ॥ ৩৭

ফুল বিল্ব দিলা রাণী দেবের চরণে ॥
বর মাগে কমলা রাণী প্রভুর কারণে। ৩৮
পূজাসন্ধি [২] কইরা রাণী কোন কাম করিল ॥
ভরা কলসী কাঙ্ক্ষে তুইল্যা বাড়ীর মেলা দিল [৩]। ৪১
রাজ্যের লোক নাইসে জানে নিশিরাইতে ছান ॥
এহি মতে গেল নিশারে, ভালা, হইল বিয়ান [৪]। ৪৩

বাড়ীতে আসিয়া রাণী আরে কোন কাম করিল।
পালঙ্কে শুইয়া আসিল পুত্ত্র ধন কোলে তুইল্যা লইল ॥ ৪৫
শতেক চুমু দিল সে মায় বদন-কমলে।
অঝ্ ঝর [৫] নয়ানে কান্দে ছাওয়াল লইয়া কোলে ॥ ৪৭
শুন শুন পুত্ত্র, আরে, অন্ধের সে লড়ি।
আজি হইতে তোমা ধনে যাইবাম ছাড়ি ॥ ৪৯
স্তন্য দুগ্ধ দিলাইন মাওগো মুখেতে তুলিয়া।
আর না দেখবাম চান্দ মুখ নয়ান মেলিয়া ॥ ৫১
কান্দুইন কমলারাণী মুখে নাই সে রা [৬]।
বুকেতে বাজিল মায়ের ছক্তিশেল [৭] ঘা ॥ ৫৩

১-৫৩

(৪)

রাণী

"শুন শুন পরাণের পতি গো পতি আগ [৮] কইযে তোমারে।
আমার বুকের ধন সইপ্যা যাই তোমারে ॥ ২

---

১ রক্ষা...অগতি = সবাইকে অগতি (দুর্গতি) হইতে রক্ষা কর।
২ পূজা সন্ধি = পূজা-সন্ধ্যা।
৩ বাড়ীর মেলা দিল = বাড়ীর দিকে রওনা হইল। ৪ বিয়ান = প্রভাত।
৫ অঝ ঝর = অজস্র অশ্রুপূর্ণ। ৬ রা = শব্দ।
৭ ছক্তিশেল = শক্তিশেল। ৮ আগ = হ্যাঁগো।

বাপের বাড়ীর সুয়া দাসী কইয়া বুঝাই তোরে।
আমার না বুকের ধন সইপ্যা যাই তোমারে॥ ৪
বাপের বাড়ীর শ্যাম শুক পাখী তোমারে যে বলি।
পুত্ত্রুরে শিখাইও আমায় ঐ না মা মা বুলি [১] ॥ ৬
ক্ষিদা পাইলে কান্‌ব [২] বাছা মাও মাও বলিয়া।
পরবোধ [৩] করিও বাছায় মিঠা বুলি কইয়া॥ ৮
শুন শুন ধাই ঝিগো কই যে সকলে।
আমার না বুকের ধন সইপ্যা যাই তোমরারে [৪] ॥" ১০
পইরা রইল রাজ্যপাট এ সবে নাই খেদ।
এই পুত্ত্র রাখ্যা যাই পরাণ অইল ভেদ [৫] ॥ ১২

কান্দিয়া কাটিয়া মায় কোন কাম করিল।
অঞ্চলের নিধি দেখ সুয়ার কুলে [৬] দিল॥ ১৪
দাসদাসী শুনে দেখ কাইন্দা জারে জারে [৭]।
কি জানি ঘটাইল দৈবে বুঝন সাধ্য কারে॥ ১৬
পরে ত কমলারাণী কোন কাম করিল।
ভরা সোণার কলসী কাঙ্কে [৮] তুল্যা নিল॥ ১৮
ধান্য দূর্ব্বা লইলা রাণী গিষ্ঠাতে [৯] বান্ধিয়া।
পুষ্কুণীর পারে রাণী দাখিল হইলা গিয়া॥ ২০
চারি পার ভইরা লোক করিয়াছে মেলা।
ভোর বিয়াণে পাটেশ্বরী পুষ্কুণ্ণীতে গেলা॥ ২২

---

[১] ঐ না মা মা বুলি = সেই মা মা বুলি তাকে শিখাইও, 'না' শব্দ নিরর্থক।
[২] কান্‌ব = কান্দিবে।
[৩] পরবোধ = প্রবোধ।
[৪] তোমরারে = তোমাদেরে।
[৫] পরাণে—ভেদ = প্রাণ যেন দ্বিধা বিভক্ত হইল।
[৬] কুলে = কোলে।
[৭] জারে জারে = কাঁদিয়া বিহ্বল হইল।
[৮] কাঙ্কে = কক্ষে।
[৯] গিষ্ঠাতে = গিঠে, আঁচলের কোণে।

সিন্দুর বরণ মেঘারে মধ্যে মধ্যে বা।
শুকুনা ডালেতে বস্যা কাগায় [১] করে রা॥ ২৪
কাগায় বলে "কাগীরে মনে বড় দুখ।
কাইল নিশি পোহাইয়া আর না দেখবাম্ রাণীর মুখ॥ ২৬
রাজ্য অইব অন্ধকারা পাট অইব খালি।
এই দেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে চলি॥" ২৮
এই কথা কহিয়া কাগ্যা শূন্যে মাইল উরা।
তামাসা দেখিছে লোকে পারে থাক্যা খারা॥ ৩০
কেউ বা করে হায় হায় কেউবা থাকে চাইয়া।
কেউ বা কহে ধার্ম্মিক রাজা গেল বাউরা [২] হইয়া॥ ৩২
স্বপন দেখিয়া দেখ রাণীরে পাঠায়।
কি জানি জন্মের লাগ্যা রাণীরে হারায়॥ ৩৪
কিসের দীঘি কিসের স্বপ্ন নাই সে উঠুক পানি।
এই গয়িনে লাম্‌তে যে নাই সে যাউন রাণী [৩]॥ ৩৬

(৫)

ধীরে ধীরে তবে রাণী কোন কাম করিলা।
গয়িন গম্ভীরে রাণী তলায় নামিলা॥ ২
গিষ্ঠে ছিল ধান্য দূর্ব্বা ছিটাইয়া ফালায়।
পারেতে তাকাইয়া লোক করে হায় হায়॥ ৪
"যদি আমি সতী হই মনে ধরম থাকে।
শুকুনা পুষ্কুন্নীর জল উঠুক পাকে পাকে [৪]॥ ৬

---

[১] কাগায়=কাকে।
[২] বাউরা=বাউল, পাগল। ('বাতুল' হইতে)
[৩] এই গয়িনে......রাণী=এই গভীর পুকুরে রাণী যেন নামিতে না যান।
[৪] পাকে পাকে=ক্রমে ক্রমে।

যদি আমি সতী হই ধর্ম্মে থাকে মন।
পারে পারে উঠুক পানি দেখুক সর্ব্বজন ॥ ৮
যদি আমি সতী হই প্রভুর বাঞ্ছা পুরে।
আমারে ভাসাইয়া পুরে লও পাতাল পুরে ॥” ১০
হস্ত উড়াইয়া [১] রাণী ঢালে কলসীর পানি।
কত জল ধরে কলসী কিছুই না জানি ॥ ১২
ঢালিতে ঢালিতে জল ভিজে বসুমাতা।
ঢালিতে ঢালিতে জল ডুবে পায়ের পাতা ॥ ১
(আরে ভাইরে) ঢালিতে ঢালিতে জল হইল হাটু পানি।
ঢালিতে ঢালিতে জল হইল কোমর পানি ॥ ১৬
ঢালিতে ঢালিতে জলরে হইল গলা পানি।
ঢালিতে ঢালিতে জল ডুবিলেন রাণী ॥ ১৮
কেশ ছাপাইয়া জল পারে মাইল লাড়া [২]।
শিবের জড়া [৩] বাইয়া ছুটে জাহ্নবীর ধারা ॥ ২০
পাটের শাড়ীর আইঞ্চল দেখ ঢেউয়েতে মিশায়। ২১
উচ্‌কাইয়া উঠে পানি ফেনা লইয়া মুখে।
হায় হায় বলিয়া কান্দে পারে থাক্যা লোকে ॥ ২৩
দেখিতে দেখিতে হইল পারে পারে পানি।
কোথা হইতে আইসে জল কিছুই না জানি ॥ ২৫
মহাশব্দে আইল জলরে আথাল পাথাল খাইয়া [৪]।
কোন বা দেশে গেলাইন [৫] রাণী কেউ না দেখে চাইয়া ॥ ২৭

১—২৭

---

[১] উড়াইয়া = উঁচু করিয়া।
[২] পারে মাইল লাড়া = রাণীর কেশরাশি ডুবাইয়া ফেলিয়া জল পারের দিকে ছুটিল।
[৩] জড়া = জটা।
[৪] আথাল পাথাল খাইয়া = উচ্ছৃঙ্খল ভাবে।
[৫] গেলাইন = গেলেন।

(৬)

হায় হায় করিয়া রাজা কাইন্দা ভূমিত পড়ে।
রাজার কান্দনে দেখ বৃক্ষের পাতা না ঝুরে॥ ২
গোয়াইলতে গরু কান্দে গাছে পউখ [১] পাখালী।
আত্তি ঘোড়া [২] কান্দে দেখ সহিত রাখুয়ালী [৩]॥ ৪
বনে কান্দে বনেলারা [৪] গিরেতে কৈতরা [৫]।
পাত্রমিত্র সবে কান্দে হইয়া সে বাউরা॥ ৬
দাসদাসী কান্দে দেখ কানাছে [৬] বসিয়া।
মায়ত ঝুরিয়া কান্দন করে কোলের ছাওয়াল থৈয়া [৭]॥ ৮
সতী কান্দে পতির আগে নাহি বান্ধে চুল।
(আর দেখ) বাগবাগিচায় পুষ্প না কলি মলিন হইল॥ ১০
কান্দ্যা যাওরে সোমাই নদী কইও বনে বনে।
রাজ্যের না আছিলাইন [৮] লক্ষ্মী ছার্‌লাইন এত দিনে॥ ১২
কান্দ্যা যাওরে জলের ঢেউ কইও পারে পারে।
রাণীরে ভাসাইয়া নিল দারুণ কালা পানির সুতে [৯]॥ ১৪
হায় রাজ্যের যত লোক কান্দন এহি মতে।
কিরে দারুণা দশমী আইল দেবীরে লইতে॥ ১৬

দেখ শূন্যের [১০] শোভা পউখ পাখালী শূন্যে মারে উড়া।
আস্‌মানের শোভা দেখ হয় সে চন্দ্রতারা॥ ১৮

---

১ পাউখ = পাখী। ২ আত্তিঘোড়া = হাতীঘোড়া।
৩ রাখুয়ালী = রাখাল; এখানে সহিশ্‌ ও মাহুত।
৪ বনেলারা = বন্যজন্তুরা। ৫ গিরে = গৃহে। কৈতরা = পায়রা, কবুতর।
৬ কানাছে = কোণে। ৭ মায়ত......থৈয়া = কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া মায়েরা অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।
৮ আছিলাইন = ছিলেন।
৯ সুতে = স্রোতে। ১০ শূন্যের = আকাশের।

(আরে ভাইরে) বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা জলের শোভা তরী।
দেখ আন্ধাইর ঘরে প্রদীম শোভা পুরুষের শোভা নারী॥ ২০
সেই নারী হারাইয়া রাজা হইলা বাউরা।
সোণার পিন্‌রা [১] খালি সে কৈরা পঙ্খী দিছে উড়া॥ ২২
সেই রাণী আড়াইয়া [২] রাজা হইলা বাউল।
দিবা নাই সে নিশা সে পইরা কান্দে ঐ না দীঘির কূল॥ ২৪
পাত্রমিত্রগণে যত রাজারে বুঝায়।
যতই বুঝায় রাজা করে হায় হায়॥ ২৬
পরদীম ছাড়া গির যেমন সদায় নৈরাকার [৩]।
পুষ্পছাড়া হইলে বুডা [৪] দেখ মুল·নাই সে তার [৫]॥ ২৮
পাণি ছাড়া পুষ্কুন্নী শূন্য প্রাণী ছাড়া দেহ।
নারী ছাড়া সংসার শূন্য ভাবিয়া সে দেখ॥ ৩০
কৈতরা উইড়া গেলে যেমন খোপ হয়রে খালি।
নারী ছাড়া পুরুষ শূন্য কিসের গিরস্থালী॥ ৩১
জোড়ের পঙ্খিনী কেবা শরেতে মারিল।
বুকের না মাণিক আমার কেবা হইরা নিল॥ ৩৪
কিসের রাজ্য কিসের ধন শূন্য যেমন ঘড়া।
সাত রাজার ধন আমার শূন্য বুক জোড়া॥ ৩৬
এই মতে কান্দুইন [৬] সে রাজা হইয়া পাগল।
অন্ন নাই সে খাইন গো না পিয়ুন জল [৭]॥ ৩৮
অধর চান্দে গায় গীত গো দুক্ষের কাইনী।
রাজার কান্দনে দেখ পাযাণ গল্যা পানি [৮]॥ ৪০

---

১ পিন্‌রা = পিঞ্জর। ২ আড়াইয়া = হারাইয়া

৩ নৈরাকার = অন্ধকার। ৪ বুডা = বোটা।

৫ মূল......তার = তার কোন মূল্য নাই।

৬ কান্দুইন = কান্দিতে লাগিলেন। ৭ না পিয়ুন জল = জল পানকরেন না।

৮ পাযাণ......পানি = প্রস্তর গলিয়া জল হয়।

হায় মনে মনে কাইন্দ্যা গো রাজা বনে বনে ফিরে।
সাত পাঁচ দিন গেল বইয়া রাণী নাই সে ফিরে॥ ৪২
কার লাগিল বান্ধিলাম আমি জোড়মন্দির ঘর [১]।
কার লাগিল বান্ধিলাম আমি বারদুয়ারী ঘর॥ ৪৪
হায় জলটুঙ্গী [২] ঘর মোর খালি সে পড়িল।
এক মাস যায় রাণী ফিইরা নাই সে আইল॥ ৪৬
যেমন ছিল দীঘির কালাপানি সেহি মতন আছে।
ঐনা পানি ছেদিয়া রাণী পাতাল পুরে গেছে॥ ৪৮

"লামরে ডুবুরীগণ আস্তে ফালাও জাল।
দুষ্মণ সায়র দেখ আমার হইল কাল॥ ৫০
কোন দৈবে কাটাইলরে দীঘি কিছুই না জানি।
সেওত [৩] ফালাইয়া তোমরা হিচ্যা [৪] তুল পানি॥" ৫২
রাজার হুকুম পাইয়া নাই সে যতে কামুলায়।
দীঘির না কালা না পানি তারা সিচে ফালায়॥ ৫৪
পাঁচ কাউন [৫] কামেলারে সিচিতে লাগিল।
সিচিতে সিচিতে জল নয় দিন হইল॥ ৫৬
রাইত নাই সে দিন নাই সে তারা সিচে পানি।
সিচনে না কমে জল গো চুল পরমাণি [৬]॥ ৫৮
যেই ছিল ভরা ভরা সেই সে আছে।
হইরাণ অইয়া কামুলা পলাইয়া গেছে॥ ৬০

---

১ কার লাগিল......ঘর। অবিকল এই ছত্রটি ময়নামতীর গানে পাওয়া গিয়াছে। লাগিল = লাগিয়া, জন্য।

২ জলটুঙ্গি = পুষ্করণীর মধ্যে উত্থিত আরামগৃহ।

৩ সেওত = জল সেঁচিবার একরকম পাত্র। ৪ হিচ্যা = সেঁচিয়া।

৫ পাঁচ কাউন, কাহন ১২৮০, সুতরাং পাঁচ কাহন মজুর অর্থাৎ = ৬৪০০ লোক। ৬ কমে......পরমাণি = চুলপ্রমাণ জলও কমিল না।

আরে) নদীয়ে না ধরে গো পানি নালায় নাই সে আটে [১] ।
সিঞ্চা পানি উঠ্‌ল গিয়া সোমাই নদীর চড়ে ॥ ৬২
ঘর বাড়ী অইল তল পরজারা পলায় ।
তবুও সেই কালা না পানি সিচিলে ফুরায় ॥ ৬৪
ভাটি ছিল সোমাই নদী উজান বহিয়া না যায় ।
পানির ফেনা উঠ্‌ল দেখ গাছের আগায় ॥ ৬৬

১—৬৬

(৭)

হায়) এন কালে অইল কিবা শুন দিয়া মন ।
আর বার দেখে রাজা আশ্চর্য্যি স্বপন ॥ ২
বার বাংলার ঘরে ত রাজা আছিল শুইয়া ।
নিশি রাইতে দেখে রাজা আচরিত [২] হইয়া ॥ ৪
আধ জাগে আধেক ঘুমেগো রাজা স্বপন দেখিল ।
শিয়রে বসিয়া রাণী কহিতে লাগিল ॥ ৬

রাণী

"শুন শুন পরাণের পতিগো কহি যে তোমারে ।
বড় দুক্ষে আছি আমিগো ঐ সে পাতাল পুরে ॥ ৮
হায় চিত্তির সুখে নিত্তিরে ভালা গভীর সুখে ঘুম [৩] ।
কোলের সুখ পুত্রু ছাওয়াল সকল সুখের দুন [৪] ॥ ১০
শয্যার সুখ শীতলরে পাটি আন্ধাইরে সুখ বাতী ।
মনের সুখ হাসনকান্দন নারীর সুখ পতি ॥ ১২

---

[১] নদীয়ে......আটে = সেই পুকুর (কমলাসায়র) হইতে সেঁচা জল নদী ও নালায় পড়িয়া উপ্‌চিয়া নদীর চর ডুবাইয়া ফেলিল

[২] আচরিত = আশ্চর্য্য ।

[৩] চিত্তির......ঘুম = নিত্য চিত্তের সুখ থাকিলে যে গভীর নিদ্রা হয়, তাহা বড় সুখের । [৪] দুন = দ্বিগুণ ।

সেই পতিপুত্র্ হারা হইয়া আমিগো হইছি রাউয়া।
বনেলা পঙ্খিনী যেমন পিঞ্জর ভাইঙ্গা উড়া॥ ১৪
মনে নাই সে পরবোধ মানে রে নাই সে মানে প্রাণে।
এমন ছাওয়াল থইয়া [১] আমি থাকিবাম কেমনে॥ ১৬
শুন শুন প্রাণের পতিগো কহি যে তোমারে।
ঘরখানি বাইন্ধা দেওগো ঐ পুষ্কুন্নীর পারে। ১৮
বাপের বাড়ীর শুয়া দাসীরে ছাওয়াল লইয়া।
ঐ ঘরে থাকিবে রাইত গো আমার লাগিয়া [২]॥ ২০
তিত ফরিঙ্গে [৩] না সে জানে গো রাজ্যের যত লোক।
নিশি রাইতে আইস্যা দেখবাম ছাওয়ালের মুখ॥ ২২
মুখে তুল্যা দিয়াম গো স্তন্যের দুগ্ধকুটী।
এক বচ্ছর তুমি পতি গো ছাড় কান্দন কাটি॥ ২৪
এক বছর পরে অইব দুইজনে মিলন।
তোমার স্বপনের কথা নাহি জানে কেহ॥ ২৬
এই এক বচ্ছর যদি করি দুগ্ধ্ দান।
তবেত হইব ছাওয়ালগো ইন্দ্রের সমান॥" ২৮

আলা নহে ঢিলা নাই [৪] উবহু [৫] তেমন।
সেহি মত দেখে রাজা সোণার বরণ॥ ৩০
সেহি মত পিন্ধন দেখে রাজা অগ্নি পাটের শাড়ী।
সর্ব্ব অলঙ্কার অঙ্গে আছে পাটেশ্বরী॥ ৩২
সেহি মত কেশ বেশ বাতাসেতে উড়ে।
মেঘের মধ্যে তারা যেমন দুই আখ্খি জ্বলে॥ ৩৪

---

১ থইয়া = থুইয়া, ফেলিয়া।
২ লাগিয়া = প্রতীক্ষা করিয়া। ৩ তিত ফড়িঙ্গ = ক্ষুদ্র পতঙ্গটিও যেন।
৪ আলা নহে ঢিলা নহে = হালেও নাই ঢলেও নাই, যেমন ছিল তেমন।
৫ উবহু = হুবহু, অবিকল।

সেহি মত মধুর ডাক গো কোইল করে রা[১]।
ঘুমতনে[২] উঠিয়া রাজাগো চারিদিকে চায়॥ ৩৬
একেত বাউরা রাজাগো আর অইল পাগল[৩]।
স্বপনের দেখাশুনা না পায় লাগল[৪]॥ ৩৮

(৮)

(আরে ভাইরে) প্রভাত কালে উঠ্যা না রাজা কোন কাম নাই সে করে
আরে ভালা কোন কাম সে করে।
পাত্রমিত্রগণে রাজা ডাকে সবাস্থরে[৫]॥ ২
তবে ত ডাকিয়া আনে যত কামুলাগণে।
হুকুম দিল রাজ্যের রাজা গির[৬] বান্ধিবারে॥ ৪
চলিলা কামুলাগণ রাজার হুকুমে।
উত্তম করিয়া ঘর বান্ধে এক দিনে॥ ৬
গজারির পালা দিল গো নাই সে উলুয়া ছনে ছানি
(আরে ভালা) উলুয়া ছনে ছানি[৭]।
শীতল পাটির বেড়া দিয়া বান্ধিল বিছানী॥ ৮
মক্ষি না যাইতে পারে ঘরের ভিতরে।
পিপড়া সান্ধাইল কিছু প্রবেশ ত না পারে॥ ১০
দিনের আলো নিশার গো বাতাস কিছুই না যায়।
এই মত নিরুইন্থা[৮] ঘরগো বান্ধে কামুলায়॥ ১২

---

১ কইলে করে রা = সেইরূপ মধুর কথা, যেন কোকিল ডাকিতেছে।
২ ঘুমতনে = ঘুম থেকে।
৩ একেত বাউরা......পাগল = একেই ত রাজা আধ ক্ষেপা (বাউরা) হইয়াছিলেন, এবার সম্পূর্ণ পাগল হইলেন
৪ লাগল = তাহার 'লাগল' (সাক্ষাৎ) পাওয়া গেল না।
৫ সবাস্থরে = সভাস্থলে।
৬ গির = গৃহ।
৭ উলুয়া ছনের ছানী = উলুখড়ের ছাউনী।
৮ নিরুইন্থা = রৌদ্রপ্রবেশের রন্ধ্রহীন, নিরুদ্ধ।

মধ্যখানে রাখে রাজাগো আড়ের পালং [১] ।
শীতল না পাটী দিয়া শয্যার বরণ [২] ॥ ১৪
উত্তম বালিসরে দিল আর দিল মশরী ।
আবের পাঙ্খা দিলাইন রাজা জলভরা না ঝারি ॥ ১৬
শয়নগৃহের যা যা লাগে দিলাইন এইমতে ।
ঘৃতের প্রদীম দিলাইন [৩] পসর জ্বালাইতে ॥ ১৮
পরথম প্রহর নিশি রাজা কোন কাম করে ॥
ছাওয়াল সঙ্গে সুয়া দাসী পাঠায় সেই ঘরে ॥ ২০
সুগন্ধি চন্দন চুয়াগো বাটাভরা পান ।
সেই শয্যা দেখিয়া লাজে দুগ্ধু হয় মৈলান [৪] ॥ ২২

এক রাইত যায়গো সুয়া আর রাইত যায় ।
একদিন বাউরা রাজাগো সুয়ারে সমজায় [৫] ॥ ২৪
"শুন শুন সুয়া দাসীরে কইয়া বুঝাই তরে ।
নিশি রাইতে জাগ্যা তুমি কিবা দেখ ঘরে ॥" ২৬

ধীরে ধীরে কহেত দাসীগো রাইতের বিবরণ ।
"নিশি রাইতে আস্যা রাণী ছাওয়ালে দেয় তন [৬] ॥ ২৮
আলা নাই সে ঢিলা নাই সে দেখিতে তেমন ।
সেইমত দেখি রাণীর সোণার বরণ ॥ ৩০
সেইমত চাচর কেশগো বাতাসেতে উড়ে ।
সেহিমত সর্ব্বঅঙ্গ রতনেতে জুড়ে ॥ ৩২
সেহিমত পিন্ধন তার গো অগ্নিপাটের শাড়ী ।
সেহিমত দেখি রাজা তোমার সে নারী ॥ ৩৪

---

১ আড়ের পালং = (হাতীর) হাড়ের নির্ম্মিত পালঙ্ক ।
২ বরণ = আবরণ, আচ্ছাদন ।
৩ দিলাইন = দিলেন ।
৪ মৈলান = মলিন, ম্লান ।
৫ সমজায় = জিজ্ঞাসা করে ।
৬ তন = স্তন ।

রজনী বঞ্চিয়া যায় শিশু লইয়া উড়ে [১]।
পোশাই রজনী [২] আর আরে না দেখি তারে ॥ ৩৬
ঘর বান্ধা দুয়ার বান্ধা নাই সে দেখা যায়।
কোন বা পথে আইসে রাণী কোন বা পথে যায় ॥” ৩৮

১—৩৮

(৯)

সুবুদ্ধি আছিল রাজার কুবুদ্ধি গো হইল।
শুনিয়া আচরিত কথা দাসীর আগে কৈল ॥ ২
“আইজ যাওরে সুয়া দাসী সকাল করিয়া।
সন্ধ্যাবেলা যাও ঘরে ছাওয়ালে লইয়া ॥” ৪
এক বচ্ছরের দেখ এক দিন বাকী।
বরাতে আছিল রাজার দৈবে দিল ফাঁকি। ৬

সোণার বাটায় পান সুপারী চুয়া চন্দন লিয়া।
ছাওয়াল করিয়া কোলে সুয়া দাখিল হইল গিয়া ॥ ৮
ঘরে গিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধন করিল।
পালঙ্ক উপরে সুয়া শিশু লইয়া শুইল ॥ ১০
মাইঝাল [৩] রাইতে দেখ হইল কোন কাম।
শয্যায় না শুইয়ে রাজা নিদ্রা নাই নয়ানে ॥ ১২
বার বাংলা ছাইরা রাজা ঘরের বাহির অইল।
আস্‌মানের চান্দ সুরুজ চাইয়া সে রহিল ॥ ১৪
ধীরে ধীরে যাইনগো রাজা পুষ্কুন্নীর পাড়ে।
যে পারেতে সুয়ার ঘরগো যাইন সেই পারে ॥ ১৬

---

১ উড়ে = বক্ষে ; উরঃস্থলে।

২ পোশাই.........তারে = রাত্রি পোহাইয়া গেলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না।

৩ মাইঝাল = মধ্য।

মাঝে মাঝে পুষ্পের গাছ নাহি লাড়াচাড়া।
ঘরে ঘুমায় পুরুষ নারী নাই সে জানে তারা॥ ১৮
রাজ্যের যতেক লোক ঘুমায় এহিমতে।
পাগল অইয়া বাউলা রাজা কান্দে পথে পথে॥ ২০

গাছে জাগে সোণার কুইলগো পক্ষী ছাড়ে বাসা।
হেন কালেতে বাউরা রাজা হারাইল দিশা [১]॥ ২২

১—২২

(১০)

কোন পাহারে জ্বলে মাণিকরে এই মত তেজল [২]।
এক মাণিকে চৌদ্দভুবন করিল উজ্জ্বল॥ ২
কোন জনে জ্বালাইল বাতিরে এমন আন্ধাইর ঘরে।
এক ঘরে জ্বালাইলে বাতি সকল উজল করে॥ ৪
পূব সায়রে লাইম্যা ভানুরে ভোরের ছান করে।
ঐন্থ্যা রথে উঠ্যা ভানু যাইবাইন [৩] নিজ পুরে॥ ৬
দুধের বরণ ঘোড়া গোটা আগুণবরণ পাখা।
(আরে) বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে যায় দেখা॥ ৮
আবের বাড়ী আবের ঘর করে ঝিলিমিলি। ৯

*   *   *   *   *

ঐ ঘরে যাইতে ঠাকুর উঠ্যা রইলাইন [৪] রথে।
ঊষার সঙ্গে অইব [৫] মিলন পূব পাহারের পথে [৬]॥ ১১

---

[১] হারাইল দিশা=দিশা হারা হইল।
[২] তেজল=তেজোবিশিষ্ট।
[৩] যাইবাইন=যাইবেন।
[৪] রইলাইন=রহিলেন।
[৫] অইব=হইবে।
[৬] মেরু পাহাড়ের উপর যে আলো জ্বলিয়া উঠে, এমন উজ্জ্বল মাণিক আর কোথায় পাওয়া যাইবে। সে মাণিকের আলোতে চৌদ্দভুবন উজ্জ্বল হয়।

হেন কালেতে বাউরা রাজাগো কোন কাম করিল
আলু ঝালু [১] মাথায় কেশগো দুয়ারে দাঁড়াইল ॥ ১৩
"দুয়ার খোল সুয়া দাসী প্রাণে বাঁচাও মোরে।
রজনী হইল ভোর দেখাও রাণীরে ॥" ১৫

হাওট [২] পাইয়া রাণী কোন কাম করিল।
দুয়ার খুলিয়া দেখ সাম্‌নে দাঁড়াইল ॥ ১৭
হায় হায় করিয়া রাজাগো ধরে সাপুটিয়া [৩]।
রাজার কান্দনে গলে পাষাণের হিয়া ॥ ১৯

রাণী

"ছাইড়া দেও প্রাণের পতিগো ছাইড়া দেও আমারে
ওগো ছাইড়া দেও আমারে।
শাপত হইল মোচন [৪] যাইবাম দেবপুরে ॥" ২২

এমন প্রদীপ কে দেখিয়াছে! এক ঘরে প্রদীপ জ্বালাইলে জগতের সমস্ত ঘর আলোকিত হয়। এই বিশ্ব-আলোকারী উজ্জ্বল মাণিক, এই চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের আঁধারনাশী প্রদীপবৎ ভানুদেব পূর্ব সাগরে স্নান করিয়া উঠিলেন, সম্মুখে তাঁহার রথ—তাহার অশ্বগুলি তুষারশুভ্র, কিন্তু পাখাগুলি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। পূর্ব্ব সাগরে অবগাহনান্তে সূর্য্যদেব উষার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পূর্ব্ব পাহাড়ের পথে এই রথে চাপিলেন।

এই উষার বর্ণনায় ঋগ্বেদের উষার কথা মনে পড়িবে।

১ আলু ঝালু=এলোমেলো।

২ হাওট=পদশব্দ। কেহ আসিতেছে বা আসিয়াছে, এইরূপ সঙ্কেতকে 'আওট' বা 'হাওট' বলা হয়।

৩ সাপুটিয়া=আকড়াইয়া।

৪ শাপত.........মোচন=আমার শাপ মোচন হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া রাণীগো শূন্যে গেল উড়ি।
হস্তেতে ছিড়িয়া রইল রাজার অগ্নি পাটের শাড়ী ॥ ২৪
অধরচান্দে কাইন্দা কয় রাজা করিলে কি কাম।
তা না হইলে অইত পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥ ২৬

১—২৬

(সমাপ্ত)

মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা

মাণিক তারা

বা

ডাকাতের পালা

(১)

মাও গুরু বাপ গুরু আর গুরু ওস্তাদ জোন [১] ।
তা হতে অধিক গুরু দেব নিরঞ্জন ॥
সেই নিরঞ্জনের পায় পরথমে [২] বন্দম [৩] ।
মেহেরবণী কর আল্লা মই [৪] বড় অধম ॥ ৪
তার পরে বন্দম আমি পীর পেগম্বর ।
মস্তক পাতিয়া বন্দম এই সোণার আসর ॥
হস্ত তুইলা সেলাম করি যত মমিন [৫] গোণ ।
বয়স গেছে বাইড়া আমার বুদ্ধি আছে কোম ॥
ক্ষেমা দিবাইন গুণাগারী [৬] আমার গাহানে [৭] নাইক্কা [৮] রস ।
আল্লার কুদ্রতে [৯] পাই যে দশো জনার [১০] যশ ॥ ১০

ইদেশের [১১] উত্তর মাথালে [১২] আছে নদী বরাবর ।
নদী নয়রে সাত সমুদ্দুর দেখতে ভয়ঙ্কর ॥

---

১ জোন = জন ; গোণ = গণ ; কোম = কম ।
২ পরথমে = প্রথমে ।
৩ বন্দম = বন্দনা করি ।
৪ মই = মুই, আমি ।
৫ মমিন = বিদ্বান্ ।
৬ ক্ষেমা দিবাইন গুণাগারী = ভ্রম প্রমাদ মার্জ্জনা করিবেন ।
৭ গাহানে = গানে ।
৮ নাইক্কা = নাইকো ।
৯ কুদ্রতে = আশীর্ব্বাদে ।
১০ দশোজনার = দশজনের, সাধারণের ।
১১ ইদেশের = এদেশের ।
১২ মাথালে = মাথার দিকে ।

দেশের নোকে ডাকে তারে বরমপুত্তুর [১] কয়।
আওয়াজ করে বরমদৈত্য পানির তলে রয়॥

ধুয়া—

হায়রে গাঙ্গের কি বাহার।
হায়রে গাঙ্গের কি বাহার।

ও তার ইপার আছে ওপার নাইক্কা [২] চোক্কে মালুম
দেয় না কার [৩]।
ও তার পাণির তলে পাক পইরাছে দেখ্‌তে নাগে চমৎকার॥ ১৪
বাও চালাইলে তুফান ছোটে নাও ছাড়ে না কণ্ণধার।
চালি [৪] সোমান গড়ান ভাঙ্গে ফ্যানা ওঠে মুখে তার॥
(কত) শিশু [৫] ঘইরাল [৬] বাসা ছাড়ে চক্কে ছ্যাহে অন্দিকার।
গাছ বিরিক্ষি চুবন খাইয়া [৭] ভাইসা যায়রে পুব পাহাড়॥ ১৮

হায়রে গাঙ্গের কি বাহার।
হায়রে গাঙ্গের কি বাহার॥

এহিতো তেলেছ মাত [৮] নদী যহন [৯] পায় না বাতাস বাও।
মাটীর মোতন পইড়া থাকে মুখে নাইরে রাও॥ ২০
বাও নাই বাতাস নাই, নাই নদীর ডাক।
ত্যাল ত্যালাইয়া যায় [১০] দরিয়া পাক্‌ ফালায় বাক্‌ [১১]॥

---

১ বরমপুত্তুর = ব্রহ্মপুত্র ; বরমদৈত্য = ব্রহ্মদৈত্য।

২ নাইক্কা = নাইকো (প্রাদেশিক উচ্চারণ—অনুনাসিকযুক্ত)।

৩ চোক্কে মালুম দেয় না কার = (নদীর অপর পার) কাহারও দৃষ্টির গোচর নহে।

৪ চালি = নৌকার ছাদের মত উচুঁ ঢেউ (গড়াণ) ভাঙ্গে।

৫ শিশু = নদীবিহারী প্রাণিবিশেষ। শিশুর তৈল বাত রোগে বিশেষ উপকারী।

৬ ঘইরাল = ঘড়িয়াল।

৭ চুবন খাইয়া = জলে ডুবিয়া।

৮ তেলছ মাত = ।

৯ যহন = যখন।

১০ ত্যালত্যালাইয়া = অতি মসৃণ ভাবে ; স্বচ্ছন্দগতিতে।

১১ পাক......বাঁক = বাঁকের নিকট নদীর আবর্ত্ত দেখা যায়।

ডিঙ্গা পান্‌সী ছাইড়া দিয়া নাইয়া লোকে দেয় পাড়ী।
ব্যাহুস [১] নোক যে ডুইবা মরে প্যাকের তিন ঢেউএর খায়্যা
বাড়ী॥ ২৪
ভাতের থালি যেমুন ভাইরে সোমান থাকে তলি।
এম্নি মোতন থাকে নদী বাও বাতাস না পাইলি [২]॥
এহিতো দরিয়ার পারে গো আছে গোঞ্জের ঘাট।
সাতো দিনের মধ্যে বইসে তিন দিন গোঞ্জের হাট॥ ২৮
গোঞ্জের হাটে বেচা কিনি মোনের মোত হয়।
এহি জাগাতে খেওয়া পড়ে [৩] মানুষ জড় হয়॥
হাটের জিনিষ কিনা মাইন্‌সে রুশাই [৪] কইরা খায়।
ঘরে থাইকা ভারা দিয়া রাইত পোষাইলে [৫] যায়॥ ৩২
শতে শতে খেওয়া ডিঙ্গিগো আরও জাইলা মান্দাইর [৬] নাও।
মানুষ নইয়া পাড়ি দেয়রে ভুইলা বাপ আর মাও॥
বিষ্টিবাতাস বাও মানে না তুফান মাইরা চলে।
নছিব [৭] মোন্দ হইলে ভাইরে তলায় [৮] পানির তলে॥ ৩৬
খেওয়া নাওয়ের দেয় আজুরা [১] কড়ির পাহাড় গুইণা [২]।
হিসাব কইরা দিমু আমি তাক্ নাগ্‌বাইন্ [৩] শুইনা॥

---

১ ব্যাহুস = অসতর্ক।

২ এম্নি......পাইলি। ভাত খাবার থাল যেমন সমতল, বাতাস না থাকিলে নদীর জল তেমনই সমতল ও মসৃণ হয়। না পাইলি = না পাইলে।

৩ গঞ্জের হাটের নিকটেই খেওয়া ঘাট।

৪ রুশাই = রন্ধন। ৫ পোষাইলে = পোহাইলে; প্রভাত হইলে।

৬ মান্দাইর = মান্দার কাটের নৌকা "মান্দারের বৈঠা" স্বর্য্যের গানে উল্লিখিত আছে—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১৭১ পৃষ্ঠা, প্রথম ভাগ।

৭ নছিব = অদৃষ্ট। ৮ তলায় = তলাইয়া যায়, ডুবিয়া যায়।

৯ আজুরা = পারিশ্রমিক।

১০ কড়ির পাহাড় = অনেক কড়ি, এজন্য কড়ির স্তূপকে পাহাড় বলা হইয়াছে।

১১ তাক্ নাগ্‌বাইন্ = তাক লাগিবে; চমৎকার লাগিবে।

চাইর কুড়ি কড়ি গুইণা নইলে হয়রে পোণ ।
ষোল পোণ কড়ি হইলে হয়রে ভাই কাহোণ ॥ ৪০
দশো কাহোণ কড়ি দিয়া গুদারায় হয়রে পার ।
কেউবান [১] মরে কেউবান বাঁচে দিশা নাই যে তার ॥
বরমপুত্তুর পাড়ি দিয়া দশ কাহোণ দিচে কড়ি ।
মাটী পাইয়া নোকে কইতো আল্লা রসুল হরি [২] ॥ ৪৪
দশ কাহণে পারের নাগুল পাইয়া সেরপুর গিরাম [৩] ।
সেই জন্যে হইয়াছে ভাইরে "দশকাউণা" নাম ॥
এহি নদী না পাড়ি দিতে মরত কত জোন ।
হাতের টেহা জহর পাতি থাইতো চোরাগোণ ॥ ৪৮
কেউবান ভালা কেউবান মোন্দ থাক্‌তো নায়ের মাঝি ।
দিন দুপুরে মারত ছুরি হায়রে এমুন পাজি ॥
নুইটা [৪] নিত কাইড়া ছিড়া জহরপাতি যত ।
ঐরাণ [৫] জোঙ্গলে নিয়া নেংটা ছাইড়া দিত ॥ ৫২
কেউবান মাথায় কুড়াল মারে কেউবান কাটে গলা ।
হস্তপদ বন্দন কইরা দেয়রে পানির তলা ॥
খুইলা নিতো জেহারপাতি ওযা অঙ্গে পইরাছে ।
ঝাপি টোপ্‌লা খুইলা নিতো, দিতো ওস্তাদের হাতে ॥ ৫৬

---

১ কেউবান্‌=কেহ বা ।

২ মাটী............হরি=পাড়ি দিয়া ডাঙ্গায় পঁহুছিতে পারিলে আরোহিগণ ভগবানের নাম স্মরণ করিত ।

৩ গিরাম=গ্রাম । ৪ নুইটা=লুট করিয়া ।

৫ ঐরাণ=অরণ্য শব্দের রূপান্তর। প্রাচীন বাঙ্গালা ও পূর্ব্ববঙ্গে ঐরাণ শব্দ জঙ্গলের শব্দের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র ব্যবহার হয় এবং ঐরাণ শব্দ "গভীর" অর্থ বাচক ।

(২)

গোঞ্জের ঘাটে থাইকতো বিশু নাই [১] ।
ঘরে আছে নাপতানী আর জোন পাঁচেক পোনাই [২] ॥
হাতে নাইরে খাবার কড়ি ঘরে নাইরে ছোন [৩] ।
বেড়ায় দিবার নাইরে তার জোঙ্গলা আড়া বোন ॥ ৪
গিন্নি পোনাই নইয়া বিশু ভিক্ষা মাইঙ্গা খায় ।
দিন খাটুনি খাটে তেমু ব্যবসায় না কুলায় ॥ ৬
পাঁচ ছাওয়ালের বড় ছাইলা বাসু হইল নাম ।
বয়েস বার বচ্ছর হইল কিছুই শেখে নাই কাম ॥
তার ছোট কুশাই মৈল নদীর জলে পইড়া ।
তার ছোট যে দাসুক খাইল ঘাটের কুমীরে ধইরা ॥ ১০
আর একটা পৈড়া মৈল ভাইঙ্গা বিরিক্ষির [৪] ডাল ।
ছোটকা মৈল বেরাম ভুইগা ফুরাইল জঞ্জাল ॥

বিশু কাইন্দা অন্ধ হয় বিদিক [৫] ডাইকা কয়,
এহিতো লেইখাছে দারুণ বিধিরে । ১৪
না দিলারে কড়া কড়ি, না খাইয়া পরাণে মরি,
এহি দুঃখে দিব গলায় দড়ি ॥
হাতে দিলা চন্দ্র গুইণা পঞ্চমুখে কতা শুইনা, [৬]
যাইতো মোনের জ্বালারে । ১৮
ক্যারমে ক্যারমে [৭] সব খাইলা একবাতি ঘরে থুইলা,
না জানি কি দুঃখু দিবারে ॥ ২০

---

১ নাই = নাপিত ।
২ পোনাই = ছেলেপিলে ।
৩ ছোন্ = চালের খড় ।
৪ বিরিক্ষির = বৃক্ষের ।
৫ বিদিক = বিধিকে ।
৬ পঞ্চমুখে কথা শুইনা = পাঁচটি ছেলের কথা শুনিয়া ।
৭ ক্যারমে ক্যারকে = ক্রমে ক্রমে ।

এক বাসু পেটী তেল কাইত অইলেই সব গেল [১],
মাও বাপের অন্দলের নড়িরে [২]।
দয়া করি যুদি দিলা আবার ক্যানে হইরা নিলা,
না দেখিলা বুড়া বুড়ীরে ॥ ২৪
আর না ফিরিমু ঘরে ই পরাণ দিমু তরে,
মোনের জ্বালায় জলে দিমু ঝাপরে।
দুঃখে আমার অঙ্গ জ্বলে শীতল না হইব মইলে,
নিয়া যাও পরাণ হইরারে ॥ ২৮

কান্দিতে লাগিল বিশু চাপের [৩] উপর বৈসা।
জলের টানে অম্নি চাপ নদীতে পৈল খৈসা ॥
ডুইবা মৈল বিশু নাই দেখ্‌ল না আর কেউ।
বাসুর মাও তার মাথা দেখ্‌ল দেখল নদীর ঢেউ [৪] ॥ ৩২
পতির মরণ দেইখা কান্দে বাসুর মাও।
চরণের দাসী থুইয়া কোথায় চইলা যাও ॥
দুঃখু জ্বালা সইয়া থাকি সোয়ামী পুত্ত্রু নইয়া।
আমার সেও সুখে যে হইরা নিল বিধি বাদী হইয়া ॥ ৩৬
একা ঘরে বাসুক নইয়া [৫] ক্যামনে আমি থাকি।
দুক্ষের জ্বালায় পুইড়া মরি পরাণ ক্যামনে রাখি ॥
মোনে বলে জুড়াই জ্বালা বুকে দেইরে ছুরি।
ঐরাণ জোঙ্গলে যাইয়া গলায় দিমু দড়ি ॥ ৪০

---

১ এক বাসু.........সব গেল = 'সবে ধন নীলমণি' বাসুর যদি কিছু হয়, তবে আমরা সর্ব্বস্বহারা হইব।

২ অন্দলের নড়ি = অন্ধের যষ্টি। ৩ চাপের = নদীর পাড়ের।

৪ বাসুর মা ঢেউ = বাসুর মাতা স্বামীর মস্তক ঢেউএর সঙ্গে (তলাইতে) দেখিতে পাইল।

৫ নইয়া = লইয়া।

আর না হইলে আমি জলে ঝাপ দিব।
শীতল জলেতে আমি ডুইবা মরিব॥"
এহি কতা না বলিয়া নারী মরিবার যায়।
পাছে থনে [১] 'মা' 'মা' বুইলা বাসু ডাকে মায়॥ ৪৪
ফিরা চাইয়া বাসুর মাও দেখল সোণার মুখ।
সোন্তানের মোমতা আইসা ছাইয়া নিল বুক [২]॥
ভুইলা গেল পতির কতা আর পেটের জ্বালা।
আমির [৩] কয় আর মইরবা ক্যানে চক্ষু মুইছা ফালা॥ ৪৮
বাসুক নইয়া বাসুর মাও মাইঙ্গা দিবে পাড়া।
কেউবান কিছু দেয় খাইতে দয়াল আছে যারা॥
এক বাসুক নইয়া নারী কুইড়া ঘর না ছাড়ে।
পংখী যেমুন পাংখার তলে বাচ্ছা পহর পাড়ে [৪]॥ ৫২

(৩)

বাড়ীর কাছে জাইলাপাড়া আর আছে কোচার।
ইষ্টিকুটুম সরিক সরাত কেউ নাইক্কা তার॥
ভাই বেরাদার বাপ মইরাছে মাথা গোঞ্জার নাই যে ঠাঁই।
বাসুর মাও মোনে ভাবে কোথায় চইলে যাই॥ ৪
অনাথ হইলে জগদিষ্ট [৫] ইস্ট করে যে তার।
কুচ্‌নী পাড়ার কানাইর মা যে নইল [৬] তাহার ভার॥

কানুর মাও সই পাতাইল বাসুর মায়ের সাতে।
বাসুর মাও তার দয়া দেইখ্যা সগ্‌গ পাইল হাতে॥ ৮

---

[১] পাছে থনে=পিছন থেকে।
[২] সন্তানের......বুক=অপত্যস্নেহে তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল।
[৩] আমির=পালা-রচয়িতা।
[৪] পহর পাড়ে=পাহারা দেয়।
[৫] জগদিষ্ট=যিনি জগতের ইষ্ট বিধান করেন; জগদীশ্বর।
[৬] নইল=লইল।

কানুর বয়েস বাসুর বয়েস এক রহমই [১] হয়।
বচ্ছর তিনেক বড় কানু বেশী বড় নয়॥
বিশ বচ্ছরের হইল কানু মোছের দিল রেখা।
কানুর বশে চলে বাসু যে পথ দেখে বেকা [২]॥ ১২
মায় কইরাছে নিষদ [৩] কত বাসু মানে না
পেটের জ্বালায় কানুর মায় রে কবার পারে না॥
কানুর মাও যে দয়াল ভারী বাসুর মাও তার জ্ঞান।
নিত্তি দিত খাওয়ার কিছু এম্নি সইয়ের টান॥ ১৬
গামছাত বাইন্দা চাইল ডাইল নিত আর পুটি ত্যাল।
বাগুন মরিচ ফল ফলান্তি আর বেন্দুর গোটা ব্যাল॥
ঘরের পাছে মইষের বাথান দুগ্ধ যে পানায় [৪]।
চুঙ্গা [৫] ভইরা নইয়া কানুর মা সইয়ের বাড়ী যায়॥ ২০
বাসুর মাও বৈসা খায়না গতর খাটাইয়া খায়।
মানের গোড়ায় ছাই ঢাইলাছে লজ্জা নাই যে তায়॥
জাইলা-গোরে সুতা কাটে ঢেকিত বানে বারা [৬]।
দুইডা চাইড্ডা মচ্ছ আনে আর আনে ক্ষুদ কুড়া॥ ২৪
দিন কাটায় বাসুর মাও আর ভাবে মোনে মোনে।
কবে কানু ডাঙ্গর হব সেই কতাডি [৭] গোণে॥

---

১ রহমই = রকমই।

২ কানুর......বেকা = কানুর প্ররোচনায় বাসু বিপথগামী হইতে লাগিল।

৩ নিষদ = নিষেধ।

৪ পানায় = (বাছুরে) পান করে; গোদোহনের পূর্ব্বে বাটে দুধ আনিবার জন্য বাছুরকে দিয়া 'পানাইতে' হয়। 'পানান' এটি বাঙ্গালা নাম ধাতু।

৫ চুঙ্গা = বংশপাত্রবিশেষ।

৬ বানে বারা = ভারা ভানে; ধান ভানা, চিড়া কোটা প্রভৃতি বৃত্তিকে 'ভারা ভানা' বলে। পল্লীগ্রামে ইতরজাতীয়া বিধবা বা সম্বলহীনা স্ত্রীলোকের ইহাই জীবিকার উপায়। (জাইলা গোরে = জেলে দের)।

৭ কতাডি = কথাটি।

জাইত ব্যবসা করব বাসু যাব মোনের দুখ।
পেটের জ্বালা যাব দূরে দেখমু সুখের মুখ॥ ২৮
বিশ বচ্ছইরা জুয়ান হইয়া বাসু অইল ওরা [১]।
পাড়ায় পাড়ায় ঝোপ জঙ্গলে নাফায় [২] জানি ঘোড়া ॥ ৩০
সাকরিদ [৩] হইল বাসু নাই [৪] ওস্তাদ কানু কোচ।
মানুষ গরু কেউ মানেনা ফুলাইয়া ফিরে মোচ্ [৫]॥

বাসুর ঘরের পাছে আছে বট বিরিক্ষি গাছ।
দেও বিরিক্ষি [৬] বুইলা কেউ যায় না তার কাছ॥ ৩৪
নিশা রাইতে বাসুর মাও শুইয়া নিদ্রা যায়।
ঘুমের চোখে আচম্বিতে শুনিতে যে পায়॥
"ওঠ ওঠ বাসুর মাওগো আছমানের দিরি [৭] চাও।
হাইরা কোণায় [৮] সাইজাছে দেওয়া আইল তুফান বাও॥ ৩৮
ঘরে দিচ প্যালা গুইঞ্জা [৯] বেড়াত দিচ তার পাতা।
এক সাপটে উড়ায়া নিব কোনে থোবা মাথা॥"

নাপিতানী শুনিয়া কতা পাইল মোনে ভয়।
বাসুক [১০] জড়াইয়া ধইরা সাহস কইরা কয়॥ ৪২

---

১ ওরা = উড়িবার উপযুক্ত অর্থাৎ উপার্জ্জনক্ষম। ২ নাফায় = লাফায়।
৩ সাকরিদ = শিষ্য। ৪ নাই = নাপিত।
৫ ফুলাইয়া ফিরে মোচ = মোছ ফুলাইয়া বেড়ান শারীরিক সামর্থ্যের পরিচায়ক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কালকেতুর বর্ণনা তুলনীয়, যথা, "মুচড়িয়া দুই গোঁফ বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।"
৬ দেও বিরিক্ষ। দেও = দেবতা। এই বৃক্ষে দেবতা (ভূত) আশ্রয় করিয়া আছে, লোকের এই বিশ্বাস ছিল। যদিও "দেও" ও "দেব" একই শব্দ, তথাপি "দেও" শব্দ বাঙ্গালায় ভূতার্থ বাচক হইয়াছে।
৭ দিরি = দিকে। ৮ হাইরা কোণায় = ঈশান কোণে।
৯ প্যালা = ভাঙ্গা ঘর ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বংশদণ্ড; গুইঞ্জা = গুঁজিয়া যোগ দিয়া। ১০ বাসুক = বাসুকে।

"ঘরের পাছে বইসা ডাক এই না নিশার কালে।
বাও বাতাসে উড়ায়া নিবো আমার নছিব মোন্দ অইলে॥ ৪৪
আহারে দারুণ বিধি আমার কপাল পুইরাছে।
কোলের ছাইলা গাঙ্গে নিয়া হাড় চাবাইয়া খাইচে॥
ভাঙ্গা ঘরে থাকি আমি ভাঙ্গা নছিব নইয়া।
দুঃখু দেইখা তাম্‌সা কর আমার বাড়ীতে বইয়া[১]॥" ৪৮

"গোসা কইল্লা নাপিত মাসী আমি হইলাম যে ছাইলা।
বাসু আমাক ডাকে যে মাসী কানু দাদা বুইলা॥
আমার মাও যে সই পাতাইল তুমি হইলা মাও।
ছাইলার সঙ্গে গোসা কইরা ক্যামনে কইল্লা রাও॥ ৫২
নিশাকালে কাম পইড়াছে বাসুক নইয়া যামু।
খাওয়ার দিব্য[২] পাইয়াছি মাসী দুই ভাইয়ে বইয়া খামু॥
উইড়া গেল কাইলা দেওয়া[৩] পাইয়াছে আল্লা বাও।
হাইরা তুফান উইরা গেল বাসুক জাগাইয়া দেও॥" ৫৬

নাপতানী চিনিয়া তহন ভাবে মোনে মোনে।
সইয়ের বেটা কানু অইচে দুঃখু দিলাম মোনে॥
নিজের কথা ফিরাইয়া নিয়া বিনয় কইরা কয়।
"তুমি যে আইসাছ কানু আমার জানা নয়॥ ৬০
এত রাইতে আইচরে কানু আমার কাণে মালুম নাই[৪]।
ঘুমের আলিস্যি চোক্কে নাগ্‌চে মুখে আইল ছাই[৫]॥

---

১ বইয়া = বসিয়া।
২ খাওয়ার দিব্য = দিব্য আহার্য্য; সুন্দর খাবার।
৩ কাইলা দেওয়া = কালো মেঘ।
৪ কাণে মালুম নাই = তোমার স্বর শুনিয়া ঠাহর করিতে পারি নাই।
৫ ঘুমের......ছাই = ঘুমের ঘোরে কি ছাই ভস্ম বলিয়া ফেলিয়াছি।

ক্ষেমা দিবা কানু বাবা গোসা কইরবানা।
আমার বুকের বাসুক নিশাকালে যাইবার দিমুনা ॥ ৬৪
এক বাসুক যে কইলজা আমার অন্দলের নাটী [১]।
ঐ সোণার চান্ বদন দেইখা পথে পথে হাটি ॥
রাইতে পোষাইলে নইয়া যাবা রাইখ দিনের বেলা।
রাইতে আমি বাসুক নইয়া জুড়াই মোনের জ্বালা ॥" ৬৮

চেতন পাইয়া বাসু কৈল শুন ওহে মাও।
নিশাকালে কারবান [২] সাতে কর তুমি রাও ॥
বাসুর মাও কৈল বাপু কানু আইসাছে।
দেও বিরিক্ষির তলে কানু বইসা রইয়াছে ॥ ৭২

লম্ফ দিয়া উঠ্ল বাসু মায়ের হস্ত ঠেইলা।
ঘরের থোনে [৩] বাহির হৈল ঘরের কেওয়ার [৪] খুইলা ॥
নোড়ায়া [৫] যায়া কানু দাদার জড়ায়া ধল্ল গলা।
এত রাতে কি কামে দাদা আমার বাড়ী আইলা ॥ ৭৬
কানু বলে "তোমাক আমি নিবার আইচিলাম।
তোমার মাও যে ছাইড়া দেয়না মস্কিলে পইলাম ॥"
বাসু কৈল "ভাইব না দাদা তোমার সাতে যামু।
খাওয়ার যা পাইয়াছ তুমি তোমার সাতে খামু ॥" ৮০

মায়রে কৈল [৬] "উইঠা মাগো ঘরের কেওয়ার মার [৭]।
ভাইয়ের সাথে ভাই চইলাছে চিন্তা ক্যান মা কর ॥

কানুর সাথে বাসু গেল মাও রইল তার ঘরে।
এক মরে পোলার জ্বালায় আর যে মরে ডরে ॥ ৮৪

---

[১] নাটী = নড়ী, যষ্ঠি। [২] কারবান = কাহার। [৩] থোনে = থেকে।
[৪] কেওয়ার = খিল ; অর্গল। [৫] নোড়ায়া = দৌড়াইয়া।
[৬] কৈল = কহিল। [৭] কেওয়ার মার = অর্গলবন্ধ কর ; খিল দাও

মোনে মোনে পাইয়া ভয় বাসুর মাও যে কাইন্দা কয়
দুষ্মণ হৈয়া ক্যানে ঘরে আইচিলি।
একমুখ দেইখা থাকি বুকে তরে ঢাইকা রাখি,
পোক পাকালী বুইনার [১] মোত্ আমারে খেদাইলি ॥ ৮৮
দোয়াই দেই [২] বুড়া ঠাইরাইণ [৩] আমার বাসুক ভালা রাইখাইন,
ভাইজা দিমু ছাতু গুরা চাইল।
দোয়াই মাগো সুবুচুনী বাসু ভালা থাকে জানি,
গুয়াপান দিমু তারে কাইল ॥
পেচার ডাক শুইনা নারী অমনি কয় ত্বরাতরি,
ডাইক নারে কালপেচা আর
বোয়াল মাছে ভাইজা দিমু শৈল মাছ পুইড়া দিমু,
বুকের সোণা বুকে দেও আমার ॥ ৯৬
মোনের দুঃখু কইয়া যত বাসুর মাও যে কান্দল কত,
সেহি কথা ক্যামনে কৈরবরে বর্ণন।
কাল নিশি পোষাইল কাহা কাহা [৪] কাক ডাকিল
বাসুর মাও হৈল নিদ্রায় অচৈতন ॥ ১০০

(৪)

আধা পথে আইসারে কানু গাছের তলে বইল।
মোনের যত গোপন কথা বাসুক ভাইঙ্গা কৈল ॥

---

[১] পোক পাকালী বুইনা = পক্ষী পাখালী ও বন্যজন্তুর মত আমাকে অগ্রাহ্য করলি অর্থাৎ আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেলি।

[২] দোয়াই দেই = দোহাই দিতেছি ; শরণ লইতেছি।

[৩] বুড়া ঠাইরাইণ = 'বুড়া ঠাকুরাণী' বা 'বুড়া মা' গ্রামে গ্রামে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন ; ইনি শক্তিরূপিণী চণ্ডী দেবীরই অন্য সংস্করণ।

[৪] কাহা কাহা—কা কা।

"ওপাইরা ভারাইটা [১] নিচি ঠাকুর আর ঠাইরাইন [২] ।
রাইত না পোহাইতে তারা ওপারে যাইবাইন ॥ ৪
পার কইরা দিমু আমি সোণা মাঝির নায় ।
তুমি নি হইবারে সাথী রাইত পোহাইয়া যায় ॥"
বাসু কৈল "সোণা মাঝি আপন ভারা রাইখা [৩] ।
তোমাকে দিল নৈকাখান কোন সুবিতা [৪] দেইখা ॥" ৮

কানু কৈল "সোণা মাঝি জ্বরে কাইপা সারা ।
দিন চারি পাচ নায়ের লগি মাটিত থাক্‌ব গারা [৫] ॥
নৈকাতে তুলিয়া আমি ঠাকুর ঠাইরাইণ নিব ।
গোঞ্জের ঘাটের পাকে নিয়া ডুবাইয়া মারিব ॥ ১২
টাকা মোহর জোহারপাতি আছে মোনের মোত ।
সন্ধ্যাবেলা দেইখাছিরে তোমাক কমু কত ॥"

বাসু কৈল "কও কি দাদা পাকে ডুবাইবা ।
পাকের থনে ক্যামন কইরা আমাকে বাঁচাইবা ॥ ১৬
বিষম দরিয়ার পাক কেই যে বাঁচে না ।
ক্যামনে বাঁচিব বল আমরা দুইজনা ॥"

কানু কৈল "ভাব ক্যানে শোন বাসু ভাই ।
শস্তু জাইলার কাছি [৬] আইনাছি আগার নিগার [৭] নাই ॥ ২০

---

১ ওপাইরা ভারাইটা = ওপারের ভাড়াটিয়া ; নদীর অপর পারের যাত্রী ।
২ ঠাকুর আর ঠাইরাইন = ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ।
৩ আপন ভারা রাইখা = নিজের ভাড়া ছাড়িয়া, অর্থাৎ লভ্যাংশ ত্যাগ করিয়া।
৪ সুবিতা = সুবিধা ।
৫ দিন......গারা = এখনও চা'র পাঁচ দিন তার নৌকা চলাচল বন্ধ থাকিবে (মাটিতে লগি বা চইড় পোতা থাকিবে) ।
৬ কাছি = দড়ি ।
৭ আগার নিগার নাই = এত বড় যে তাহার পরিমাণ করা শক্ত, 'লেখা জোখা নাই' এইরূপ অর্থ, আগার = আকার ।

এক মাথা তার বান্দা থাকব শিমুল গাছের গোড়ে।
আর এক মাথা বান্দা থাক্‌বো ভুরার [১] উপুরে ॥
ভুরা যাব [২] নায়ের পাছে আঁল্‌গা পাইয়া দড়ি।
মোনের আশা পূন্ন্‌ হইলে ফিরমু ভুরায় চড়ি ॥ ২৪
জেহার পাতি খুইলা নিয়া নায় দিমু কুড়াল।
সুইটা নিয়া ডুবাইয়া তুলমু যত মালামাল ॥
দাইড়া ঠাকুর দাড়ি নাড়ব ছাগল যেমুন নাড়ে [৩]।
ভুরার দড়ি টাইনা আমরা আইসমু নদীর পারে ॥ ২৮
ঠাকুর ঠাইরাইণ মইরা গেলে আর কি মোনে ভয়।
কাছি দিমু শস্তুর বাড়ী কোন বেটা কি কয় ॥
মোনের মোত বেসাত দিমু মায়ের হস্তে নিয়া।
সেই বেসাতে দুই ভাই মিলা পরে করমু বিয়া ॥" ৩২

বাসু কানু কোমর বাইন্দা চল্ল গোঞ্জের হাটে।
ঠাকুর ঠাইরাণ নইয়া গেল বরমপুত্তুর ঘাটে ॥
যেমুন কতা তেমুন কায্য নাইরে ভয় মোনে।
ভুরা টাইনা বেসাত নিয়া আইল দুইজোনে ॥ ৩৬

বাসু কানু দুই জোনে বাড়ীতে আসিল।
চিল কাইয়া [৪] আর পোক [৫] পাকালি [৬] ডাইকা যে উঠিল ॥
বাসু আইসা দিল ডাক "ওঠ মা জননী গো।
রাইত পোহাইয়া যায় তেমু কত নিদ্রা যাওগো ॥ ৪০

আর দুঃখু হৈব না মা দুঃখ গেল কাইটা গো।
আইজ আইনাছি তোমার যত মোনের মত জিনিষ গো।

---

[১] ভুরা = ভেলা। [২] যাব = যাবে।
[৩] দাইড়া ...... নাড়ে = শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছাগলের মত শ্মশ্রু সঞ্চালন করিবে
[৪] কাইয়া = কাক। [৫] পোক = পাখীর অপভ্রংশ।
[৬] পাকালি = পাখালি, পোক পাকালি অর্থ পাখি পাখালি।

তুই হস্তে খাবি তুই আর আমারে খাওয়াবি গো।
চোক্কের জল আর না ফালাবি এম্নি সুখে থাক্‌বি গো॥" ৪৪

বাসুর মাও কৈল "বাসু কিবা আইনাছ।
এক দিনের এই খাওয়ার দিব্যে [১] কয় দিনের সুখ দিছ॥
বাসু কৈল খুইলা দেখ্ মা খাওয়ার দিব্য নয়।
এক দিনে নয় জর্ম্ম [২] ভইরা খাবি সমুদায়॥" ৪৮

কতা শুইনা বাসুর মাও টোপলা [৩] যে খুলিল।
আন্দাইর [৪] ঘর আলো কইরা চক্ষু ভইরা গেল॥
বেসর আছে ঝুমকা আছে আর আছে নাইরকল ফুল।
চিক রইয়াছে সিতি আছে আর কর্ণফুল॥ ৫২
সোণার মালা বাজু আছে আর আছে বুকের পাটা।
সোণার হাসা গাথা আছে কাণখোচানী কাটা॥
নতে আছে চুনী মণি আর মুক্তা ঝুলমুল।
গোণ্ডা বাইশেক তাবিচ আছে আর যে বকফুল॥ ৫৬
চন্দ্রহার সুরজহার রূপার বাক খারু।
চরণপদ্মে বান্দা রইচে গুঞ্জরী দুইগাছ সরু॥
সুলতানী মোহর আছে বাদসাই গোরে টেকা।
আর আছে ছোট বড় সোণারূপার চাকা॥ ৬০
খইরকা মুষ্টি আর আচিল [৫] আগুণপাটের শাড়ী।
সোণার বাটী আবের কাকই সোণার আছাড়ী [৬]॥

বাসুর মাও দেইখা বলে "কি বান কইরাছ [৭]।
রাজা বাদসার বেসাত তুমি কোথায় পাইয়াছ॥" ৬৪

---

[১] দিব্যে = দ্রব্যে। [২] জর্ম্ম = জন্ম। [৩] টোপলা = বস্তা।
[৪] আন্ধাইর = আন্ধার। [৫] আচিল = ছিল।
[৬] আছাড়ি = বাট। [৭] কিবান = একি, কিবা।

বাসু তহন ভাইঙ্গা চুইরা কৈল এক এক দাপে।
কতা শুইনা বাসুর মাও থরথরাইয়া কাঁপে॥
"কি কর্ম্ম কইরাছ বাসু হইল সর্ব্বনাশ।
বরমবধ [১] কইরা তুই বাড়াইলি তরাস॥ ৬৮
চক্কে আর দেখমু নারে বউ কুটুম নাতী।
বরমশাপে কেই থাকে না বংশে দিবার বাতি॥
হৈয়া ক্যানে না মরলিরে হৈতনা এত জ্বালা।
এমন দুষ্মণের হায়রে ডুইবা মরণ ভালা॥" ৭২

কাইন্দা কাইন্দা বাসুর মাও চক্কের মোছে জল।
বাসু তহন বেসাত নিয়া কল্ল মাটির তল [২]॥
দিন ভইরা খাইল না কিছু কাইন্দা বাসুর মাও।
পোলার সাথে গোসা কইরা কইল না আর রাও॥ ৭৬
রাইত পোষাইলে বাসুর মার চক্কু হৈল ঘোলা।
হাড় কাপাইনা জরে ধইরা শরীর ক'ল্ল কালা॥
দিন চারি পাঁচ পৈড়া রৈল বিছানের উপুরে।
পাড়া পরশী আর বাসু দেইখা মোনে ভাবনা করে॥ ৮০
আশ্শি পশ্শি [৩] কৈল "বাসু কবিরাজ ডাইকা আন।
মাও যে তোমার দুঃখী বড় ভালা কইরা টান॥"
পহর তিনি হাইটা [৪] বাসু যায় যে ত্বরাতরি।
তিনকড়ি যে মস্ত বৈদ্য পাইল তাহার বাড়ী॥ ৮৪
হাক ছাড়িয়া ডাকে বাসু কবিরাজ মশয়।
"আমার মাও যে য়্যাহন ত্যাহন [৫] তোমাকে যাইতে হয়॥

---

১ বরমবধ = ব্রহ্মবধ। বরমশাপ = ব্রহ্মশাপ।

২ কল্ল মাটির তল = মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিল।

৩ আশ্শি পশ্শি = আশেপাশের লোক; পাড়াপ্রতিবেশী।

৪ হাইটা = হাটিয়া, হেটে। ৫ য়্যাহন তহন = মুমূর্ষু, এখন তখন।

তিনকড়ি কবিরাজ শুইনা ধুতি চাদ্দর লইল।
চাদ্দরের খুটির মধ্যে দাঐ [১] বাইন্দা নইল॥ ৮৮
হাতে নইল বাগা নাঠি [২] কান্দে লইল ছাতি।
তুলসী তলায় যাইয়া বৈদ্য ঠেকাইল তার মাথি॥
কিষ্ট বর্ণ শরীলখানি ত্যাল ত্যালা তার গাও।
খাটাখুটা [৩] নাফা গোফা [৪] ফাটা ফাটা পাও॥ ৯২
কুতকুতিয়া চায় কবিরাজ গুরগুরাইয়া যায়।
পাছে পাছে বাসু নাই উপ্তা হোচট খায়॥
বাসুর বাড়ী যাইয়া বলে "বৈদ্য তিনকড়ি।
তোমার মাও যে ভাল হব খাইলে তিনবড়ী॥ ৯৬
আইজকা দিবা ব্যালের ছাল আর নিমের পাতার ঝোলি।
কাইলকা দিবা গরম কইরা সজভিজাইনা জল॥
পশ্যু দিবা নাল বড়ীডা কাঞ্জী [৫] দিয়া গুইলা।
তশ্যু [৬] দিবা নীল বড়ীডা কুয়ার পানি তুইলা॥ ১০০
শেষামেশি দিবা বাসু এই না ধল বড়ী।
আরাম হইব তোমার মাও থাকবনা জ্বরজ্বারি॥
চাকুইল ধানের ভাত খিলাইও শরীলে ঢাইল জল।
ধলা বড়ী খাওয়াইলে দিও তেতুইলের অম্বল॥" ১০৪

কবিরাজের কতা শুইনা বাসু নিল বড়ী।
বিদায় হবার সোময় হয় যে কৈল তিনকড়ি॥
এক কুলা চাইল দিল ডাইল যে এক ডালা।
গাছের থনে তুইলা দিল বাগুণ মরিচ কলা॥ ১০৮

---

১ দাঐ = ঔষধ। ২ বাগা নাঠি = বাঘা লাঠ, বৃহদাকৃতি যষ্ঠি।
৩ খাটাখুটা = খর্ব্বাকৃতি; 'খাটখোট'।
৪ নাফা গোফা = 'নাদুস নুদুস'; স্থূলকায়।
৫ কাঞ্জী = আমানি। ৬ তশ্যু = আগামী পরশ্বের পরদিবস।

হলদী দিল লবন দিল পেটী ভইরা তেল।
বিদায় পাইয়া কবিরাজ মশয় হাস্‌তে হাস্‌তে গেল ॥
সন্ধ্যা বেলা বাসুর মাও যে চক্ষু মেইলা চাইল।
জর্ম্মের মোত বাসুক থুইয়া সগ্যে চইলা গেল ॥ ১১২

(৫)

মায়ের মরা কান্দে নইয়া [১] নদীর পাড়ে গেল।
মুখে আগুন দিয়া তারে জলে ভাসাইয়া দিল ॥
ঘরে আইয়া বাসু নাই কান্দিতে লাগিল।
দুনিয়া বিচে এক মাও তাও ছাইড়া গেল ॥ ৪
ই স্থাশে আর থাকমু নারে বৈদেশ চইলা যামু।
নগরে নগরে যে মাঙ্গিয়া যে খামু ॥
আমার দোষে মৈল মাও ই দুক্ষু না সয়।
মায়ের শোকে হৈব আমার ইপিণ্ডার [২] ক্ষয় ॥ ৮
দিন চারি পাঁচ কাইন্দা বাসু ঘরে বৈসা থাকে।
কানু আর কানুর মাও বুজ মানাইয়া রাখে ॥
ক্যারমে ক্যারমে [৩] আবার বাসু কামে নাইগা গেল।
মাইনষের মাথায় বাড়ী দিয়া তফিলগুণ বার নৈল [১] ॥
কানুর সাতে বিশু নাই যে চলে দিন রাইতে।
রুশাই কইরা আপন হাতে খায়রে সন্ধ্যাকালে ॥ ১২
দিন দেইখা কানুর মাও কানুক দিল বিয়া।
বাসুক কৈল জোগাড় কইরা ঘরে আন মাইয়া ॥

---

১ মরা কান্দে নইয়া = মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া।
২ ইপিণ্ডার = এই দেহপিণ্ডের।
৩ ক্যারমে ক্যারমে = ক্রমে ক্রমে।
১ তফিলগুণ বার নৈল = তহবিলপত্র বাহির করিয়া লইল।

"হস্তু পুইড়া খাওয়ে বাসু খাওরে কাইঠা চিড়া [১] ।
ছ্যাহের মাংস শুক্না হৈল কৈলজা জিরজিরা ॥ ১৬
মাইন্দা গিরাম আছে বাপু কোরোশ তিনি ঘাটা [২] ।
সেহি গেরামের সাধুশীল ভাল মাইন্ষের বেটা ॥
খোঁজ পাইয়াছি তাহার আছে ঘরে বান্দা পরী ।
'মাণিকতারা' নাম কন্যার পরম সোন্দরী ॥ ২০
সেই খানেতে যাইয়া তুমি বিয়ার প্রেস্তাব কর ।
নিরবন্দে জোটাইলে তুমি খুসী হৈবা বড় ॥
কানুর মাও চইলা গেলে বাসু ভাবে মোনে ।
ই যুক্তিডা মোন্দ নয় যামু যে বিহানে ॥ ২৪
রাইত পোষাইলে বাসু নাই ধুতি চাদ্দর নইয়া ।
চৈত মাইসা রৈদ পেইলা যায় মাথাত চাদ্দর দিয়া ॥
বাসু গেল মাইন্দা গায় পহর তিনি বেলা ।
মাথার ঘম্ম পায় পইরাছে রৈদের বিষম জ্বালা ॥ ২৮
ছামনে পৈল টলটলা [৩] খাল কলকলাইয়া চলে ।
ওপারকার মাইয়া মানুষ কলসী ভরে জলে ॥
সাইরে সাইরে ওপার বাড়ী ইপার বাড়ী নাই ।
বাসু যাইয়া শিমইল তলায় বৈশা পৈল তাই ৩২ ॥
হাপুস হুপুস নিয়াস [৪] পরে জলের দিরে [৫] চায় ।
ইচ্ছা হৈল মোনের মোত আজইল [৬] ভইরা খায় ॥

---

১ কাইঠা চিড়া = কাঠের মত শক্ত শুক্না চিড়া ।

২ কোরোশ তিনি ঘাটা = তিন ক্রোশের পথ ।

৩ টলটলা = স্বচ্ছসলিল ; এখানে 'টলটলা' ও 'কলকলাইয়া চলে' এই দুইটি পদ ব্যবহৃত হইয়া যথাক্রমে জলের নির্ম্মলত্ব এবং প্রবাহের মৃদুমধুর তান সূচিত করিতেছে । ভারতচন্দ্র তুলনীয়, "ছলচ্ছল্ টলটল্ কলকল্ তরঙ্গা ।"

৪ নিয়াস = নিশ্বাস । ৫ দিরে = দিকে ।

৬ আজইল = অঞ্জলি ।

এইনা ভাইবা বাসু নাই ঘাটের পারে গেল।
ওপারকার বাড়ীত থিক্কা মাইয়া একটা আইল॥ ৩৬
সামাইল গামছা বুকে রইচে ছাইড়া দিচে চুল।
সেহি চুলে পায়ের পাতা পাইছে যে নাগুল॥
মাটীর দিরি চাইয়া কন্যা জলেতে নামিল।
বাসু নাই যে ওপার রৈচে দেখবার না পাইল॥ ৪০
আজুইল ভইরা জল খায় আর বাসু দেখল চাইয়া।
ছামনে যেমুন বিদ্যাধরী রূপে নিচে ছাইয়া॥
বাসু আছাল সোণার কান্ত রূপে মনোহর।
সেহি কন্যা বাসুর কাছে নাগিল সোন্দর॥ ৪৪
ছামনে চাইয়া কন্যা ছ্যাহে বাসুর ছুরত।
অন্তরে যে জ্বইলা উঠল মৌচালা [১] পিরীত॥
জল খাইয়া বাসু নাই গেল গাছের তলে।
টেরা চক্কে চাইয়া ছ্যাহে বাইলা খালির জ্বলে॥ ৪৮
বাসু ভাবে কাহার কন্যা নইব পরিচয়।
ই ত কন্যা মানুষ নয়রে পইরাণী [২] নিশ্চয়॥
এহি না ভাবিয়া বাসু সামাল স্বুরে কয়।
ওপার থিকা কন্যা শুইনা মোনে খুসী হয়॥ ৫২

"কে রমণী রসমতী,
জলে নাইমাছ।
মুখখানি পূন্নিমার চন্দ্র,
রৈদে ঘাইমাছ॥ ৫৬
বাইলা খালির টলটলা জল,
আঁচল ধৈরা টানে।

---

[১] মৌচালা = মধুস্রাবী; মধুময়। [২] পইরাণী = পরী।

অঙ্গের বর্ণক [১] দেইখা,
লৌ ছোটে জানে [২] ॥ ৬০
মস্তকের কেশ যেমুন,
কুইজের মাথায় কালা।
জোড়া ভুরু দেখ্‌লে হায়রে।
যায়রে মোনের জ্বালা ॥ ৬৪
দুই নয়ানে রইয়াছেরে,
কালা দুডী তারা
কামান খিচা মানুষ মারে, [৩]
অঙ্গ দিয়া নাড়া ॥ ৬৮
সার্থক জন্মম ওরে,
বাইলা খালির জল।
এইনা চান বুকে নইয়া
পাওরে কত বল ॥ ৭২
ধৈন্য হৈলা শিমূল তলা,
বাইচা থাক তুমি।
ধান দূববা আর মইলকা দিয়া,
পূজা করমু আমি ॥ ৭৬
ভূত পিচাশ না বৈশ্যাল [৪] নারে,
নয়রে পরী জিন।
চান্ বদন দেইখা আমি
পাইয়াছি যে চিন ॥ ৮০

---

১ বর্ণক='ক' দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। ২ লৌ ছোটে জানে=শোণিত-প্রবাহ দ্রুত ও উষ্ণ হয়।

৩ দুই নয়নে......নাড়া=অপাঙ্গদৃষ্টির সময় চক্ষুর ঘন কৃষ্ণ তারকাদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মত দর্শকের প্রাণ হরণ করে।

৪ বৈশ্যাল=বেশ্যা।

দেইখাছি গোঞ্জের ঘাটে,
আইজ দেখ্‌লাম খালে।
আমার ছাপ্‌তা [১] আইচে ঘরে,
আমার কপালে॥" ৮৪

ঐ আহারে মরিরে ঐ আহারে মরিরে।
"কিবা নাম ধর কন্যা কে হয় তোমার পিতা।
আচম্বিতে চাইয়া দেইখা খাইলা আমার মাথা॥
আমি যে অধমজনা আমার দুইকুলে কেই নাই।
বাপ মাও ভাই খাইয়াছি আমি মুখে পড়ল ছাই॥ ৮৮
গোঞ্জের ঘাটে দেইখাছরে কিবা কর্ম্মে যাইয়া।
আজি না দেখিলাম হায়রে সোণার মাণিক পাইয়া॥"
"বিদির নেখা বিদি নেখে মাইন্‌ষে খায় তার ফল।
তোমার কদর চায়নারে হায় বিদি এমুন খল॥ ৯২
বাপ মাওয়ের সাথে আমি যাইয়া তোমার ঘরে।
পথ চলিতে দেইখা আইলাম রইচ তুমি ঘরে॥
ফুলবাতাসা দিয়া খাইলাম বিন্নিধানের খই।
তোমার মাও যে আইনা দিল ছিকাত তোলা দই॥ ৯৬
তোমার মাও কৈল হাইসা আমাক কোলে নইয়া।
আমার ঘরে আইস মাও ঘরের লক্ষ্মী হইয়া॥
আমার নামডি মাণিকতারা বাপ যে সাধুশীল।
কুটুম্বিতা হবার পারে খুসী থাকলে দিল [২]॥" ১০০
"ওপার যাওয়ার ঘাটা [৩] আমি জানিনা সোন্দরী।
কোন ঘাটাতে যাব আমি কোন বা তোমার বাড়ী॥"
"পূবের ঘাটে ঘাটা আছে সেইখানে হও পার।
ঐ যে একডা চণ্ডীঘর ঐ বাড়ী বাবার॥" ১০৪

---

১ ছাপ্‌তা = দেবতা; গৃহলক্ষ্মী।
২ দিল্ = অন্তর। ৩ ঘাটা = পথ।

মাণিকতারা জলে রৈল বাসু গেল বাড়ী।
বাড়ীতে কে আছুইন বুইলা ডাক্‌ল তাড়াতাড়ি ॥
চান কইরা আইসাছে সাধু ডাক শুন্‌বার পাইল।
অন্দল ছাড়িয়া সে যে বাহিরে চলিল ॥ ১০৮
ছাম্‌নে আইসা বাসু নাই ক'ল্ল দণ্ডবত।
সাধু নাইও হাতের মধ্যে দিল নাকে খত ॥
সাধু কৈল তোমাক বাপু চিন্‌বার পাল্লামনা।
কারবান্‌ বেটা কিবা নাম কোন খানে আস্তানা ॥ ১১২
"গোঞ্জের ঘাটে বাড়ী আমার বিশুশীল অয় বাপ।
বাপ মাও ভাই বন্ধু মৈরা হৈচে সাফ্‌ ॥"
সাধুশীল চিন্‌বার পাইয়া সঙ্গে নইয়া তারে।
বৈসপার দিল পাটী পাইরা চণ্ডী মোণ্টপ ঘরে ॥ ১১৬
অন্দলে যাইয়া সাধু গিন্নিক ডাইকা কয়।
বিশু নাইয়ের ছাইলা আইচে কিবা এহন হয় ॥
গিন্নি কৈল কোন কামে বান্‌ আইল বাসু নাই।
সাধু কৈল সেহ কতা যে জিজ্ঞাস করি নাই ॥ ১২০
বালিস একডা হাতে নইয়া বাসুর কাছে গেল।
কি কারণে আইচ বাসু জিজ্ঞাস করিল ॥
মাটির দিরি চাইয়া বিশু মিহিস্বরে কয়।
"একলা ঘরে থাকি আমি জানুইন্‌ সমুদায় ॥ ১২৪
কুটুম নাই বয়েস অইল ঘরের মানুষ চাই।
জানের দোসর বিচরাইবার নিল বাহির হৈচি তাই ॥
আপনার ঘরে আছে কন্যা শুইনাছি লোক-মুখে।
সেহি কারণে দেখ্‌তে আইলাম সাহস বাইন্দা বুকে ॥
আপনে যদি কেরপা কইরা বান্দেন আমার ঘর [১]।
জীবমানে [২] থাকুম আমি হইয়া নফর ॥"

---

[১] আপনে......ঘর=আপনি যদি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার গৃহস্থালী যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করেন। [২] জীবমানে=যাবজ্জীবন।

বাস্থর কতা শুইনা সাধু মোনে খুসী হৈল।
গিন্নিরে শুনাইতে সাধু অন্দলে চলিল ॥ ১৩২
হাইসা হাইসা সাধু যে কয় গিন্নিরে খবর।
মাণিক তারার জুটি [২] আইচে চণ্ডীমোণ্টব ঘর ॥
গিন্নি কৈল ভালাই সেডা পাত্র বড় ভাল।
খাবার জোগাড় কৈরা এখন চুলায় আগুন জ্বাল ॥ ১৩৬
সাধু নাইয়ের তিনডা ছেইলা কেউ নাইক্কা বাড়ী।
কেউবান্ গেছে মাছ ধরিতে, একা বুড়া বেটার চিন্তা অইল ভারী ॥
গিন্নি কৈল মাইজান বউ তুমি রুশাই কর।
বড় বউ আর ছোট বউ ত্বরাত্বরি নড় ॥ ১৪০
দেড় পহইরা বেলা হৈচে অতিথরে দেও ত্যাল্।
ত্যাল্ মাখিয়া বাস্থ নাই চান্ করিবার গেল ॥
মাইজান বউ রুশাই করে যোগার দেয় দুই বউ।
এমুন সময় বড় পোলা মাইরা আনল রুই ॥ ১৪৪
মাঝার পোলা মাইরা আইন্‌চে খৈলসা পুটি কই।
ছোট পোলা সাগ আইনাছে আর মোটা চই ॥
বাস্থ নাই চান্ কইরাছে খাইতে দিল জল।
নুল ত্যাল্ দিয়া হুরুম্ মাইখা দিল যে নাইরকল ॥ ১৪৮
গুর বাতাসা দিল আইনা দিল চিরার মোয়া।
পাক্কা ডউয়া ভাইঙ্গা দিল মস্ত মস্ত কোয়া ॥
তিলের নাড়ু উপর দিল আর দিল কলা।
এক বাটী দুগ্ধ দিল দিল চিনির দলা ॥ ১৫২
মোনের সুখে খাইয়া বাস্থ গেল চণ্ডী ঘরে।
মোনের মোত খাওয়া পাই জবর ঘুম [১] পারে ॥

---

[২] জুটি = যোগ্য পাত্র; অনুরূপ বর।
[১] জবর ঘুম = গাঢ় নিদ্রা।

মাইজান [১] বউ যে আহার উপুর চড়াইয়া দিচে ডাইল।
বাড়ীর মানুষ শুইনা কত্ত দিবার লাগ্‌ছে গাইল ॥ ১৫৬
দেওর ভাসুর তামুক খাইয়া করবার গেল চান্‌।
চান্‌ কইরা আইসা তারা পাইল না আছান [২] ॥
বউনা তহন ডাইলে জোরে দিল কাটা।
তেমু [৩] ডাইল গলে নারে পাইয়া এমুন ঘাটা ॥ ১৬০
বড় বউ মচ্ছ কোটে পাইড়া বৈসা বটী।
ছোট বউ ত্বরাতরি চাইল ধুবার যায় গুটি ॥
বড় বউয়ের হাতে হায়রে শিংএ দিল গালি।
হউড়ি [৪] দিল মরিচ বাইটা গালির উপুর তালি [৫] ॥ ১৬৪
বেলা হইল দুপুর গেল ডাইল গলে না হায়।
নতুন ইষ্টির [৬] ছামনে এহন ক্যামনে দেওয়া যায় ॥
ত্যক্ত অইয়া মাইজান বউ ডাইলে মারে ঘাও।
চরকা যেমুন ঘ্যাগর ঘ্যাগর করবার নইল রাও ॥ ১৬৮
অ' ডাইল গলবি কিনা রে ডাইল সকালে।
খিদায় আকুল হৈল সকলে ॥
ভাসুরে করে কিচির মিচির দেওরে করে রাগ।
ফোটা তিলক কাইটা হউড় সাইজা রৈচে বাঘ [৭] ॥ ১৭২
খিদার জ্বালায় জ্বইলা মৈল অঙ্গ কুটি কুটি।
সোয়ামী আইসা রাগ কইরা ধ'ল্ল চুলের মুঠি ॥

---

১ মাইজান = মধ্যমা।

২ চান্‌.........আছান = স্নান সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া তাহারা স্বস্তি পাইল না (রান্না না হওয়ায়)।

৩ তেমু = তবুও।

৪ হউড়ি = শাশুড়ী।

৫ গালির......তালী = শিং মাছের কাটার আঘাতের উপর প্রলেপ দিল।

৬ নতুন ইষ্টি = নূতন কুটুম্ব অর্থাৎ ভাবী জামাতা।

৭ ফোটা......বাঘ = শ্বশুর স্নানান্তে ফোটা তিলক করিয়া বাঘ সাজিয়া আহারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

মায় আইয়া বউ ছাড়াইল নিল হাতে ধইরা।
জলপান করিতে দিল তিন পোলারে বাইড়া॥ ১৭৬
ডাল হৈল মচ্ছ হৈল হৈল তড়াতড়ি।
বড় ঘরের মাইজালেতে [১] পৈড়া গেল পিড়ি॥
বাসু আর তিন পুত্র নইয়া সাধু সাথে।
ভোজন করিতে বৈল যে যার পিড়ীতে॥ ১৮০
পঞ্চজোনের সুমকে আইনা দিল পঞ্চথাল।
বাসুর থাল চাইয়া দেইখা সাধুর চক্ষু হৈল নাল [২]॥
গিন্নি আর বউয়ের উপুর দিল হাম্বি তাড়া [৩]।
বাসুর পাতে কিসের নিগা দিলা ভাজা পোড়া॥ ১৮৪
মাইয়া নোক হৈয়া তোমরা না জান সোংসার।
অনাছারে আমার বাড়ী কর বা ছারখার॥
পুরী [৪] আমার সব্বগুণে হয় যে বলিহারী।
সেহি কন্যার তোমরা মিলা মাথায় দিবা বাড়ী॥ ১৮৮
পয়লা ভোগে জামাইর পাতে দিলে ভাজাপোড়া।
হউর বাড়ী পুরী যাইয়া হয়ে আধামরা॥
জামাই ভাজে হউড়ী ভাজে, ভাজে নোন্দগোণ [৫]।
দেওরে কেউরে ভাজে ভাজে ঐষ্টক্ষণ [৬]॥ ১৯২
এহি কতা শুইনা গিন্নি থালি নইল হাতে।
যা দিছিল ভাজাপোড়া তুইলা নিল তাতে॥
বাসু ভাবে হায় কি অইল এই না কম্মে ছিল।
মস্ত মস্ত কই ভাজা আর বাগুণ পোড়া গেল॥ ১৯৬
আলু ভাজা বাগুনভাজা ভাজা তিলের বড়া।
বেসম দেওয়া উল্কিভাজা চাপ্‌টি কড় কড়া॥

---

[১] মাইজাল = ঘরের মেঝে। [২] চক্ষু......নাল = চক্ষু লাল হইল অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। [৩] হাম্বিতাড়া = তর্জ্জন গর্জ্জন।
[৪] পুরী = মাণিকতারার অন্য নাম; পিতৃগৃহে ব্যবহৃত আদরের নাম।
[৫] নোন্দগোণ = ননদেরা। [৬] ঐষ্টক্ষণ = অষ্টপ্রহর।

মোনের মত জিনিষ পাইয়া খাবার না পাইলাম।
বিয়া হব ভাব দেইখা মোনে খুসী হইলাম ॥ ২০০
কইমাছের মুড়ীঘণ্ট কলাই সাগ্ দিয়া।
ছোট বউ আইনা দিল অধিক করিয়া ॥
শুক্তানি মুক্তানি দিল দিল নাইয়ের বিশুরী।
তার পরে আইনা দিল খইল্‌সা পুটির চর্চরী ॥ ২০৪
আধা ফোটা মাসের ডাইল দিল বাটী ভইরা।
খাইলানারে বাসু নাই রৈল অগ্নি পৈড়া ॥
মুগের ডাইলে বোয়াল মাছের মুড়া কাটা পাইয়া।
ভরা বাটী ঢাইলা নইল ভাত গেল ওরাইয়া [১] ॥ ২০৮
ঝোল দিল বাটী ভইরা বোয়াল মাছের পেটী।
বিষম ঝাল টক্‌টকা নাল খাইতে কিটি মিটি ॥
রউ মাছের আমান ফিছা পেটী পঞ্চ খান।
ঝোল হুদ্দা বাসু খাইল পেটে পৈল টান ॥ ২১২
রউ মাছের মুড়িঘণ্ট বাসু হাইসা খায়।
মুখের নালুচে [২] খাইয়া পাতের ভাত ফুরায় ॥
তার পরে আনিয়া দিল কাঞ্চা আম্রির আম্বল।
বাসু খায়রে চুমুক পাইড়া যেমুন খায়রে জল ॥ ২১৬
এক বাটী ঘোন দুধ আর এক বাটী দই।
সাপুর সুপুর খাইল বাসু মাখাইয়া নইয়া খই ॥
বাসুর খাওয়া দেইখা সাধু খুসী হৈল মনে।
এহি ছাইলা পরাণে বাইচা থাকব অধিক দিনে ॥ ২২০
ইহারে দিবরে কন্যা মোনের অবিলাস।
যা করেন গোসাই ঠাকুর করমুনা পরকাশ ॥

---

১ ওরাইয়া=উড়িয়া গেল অর্থাৎ নিঃশেষিত হইল।
২ নালুচে=লালসায়, লোভে।

পঞ্চজোনে উইঠা গেল মুখ ধুইবার খালে।
বাসু গেল আচ্‌পোন করবার আচ পোইনা শালে [১] ॥ ২২৪
তিন পুত্র নইয়া সাধু বসূল মোণ্টব [২] ঘরে।
ধীরে ধীরে সাধু শীল বাসুক জিজ্ঞাস করে ॥
শোন বাপু বাসুত্থাব আমার যে পুরী।
কি কমু তার গুণের কতা [৩] সব্ব গুণধারী ॥
ঘরে বাইরে কায্য করে পুষ্যের নাগে তাক্ [৪]।
তার উপর হাত ঘুড়াইলে কাইটা রাখে নাক [৫] ॥
পরম সুন্দরী কন্যা যাব যে কার ঘরে।
বিদাতার নির্ব্বন্ধের কতা কেবান কইবার পারে ॥ ২৩২
বাপ নাই মাও নাই কেই নাই ঘরে।
আমাদের চান্ [৬] আমরা ক্যামনে দেই তোমারে ॥
তোমার ঘরে যাইয়া মানিক কার দিরি [৭] বান্ চাব।
কাঞ্চা বসে [৮] ক্যাম্‌নে হায়রে যোগার কৈরা খাব ॥ ২৩৬
রাইতের কামে যাওরে যুদি খালি বর ঘর।
মাণিকতারা ক্যাম্‌নে থাকে তাইযে আমার ডর ॥

---

১ আচপোইনা শালে=আচমন করিবার স্থানে। ("আচপন শালা" হইবে)
২ মোণ্টব=মণ্ডপ।
৩ কতা=কথা।
৪ ঘরে বাইরে......তাক্=মাণিকতারা সমান ভাবে ভিতরের ও বাহিরের কাজ করে; তাহার কার্য্যদক্ষতার পুরুষেরও চমৎকার লাগে।
৫ তার উপুর......নাক=কার্য্যে তাহার এইরূপ একনিষ্ঠ প্রীতি যে তাহার কার্য্যের উপর অপরের কর্ত্তৃত্বে সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহার নাক কাটিয়া রাখে=তাহাকে জব্দ করে।
৬ চান্=চান্দ্। ৭ দিরি=দিকে।
৮ কাঞ্চা বসে=কাঁচা বয়সে; তরুণ বয়সে। অল্পবয়সে কিরূপে সে নিজে গৃহ কার্য্য করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিবে।

সাধুর ছাইলা তিন জোনের পছন্দ হইয়াছে।
তারা কৈল ক্যান্‌গো বাবা ভাব্‌না কি আছে॥ ২৪০
দিদির বেটী পঞ্চ আছে বিদপা [১] সোংসারে।
উদরের চিন্তা কইরা সদাই ভাইবা মরে॥
বাসু কৈল হেই [২] যাব খুসী হৈয়া নিব।
জন্মম ভরিয়া আমি অন্নবস্ত্র দিব॥ ২৪৪
বাসুর কতা শুইনা সাধু মোনে বল পাইল।
মাণিকতারার বিয়ার কতায় আধামত [৩] দিল॥
তিনবৌয়ের মত অইয়াছে গিন্নিও মত দিল।
বৈশাখ মাসের পরথম ভাগেই বিয়ার কতা হৈল॥ ২৪৮
বিয়াল [৪] বেলা খাইল বাসু দুগ্ধ আর চিড়া।
ধুতি ছাদ্দর নইয়া বাসু বাড়ীত আইল ফিরা॥ ২৫০

(৬)

সাধু তখন গোণক আইনা বিয়ার দেখ্‌ল দিন।
ভাগ্যে যা থাকে হব বিদাতার অধীন॥
বৈশাখ মাসের পাঁচই তারিখ দিন বাছ্‌না হৈল।
সাধুশীল তার পুত্র নইয়া জোগার আরম্ভ কল্ল॥ ৪
বাসুর কাছে সাধু নৈল তিনশ টেহা [৫] পোণ।
পাঁচই তারিখ বিয়ার কাজু হৈল সোমাপন॥
বিয়ার রাইতে তিন বউ আর পাড়ার যত মাইয়া।
মোনের মোত আমোদ কল্ল নানান গাহান [৬] গাইয়া॥ ৮
পরের দিন্‌কা বাসী বিয়ার খাওয়ান দাওয়ান হৈল।
মাণিকতারাক সোঙ্গে নইয়া বাসু বাড়ীত চইলা গেল॥
যাওয়ার কালে মাণিকতারা মায়রে ডাইকা কয়।
পঞ্চ দিদিক খবর দিয়া আনান জানি অয় [৭]॥ ১২

---

[১] বিদপা = বিধবা। [২] হেই = সেই। যাব = যাবে
[৩] আধামত দিল = অৰ্দ্ধেক সম্মত হইল।
[৪] বিয়াল বেলা = বিকাল বেলা। [৫] টেহা = টাকা।
[৬] গাহান = গান। [৭] অয় = হয়।

কাহিল পরচে [১] আইলনা সে মোনের দুঃখু রৈল।
বাড়ীত আইলে আমার কাছে তারে যাবার বইল॥
যাওয়ার কালে বাসু তারা ফিরাত অইল খাড়া।
ধান দুব্বা আর জোকার দিল বাড়ীর বৌয়েরা॥ ১৬
মায় দিল আশীর্ব্বাদ জোন্মায়স্তী [২] যাক।
একা ঘরে যাইতেছ মাও নিজের শরীল দেইখ॥
মাণিকতারা কান্দে খালি মুখে কতা নাই।
হরি ঠাকুর ভালা রাহুক আবার আইস্‌মু মাই॥ ২০
তারার পাছে খাড়াইল মাও টোনা [৩] যে পাতিল।
দুইহস্তে এন্দুরের [৪] মাটী মাণিকতারা দিল॥
এত দিনের যা খাইয়াচিলাম মা ফিরাইয়া দিলাম তাই।
জর্ম্মের মোতন ঋণশোধ অইল আমি এহন যাই॥ ২৪
সেক বয়াতি জামাত উল্লা হাইসা হাইসা কয়।
কতা শুইনা দুঃখে মরি এইবা কি আর অয়॥
মায়ের বুকের এক ফোটা দুধ হয়রে মহা ঋণ।
দুনিয়ার কেই পারেনা শুইজবার [৫] সেহি ঋণ॥
হেন্দুর শাস্ত্র মহাশাস্ত্র এই কতা কি খাটি।
বেবাক ঋণ শুইজা গেল দিয়া এন্দুর মাটি [৬]॥ ৩০

---

১ পরচে = বর কন্যাকে পর্‌চা করা; বরণকরা।

২ জোম্মায়স্তী = জন্মায়ুষ্মতী; চিরায়ুষ্মতী।

৩ টোনা = যাহাতে স্বামী বশীভূত হয়, সেইরূপ মেয়েলী প্রক্রিয়া। যথা উড়িয়া গানে "ভজন সাধন নাহি জানন্ত, জানে বাঙ্গালিনী টোনা"

৪ দুই হস্তে = মাতার দুই হস্তে। এন্দুর = ইন্দুর।

৫ শুইজবার = শুধিবার; পরিশোধ—করিবার।

৬ হেন্দুর......মাটি = হিন্দুর শাস্ত্র প্রামাণ্য বটে; কিন্তু সমস্ত মাতৃঋণ এই ইন্দুরের মাটি দিয়া পরিশোধিত হইল, এই কথা কি সত্য?

(৭)

বাসু আইল মাণিকতারাক নইয়া গোঞ্জর ঘাটে।
একা ঘরে যাইয়া তারা বৈস্‌ল বিছান পাটে॥
কানুর মাও কানু আইল আইল পশ্শি জোন [১]।
জাইলা পাড়ার মাইয়া ছাইলা দেখ্‌ল বউ ক্যামুন॥ ৪
বউ দেইকা তারা কৈল বাইড়া জুটি [২] হৈচে।
যেমুন পোনাই তেমনি পুরী ভালাই মিলা গেচে [৩]॥
একো দিন দুইও দিন গেলরে দিন পোনর।
বাসু শীল তারাক থুইয়া ছাল্লনা যে ঘর [৪]॥

একদিন বাসু দুপুর কালে উঠ্‌ল ভাত খাইয়া।
ঘামের দরদে গাছের তলে বাসু বৈল যাইয়া॥
ঘামের উপুর বাতাস চলে বিরিক্ষির পাতা নড়ে।
তাপিত অঙ্গ শীতল হৈল ঘর্ম্ম না আর পড়ে॥ ১২
ভোজন করিয়া তারা আপন ঘরে গেল।
ইদিক্ উদিক্ চাইয়া যে সে পতিক না পাইল॥
পান বানাইয়া নিজে খাইল আর নিল হাতে।
স্বামীরে বিচ্‌রাইল [৫] তারা কাঞ্চি কোণাতে [৬]॥ ১৬
বাইর দুয়ারে আইসা তারা গাছের তলে চায়।
সেহিখানে দেইখা তারা স্বামীর কাছে যায়॥

দুইপর ভইরা ঘুইয়া মইলাম আমার হস্তে নইয়া পান।
খালি ঘরে থুইয়া আইসা দেখ্‌তাছ আসমান॥ ২০

---

১. পশ্শি জোন=প্রতিবেশী।
২ বাইড়া জুটি=অনুরূপ জীবন সঙ্গিনী; যোগ্য পত্নী।
৩ যেমন পুত্র তাহার তেমনি বধূ, উৎকৃষ্ট মিলন হইয়াছে।
৪ বাসু......ঘর=বাসুশীল তারাকে একলা রাখিয়া গৃহবহির্ভূত হইল না।
৫ বিচ্‌রাইল=অনুসন্ধান করিল। ৬ কাঞ্চি কোণাতে=কোণে কাণাচে; গৃহের সর্ব্বত্র।

কি কতা পইরাচে মোনে কিসে অইলাম দুখী।
কার পিরীতে মইজাছ পত্তি আগে আমাকে দেও ফাঁসী॥
কি বান্ কতা কইল তারা হইলা যে পাগল।
তুইন আমার কৈলজার নহু [১] তুই চক্ষের [২] কাজল॥ ২৪
ঘরে রইচে মিঠা পানি মুখের কাছে ঘোরে।
সরপত্ ফালাইয়া বিষে চুমুক দিমু ফিরে॥ [৩]

কি দেইখাছ কওনা হারে আছ্মানের উপুর।
কোনবান্ ভাবনা ভাইবা চাইলা আছমানের উপুর॥ ২৮

কি কারণে চাইয়া আছি তোমাকে বলি তাই।
হইরকাল [৪] পংখীর ফাটক [৫] পাইতা আটক করবার চাই॥
বার মাসে বার পংখী এই বৃক্ষে বানায় বাসা।
হইরকাল পংখীর মাংস খাইতে আইজ কইরাছি আশা॥ ৩২
ভাইবা পাইনা বুদ্ধি পাইনা জ্বইলা মরি মোনে।
(আমার) মোনের আশা জাইগাছে মোনে মিটাইবান্ কেমুনে॥

হইরকালের মাংস আমাক না ক্যান কৈলা।
পংখী ধরার যত হেকমত [৬] আমি দিতাম বইলা॥ ৩৬
আমার বাপের বাড়ীত যাইয়া কইও বাপের ঠাই।
তারামণির ধুন্কী বাটেল [৭] সাইঞ্জার [৮] আগে চাই॥

বাসু গেল হশুড় বাড়ী হৈরকাল খাবার আশা।
তারামণির তীর বানাইল আপন ঘরে বৈসা॥ ৪০

---

১ কৈলজার নহু = বক্ষের রক্ত। ২ চক্ষের = চক্ষুর।

৩ ঘরে.........চুমুক দিমু = আমার মুখের কাছে সুপেয় পানীয় জল রহিয়াছে! আমি কি সরবৎ ফেলাইয়া বিষের পাত্রে চুমুক দিব?

৪ হইরকাল = হরিকালী নামক পক্ষী।

৫ ফাটক = ফাঁদ। ৬ হেকমত = ফন্দী; প্রণালী।

৭ ধুন্কী বাটেল = ধনুক ও বাটুল। ৮ সাইঞ্জার = সাঁঝের; সন্ধ্যার।

বাটাইলের মাটীর গুল্লি বানাইল গোণ্ডা পাঁচ।
মধ্যে মধ্যে চাইয়া ছাহে হৈরকাল পংখীর গাছ॥

আইগ বাড়াইয়া নেওগ তারা বাটেল আইনাছি।
ধুনকী বাটেল কে চালাব সেই ভাবনায় পইরাছি॥ ৪৪

আমার ধুনকী আমার বাটেল আমি যে চালাব।
কয় [১] হরিকাল পাইলে তোমার মোনের আশা যাব॥

ওস্তাদি দেখিব আগে দুই হরিকাল মার।
দিনে দিনে গোণ্ডা দিও যুদি মাইবরার পার॥ ৪৮

এক বাটুলে দুই গুল্লি তারা যে বসাইল।
দুই হরিকাল মাটিত পৈড়া আছার পিছার নইল [২]॥

বাসু কৈল মাণিকতারা নাগাইলা যে মাত্ [৩]।
এক বাটুইলে দুই শিগার এমুন পাকা হাত॥ ৫২
তারা কৈল এক ধুন্কির চাইর তারে মারি চাইর জোন।
এক বাটুলে পঞ্চ শিগার [৪] মারি যে কখন॥

দারু আর সুমারু কোচ থাক্‌ত রাজার বাড়ী।
শত দুস্মণ [৫] তীর বাটেলে যাইত যমের বাড়ী॥ ৫৬
ওস্তাদ হইচিল তারা আমি সাকরিদ হৈয়া।
আমি যে শিখাছি কত তাদের কথা নইয়া॥
শতেক দুস্মণ যদি ছামনে খাড়া হয়।
এক মাণিকতারার তীরে পাব তারা ক্ষয়॥ ৬০
তারার কতা শুইনা বাসু ভাবে মোনে মোনে।
তারা আমার সঙ্গী হইলে বইতাম সিঙ্গা সোনে [৬]॥

---

১ কয়=কত।
২ আছার পিছার নইল=আছাড় পিছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।
৩ মাত্=চমৎকার। ৪ শিগার=শিকার। ৫ দুস্মণ=শত্রু।
৬ বইতাম সিঙ্গাসোনে=সিংহাসনে বসিতে পারিতাম অর্থাৎ রাজা হইতে পারিতাম।

আমার ব্যবসা ক্যামনে কৈরব মাণিকতারার কাছে।
সরমে পইরাছি বড় তারা কি কয় পাছে॥ ৬৪

তারা কৈল সোণামুখ ক্যান কইরাছ ভার।
আমার কতা শুইনা মোনে জাইঁগাছে কি দুঃখু তোমার॥
বাসু কৈল আমার মোনে কোন দুঃখু নাই।
একডি কথা গোপন রাখছি কহিতে ডরাই॥ ৬৮

মাণিকতারা উইঠা আইসা ধ'ল্ল বাসুর হাত।
আমারে না শুনাইলে কতা খাইব না আর ভাত॥
আইজ হইকবান্ কাইল হইক শুন্‌বে মাণিকতারা।
গিরস্তালী চ'ল্‌বে নারে তর সাইথা ছাড়া [১]॥ ৭২
সেহি কতাডি কওনা পতি আমি তোমার দাসী।
আমারে কহিতে ডরাও আমি কি অন্‌বিশ্বাসী [২]॥

বাসু কৈল তুমি আমার গোপন কতার মালিক।
তোমার কাছে বল্‌ব সকল ভোজন হইয়া যাউক॥ ৭৬
ব্যঞ্জন রান্ধিল তারা সুমিষ্ট করিয়া।
বাসু খাইল মোনের মত উদর ভরিয়া॥
ভোজন করিয়ে দুইয়ে গেল আপন ঘরে।
মাইজার মাটী খুইজা বাসু পাতিল বাহির করে॥ ৮০

সেই পাতিলে বেসাত পাতি সোনার মহর দেইখা।
সপ্ন দেইখা মানুষ যেমুন ওঠেরে চমুইকা॥
মাণিক সেমনি উঠ্‌ল চক্ষু দুইডী মেইলা।
পতির দিরি চাই কৈল ইসব কোথা পাইলা॥ ৮৪

---

১ গিরস্তালী.........ছাড়া = তোমার সঙ্গ ছাড়া আমাদের গৃহস্থালী চলিবে না, অর্থাৎ তোমার আমার মধ্যে কোনও ব্যাপার গোপন থাকিলে আমাদের গৃহস্থালী চলিতে পারে না।

২ অন্‌বিশ্বাসী = অবিশ্বাসী।

সেই কতা কইতে আমি করি আনছান [১] ।
না জানি কি কওগো তুমি দুঃখু পাব তর [২] জান [৩] ॥
সইমার বেটা কানু দাদা কি পত্তি দেহ তারে [৪] ।
মাও আর ভাই হইয়া পাইলাছে আমারে ॥ ৮৮
মাও কত দুঃখু কইরা গায় মাইঙ্গা খায় ।
সেহি কষ্ট হইরাছিল কানু দাদার মায় ॥
কানু অইল সাথের সাথী আমী অইলাম চেলা ।
চুরি কইরা খাইচি কত করচি কত খেলা ॥ ৯২
বয়েস বাইল্ল [৫] ডাঙ্গর অইলাম শিখ্‌লাম ডাকাইতি ।
পরের মাথায় বারি দিয়া আন্‌লাম যে বেসাতি ॥
বিশো বাইশো দিন গেল আমি বৈয়া ঘরে ।
ঘরের পাওনা বাইরে নিলাম আমি তারার ডরে [৬] ॥ ৯৬

মাণিকতারা হাইসা কৈল এই কারণে ডর ।
আমি অইব পতি তোমার দোসর ॥
নারীর ইষ্ট দেখ অইল পতি মহাজোন ।
বিনা কতায় নারী করব তার পথে গোমন ॥ ১০০
সোয়ামী থাক্‌লে ভাঙ্গা ঘরে আর গাছের তলে ।
নারী যায় পাছে পাছে দুঃখে পৈড়া মৈলে ॥
কুকামে পতির যুদি যাবার নয়রে [৭] প্রাণ ।
ঘরের নারী দেখ্‌ব তারে দিয়া আপন জান ॥ ১০৪
আমি হব তোমার সাথী ভাবনা নজ্জা নাই ।
আমার কাছে আছে যা জানেন তা গোসাই ॥

---

১. আনছান = ইতস্ততঃ করা অর্থাৎ দ্বিধা বোধ করা ।
২. তর = তোমার । ৩ জান = প্রাণে
৪ কি পত্তি দেহ তারে = তাহাকে কি প্রতিদান দিবে । পত্তি = পথ্য, এখানে খাওয়ার জিনিষ বা উপহার । ৫ বাইল্ল = বাড়িল ।
৬ ঘরের.........ডরে = তোমার ভয়ে আমি লুণ্ঠিত বিত্ত সম্পত্তি গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছি । ৭ যাবার নয়রে = যাইতে উদ্যত হয় ।

এহি কতা না শুইনা বাসু মোনে পাইল বল।
মাণিক তারার কাছে তহন কৈল সে সগল ॥ ১০৮
আমার যে মহাশত্রু খইরার খালুচোরা।
তার সাতে না পাইরা উঠি যেমুন শঙ্খিনীর কাছে ধোরা [১] ॥
বারে বারে হায়রে নছিব [২] হৈচি অপমান।
মেহেরবাণী কৈরা খালি থুইয়া গেচে জান ॥ ১১২
কাইলকা যায় নাটের খুতি বোল পাহাড়ী দিয়া।
আমার দলে লুইটা নিব তাই রৈচি বৈয়া ॥
রাখাল রাজার দীঘির কাছে তোড়া মাইরা নিব।
ভাবনা আছে বিপদ আইলে উপায় কি করিব ॥ ১১৬
তুমি থাক্‌বা একা ঘরে আমি ক্যাম্‌নে যাই।
একা নারী থাক্‌বা ঘরে মোনেতে ডরাই ॥

সগল কতা শুইনা তারা পতিরে যে কইল।
একা ঘরে থাকমু বুইলা কি ভাবনা হৈল ॥ ১২০
মোনে মোনে জাইন আমি একা শতেক নারী।
বিশাস জোয়ানের [৩] আমি মাথা খাইতে পারি ॥
কতা শুইনা বাসুর মোনে হৈল বড় সুখ।
অন্তরায় যে ভাবনা চিন্তা গেল সে সব দুঃখ ॥ ১২৪
জেহার পাতি খুইলা বাসু তারারে পড়াইল।
আছমান থিকা পরী যেমুন ঘরে উইড়া আইল ॥
পতি যেমন আন্দাইর ঘরের প্রদীপ অইয়া জ্বলে।
সাপের মাথায় মাণিক পতি সতীর কপালে ॥ ১২৮
নারীর কাছে পতি যেমুন অন্দলের [৪] নয়ন।
পতি অইল চাইকের মধু [৫] বিরিক্ষিতে যেমুন ॥

---

[১] শাঙ্খনীর ধোরা=যেমন শাঁখিনী সাপের কাছে ঢোঁড়া সাপ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। [২] নছিব=অদৃষ্ট।

[৩] বিশাস জোয়ানের=বিশজন শক্তিমান্ পুরুষের।

[৪] অন্দলের=অন্ধের। [৫] চাইকের মধু=মধু চক্রের মধু।

পতির ভালবাসা পাইলে জুড়ায় নারীর বুক।
পতির কাছে আদর পাইলে নারীর হয় যে সুখ॥ ১৩২
গয়না গাটি পইড়া তারা মোনে সুখ পাইল।
বাসুর চরণের ধুলা মাথায় তুইলা দিল॥
তুইজোনে হাস রঙ্গ হৈল কতক্ষোণ।
জামাত উল্লা বয়াতি কয় ঘুম পার গ্রহন॥ ১৩৬

(৮)

বিশ মর্দ্দ [১] তুই কর্ত্তা [২] চইল্ল ঘাটা মাইরা।
গাছের আগায় রৈদ তহন ব্যালা গেছে পৈড়া॥
বাসু কানুর হাতে দাও আর একখানি পাটী।
জুয়ানেরা হাতে নইল ঢাল সুরকি আর নাঠী॥ ৪
পলাশ বাড়ী যাইয়া তারা বইসা যে জিরায়।
কানু কৈল রাখাল রাজার দীঘি ছ্যাহা যায়॥
ঐ যে ছ্যাহ মস্ত দীঘি ফটিকের মত জল।
ঐ জলে তুস্মণ কাইট্যা করমু আমরা তল্॥ ৮
কপাল ক্যারমে কালুচোরা পায় নাই কোন দিশা।
আইজগা তাগর [৩] জুম্বাবার [৪] করব না যে নিশা॥
নানান্ কতা কৈয়া তারা হাসাহাসি কইরা।
দীঘির পথে বইল তারা ভাঙ্গা পাটী পাইড়া॥ ১২
চিনি চাম্পা কলা আর চিড়া খাইয়া নইল।
আজুইল [৫] ভইরা দীঘির জল পেট ভইরা খাইল॥
আবার আইসা বৈসা তারা খাইল গুয়া পান।
গরুর গাড়ীর ঘ্যার ঘ্যারানি পাইতা হুন্‌ল [৬] কান্॥ ১৬

---

১ বিশ মর্দ্দ=বিশজন সমর্থ পুরুষ।
২ তুই কর্ত্তা=ডাকাইত দলের নেতৃদ্বয়, অর্থাৎ বাসু—ও কানু।
৩ তাগর=তাহাদের।
৪ জুম্বাবার=নমাজ বা উপাসনার দিন।
৫ আজুইল=অঞ্জলি।
৬ হুন্‌ল=শুনিল।

কানু কইল আইল মাল সামাল কর নাঠি।
কেউ জানি পলাও নারে মোন্‌ড়া রাইখ খাটী॥
হুমহুমিয়া [১] আইল টেহা মাথায় বান্দা তোড়া।
আগে আগে খোদ পহরা সোয়ার অই যে ঘোড়া॥ ২০
আচম্বিতে ঘোড়ার ঠেংএ পৈল বাড়ি ধুপ্।
ঘোড়সোয়ার মাথা কাটুল জোর্ম্মের মত চুপ॥
ছয় তোড়ার মালীক মৈল তোড়া গেল উইরা।
তোড়ায়ালা ছয় জোন রৈল ঘাটের পারে মৈরা॥ ২৪
বাসু গেল তোড়ার সাথে কানু কোচের বাড়ী।
রাখাল রাজার দীঘির ধারে নাগ্‌ল পাড়াপাড়ি [২]॥
খবর পাইয়া আইল কালু যাত্রা কৈরা পাছে।
বাসু নাই তার মুখের গেরাস কাইরা ছাইরা নিছে॥ ২৮
জোন পোঞ্চাশেক [৩] সাথীর সুম্‌কে কালু লজ্জা পাইল।
পাছে পাছে ধাইয়া যাইয়া কানুরে ধরিল॥
আর ধ'ল্ল জোন পাঁচেক জুয়ান মর্দ্দ কৈষা।

কালু চোরা হুকুম কইল বান্দা ঘাটে বৈসা॥ ৩২
এই শালা কানুরে বান্দ নায়ের গুরায় [৪] নিয়া।
ও ব্যাটাগর বাইন্দ ভালা পায় দড়ি দিয়া॥
পিছমোরা কইরা বাইন্দ দো দো [৫] জনার হাত।
কাইল বিচার করমু আমি পোযাইক আগে রাইত॥ ৩৬

---

১ হুমহুমিয়া = বাহকেরা হুম্ হুম্ শব্দ করিয়া।

২ পাড়াপাড়ি = মস্ত তোলপাড়।

৩ জোন পোঞ্চাশেক = পঞ্চাশ জনের মত।

৪ গুরা = নৌকার তক্তার পাটাতন যে ছোট খুটির উপর পাতান হয়, উহাকে 'গুরা' বলে; সুতরাং 'গুরা' নৌকার 'ডালি' বা তলভাগে অবস্থিত।

৫ দো দো জনার = এক সঙ্গে দুই দুই জন করিয়া।

অন্দকার আইজকার মোত নায়ের কর পাড়া [১]।
খিচুরী আর মুরগী ভাজ অপ্‌সর [২] আছ যারা॥
বাড়ীতে নিয়া ঐ শালাগরে আগে আগে কাট।
তা না অইলে আদা দিব দিবং গোঞ্জের ঘাট [৩]। ৪০
খানা পিনা কৈরা কালু সুখে নিদ্রা যায়।
কার নছিবে কি বান্ আছে কেবা কবার পায়॥ ৪২

(৯)

বাসু আইসা কানুর বাড়ী ছয় তোড়া নামাইল।
সই মাগ বুইলা টেহা কানুর মায়রে দিল॥
কানুর মাও কৈল বাবা আমার কানুক ফাইলা।
টেহার তোড়া নিয়া ক্যানে আমার বাড়ী আইলা॥ ৪
বাসু কৈল ভয় কর ক্যান্ রৈচে আমার দল।
তাগার সাথে আইস্‌ব কানু দেইখা পাবা বল॥
এমুন সোমে [৪] জোন চারি পাঁচ আইল দলের লোক।
কান্দা মুখে কৈল তারা কৈলজার যত দুখ॥ ৮
বাসু ভাইরে আর কমু কি কালু চোরা আইল।
আমাগরে জোন চারি পাঁচ আর কানুক বাইন্দা নিল॥
নাও বাইন্দাছে খালের ঘাটে লোক যে সারি সারি।
বিয়ান বেলা [৫] কালুচোরা যাব আপন বাড়ী॥ ১২

---

১ নায়ের কর পাড়া=নৌকার পাড়া পুতিয়া রাখ অর্থাৎ নৌকা বাঁধিয়া রাখ।

২ অপ্‌ছর=অবসর।

৩ তা না অইলে.........ঘাট=নতুবা গঞ্জের ঘাটে তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিবে। (?)

৪ সোমে=সময়ে।

৫ বিয়ান বেলা—সকাল বেলা; প্রভাতকাল। প্রাচীন বাঙ্গালায় "বিহান" যথা "বিহানে বিকালে বীর শুনেন পুরাণ"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এহি কতা না শুইনা বাসু আপন বাড়ী গেল।
যেমুন ঘইটাছে যা মাণিকতারাক কৈল॥
বাসু কৈল ভালা হব একা থাক যুদি।
তারা কৈল নাগ্‌ব না তা' আইচে পঞ্চ দিদি॥ ১৬
এই কতা না শুইনা বাসু নোক জোন নইয়া।
কালুর নায়ে গেল আন্‌তে কানুরে ফিরাইয়া॥
আকাশ ভরা জোছনা চলে কালু নিদ্রা যায়।
আর হগল সিপাই রৈচে খাড়া পহারায়॥ ২০
বাসু কৈল ক্যামনে যামু হাতিয়ার [১] মুখে।
ঝোপের তলে বৈয়া থাকি সুযোগ পাবার ছলে॥ ২২

(১০)

কানুর বিপদ দেইখা তারা ভাবে মোনে মোনে।
ক্যামুন কৈরা ফিরাইয়া আনি কানুরে এহিনে॥
তবে সে কানুর মার ঘুচাবার পাই ঋণ।
ভাইবা তারার মুখে তহন সুখের উঠ্‌ল চিন্ [২]॥ ৪
ঘরে আইসা মাণিকতারা পঞ্চকে সাজাইল।
নানান রোঙ্গের জেহার [৩] দিয়া অঙ্গ সাজাইল॥
কান্দের আঁচলে তোলে ধনুকতীর।
জুয়াইন ডাকাইত নৈল বাইছা যা আছে পতির॥ ৮

---

১ হাতিয়ার=অস্ত্রশস্ত্র।

২ ভাইবা......চিন্=ভাবিতে ভাবিতে তারার মুখে হঠাৎ আনন্দের চিহ্ন প্রকাশিত হইল (কালুর মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া)।

৩ জেহার=জহর; মণিমুক্তা।

ঘাটে আইসা রঙ্গাইলা নায় [১] উঠ্‌ল সবে মিলা।
বায় রাইখা কালুর বাড়ী গেল খইরা বুইলা॥
সেইখানে যাইয়া পঞ্চ বাইয়ালী [২] সাজিল।
সুর ধইরা মাণিকতারা গাহানে মজিল॥ ১২
পঞ্চ নাচে ঝুমুর ঝুমুর তারা করে গান।
রোস্‌নাই [৩] করিয়া নাও চলিল ভাইটান [৪]॥
সুমুখে কালুর বাড়ী বাড়ীত নাই কেউ।
কালুর পোলা ডুলু ডাইকা কৈল তাই॥
সোন্দর [৫] নৈকাতে চৈড়া নাচ তোমরা কে।
ভালা চাস্ ত কালুর ঘরে পরিচয় দে॥
ডুলুর আইজ্ঞা পাইয়া তারা নৈকা ভিড়াইল।
চরের উপুর কাজী আইচে মিত্যা কতা কৈল॥ ২০
এহি সোমে আমরা কিছু দারু [৬] খাইয়া নাচি॥
এহি সোমে [৭] পাইলে বন্ধু বুকে ধইরা নাচি॥
আপনের কাছে আইচি আমরা দারু কর দান।
নৈকাতে উঠিয়া বৈস ঠাণ্ডা কর প্রাণ॥ ২৪
শুনিয়া যে ডুলু চোরা উইঠা রৈল নায়।
গাহান করিয়া তারা বাড়ী বুইলা যায়॥
বাড়ীতে আছিল পারা নতুন একখান পাট।
সেহিখানে বিছান পাইড়া কইরা দিল ঠাট [৮]॥ ২৮

---

১ রঙ্গাইলা নায়=রঙ্গিন ও সুসজ্জিত নৌকায়।
২ বাইয়ালী=নর্ত্তকী।
৩ রোস্‌নাই=আলোক মণ্ডিত হইয়া।
৪ ভাইটান=ভাটীর দিকে। ৫ সোন্দর=সুন্দর।
৬ দারু=সুরা; মদ্য। ৭ সোমে=সময়ে।
৮ ঠাট=ঠমক; ভুলাইবার ফন্দী।

হাতে পায় ছিরকল [1] দিয়া খামে বাইন্দা থুইল।
(কয়) কানুরে ফিরাইয়া দিলে ডুলুর আশা রৈল॥
কানু যদি মরে আইজ খাইয়া কালুর হাতা [2]।
মাণিকতারার হাতে যাব ডুলু চোরার মাথা॥ ৩২

[শেষ (অসম্পূর্ণ সংগ্রহ)]

---

[1] ছিরকল=শৃঙ্খল। [2] খাইয়া কালুর হাতা=কালুর হাতে মা'র খাইয়া।

মদন কুমার ও মধুমালা

মদন কুমার ও মধুমালা

(১)

বন্দনা।

পরথমে বন্দিয়া গাইলাম আদি নিরাঞ্জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য বন্দিয়া গাইলাম যত দেবগণ ॥
মাও বন্দুম [১] বাপ বন্দুম যত সভাজন।
মিন্নতি করিয়া বন্দি ওস্তাদের চরণ ॥
চান্দ সূরুয বন্দি আসমান জমীন।
স্থলে বন্দুম পশু পংখী জলে বন্দুম মীন ॥
সপ্ত পাতালে বন্দি নাগ আর নাগুনি [২]।
সুন্দরবন বন্দিয়া গাইলাম বাঘা আর বাঘুনী [৩] ॥
পূবেতে বন্দিয়া গাইলাম পূবের ভানুসর। [৪]
দক্ষিণে বন্দিয়া গাইলাম ক্ষীর নদী সায়র ॥
পশ্চিমে বন্দিয়া গাইলাম গয়া কাশী যত।
উত্তরে বন্দিয়া গাইলাম কৈলাস পর্ব্বত ॥
অধমেরে সভাজন না করিও হেলা।
চাইর কোণা পিরথিমী বইন্দা [৫] সুরু কর্‌লাম পালা ॥

---

[১] বন্দুম = বন্দনা করিলাম। [২] নাগুনি = নাগিনী।
[৩] বাঘুনী = বাঘিনী। [৪] ভানুসর = ভানু + ঈশ্বর = সূর্য্য।
[৫] বইন্দা = বন্দিয়া।

(২)

এক আটকুড় [১] রাজা। রাজা যুদি, তার কুনু পুত্রু. সন্তান নাই। এর লাইগ্যা রাজা খুব দুক্ষিত। রাজা যেমন দুক্ষিত রাজ্যের লোকও হেইমত দুঃখিৎ। রাজা এরুর লাগ্যা যত রকম পূজাআর্‌চা, বর্ত্তপালি দেবদানবে মানসিক কইরা, কিচ্ছুতেই কিচ্ছু হইল না। এই দারুণ কষ্ট মনের মধ্যে লইয়া রাজা আছে—থাকে—খায়। এর মধ্যে এক দিন অইল কি রাজার নাপিত একদিন রাজাকে কামাইতে আইল। আৎকা কামাইতে কামাইতে রাজার আঙ্গুল কাইট্যা গেল। সভার যত মন্ত্রী, সভাবত্যা লোক নাপিত বেডারে গাইল দিতে লাগ্‌ল। সাত ছালার বুদ্ধির নাপিত হাত যোড় কর্‌যা কইল—দোয়াই ধর্ম্মাবতার! আমার কিচ্ছু দোষ নাই। বাড়ীথ্যে আওনের সময় এক আটকুড় মালী বেডার মুখ দেখ্যা আইছি। এর লাগ্যাই আমার এই দৈচ্ছত। রাজা এই কথা হুন্যা খুব দুঃখিৎ অইল। আমি রাজ্যের রাজা এরু লাইগ্যানা—। আমি যদি মালী অইতাম তা অইলে মাইন্‌ষে কত কথাই না হম্‌কে কইতো। রাজা দেখ্যাই অপর্‌কে এমন অয়, তা না অইলে, আমিও যেমন আটকুড়, মালীও ত হেইমত আটকুড়। খায় না, ছান করে না, রাজা মনের জল্লা কষ্টে জোড়

[১] আটকুড় = সন্তানহীন। যুদি = যদি। কুনু = কোন। পুত্রু = পুত্র। লাইগ্যা = লাগিয়া। দুঃখিৎ, দুক্ষিত = দুঃখিত। হেইমত = সেইমত। এরুর = ইহার। আর্‌চা = অর্চ্চনা। বর্ত্তপালি = ব্রত, পালনাদি। অইল = হইল। আৎকা = হঠাৎ। সভাবত্যা = সভাস্থ। বেডা = বেটা। গাইল = গালি। সাতছালার বুদ্ধির নাপিত = প্রবাদ এই যে, নাপিতেরা অত্যন্ত কুবুদ্ধি এবং ইহাদের বুদ্ধির পরিমাণও প্রচুর। এমন কি সাতটী বস্তায় ধারণ যোগ্য বুদ্ধি ইহারা রাখে। দোয়াই = দোহাই। বাড়ীথ্যে = বাড়ী হইতে। আওনের = আসিবার। আইছি = আসিয়াছি। দৈচ্ছৎ = দুরদৃষ্ট। হুন্যা = শুনিয়া। অয়, অইত, অইল, অত্যা—ইত্যাদির -অ'স্থানে 'হ'কার ব্যবহার করিলেই অর্থ সুগম হয়। মাইনষে—মানুষে। হমকে = সামনে। আপরকে = পরোক্ষে। জল্লা = জ্বালা।

মন্দিরের কবাট খাট্যা অত্যা দিয়া পইড়া রইল। জান্ থাক্তে রাজা আর চান্ সূরুয, পূব পচ্চিম দেখত না। এই মতে এক দুই তিন কইরা সাতদিন গুঁয়াইয়া যায়, এমন সময় রাজ্যে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর আইলাইন। রাজা কই? রাজা কই? রাজা ত আইজ সাত দিন সাত রাইত মন্দিরের কবাট খোলে না। না খায় দানা—না ছয় পাণি। এর এতু কি? জান্তে জান্তে সন্ন্যাসী জান্ল—রাজার কুনু পুত্রু সন্তান নাই। আটকুড় রাজা মনের দুক্ষে অত্যা দিছে। অনেক কওয়া বলার পর রাজা কইল যে, সন্ন্যাসী যা চায়, তাই দিয়া বিদায় কইরা দেও। আমি আর বাইর অইতাম না। সারা ভাণ্ডারের ধন দিলেও সন্ন্যাসী চায় না সন্ন্যাসী চায় রাজার নিজের আতের এক মুঠ ভিক্ষা।

লোক লস্করের কথায় রাজা বাইরে আইয়া সন্ন্যাসীরে পন্নাম করল। সন্ন্যাসীর মাথায় খুব লাম্বা লাম্বা জডা, সারা শইলে ভস্মমাখা; হাতে বেতাগা। লোক লস্কর ও রাজার মুখে এই সগল বির্ত্তান্ত হুইন্যা সন্ন্যাসী বাড়ীর মধ্যে পরথমে একটা বাড়ি মারল। এই বাড়িতেই মাটি ফাইট্যা গেল; পাছে আরেক বাড়ি। এইবারে একটা গাছ উঠ্ল। তার পরে আরেক বাড়ি। এইবারে গাছে আম ধরল। তার পর আরেকবাড়ি—আম পাক্ল। আরেক বাড়িতে আম মাটিৎ পড়্ল।

সন্ন্যাসী এই আম লইয়া রাজারে কইল—এই আমটা নিয়া রাণীরে খাওয়াও। তোমার ঘরে সুপুত্রু জন্মিবে। এই কথার পর রাজ্যের মধ্যে একটা ধুয়া বানের মত লাইগ্যা গেল। সন্ন্যাসী নাই, হেই আমগাছও নাই।

পচ্চিম = পশ্চিম। দেখ্তনা = দেখিবে না।
আইলাইন = আসিলেন। আইজ = আজ। রাইত = রাত।
ছয় = ছুঁয়ে; স্পর্শ করে। এতু = হেতু।
অইতাম না = হইব না। আতের = হাতের। আইয়া = আসিয়া।
পন্নাম = প্রণাম। লাম্বা = লম্বা। জডা = জটা। শইলে = শরীরে।
বেতাগা = বেত্র-যষ্ঠি। সগল, হগ্ল = সকল। বির্ত্তান্ত = বৃত্তান্ত।
মাডী = মাটি। বাড়ি = আঘাত, প্রহার। ফাইট্যা = ফাটিয়া।
মাটিৎ = মাটিতে। ধুয়াবান = ধুমাচ্ছন্ন অস্পষ্টতা ধুয়া = ধুম।

হগ্‌গলে আচানক লাইগ্যা গেল। রাজা রাণীরে আমটা খাওনের লাগ্যা দিল। এই আম খাইয়া রাণীর গর্ভ হইল। এক মাস, দুই মাস করিয়া দশ মাস, দশ দিন যায়—রাজ্যে আনন্দের সীমা নাই।

(৩)

এমন সময় আরেকটা কি কাণ্ড হইল শুন। কি কাণ্ড?—রাজার বাড়ীর মালী পর্‌তি দিন খুব সকালে বাড়ী হুর্‌ত যায়। একদিন হইল কি কালি হাঞ্জা রাইত, আন্ধাইরে আর চান্নিতে মিইশ্যা গোছ। রাইত না দিন বোঝা যায় না। তখন হইল কি—মালী নিশি রাইতের আমলে রাইত পোষাইয়া গেছে মনে কইরা ঝাঁটা হাতে রাজবাড়ীর দিকে গেল। বাড়ীর লোক লস্কর সব ঘুমায়। একজন মানুষেরও শব্দ টব্দ নাই। এমন সময় দেখে কি—আচানক এক পুরুষ; মাথার মধ্যে খুব লাম্বা জডা, আগুনের মত দুই চোখ ঢ ঢ করিতেছে। এইনা দেখ্যা মালী তাক্ লাইগ্যা গেল। তার পরে মালী জিগাইল—তুমি কে হও ঠাকুর? ঠাকুর কইলাইল—তুই মুনু(ষ); তোর কাছে এই সব কথা কওন যায় না মালীও ছাড়ে না—কও ঠাকুর, না কইলে ছাড়তাম না। মালী ঠাকুরের পাও আঞ্জাইয়া ধরল। তখন ঠাকুর কইলাইন্—আমার কথা তর কাছে কইতাম পারি, যদি তুইন্ কেউর কাছে না কছ। মালী পরতিজ্ঞা করল। ঠাকুর

আচানক = আশ্চর্য্য। খাওনের = খাওয়াইবার।
পর্‌তিদিন = প্রতিদিন। হুর্‌ত = ঝাঁট্ দিতে। কালিহাঞ্জা = কালি (আঁধার), হাঞ্জা (সাঁঝ); আঁধার সন্ধ্যা। আন্ধাইর = অন্ধকার।
চান্নি = জ্যোৎস্না। মিইশ্যা = মিশিয়া।
নিশি রাইতের আমলে = নিশীথে। পোষাইয়া = পোহাইয়া।
ঢ ঢ করিতেছে = ধক্ ধক্ করিতেছে। তাক্ = আশ্চর্য্যান্বিত।
জিগাইল = জিজ্ঞাসা করিল। কইলাইন্ = কহিলেন।
মুনুষ্যি = মনুষ্য। কওন = কহা। ছাড়তামনা = ছাড়িতামনা।
আঞ্জাইয়া = জড়াইয়া। তর = তোর। কইতাম = কহিতে।
তুইন্ = তুই। কেউর = কাহারও। কছ্ = কস্, কহিস্।

কইলাইন্—আইজ রাত দিন যখন তুই ভাগ অইব তখন রাজার ঘরে একটী পুত্রুসন্তান অইব। আমি করম পুরুষ ঠাকুর। মানুষ জন্ম লইবামাত্রই তাহর সুখদুঃখু কপালে লেইখ্যা দেই। মালী কইল—অতদিন পরে রাজার ছাল্যা অইব—তুমি তার কপালে কি লেখ্যা আইছ।

ঠাকুর কইলাইন—তর কাছে যে আমার পরিচয় দিছি, এই বেশী। মনুষ্যের কাছে কপালের লেখা কওন যায় না। কইছ যখন ঠাকুর তখন বেবাক কথাই কও—মালী ঠাকুরের পাও ধরিল। ঠাকুর মালীরে সমজাইয়া কইল—তর কাছে এইকথা কইতাম পারি কিন্তু তুই যদি কেউর কাছে এইকথা কছ, তা অইলে তুই একটা গাছ অইয়া যাইবে।

মালী পরতিজ্ঞা করিল—আচ্ছা ঠাকুর আমি কেউর কাছে কইতামনা, বাও বাতাসের কাছেও না। ঠাকুর তখন কইলেন,—বান্ন বচ্ছরের মধ্যে যদি রাজা ছাওয়ালের মুখ দেখে, তা অইলে রাজা একটা গাছ অইয়া যাইবে। এই কথার পরই রাজ্যে একটা ধুয়া বানের মতন্ হইয়া গেল। ঠাকুর আর নাই। কালিহাঞ্চা কাইট্যা গেলে মালী দেখ্‌ল যে আরও তুই চারি দণ্ড রাইত আছে। বাড়ীৎ গিয়া মালী কেবল এই কথাই ভাবতে লাগ্‌ল কেউর কাছে কিছু কয়না, কেবল ভাবে। রাইত দিন তুই ভাগ হয় সময় রাজার বাড়ীৎ পাঁচ ঝাড় যোগার পড়ল। রাজ্যের লোকের আর বুঝনের বাকি রইল না যে রাজার ঘরে এক ছাওয়াল জন্মিয়াছে।

'রাতদিন যখন তুইভাগ অইব' = যখন প্রভাত হইবে। অইব = হইবে।
করম পুরুষ = কর্ম্মপুরুষ। লেইখ্যা = লিখিয়া।
ঘর = ঘরে। ছাল্যা = ছেলে। আইছ = আসিয়াছ।
বেবাক = সমস্ত। সমজাইয়া = বোঝাইয়া। তা অইলে = তাহা হইলে।
অইয়া = হইয়া। কইতাম না = কহিব না। বাও = বায়ু = বায়।
ছাওয়াল = ছেলে। কাইট্যা = কাটিয়া। বাড়ীৎ = বাড়ীতে।
হয় সময় = হওয়ার সময়। পাঁচঝার জোগার ; ঝার = ঝঙ্কার ধ্বনি।
জোগার = জোকার, জয়ধ্বনি, হুলুধ্বনি। পাঁচবার হুলুধ্বনি করা হইল। পুত্রসন্তান জন্মিলে পাঁচবার, কন্যা সন্তান জন্মিলে তিনবার, হুলুধ্বনি করিয়া তাহার জন্মবার্ত্তা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়। বুঝনের = বুঝিতে।

(৪)

মালীর গলার মধ্যে কাঁটা লাগ্‌ল—খোয়াইলে মরে—ঢোক্ গিল্লেও মরে।

গান ঃ—ভাবিয়া চিন্তিয়া মালী মন করিল দড়।
রাজার কাছে কইব কাইল নিশির খবর॥
আমি যদি মরে যাই তাতে কোনো ক্ষতি নাই।
আমার পরাণ দিয়া কেন্না রাজারে বাঁচাই।
এক হাতে ঝাঁটা লইল আর হাতে কোদাল।
রাজার বাড়ীৎ যায় মালী রাত্রিশেষের কাল॥

মালী রাজবাড়ীতে গিয়া দেখল কি—রাজা পাত্র মিত্র লগে, হীরামণ মানিক্যি লইয়া পুত্র মুখ দেখ্‌তে যায়। মালী রাজার পায় গিয়া উবুৎ হইয়া পড়ল।

গান ঃ—শুন শুন রাজা আরে কইয়া বুঝাই তরে।
পুত্রুর মুখ দেখ্‌তে তুমি (ভালা) না যাইয়ো অন্দরে॥
কালরাত্রে কালস্বপন দেখ্যাছি যে আমি।
তুমি রাজা মইরা যাইবা মইরা যাইবা তুমি॥

রাজা আচানক লাইগ্যা মালীকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাইন মালী কইল—মহারাজ আমি কইতাম পারি কিন্তু এইকথা কইলেই আমি একটা গাছ হইয়া যাইবাম। আমার কথা না রাইখ্যা যদি পুত্রু মুখ দেখুইন্, তা হলে আপনে একটা গাছ হইয়া যাইবাইন। কতক্ষণ ধন্ধ লাইগ্যা থাক্যা রাজা কইল—না, তর এই কথাটা কহনই লাগ্‌ব। তখন মালী করমপুরুষের যত কথা সব ভাইঙ্গা রাজার কাছে কইল। অইল

খোয়াইলে = খুলিলে। দড় = দৃঢ়। কেন্না = কেন না?
লগে = সঙ্গে। উবুৎ = উপুর। দেখ্যাছি = দেখিয়াছি।
মইরা = মরিয়া। করলাইন্ = করিলেন। রাইখ্যা = রাখিয়া।
আপনে = আপনি। দেখুইন = দেখেন। যাইবাইন = যাইবেন।
ধন্ধ = বিস্ময়ে স্তব্ধ। লগব = লাগবে। কহনই = কহিতেই হইবে।
লাগব। ভাইঙ্গা = ভাঙ্গিয়া, খুলিয়া।

কি ?—কথাটা কওন মাত্রই মালী একটা গাছ হইয়া গেল। আচানক দেইখ্যা যত লোক লাকর পাত্র মিত্র রাজাকে পুত্রু মুখ দেখ্‌তে না কর্‌ল। তার পরে অইল কি রাজা (এই) মাডির তলে একটা চোর কোডা বানাইয়া বার বচ্ছরের খাওল খোড়াক দিয়া রাণীরে, ছেলেরে ও একটা দাসী লগে দিয়া বার বচ্ছরের লাইগ্যা পাতাল পুরীতে পাডাইয়া দিল। এই তিনজন হেইখান খুব সুখে আছে, খায়। কপালের লেখা খণ্ডায় এমন কার বাপের সাধ্যি। বার বচ্ছরের একদিন বাকি আছে। আর একদিন গেলেই রাজা পুত্রু মুখ দেখতে পারবে—রাজ্যে খুব ধুমধাম হইতেছে। এমন সময় হইল কি—দুপইরা বেলা রাণী ঘুমাইতেছে। রাজবাড়ীর ধুমধাম দেখ্‌বার জন্য দাসী বাহিরে আইয়া পড়্‌ল। কিন্তু, দাসী কপাট খাইট্যা থইয়া আইছিল না। আৎকা ঘুম থাক্যা উইঠ্যা রাজকুমার শুনে কি যে উপরে খুব সুন্দর একটা বাদ্যি শোনা যাইতেছে। কপাট খোলা,—রাজকুমার তাড়াতাড়ি মার কাছে না কইয়া বাইরে আইয়া পড়্‌ল। তারা তিনজন ছাড়া আর কুনু লোকজন দেখ্‌ছে না। দালান কোঠা, লোক জন, হাতী ঘোড়া, গাছ বিরিখ্‌—এই সব না দেখ্যা রাজকুমার একেবারে চমকিয়া গেল। যাইতে যাইতে একেবারে রাজার দরবারে। চান্দের মতন সুন্দর কুমার—সেইক্ষণে রাজা তার মুখের দিকে চাইল, তখনই সিংহাসনের উপরে একটা গাছ হইয়া গেল। রাজ্য জুইড়া তখন একটা কান্দাকাটির রোল পইড়া গেল। কিন্তু অদৃষ্টের লেখা ত আর খণ্ডান যায় না। মন্ত্রীটন্ত্রীর অনেক কওন বোঝানতে রাজকুমারই রাজা হইল। রাজ্যের লোকে তার নাম রাখল মদন কুমার।

কোডা = কোঠা। খাওন = খাদ্য। পাডাইয়া = পাঠাইয়া।
হেইখান = সেইখানে। দুপইরা = দ্বিপ্রহর। আইয়া = আসিয়া।
কপাট = কবাট। খাইট্যা থইয়া আইছিল না = বন্ধ করিয়া দিয়া আসে নাই। আৎকা = হঠাৎ। দেখ্‌ছে না = দেখে নাই।
বিরিখ = বৃক্ষ। জুইড়া = জুড়িয়া।

(৫)

গান ঃ—মদন কুমার রাজার কথা এইখানে থইয়া
ইন্দ্রপুরীর কন্যার কথা শুন মন দিয়া।

দেওয়ের রাজা সে ইন্দ্র—সেই ইন্দ্রের সভায় তিন কন্যা নাচন করিত। কাঁচা সরার উপর উঠ্যা নাচন করন লাগত। দৈবাৎ একদিন নাচন করতে করতে ছোট বইনের নাইচের সরা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ইন্দ্র মুন্থি দিলাইন—বার বচ্ছর মর্ত্ত্যলোকে মুনিষ্যির ঘরে জর্ম্ম লইয়া আরও বার বচ্ছর খুব দুক্কু পাইয়া পাপমোচন অইলে পর আমার সভায় জাগা পাইবা। তখন তিন বইনে খুব কান্দাকাটি করল। কিন্তু, দেবতার মুন্থি অখণ্ডি। এর পর বার বচ্ছর যায়, এর মধ্যে মধ্যুম যে সে বড় বইনেরে কইল—আমরার ছুডু বইন মর্ত্ত্যলোকে কার ঘর জর্ম্ম লইছে—লও গিয়া দেখ্যা আয়ি। তখন পংখীর বেশে দুইজন ইন্দ্রপুরী থাক্যা বাইর অইয়া উড়্যা চল্ল। এক রাজার মুল্লুক থাক্যা—আরেক রাজার মুল্লুক,—এই রকম কর্যা ঘুরতে লাগল। এই রকমে আর এক রাজার পুরীতে যাইয়া একটা জোড়মন্দির ঘরে মৌপুকের মতন অইয়া প্রবেশ করল। দেখে কি!—একটা সোণার পালঙ্কের উপরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। হেই মুখ, হেই কান, হেই চোখ, একটুও বেতিক্রম অইছে না। দেখ্যাই তারার ছুডু বইন্‌রে চিন্‌ল। মধ্যুম বইনে কইল—বইন্ ত পাইলাম। কিন্তু অখন যে বিয়ার

থইয়া = রাখিয়া। দেওয়ের = দেবতার। নাচন = নর্ত্তন।
করণ লাগত = করিতে হইত। বইন্ = ভগ্নী। নাইচ = নাচ।
মুন্থি = ক্রোধবশতঃ অভিশাপ। "মন্যু" হইতে। "মন্যুর্ণতে ত্বয়া কার্য্যং দেবি ক্রমি তবাগ্রতঃ" (রামায়ণ অযোধ্যা)। দিলাইন = দিলেন। জর্ম্ম = জন্ম।
দুক্কু = দুঃখ। জাগা = জায়গা। অখণ্ডি = অখণ্ড্য। মধ্যুম = মধ্যম।
আমরার = আমাদের। ছুডু = ছোড। লইছে = লইয়াছে। লও = চল।
দেখ্যা আয়ি = দেখিয়া আসি। মৌপুক = মৌ পোকা, মক্ষিকা, মৌমাছি।
বেতিক্রম অইছেনা = ব্যতিক্রম হয় নাই। দেখ্যাই = দেখিয়াই।
তারার = তাদের। অখন = এখন।

যোগ্য। পিরথিমিরে তার যুগ্যি জামাই খুঁজ্যা আয়ি চল। তখন দুইজন আবার পংখীর বেশ ধইরা ফির্যাবার ঘুর্‌তে চল্‌ল।

গান :—এক মুল্লুক ছাড়্যা তারা আর মুল্লুকে যায়
মনের মতন সুন্দর জামাই তল্লাসি বেড়ায়।
যাইতে যাইতে গেল উজানি নগর
যথায় বসতি করে রাজা দণ্ডধর॥

দেখ্‌তে সোণার পুরী। সোণার ঘরের মধ্যে উড়্যা যাইতে তারা উপুর থাক্যা দেখ্‌ল যে একটা মন্দিরের মধ্যে একটা চেরাগের রোশনাই মত দেখা যাইতেছে। তখন দুই বইন উড়্‌তে উড়্‌তে হেই মন্দিরে চূড়ায় বইল। মালুম কইরা দেখে কি ?—মন্দিরের মধ্যে যেন একট আগুনের মত জ্বলতাছে। তখন দুই বইন্, মৌপোকের বেশ ধইরা মন্দিরে মধ্যে পর্‌বেশ করল। হেইডা আগুণ ত না, মদন কুমারের রূপ। দেখ্য দুইজন খুব মোহিত হইল। এইক্ষণ দুইজনরে মিলাইয়া দেখন বাকি তখন দুইজনে পালঙ্ক সমেত মদন কুমাররে লইয়া সরবরাসর ছুডু বইনে কাছে নিয়া রাখল। হঠাৎ মধুমালা জাগ্যা উঠ্‌ল। উঠ্যা দেখে কি!—পালঙ্কের উপরে এক রাজকুমার ঘুমাইতেছে। তখন মধুমালা একটা গান করল :—

গান—(মধুমালা)।

একেলা শুইয়া আছ্‌লাম (আরে) পালঙ্কের উপরে
কোথাতনে আইলারে কুমার জোড়মন্দির ঘরে।
কপাটে সোণার খিল মক্ষির আইতে মানা
কেমন কইরা সুন্দর কুমার করে আনাগোনা॥

যুগ্যি = যোগ্য। ফির্যাবার = (ফিরিয়া আবার) পুনরায়।
উপুর = উপর। বইল = বসিল।
মালুম কইরা = সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া। জ্বলতাছে = জ্বলিতেছে।
হেইডা = সেইটা। দেখন্ = দেখিতে। সরবরাসর = সোজাসুজি।
আছ্‌লাম = ছিলাম। মক্ষি = মাছি। আইতে = আসিতে

জাগিয়া সুন্দর কুমার দেওনায়ে উত্তর।
কিবা নাম মাতাপিতার কোথায় বাড়ী ঘর ॥
কিবা নাম ধইরা তোমায় ডাকে বাপ মাও।
জাগ জাগ সুন্দর কুমার কত নিদ্রা যাও ॥
কোন্ ফুলের ভ্রমরা তুমি আইছরে উড়িয়া।
বুক না করিয়া খালি আইসাছ ছাড়িয়া ॥

তখন মদন কুমার জাগ্যা আর একটা গান কর্‌ল।

মদন কুমারের গান ঃ—

উজানি নগরে ঘর নামে রাজা দণ্ডধর (গো রাজকন্যা)
আমি তার পুত্র মদন কুমার(রে)।
মন্দিরে আছিলাম শুইয়া নিদ্রায় বিভুল হইয়া (গো রাজকন্যা)
আমি কেম্‌নে আইলাম তোমার ঘরে(রে) ॥
কার পুরী বা কার ঘর কন্যা কিবা নামটী তোমার (গো রাজকন্যা)
কিবা নামটী তোমার বাপমার (রে)।

মধুমালা— কাঞ্চন নামেতে ঘর তার রাজা হীরাধর (গো রাজকুমার)
আমি তার কন্যা মধুমালা(রে)।

* * * * *

আইসাছ = আসিয়াছ। বিভুলা = বিভোল, বিভোর।

এইরূপে দুইজনের মধ্যে খুব ভালবাসা জন্মিল। কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝত পার্‌ল না যে কেমন কইরা মদন কুমার এইখান আইল। তখন ভাব্‌তে ভাব্‌তে ফির‍্যাবার তারা ঘুমাইয়া পড়্‌ল। তখন দুই বইনে মদন কুমাররে লইয়া উজানি নগরে রাখ্যা ফির‍্যাবার ইন্দ্রপুরে চল্যা গেল।

(৬)

রাইত যখন শেষ অইল, তখন মদন কুমার জাগ্যা দেখে মধুমালা নাই। এই না দেখ্যা হায় মধুমালা! হায় মধুমালা! কইতে কইতে ঘরের বাইর অইল। কেউ কিছু বুঝ্‌ত পারে না।

বুঝত = বুঝিতে।

গান :—

মায়েঁতে জিজ্ঞাসা করে কাইন্দা কুমার ভূমিত পড়ে
আমি স্বপনে দেখি মধুমালার মুখ রে।
স্বপন যদি মিথ্যা হইত তার আংটি কেন আমায় দিত
স্বপনে দেখি।
স্বপন যদি মিথ্যা হইত খাট পালঙ্ক কেন বদল হইত
আমি স্বপনে দেখি।

পাত্রমিত্র লোকজনে অনেক বুঝাইত পড়াইত লাগল। কিন্তু মদন কুমার কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাইল না। স্বপ্ন নয়।
যদি স্বপ্ন হইত, তা হইলে হাতের আংটী, খাট, পালঙ্গ বদল হইত না।

অন্ন নাই সে খায় কুমার নাহি খায় সে পানি
মধুমালার লাইগ্যা কুমার অইল উন্মাদিণী।
মায় বুঝায় মইস্তে বুঝায় বুঝায় লোকজনে
যত বুঝায় মদনকুমার পর্‌বোধ না মানে॥
কান্দিয়া কাটিয়া কুমার মন কর্‌ল দড়
বন্দেতে যাইব কুমার বারিতে শিগার।
তুমি বাছা এক পুত্র দুক্ষিণীর ধন
কেমন কইরা তোরে বাছা যাইতে দিবাম বন॥
বুঝাইলে না বুঝে কুমার হইল পাগলা
খাওনে শুওনে কান্দে কোথা মধুমালা॥

মদন কুমার তখন শিগারে যাত্রা কর্‌ল। মায়ে সঙ্গে লোক লস্কর হাতী ঘোড়া গিয়া দিল।

এইথান = এইথানে। ভূমিত = ভূমিতে।
বুঝাইত পড়াইত = বুঝাইতে পড়াইতে; প্রবোধ দিতে।
উন্মাদিণী = উন্মাদ। মইস্তে = মাসীতে। যাইব = যাইবে। শিগার = শিকার।
খাওনে শুওনে = খাইতে শুইতে।

আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছি মধুমালার রূপ।
মদনকুমার যাত্রা করে হারুইলেতে মানা করে
আমি স্বপ্নে দেখছি মধুমালার মুখরে॥
মদনকুমার শিগারে যায় কান্দিয়া অভাগী মায়
ধান্য দুর্ব্বা গাইটেতে বান্ধিলরে।
বাঁও পা'র ধুলা দিয়া ভরেতে কাজল দিয়া
গলাত ধইরা কত যে কান্দিলরে॥

* * * *

(৭)

লোক লস্কর সঙ্গে লইয়া উজানি নগর ছাইড়া চল্যা গেল। এক রাজার মুল্লুক—এইরূপে যাইতে যাইতে সামনে দেখে সে একটা অরণ্য জঙ্গল। দেখে কি সে একটা সোনার অরিণ দৌড়িয়া যাইতাছে। মদনকুমার এরে না দেখ্যা পাছে পাছে দৌড়াইতে লাগল। সঙ্গের লোক জন যে কই পইড়া রইল তার খুঁজ খবর নাই। আন্‌ চোক্ চাইয়া দেখে সে অরিণও নাই। তখন মদনকুমার ভাব্‌তে লাগল ঃ—

পরথমে শিগারে আইলাম জঙ্গলাতে পর্‌বেশ করলাম
কোথাতনে আইল সোনার অরিণরে।

* * * * *

* * * * *

তখন ঘুরতে ঘুরতে কই যায়, কি করে—! এক গাছতলায় বস্যা চিন্তা কর্‌তে লাগল। এই দিগে খাওন পানি বেগর খুব কষ্ট পাইতে লাগল। এই সময় দেখে যে একদল কাড়ুরিয়া কাডের বুঝা লইয়া যাইতেছে। নিরূপায় অইয়া মদনকুমার তারার দলে গিয়া মিশ্‌ল। তখন

গাইট=গাঁট, বস্ত্র-প্রান্ত। বাঁও=বাম। ভর=ভ্রূর অপভ্রংশ।
গলাত=গলায়। অরিণ=হরিণ। যাইতাছে=যাইতেছে।
আন্ চোক্=আড়চোখ। খাওন পানি বেগর=খাদ্য ও জল বিনা।
কাড়ুরিয়া=কাঠুরিয়া। কাডের=কাঠের। বুঝা=বোঝা।

মদনকুমার করে কি ? পর্‌তি দিনই তারার লগে কাঠ কাডে আর কাডের বুঝা লইয়া নগরে বেচত যায়।

একদিন এক বুড়া কাডুরিয়ার মুখে মদনকুমার শুন্‌তে পাইল যে এই দেশের (যে) রাজ কন্যা আৎকা একদিন রাইত পাগল অইয়া গেছে। ফুইদ্‌ কইরা মদনকুমার জান্‌ল যে রাজকন্যা কেবল মদনকুমার মদনকুমার কইরা কান্দে। বাজারে ঢুল পিডাইয়া দিছে যে, যে এই রাজ কন্যারে ভালা করত পারব, তারে চাইর আনি রাজত্ব লেখ্যা দিব। তখন মদনকুমায় বুড়া কাডুরিয়ারে কইল যে তুমি গিয়া ঢুলে ধর। তখন বুড়া কাডুরিয়া গিয়া ঢুলে ধর্‌ল। রাজার লোকজন বুড়া কাডুরিয়ারে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা ফুইদ্‌ কর্‌ল—তুমি আমার কন্যারে ভালা কর্‌তা পারবা ? তখন কাডুরিয়া কইল—পারবাম। আপনার কন্যা ইচ্ছাবর লইব বল্যা যত দেশের যত রাজপুত্র আছে নিমন্তন্ন করখাইন। ও! আরেকটা কথা কিন্তু রইয়া গেছে। মদনকুমার এই কথাডা কিন্তু আগেই কাডুরিয়ারে শিখাইয়া দিছিল।

যত দেশের যত রাজকুমার নিমন্তন পাইয়া রাজপুরীতে আইল। রাজ্য জুইড়া একেবারে চান্দের বাজার বইয়া গেল। ঠিক এই সময় কাডুরিয়ার বেশ ধইরা মদনকুমার রাজ বাড়ীর নিকট এক গাছের তলায় গিয়া বইয়া রইল। আগে আরেকটা কথা কইতে ভুল কর্‌ছি। কাডুরিয়ার মুখে, মধুমালা যে পাগল অইছে এই কথা শুন্যা সে যে এই রাজ্যে আইছে, এই কথাডা একটা পত্র লেখ্যা এক কাডুরাণীরে দিয়া মধুমালার নিকট পাডাইয়া দিছিল্‌। স্বয়ংবরের দিন রাজ্যে একটা ভয়ানক গণ্ডগোল বান্ধ্যা গেল। যত রাজকুমার হগ্‌গল তারে থইয়া, মধুমালা কর্‌ল কি ? কাডুরিয়াবেশী

কাডে = কাটে। বেচত = বেচ্‌তে। ফুইদ = জিজ্ঞাসা। ঢুল = ঢোল।
পিডাইয়া = পিটাইয়া। ভালা করত পারব = ভাল করিতে পারিবে।
কর্‌তা পার্‌বা = করিতে পারিবে। পারবাম = পারিব।
লইব বল্যা = লইবে বলিয়া। করখাইন = করুন। কথাডা = কথাটা।
পাডাইয়া দিছিল্‌ = পাঠাইয়া দিয়াছিল। বান্ধ্যা = বাঁধিয়া, ঘটিয়া।
হগ্‌গলতারে থইয়া = সকলকে পরিত্যাগ করিয়া।

মদনকুমারের গলাত দিল। রাজ্যের লোকের একটা ঘিন্নার ভাব জর্ম্মিয়া গেল। রাজা আর মধুমালার পাঁচ ভাই গোসা কইরা তারা তুইজনরেই এমুন একটা অরণ্য জঙ্গলার মধ্যে নিব্বাস দিয়া আইল যেখান নাকি জন-মানুষের নামগন্ধ নাই, কেবল বাঘ ভাঁলুকের রাজত্বি।

এই অরণ্য জঙ্গলার মধ্যে তুইজনে পইড়্যা কান্দাকাডি করতে লাগল। তারার সঙ্গে মা বাপে না দিছে একমুঠ চাউল চিড়া। খিদায় পিয়াসায় তুইজন খুব কাতর অইয়া পড়ল। তখন মদনকুমার বন থাক্যা ফল আন্ত গেল। গিয়া দেখে কি? একটা গাছে তুইডা পাতা আর তুইডা ফল। মদনকুমারের খুব খিদা পাইছিল। সে তুইডা ফলই পাইড়া একটা ফল গাছের তলায় খাইয়া ফাল্ল। আরেকটা ফল মধুমালার খাওনের লাগ্যা রাখ্‌ল। এই ফলটা খাইতে মাত্রই মদনকুমার অন্ধ হইয়া গেল। তখন আর তার মধুমালার কাছে ফির‍্যা যাওনের শক্তি রইল না। তখন মধুমালা মদনকুমারকে বিচরাইতে বাইর অইল। কতক দূর যাইয়া দেখে যে তার অন্ধ স্বামী বনের মধ্যে পইড়া তাকিতুকি করতাছে। মধুমালা যখন দেখল যে তার সোয়ামী অন্ধ অইয়া গেছে, তখন আর তার তুঃখের সীমা রইল না। তখন মদনকুমার ও মধুমালা একটা গাছ তলায় শুইয়া কান্তে লাগল। কান্তে কান্তে মদনকুমার ঘুমাইয়া পড়ল।

(৮)

মধুমালার তুঃখের কাইণী এইখানে থইয়া
ইন্দ্রপুরীর কন্যার কথা শুন মন দিয়া।

নিব্বাস = বনবাস। যেখান = যেখানে। আন্ত গেল = আনতে গেল।
পাইছিল = পাইয়াছিল। ফাল্ল = ফেলিল।
বিচরাইতে = অনুসন্ধান করিতে। ফির‍্যা যাওনের = ফিরিয়া যাওয়ার।
তাকি তুকি করতাছে = ইতস্ততঃ হাতরাইয়া ফিরিতেছে।
কান্তে = কাঁদিতে। কাইনি = কাহিণী। বাইর = বাহির।
জিগাইল = জিজ্ঞাসা করিল। কওছে = বলতো।
মিলাইয়া আইছলাম = মিলিত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম।

সেই যে মধ্যম বইন্ বড় বইন্‌রে জিগাইল—আচ্ছা, কওছে অতদিন গুঁয়াইয়া যায়, হেই যে আমরা দুই জনেরে একখানে মিলাইয়া আইছলাম; তারপর আর কোন খোঁজ খবর নাই। চল, ছোট বইনকে দেখ্যা আয়ি। অখন বড় বইন ছোট বইনের কাছে মদনকুমার ও মধুমালার সমস্ত দুক্কের কথা কইল। — কি রকমে তারার বিয়া অইল, কি রকমে বনবাসী অইল, আর কি রকমে বা অন্ধই হইল। তখন ছুডু বইন্ কইল—লও যাই চক্ষের দেখা দেখ্যা আই তখন দুইজন পরী তোতার বেশ ধইরা, সেই যে গাছ— যে গাছের তলে মদনকুমার-মধুমালা ঘুমাইতে আছিল—হেই গাছে গিয়া বইল। মদনকুমার তখনও ঘুমাইতেছে। মধুমালা জাগ্যা শুনে কি! — গাছের উপরে কিয়ে জানি কথা বার্ত্তা কইতাছে। তারা দুই বইনে তখন কথা কইতাছিল। ছুডু বইনে বড় বইনেরে কয়—বইনের এই যে কষ্ট অইছে, তা কেমনে যাইব আর মদনকুমারেরেই বা কেমনে চক্ষুদান অইব। তখন বড় বইনে কইল—এই বনের মধ্যে একটা অমির্ত্তি ফলের গাছ আছে। হেই গাছ হইতে যদি একটা ফল আইন্যা খাওয়ায় তা অইলে ভালা অইব। তখন ছুডু বইনে কইল এই কথাডা আমি গিয়া মধুমালার কানে কইয়া আয়ি। তখন বড় বইনে কইল—তাতে আরেকটা বিপদ আছে। এই ফল খাইলে মদনকুমার ভালা অইব ঠিক, কিন্তু সে ভালা অইয়া যদি লোভের চক্ষে আর একবার মধুমালার দিকে চায়, তা হইলে আর একবার যে অন্ধ অইব, আর ভালা অইত না। এই কথা কইয়া ইন্দ্রপুরীর কন্যা ইন্দ্রপুরীতে চল্যালেন। কারণ, তারার ইন্দ্রপুরীতে নাচ গান করণের সময়টা ঘনাইয়া আইছিল। এই দিকে মধুমালা জাগ্যা করল

আছিল = ছিল। হেই গাছ গিয়া বইল = সেই গাছে গিয়া বসিল।
কিয়ে = কিসে। কইতাছে = কহিতেছে। কইতাছিল = কহিতেছিল।
যাইব = যাইবে। অইব = হইবে। অমির্ত্তি = 'অমৃতের' অপভ্রংশ; আম।
আইন্যা = আনিয়া। তা অইলে ভালা অইব = তাহা হইলে ভাল হইবে।
কইয়া আয়ি = কহিয়া আসি। অন্ধ অইব = অন্ধ হইবে।
ভালা অইতনা = ভাল হইবে না। অইতনা—ভবিষ্যৎকাল বোধক।
করনের = করিবার। ঘনাইয়া আইছিল = ঘনাইয়া আসিতেছিল।

কি হেই অমির্ত্তি ফলের সন্ধানে বাইর অইল। গিয়া হেই অমির্ত্তি ফলের গাছে থাক্যা একটা ফল পাইড়া আন্‌ল। ফল পাইড়্যা আন্যা মদনকুমারকে জাগাইল। জাগাইয়া কইল—আমি জল লইয়া আয়িগা তুমি এই ফলটা খাও। এই কথা কইয়া হে খুব তাড়াতাড়ি বনের মধ্যে চইল্যা গেল। কারণ, সে জান্‌তো যে তার সোয়ামী ভালা হইয়া লোভের চক্ষে তার দিকে চাইলেই আবার অন্ধ হইয়া যাইবে। এই মিয়াদটা বার বছরের লাইগ্যা। মধুমালা যখন মদনকুমাররে ছাইড়া যায় তখন তার খুব কষ্ট অইছিল।

(৯)

গান ঃ— মদনকুমারের কথা এই খানে থইয়া।
কি করিল মধুমালা শুন মন দিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা মেলা দিয়া যায়।
বারনা বচ্ছরের লাইগ্যা সোয়ামী ছাইড়া যায়॥

বার বচ্ছরের লাইগ্যা মধুমালা তার সোয়মীরে ছাইড়া যাইতাছে। তার চক্ষের জলে বনের লতা পাতা ভিইজ্যা যাইতাছে। এক বন থাইক্যা আর বন, আর বনথাক্যা আর বন—এই রকমে অনেকদূর চইল্যা গেল। এই সময়ে ক্ষিধো তেষ্টায় তার পরাণ ফাইট্যা যাইতাছিল একটা গাছের তলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়্‌ল। বনের মধ্যে খুব একটা গণ্ডগোল আরম্ভ অইল।

একদেশের এক রাজকুমার শিকারে আইছিল। সে কর্‌ল কি!—মধুমালারে পাইয়া জোর কইরা তারে তার দেশে লইয়া গেল। সে রাজ্যের মধ্যে ঢোল পিডাইয়া দিল যে, রাজকুমার বন থাক্যা যে একটা পরীর মতন সুন্দর স্ত্রীলোক ধইরা আন্‌ছে, তারে বিয়া বরব। সেই রাজ্যে আছিল এক নাপিত। সেই নাপিতের বউ একদিন মধুমালারে গিয়া দেখ্‌ল। নাপতানি

পাইড়্যা আইন্যা=পাড়িয়া আনিয়া। আয়িগ=আসিগে। হে=সে। ষাইতাছে=যাইতেছে। ভিজ্যা=ভিজিয়া। ফাইট্টা যাইতাছিল=ফাটিয়া যাইতেছিল। আইছিল=আসিয়াছিল। বিয়া করব=বিয়া করিবে। মাইয়া লোক=মেয়ে লোক। দেখছেনা=দেখেনাই। মাইয়া=মেয়ে। জোর কইরা ধইরা লইয়া আইছে=জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

এমন সুন্দর মাইয়া লোক আর কখখনও দেখ্ছে না। হে মনে করল যে কোনো রাজরার মাইয়া জোর কইরা ধইরা লইয়া আইছে। এরে যদি কোনো রকমে রাজার হাত থাইক্যা উদ্ধার করতাম্ পারি, তাহইলে খুব পুরস্কার পাইব। তখন হে মধুমালার কাচে বইসা তার যত দুঃখের কথা হুন্‌ল। হুইন্যাই হে রাণীর কাছে গেল। রাণীরে এই কথা কইয়া বুঝাইল যে রাজা যে নতুন বিয়া কর্তাছে, সে সেইরকম পরীর মাফিক সুন্দর—সে যদি রাণী হয় তাহইলে এরাজ্যে আর তোমার জাগা নাই। তখন মনে মনে রাণী ভাব্ল যে কথাত ঠিকই। রাণী তখন নাপতানীরে কইল যে—এই বিয়া যদি কোনো রকমে না কোনো রকমে বা এই মাইয়াডারে যদি রাজ্যের মধ্যে থাক্যা কোনো রকমে সরাইতে পারছ, তা অইলে আমার গায়ের যত অলঙ্কার সব তোরে দিয়াম ; আরো লক্ষ টাকা দিয়াম।

অলঙ্কারের কথা হুইন্যা নাপ্‌তানী নাপিতের কাছে গিয়া সব কথা ভাইঙ্গা খোলাসা কইল। তখন সাতছালা বুদ্ধির নাপিত নাপতানীরে একটা পরামর্শ দিল। এই কথাটা নাপতানী গিয়া আবার রাণীর ঠাঁই কইল ; মধুমালার কাছেও কইল। তখন ঠিক হইল যে বিয়ার রাইতা চেলী কাপড় পইড়া রাণী মধুমালা ঘরে গিয়া থাক্‌বে। আর মধুমালা রাণীর কাপড় চোপড় অলঙ্কার পইরা রাণীর বেশ ধর্‌বে। তারপর অইলগা—বিয়ার দিন মধুমালা রাণীর কাপড় চোপড় পইরা পলাইল। মধুমালা যাওনের সময় তার গায়ের যে অলঙ্কার পত্র কাপড় চোপর আছিল—সব নাপতানীরে দিয়া এক পুরুষের বেশ ধইরা যাইতে লাগল তারপর যাইতে যাইতে, যাইতে যাইতে ছয় মাস পরে উজানী নগরে মদনকুমারের বাড়ীৎগিয়া অতিথ অইল। মদনকুমারের মা একমাত্র পুত্রশোকে কান্‌তে কান্‌তে এক্কেবারে অন্ধ অইয়া গেছে। মধুমালা কইল যে আমি মদনকুমারের বন্ধু

করতাম্ পারি=করিতে পারি। হুনল্=শুন্‌ল। হুন্যাই=শুনিয়াই।
কর্‌তাছে=করিতেছে। সেইরকম=তেমন। মাইয়া ডারে=মেয়েটাকে।
পারছ=পার। দিয়াম্=দিব। ভাইঙ্গা=ভাঙ্গিয়া।
অইল গা=হলো গে। পইরা=পরিধান করিয়া।
অতিথ অইল=অতিথি হইল। দেখ্‌তাম আইছি=দেখিতে আসিয়াছি।

আমি তারে দেখ্‌তাম আইছি। তখন মদনকুমারের মা কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কইল—বাপুরে! আমার মদন কি আর আছে। আইজ কয় বচ্ছুর যায় আমি তার লাইগ্যা কানতে কান্‌তে চোখ আরাইছি। তখন মধুমালা কইল—মা তুমি কাইন্দনা; আমারে একডা ডিঙ্গা দেও, আর কএকজন লোক; আমি তার উদ্দিশ কর্‌য়া আই। তহন হে ডিঙ্গা বাইয়া রওনা হইল। তার সোয়ামীর বাড়ীঘর রাজত্বি দেইখ্যা হে খুব সুখী অইছিল। বাইট্যাইল বাতাসে ডিঙ্গা বাইয়া যাইতাছে; ছাদের উপর মধুমালা ঘুমাইতেছে।

(১০)

মধুমালা কন্যার কথা এইখানে থইয়া।
ইন্দ্রপুরীর কন্যার কথা শুন মন দিয়া॥

মধ্যম বইন বড় বইনের কাছে কইল,—অনেক দিন হয়, মধুমালা, বনের মধ্যে অন্ধ সোয়ামীরে লইয়া আছিল দেইখ্যা আইছি। অখন হে কোন খানে আছে, একটা খোঁজ লওনের কাম। তখন বড় বইন কইল যে—"এই দুঃখুই দুঃখু না, আরো দুঃখু আছে। মধুমালার দুঃখুর কথা কইবাম তোমায় পাছে"। শেষে মধ্যম বইনের কথায় তারা দুইজন পক্ষার বেশে উড়্‌তে উড়্‌তে মধুমালার ডিঙ্গার মস্তুলে গিয়া বইল। তখন মধ্যম বইন বড় বইনেরে কইল—কওছে, এই যে, এত কষ্ট কইরা মধুমালা তার সোয়ামীর উদ্দিশে বাইর অইছে, কই গেলে তারে পাইব। তখন বড় বইন কইল যে—মদনকুমার পরীর স্থানে চইল্যা গেছে। মধুমালা যদি পরীর দেশে যাইতে পারে, তা অইলে মদনকুমাররে আন ত পারব। মধ্যম বইন

কাইন্দ্যা কাইট্যা=কাঁদিয়া কাটিয়া। আইজ=আজ।
আরাইছি=হারাইয়াছি। উদ্দিশ কর্‌য়া আই=অনুসন্ধান করিয়া আসি।
অইছিল=হইয়াছিল। বাইট্যাইল=ভাটিয়াল।
বাইয়া যাইতাছে=বাহিয়া যাইতেছে। দেইখ্যা আইছি=দেখিয়া আসিয়াছি।
কাম=কাজ। বসল—বসিল। বাইর অইছে=বাহির হইয়াছে।
কই=কোথায়। পাইব=পাইবে। যাইতে পারে=যাইতে পারে।
অন্‌ত পারব=আনিতে পারিবে।
চাইরটা ডাল=চারিটা শাখা। দেখ্‌ব=দেখিবে।

কইল যে পরীর মুল্লুকে যাওনের পথ কোন্‌খান দিয়া। তখন বড় বইন কইল যে এই নদী দিয়া যাইতে যাইতে চাইরটা ডাল—এক ডালে দিয়া, দেখ্‌ব যে দুধের মত পানি যায় আর যত রকম ফুল ভাইস্যা যাইতাছে ; হেই ডাল দিয়া গেলে পরীর মুল্লুক পাইব। হেই পরীর মুল্লুকে পরীরা মদন-কুমাররে তোতাপক্ষী বানাইয়া রাখ্‌ছে তখন মধ্যম বইন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল—তারে উদ্ধার করব কি রকমে। তখন সেই বড় বইন কইল—ইন্দ্রের পুরীর মধ্যে যে অমৃতসরোবর আছে, হেইখান থাক্যা জল আন্যা যদি পক্ষীডার গায় ছিডাইয়া দিত পারে তা অইলে পক্ষীডা মানুষ অইয়া যাইব। তখন আবার মধ্যম বইন কইল—পরীরা তারে দেখ্‌লে মাইর‍্যা ফালতনা ? তখন বড়বইনে কইল এই কথা যে—হেইখানে হে কুনুরকমে লুকাইয়া থাইক্যা পরীরা যে ইন্দ্রপুরীত্‌ যায় সেই রথ কোনো রকমে লুকাইয়া রাখ্‌ত পারে অ্যার কোনো রকমে যদি পরীরা এক রাইত ইন্দ্রের পুরীতে না যায় তা অইলে ইন্দ্রের শাপে তারাও পক্ষী অইয়া যাইব। কিন্তু সতী কন্যা ছাড়া কেউ স্বর্গের যাইত পারত না পরীর মুল্লুকেও না।

এই কইয়াই দুই বইন উইড়্যা গেল। মধুমালা কিন্তু শুইয়া শুইয়া হেই কথা গুলাইন্‌ হুন্‌ল। তখন আবার ভাইট্যাল ডিঙ্গা বাইয়া যাইতে লাগল। যাইতে যাইতে সেখানে নদীর চাইর ডাল, যে ডালে দুধের সোত বইত, হেই ডাল দিয়া যাইতে যাইতে পরীর মুল্লুকে গিয়া দাখিল অইল। গিয়া দেখে কি এইখানে কেবল সোনারূপার ঘর আর কেবল ফুলের বাগান। কত যে ফুল ফুইট্যা রইছে তার সীমা সংখ্যা নাই। মধুমালা রাইত হেইখান গেছিল। দেখে কি ?—সোনারূপার সব ঘর পইড়া রইছে, একটা মানুষও নাই। তখন হে একটা ঘরের মধ্যে গিয়া দেখল, কত রকমের যে ফল পইড়া রইছে তার আর সীমা নাই। আর একটা ঘরের মধ্যে গিয়া দেখ্‌ল

হেইখান থাক্যা = সেই স্থান হইতে। দিতপারে = দিতেপারে।
অইয়া যাইব = হইয়া যাইবে। মাইর‍্যা ফাল্‌তনা = মারিয়া ফেলিবেনা ?
ইন্দ্রপুরীত = ইন্দ্রপুরীতে। যাইত পারতনা = যাইতে পারিতনা।
হেই কথা গুলাইন হুনল = সেই কথাগুলি শুনিল।
রাইত হেইখান গেছিল্‌ = রাত্রে সেখানে গিয়াছিল।

যে সোনার খাট পালঙ্ক, তার উপরে এক্কেবারে দুধের মত বিছানা। এই উপরে কতরকমের যে ফুল পইড়া রইছে, তার আর সীমা সংখ্যা নাই। এই রকম কইরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখল যে একটা ঘরের কোনায় একটা পিন্‌রার মধ্যে একটা তোতা আছে। তোতাডা তারে দেইখ্যা কইল— হায় মনুষ্যি, তুমি কেরে এইখানে আইছ ?

তুমি জাননা যে এইড়া পরীর মুল্লুক ? রাইত তারা ইন্দ্রের পুরীত নাচগান করত গেছে, কাইল দিনে আইয়া তোমারে দেখ্‌লেই আমার মত তোমারে পক্ষী বানাইয়া পিনরার মধ্যে ভইরা রাখব। এইরকমে আমরা সাতজন রাজকুমার সাত ঘরে বন্দী আছি। তখন মধুমালা আর ছয় ঘরে গিয়া দেখল যে হাচই, ছয় ঘরে ছয়ডা তোতা বন্দী। তারাও তারে দেইখ্যা এই রকমই আক্ষেপ কর্‌ল। পরীর মুল্লুকে মধুমালা এই সব দেইখ্যা শুইন্যা, একটা চাম্পাফুলের ডালের মধ্যে রাইত পোয়ায় পোয়ায় সময় গিয়া লুকাইয়া রইল। রাইত পোয়ায় পোয়ায় সময় দেখে কি !— আসমান থাইক্যা একট সোনার রথ পক্ষীর মতন উইড়া আইতেছে। রথ আইসা চাম্পাফুলের গাছের তলে নাম্‌ল। এই রথ থাক্যা সাতবইন পরী বাইর অইয়া সাতজন সাতটা সোনার ঘরে গিয়া কপাট খাটল। এইরকমে রাইত কাছাইতে লাগ্‌ল। বিকাইল্যা সময় চাইয়া দেখে কি সাত বইন বেড়াইতে আইছে; তারার লগে সাতজন রাজকুমার। হগলের ছুডু বইনের লগে যে রাজকুমার আছে, মধুমালা চিন্‌ল যে হেই তুমি জাননা

পিন্‌রা=পিঞ্জরের অপভ্রংশ।

হায় মনুষ্যি ! তুমি কেরে এইখান আইছ ?—হায় মানুষ ! তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ?

আইয়া=আসিয়া। ভইরা রখব=ভরিয়া (পূরিয়া বদ্ধ করিয়া) রাখিবে।

হাচই=(সাচ্চা হইতে) সত্য সত্যই। দেইখ্যা শুইন্যা=দেখিয়া শুনিয়া।

রাইত পোয়ায় পোয়ায় সময়=রাত্রি পোহাইবার প্রাক্কালে।

উইড়া আইতাছে=উড়িয়া আসিতেছে। খাটল=বন্ধ করিয়া দিল।

কাছাইতে=নিকট বর্ত্তী হইতে। বিকাইল্যা=বিকাল।

তারার লগে=তাদের সঙ্গে।

হগলের ছুডু বইনের লগে=সকলের ছোটবোনটির সঙ্গে।

তার সোয়ামী। তখন পরীরা কতক্ষণ গানটা কইরা, সন্ধ্যার সময় আবার যার তার ঘরে গেল। সন্ধ্যা মিলাইয়া গেলে পরে সোনার সাজোয়া পইরা, সাত বইন পরী হাইজ্যা পাইড়া ঘরে আইয়া উঠ্‌ল। রথে উইঠ্যা একটা মন্ত্র কইয়া হাত তিনডা থাপা দিল।

মন্ত্র ঃ—সাত বইন পরী আমরা রথে দিলাম পাও
যথায় আছে ইন্দ্রপুরী তথায় লইয়া যাও।

তিনডা থাপা দিতেই, রথ আবার পক্ষীর মতন উইড়া ইন্দ্রপুরীর দিকে চল্‌ল। এই রকমে একদিন, দুইদিন গেল। একদিন মধুমালা গিয়া রথের নীচের তালাত লুকাইয়া রইল। সেই দিন মধুমালারে লইয়াই রথ ইন্দ্রপুরীত গেল। মধুমালা সতী কন্যা বল্যাই ইন্দ্রপুরীতে যাইত পার্‌ছিল। ইন্দ্রপুরীত যাইয়া সোনা রূপার ঘর আর কত রকমের বাগ বাগিচা, আর দেবতারা সব ইন্দ্রপুরীতে নাচ গান দেখ্‌ত যাইতাছে। এই সব না দেখ্যা, মধুমালা এক্কেবারে অবাক্যি লাইগ্যা গেল। হে সাত পরীর পাছে পাছে লুকাইয়া ইন্দ্রের সভার মধ্যে গেল। গিয়া এক কোণায় রইল। সাত বইনের নাচগান শেষ অইলে পরে তারা অমৃত সরোবরের মধ্যে গিয়া ছান করল। অমৃতের ফল খাইল। এই সব দেখ্যা মধুমালা আগেই আইয়া রথের নীচের তালাত বইয়া রইল। হেই রাইত সাত বইনের লগে পরীর মুল্লুকে আইয়া পড়ল। আগের দিনের লাকান, সাত বইন গিয়া সাত ঘরের কপাট খাট্‌ল। আগের দিনের লাকান বিকাইল্যা সময় তারা সাত রাজ

মিলাইয়া গেলে=সম্পূর্ণরূপে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে।
সাজোয়া=সাজসজ্জা। পইরা=পরিধান করিয়া।
হাইজ্যা পাইড়া=সাজিয়া গুজিয়া। হাত তিনডা থাপা দিল=তিন বার হাত চাপড়াইল। তালাত=তলদেশে। বল্যাই=বলিয়াই, জন্যই।
ইন্দ্রপুরীতে যাইত পারছিল=ইন্দ্রপুরীতে যাইতে পারিয়াছিল।
দেখ্‌ত যাইতাছে=দেখিতে যাইতেছে। অবাক্যি লাইগ্যা গেল=আশ্চর্য্যে নির্ব্বাক হইয়া গেল।
লাকান=মতন, ন্যায়।

কুমার লইয়া বেড়াইত বাইর অইল। আবার সন্ধ্যায় সময় সাজত পাড়ত ঘরে চইল্যা গেল। হেই দিন অইছিল কি ?—সকলের ছুডু বইনের যে একটা আংডি—হেইডা হারাইয়া ফাল্ছিল। হেইডা বিচ্রাইতে বিচ্রাইতে হেই দিন একটু রাইত অইয়া পর্ছিল। এই দিকে, মধুমালা করল কি চাম্পাগাছের থাক্যা লাইম্যা একলাই রথে উইঠ্যা মন্ত্রডা কইয়া হাতে তিনডা থাপা দিল। থাবা দিতেই রথ পক্ষীর মত স্বর্গে উইঠ্যা গেল। স্বর্গে যে 'অমৃত সরোবর', তাতো মধুমালা আগের দিনই দেইখ্যা গেছিল। সেই অমৃত সরোবর থাইক্যা জল লইয়া পরের দিন বিয়াইন্যা বেলা পরীর রাজ্যে ফিইর্যা আইল। এদিকে ইন্দ্রপুরীতে দেবতারা নাচগান না শুইন্যাই ফিইর্যা আইল। ইন্দ্র এতে খুব রাগ অইয়া সাত বইন পরীরে শাপ দিয়া তোতা বানাইয়া থুইল। মধুমালা গিয়া সাতটা পিন্রার মধ্যে থাইক্যা সাতটা পক্ষীরে বাইর কইরা অমৃত সরোবরের জল ছিডাইয়া দিল। তারা সাত রাজকুমার অইয়া পড়ল। তারারে লইয়া মধুমালা ডিঙ্গাত কইরা দেশের দিকে রওনা অইল। সাত জন রাজপুত্ররে যার যার বাড়ীত পৌছাইয়া দিয়া নিজে এক জায়গায় বাড়ী বানাইয়া বার বচ্ছর গোঁয়ানের লইগ্যা হেইখানে রইল।

(১১)

কতদিন পরে মদনকুমার আবার দেশ দেখ্ত বাইর অইল। ডিঙ্গা কইরা যাইতে যাইতে হেই নদীর চৌমাথায় গেল। গিয়া দেখে যে এক

বেড়াইত বাইর অইল = বেড়াইতে বাহির হইল।
সাজত পাড়ত = সজ্জা-প্রসাধন করিতে। হেইডা = সেইটা।
ফাল্ছিল = ফেলিয়া ছিল। 'হেইডা ··············· পরছিল' = সেটা খুঁজিতে খুঁজিতে সে দিন খানিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। লাইম্যা = নামিয়া।
দেইখ্যা গেছিল = দেখিয়া গিয়াছিল। বিয়াইন্যা = (বিহান হইতে), সকাল বেলায়।
শুইন্যাই ফিইর্যা আইল = শুনিয়াই ফিরিয়া আসিল।
ছিডাইয়া = ছিটাইয়া। তারারে = তাহাদিগকে। ডিঙ্গাত = ডিঙ্গায়।

ডাল দিয়া কালাপানি বইয়া যাইতাছে, আর নদীর তুই পারে গাছের ডালে বইয়া বে-পরিমাণ কাউয়া কা কা করতাছে। এই দেইখ্যা মদনকুমার হেই দিকেই নৌকা চালাইল। অনেক দূরে গিয়া দেখে যে একটা পুরী দেখা যাইতাছে। হেই পুরীত সব কালা পাথরের ঘর, গাছের ফুল পাতা সব মিচ্‌মিচা কালা। একখান ডিঙ্গা থুইয়া মদন কুমার হেই পুরীর মধ্যে গেল। গিয়া দেখল কি—ভূতের মতন কালা চেহারার একটা বুড়া একট্রা গাছের তলায় বইয়া রইছে। চাইর দিকে তার, মেলা পাঁঠায় ঘাস খাইতেছে। এই পুরীর বির্ত্তান্ত বুড়ীর কাছে শুননের লইগ্যা মদনকুমার বুড়ীর কাছে গেল। মদনকুমার যেই বুড়ীর কাছে গেছে হেমনই বুড়ী ফুলের মালা মদনকুমারের গলায় দিল। গলায় দিতেই মদনকুমার একটা পাঁঠা হইয়া গিয়া হেই দলের লগে ঘাস খাইতে লাগ্‌ল।

এই রকমে মদনকুমারের ছয়মাস পার অইয়া গেল। একদিন ইন্দ্র-পুরের কন্যার কাছে মধুমালা জান্‌ত পার্‌ল যে তার সোয়ামী এইরকমে দেওদানবপুরে বিপদগ্রস্ত অইছে। হে তখন করল কি ?—একটা ডিঙ্গা কইরা মেলা দিল। যাইতে যাইতে হেই চৌমাথায় গিয়া দাখিল অইল। যেদিক দিয়া নাকি কালাপানি বইয়া যাইতাছিল, হেই দিক দিয়া ডিঙ্গা উজাইতে উজাইতে, হেই দেওদানব পুরীতে গিয়া উপস্থিত অইল। খুব বাক্কা একটা পুয্যের বেশ ধইয়া মায়া বুড়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত অইল।

তখন বুড়া করল কি—তার গলায় একটা ফুলের মালা দিল। এই পর্য্যন্ত বুড়ী যত গুলি রাজকুমারের গলায় ফুলের মালা দিছে, সবগুলিই পাঁড়া অইয়া গেছে। কিন্তু, এই যে রাজকুমার—সেই মানুষ, হেই মানুষ।

কালা পানি বইয়া যাইতাছে=কাল জল বহিয়া যাইতেছে।
বইয়া=বসিয়া। কাউয়া=কাক। হেই পুরীত=সেই পুরীতে।
মিচ্‌মিচ কালা=ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মেলা=অসংখ্য। হেমনই=তৎক্ষণাৎ।
দেওদানব=দৈত্য দানব। অইছে=হইয়াছে।
মেলা দিল=যাত্রা করল। বইয়া যাইতাছিল=বহিয়া যাইতেছিল।
বাক্কা=সুন্দর। পুয্যের=পুরুষের। দিছে=দিয়াছে। পাঁড়া=পাঁঠা।

দেখ্যা বুড়ী আচানক লাগ্‌ল। বুড়ী জান্‌ত যে দিন এই দেশে আইয়া সতী কন্যা পাড়া দিব, হেই দিন থাক্যা তার যাদু নষ্ট অইয়া যাইব। তখন বুড়ী কন্যাডারে খুব নেওরা কর্‌ত লাগ্‌ল। তখন মধুমালা কইল যে—তুমি কিয়ের লাগ্যা এই সগলি রাজকুমাররারে পাঁড়া বানাইয়া কষ্ট দিতাছ? তখন বুড়ী কইল, এই দেশে যে রাজকন্যা, তার একটা বর্‌ত পরতিষ্ঠা আছে। তার লাগ্যা একশ একটা পাঁড়া লাগব। এই একশ একডা পাঁড়া যে যোগাড় কইরা দিতে পারব, তারে রাজা খুব ভালা দেখ্যা একটা পুরস্কার দিব। তখন মধুমালা কইল—এই যে পাঁড়া বানানির যাদুডা, এইডা যদি আমারে হিকাইয়া দেও, তা অইলে তোমার ছাল্যার লগে রাজকন্যার বিয়া দিয়া দিয়াম। তখন বুড়ী আয়নার পাড়ের মধ্যে যে মায়া ফুলের গাছ আছে;—হেই গাছের কথা মধুমালারে কইল। এই কথা হুন্যা মধুমালা একদিন পাড়ে গিয়া ফুল তুল্যা আন্যা মালা গাঁথল। এই মালা লইয়া মধুমালা কর্‌ল কি—একটা সন্ন্যাসীর বেশ ধইরা রাজদরবারে গেল। সিঙ্গাসনের উপরে পাড়ের মত যে দানবরাজা বইয়া আছিল, তার গলায় হেই মালাডা দিল। দেওন মাত্রই হেই রাজা পাঁড়া অইয়া দৌড় মারল। তখন রাজ্যের যত পাত্র মিত্র আছিল, সগলেই ডরাইয়া পলাইয়া গেল। আগে একটা কথা কইতে ভুল্যা গেছলাম। হেই যে মায়া ফুলের পাতা, হেই পাতা খাওয়াইলে, ফির্যাবার পাঁড়া গুলাইন মানুষ অইয়া যায়। তখন মধুমালা কর্‌ল কি—যত পাঁড়া আছিল, মায়াফুলের পাতা খাওয়াইয়া মানুষ কর্‌ল। এই মাইনষের

আইয়া = আসিয়া। পাড়া = পদক্ষেপ। নেওরা = অনুরোধ; কাকুতি মিনতি। কিয়ের লাগ্যা = কিসের জন্য। সগলি = সকল। রাজকুমাররারে = রাজকুমারদিগকে। বর্‌ত = ব্রত। পর্‌তিষ্ঠা = প্রতিষ্ঠা। বানানির = তৈয়ার করার। হিকাইয়া = শিখাইয়া। ছাল্যা = ছেলে। পাড়ের = পাহাড়ের। সিঙ্গাসন = সিংহাসন। ফির্যাবার = (ফিরিয়া আবার) আবার। মাইন্‌ষের = মানুষের। 'মানুষ' কে 'মাইনষে' বলা কেবল পূর্ব্ববঙ্গে নহে, উত্তর বঙ্গেও প্রচলিত আছে। "নাইয়া উঠ্‌ছিস্ মাইন্‌সের রক্তে"। ৺রজনী সেন।

মধ্যে তার সোয়ামী মদনকুমারও আছিল্। কিন্তু বার বছর না গেলে পরিচয় দিতে পারে না। তখন করল কি বুড়ীর ছাল্যার সঙ্গে দানব রাজার কন্যার বিয়া দিয়া রাজকুমাররারে যার তার বাড়ীতে পাডাইয়া দিল।

(১২)

আর এক বচ্ছর পরে মদনকুমার ফির‍্যাবার বানিজ্যে গেল। যাইতে যাইতে হেই মায়ানদীর চৌমাথায় গিয়া উপস্থিত হইল। এক ডাল দিয়া লীল রংয়ের পানি উজাইয়া যায়। হেইখানে গাছের পাতা, ফুল ফল সব লীল। পইখপাখালী যে হেও লীলরঙ্গের। গিয়া দেখে যে একটা লীল পাথরের পুরী। এই পুরীর মধ্যে মদনকুমার গেল।

এর মধ্যে ইন্দ্রপুরীর হেই কন্যার কাছে মধুমালা শুনল যে লীল পুরীর যে জিন্—মদনকুমার হেইখানে বন্দী আছে।

তখন মধুমালা কর্‌ল কি ?—ডিঙ্গা লইয়া লীল পানি বইয়া যাইতে লাগ্‌ল। যাইতে যাইতে জিনের পুরীত গিয়া উপস্থিত অইল। হেইখান গিয়া দেশে যে বড় বড় লীল পাথরের ঘর তার মধ্যে আবার কতগুলাইন গাছ আছে! হেইগুলির ফুল পাতা সব সোনার। কিন্তু অত বড় রাজ্যিডার মধ্যে মানুষের পরপরিন্দাও নাই। তখন একটা গাছের তলায় বইয়া রইল। বইতে বইতে একটু ঘুমের আবেশ অইয়া শুইয়া পড়্‌ল। এই সময় দেখে যে খুব সুন্দর একটা রাজকুমার তার দিকে আইতাছে। দেখ্যাই চিন্‌ল যে এই তার সোয়ামী মদনকুমার। তখন মদনকুমার কইল যে—হায়! মনুষ্য রাজার পুত্র, তুমি কিয়ের লাগ্যা এইখান মর্‌তা আইছ ? এই রাজ্যে এক জীনের বাস। এই জীন্ করে কি—এক একজন নতুন রাজকুমার আইলেই পুরাণ রাজকুমার যে থাকে, তারেও সোনার গাছ বানাইয়া

লীল = নীল। পইখপাখালী = পক্ষী ইত্যাদি। হেও = সেও।
যে জিন্ = যে জিন্ আছে তাহার কাছে।
পরপরিন্দা = সাঁড়াশব্দ। অইয়া = হওয়ায়। আইতাছে = আসিতেছে।
মর্‌তা আইছ = মরিতে আসিয়াছ। আইলেই = আসিলেই।

রাখে। এই যে সোনার গাছ দেখ্‌তাছ; এই গুলাইন্ সব রাজকুমার। আইজ তুমি আইছ কাইল আমার গাছ অওন লাগব। দিনে হে পুরীত থাকে না, রাজ্যের বাইরে খাইতে যায়। তার ফিরনের সময় অইয়া আইছে।

সন্ধ্যা হইতেই শুনে যে দূরে আশমানের দিকে একটা শব্দ অইতাছে। পরে এই জীনের পুরীত বাতাসের মত কি একটা উড়্যা আইল, তাতে অইল কি,—নীল পাথরের বাড়ী গুলাইন আর সোনার গাছ গুলাইন কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ পরে দেখে একটা সুন্দর কন্যা তারা দুইজনের দিকে আইতাছে। তখন্ আইয়াই মধুমালারে লইয়া একটা মন্দিরের মধ্যে গেল। গিয়া তারে খুব ভালা ভালা খাওনের জিনিষ দিল। দিয়া হে বাইর অইয়া গেল। মধুমালা তখন খেড়কীর দুয়ার দিয়া দেখে কি—যে হেই জীনডা একটা পুষ্কুণীর পারে গেল;—গিয়া জলের মধ্যে নামল। তখন জলের মধ্যে নাম্‌তেই একটা বোয়াল মাছ তার কাছে আইল। সে বোয়াল মাছটার পেটে হাত দিয়া একটা পাথর বাইর কর্‌ল। হেই পাথরটা আগুনের মতন জ্বলে। এই পাথরটা লইয়া মদনকুমার যে মন্দিরে গেছিল্, হেই মন্দিরে গেল। রাইত পোয়াইলে পরে মধুমালা জাগ্‌ল। জাগ্যা দেখে হেই মন্দিরে মদনকুমার ও নাই, হেই কন্যাও নাই। দেখে কি হে একশ সোনার গাছের মধ্যে আরেকটা গাছ বেশী। তখন বুঝ্‌ত পার্‌ল যে এই গাছটাই তার স্বামী মদনকুমার। এই দেখ্যা হে খুব চিন্তিত অইয়া তার মন্দিরে ফির্‌যা আস্যা বইয়া রইল। মনে কর্‌ল যে বোয়াল মাছের পেটের পাথরটার মধ্যে নির্‌চয় কোনো গুণ আছে। এই মনে কইরা হে জলের মধ্যে গিয়া নাম্‌ল নাম্‌লেই বোয়াল মাছটা তার কাছে আইল। হে কর্‌ল কি,—পেটের মধ্যে হাত দিয়া পাথরটা বাইর কর্‌ল। পরে এই পাথরটা আন্যা গাছ গুলাইনের

দেখতাছ=দেখিতেছ। অওন লাগব=হইতে হইবে। ফিরনের=ফিরিবার। অইয়া আইছে=হইয়া আসিয়াছে। 'হয়ে আস্‌ছে'।

অইতাছে=হইতেছে। পুষ্কুণী=পুষ্করিণী। গেছিল্=গিয়াছিল

ফির্‌যা আস্যা বইয়া রইল=ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া রহিল।

নির্‌চয়=নিশ্চয়।

মধ্যে ছুঁওয়াইল। ছুঁওয়াইবা মাত্রই গাছ গুলাইন্ মানুষ অইয়া গেল। এর মধ্যে মদনকুমাররেও পাইল। তার পরেদিন থাক্‌তে থাক্‌তেই তারা দেশ বুল্যা রওনা অইল।

(১৩)

তারপর আর এক বছরের কথা। মদনকুমার ফির্‌য়া বার বানিজ্যে রওনা অইল। এই দিকে মধুমালা, বার বছরের আর কয়দিন আছে, একটা গাছের তলে শুইয়া শুইয়া তাই গণতাছে। এমন সময় হেই গাছের উপরে, ইন্দ্র পুরীর দুই কন্যা আইয়া উড়্যা বইলা। মধ্যম বইন্ বড় বইনেরে ফুইদ্ করে---- এই কন্যার দুঃখু দূর অইবার আর কত দিন বাকি আছে? বড় বইন্ কৃইল— অনেক দিন বাকি। তার স্বামী এই মাত্র রাক্ষসের পুরীত গেছে। অখন মদনকুমার যে ভাবে আছে, বুঝত পারতাছেনা যে এইডা রাক্ষসের পুরী। কারণ রাক্ষসটা একটা সুন্দর কন্যার রূপ হইয়া তারে বিয়া কইরা রাখ্‌ছে। কোনো কালে যদি আর কোনো রাজপুত্র হেই রাক্ষসের পুরে যায়, তবে হে পুরাণডারে খাইয়া নয়াডারে বিয়া করব। মধ্যম বইন্ তখন জিজ্ঞাসা করল—তবে হেই রাক্ষসটা মরব কি রকমে। বড় বইন কইল যে—রক্তের নদী আর হাড়ের পাড়; তার মাঝখানে একটা অজাগর সাপ আছে। হেই সাপটারে যদি কেউ মারত পারে তবে রাক্ষসটা মরব। কিন্তু তাতে আরও বিপদ; যুদি অজগরডার এক ফোডা রক্ত মাডিত পড়ে, তবে শত শত অজাগর অইব। তখন মধ্যম বইন জিজ্ঞাসা করল—তা অইলে এইডারে মারব কি কইরা? বড় বইন কইল যে, সতী কন্যা ছাড়া এই ডারে কেউ মারত পারব না। তখন মধ্যম বইন জিজ্ঞাসা করল—যদি মধুমালা হেই খানে যায়, তখন ত মদনকুমাররেও খাইয়া ফাল্‌ব। তবে আর মদনকুমাররে বাঁচাইব কি রকমে? বড় বইন কইল যে—তারও পথ আছে। হেই যে অজাগরের মাথায় মণিডা—হেইডা যদি আন্যা, যত গুলাইন্ হাড় আছে তার মধ্যে

বুল্যা = (বলিয়া) উদ্দেশে।

পাড় = পাহাড়। অজাগর = অজগর। ফোডা = ফোটা।

'তা অইলে এইডারে মারব কি কইরা?'—তবে, ইহাকে কেমন করিয়া মারিবে?

ছুওয়ায়, তা অইলে সব গুলাইন হাড়ই মানুষ অইব। এই কথা কইয়া তারা উড়্যা গেল (গা)। তখন পুরুষ বেশ ধইরা মধুমালা ডিঙ্গা কইরা রওনা অইল। যাইতে যাইতে হেই চৌমাথায় গিয়া উপস্থিত অইল। গিয়া দেখে যে, এক নালা দিয়া রক্তের সোত বইতাছে,—আর হাড়গুর, মাইনষের মাথা ভাইস্যা আইতাছে। হে গিয়া রাক্ষসের পুরীত উপস্থিত অইল। গিয়া দেখে কি যে একটা সুন্দর কন্যা একটা সুন্দর রাজকুমারের হাত ধইরা বেড়াইতাছে। আর মানুষ গরুর বাতাসও নাই। মধুমালা মদনকুমাররে চিন্‌ল। আর বুঝল সে হেই কন্যাডাই রাক্ষসী। হেই রাক্ষসনীডা মধুমালারে পাইয়া খুব আদর কইরা এক মন্দিরে লইয়া গেল। হেই খান তারে খুব ভালা খাওন দিয়া বাইর অইয়া আইল। ঘুম থাক্যা উঠ্যা মধুমালা দেখ্‌ল যে মদনকুমার আর নাই—বুঝ্‌ত পার্‌ল যে তার সোয়ামীকেও রাক্ষসনী খাইয়া ফেল্‌ছে। কতক্ষণ পরে রাক্ষসনী আইয়া মধুমালারে কইল যে তুমি আমারে বিয়া কর। মধুমালা কইল—আমায় একটা অশোজ্ আছে। তিন দিন তেরাত্র পর তোমারে বিয়া করবাম্। রাক্ষসনী যখন খাওনের লাগ্যা রাজ্যের বাইরে গেল তখন মধুমালা এক খান ধারের তউরাল হাতে লইয়া যেদিকে রক্তের নদী হাড়ের পাড় আছে, হেই দিকে যাইতে লাগল। গিয়া দেখে রক্তের নদী হাড়ের পারের মধ্যে আসমান মঞ্চ জোরা এক অজাগর সাপ। হে তখন তউরাল দিয়া সাপটারে ছেও দিয়া ফাল্‌ল। তার রক্ত থাইক্যা মেলা অজগর বাইর অইতে লাগ্‌ল। আর হুনল কি সাঁ সাঁ কইরা একটা শব্দ অইতাছে। বোঝা যায় যেমন পিরথিমীডারে উল্ডাইয়াই ফালতাছে। তখন মধুমালা কর্‌ল কি। বাঁয় কাট্ট্যা ডাইনে মুছ্‌ল, ডাইনে কাট্ট্যা বাঁয় মুছল, তার পরে অজাগ্‌রডাও মইরা গেল। শব্দও

ভাইস্যা আইতাছে = ভাসিয়া আসিতেছে।

রাক্ষসনী = রাক্ষসী। অশোজ = অশৌচের অপভ্রংশ। তউরাল = তরোয়াল

আসমান মঞ্চজোরা = (সুদূর) আকাশ ও পৃথিবী জুড়িয়া।

ছেও = (ছেদ হইতে) কাটিয়া ফেলা। ফাল্‌ল = ফেলিল।

উল্ডাইয়া ফালতাছে = উল্‌টাইয়া ফেলিতেছে। কাইট্যা, কাট্ট্যা = কাটিয়া

থামল, রাক্ষসনীডাও মইরা গেল। অজাগ্‌রের মাথায় সে একটা মনি সূরুযের মত জ্বল্‌তে আছিল্‌, হেইডা লইয়া রাক্ষসীর—পূরীতে আইয়া যত গুলাইন হাড় আছিল তার মধ্যে ছুঁওরাইতেই হাড় গুইাইন মানুষ অইল। তার পরে সব রাজকুমাররারে লইয়া মদমকুমারের বাড়ীৎ গিয়া উপস্থিত অইল। সভা কইরা বেবাক রাজকুমার বইছে, তার মধ্যে রাজ-কুমার বেশে মধুমালাও বইছে। তখন আর আর রাজকুমাররা মধুমালা যে অত কষ্ট কইরা তারারে বাঁচাইয়া আন্‌ছে, তার লাগ্যা তারে সগলে খুব বাখ্‌নাইতে লাগ্‌ল। তখন মধুমালা কইল—এইডা আর একটা কষ্ট কি। একটা রাজ কন্যা, তার স্বামীরে কত খান্‌তে, কত কষ্ট কইরা যে বাঁচাইয়া আন্‌ছে, তার কথা হুন্‌লে আপনারা এক্কেবারে আপানারা আচানক অইবাইন। এই কথা শুন্যা রাজকুমাররাও সেই কন্যাকে কথা কওনের লাগ্যা বেগার্‌তা আরম্ভ করল। মধুমালা কইল—আমি হেই কথা কইতাম পারি, কিন্তু আমার একটা কথা আছে। আমি কথা সুরু কর্‌লে কেউ যদি মাঝ্‌খানে ভাঙ্গতি দেয়, তা অইলে আর আমি কথাও কইতাম না; এই জর্ম্মে আমার লগে আর তানি দেখাও অইত না। তখন সগলে পর্‌তিজ্ঞা করল যে "হু" ছাড়া আর তারা কোন শব্দ করত না।

মধুমালা তার কথা আরম্ভ করল। নামের পরিচয় গোপান্‌ কর্‌যা, মদনকুমারের জর্ম্ম কইতে কথা আরম্ভ হইল। তার পর খাটপালঙ্ক বদলের কথা, স্বয়ংবরের কথা, বনবাসের কথা, কি রকমে রাজকুমার অন্ধ অইল

বেবাক = সকল। বইছে = বসিয়াছে।
সগলে = সকলে। বাখনাইতে = প্রশংসা করিতে। বইছে = বসিয়াছে।
কতখান্‌তে = কত স্থান হইতে। অইবাইন্‌ = হইবেন।
বেগার্‌তা = অনুরোধ। কইতাম = কইতে, বলিতে। ভাঙ্গ্‌তি = বাধা।
কইতাম না = কহিব না। জর্ম্মে = জন্মে। আইত না = হইবে না।
করত না = করিবে না।

—তার কথা, তার পরে কি রকমে রাজ কন্যারে ভিনদেশী রাজকুমারে বনের মধ্যে পাইয়া জোর কইরা ধইরা লইয়া গেছিল্ তার কথা, তার পরে— কি রকমে হেই রাজকুমারের হাত থাক্যা উদ্ধার পাইয়া তার সোয়ামীরে বাঁচাইয়া আননের লাগ্যা পরীর মুল্লুকে গেল, — তার কথা। এই কথা শুন্যাই মদনকুমার চীৎকার কইরা উঠ্‌ল। কইল এই কথা "রও রও!" বন থাক্যা আমি যে কি রকমে পড়ীর মুল্লুকে গেলাম, হেইডা তুমি জান না। আমি কইয়া লই। তখন্ কন্যা সগলরে সাক্ষী কইরা কইল—আমার কথা এই খানে শেষ। আমার লগে তোম্‌রার যে দেখা সক্ষাৎ তারও শেষ। অতদিনের পরে মদনকুমার ফির‍্যাবার, হায় মধুমালা! হায় মধুমালা! কর্‌তে কর্‌তে পাগল অইয়া গেল।

(১৪)

তার এই দুঃখু দেখ্যাও মধুমালা পরিচয় দিল না কারণ, তখনও বার বচ্ছর পূর্ণিত হয় নাই। আর ছয় মাস বাকি আছে, — এমন সময় মধুমালা কর্‌ল কি একটা ডুমণীর বেশ ধইরা কতগুলি খাড়ি, বিউণী তৈয়ার কর্‌ল। এই যে খাড়ি, বিউণী গুলাই বাইন কর্‌ছে তার মধ্যে মদনকুমার মধুমালার ছবি। এই খাড়ি বিউণী লইয়া মধুমালা তার বাপের বাড়ীত গেল। খাড়ি বিউণী দেখ্যা মধুমালার মা কান্‌তে লাগ্‌ল। আর কইল—ডোমণী! তুমি এই খাড়ি বিউণী কই পাইলা? তার মায়ের কান্দন দেখ্যা মধুমালা কইল—মা ঠাকুরাইন! তুমি কেরে কান্দ? তখন রাণী কইল—এই মধুমালা আমার কন্যা আছিল্। পাঁচ ভাইয়ের বইন্; আমি তারে হারাইয়া কান্‌তে কান্‌তে অন্ধ হইছি। তখন ডোম্‌ণী কইল

গেছিল = গিয়াছিল। আননের = আনিতে।
আমি কইয়া লই ——— আমাকে বলিতে দাও। তোমরার = তোমাদের।
বাইন্ = বুনন্, বয়ন।

—ইচ্ছা কইরা যে কন্যারে নিব্বাস দিছ, তার লাগ্যা আর কান্দা কাডি কেরে ? রাণী ডোমণীরে আঞ্জাইয়া ধর্‌ল—মা ! তুই নির্য্যাস মধুমালার খবর জানছ্‌—ক হে কোন্ খানে, কেমনে আছে ? তখন ডোমণী কইল —আমি তোমার মধুমালারে জানিও না, চিনিও না। বার বচ্ছর ধইরা নিব্বাস দিছ, হে কি আইজও আছে ? তখন রাণী কইল—আমার ঝি ঠিক তোমার মতনই আছিল্। ডোমণী ! তুমি আমার কাছে থাক। তোমার মুখ দেখ্যা আমি মধুমালার কথা পাশুরবাম্। তখন ডোমণী কইল—তাকি অয় ? যে মা তার নিজের কন্যার খবর লয় না, তারে চিনে না, তার কাছে থাক্যা কি অইব ? তখন মায়ে ঝিয়ে চিনা অইল। দুইজনে তখন গলাগলি কইরা খুব কতক্ষণ কান্দ্‌ল।

বার বচ্ছর পূর্ণিত হওনের আর তিন দিন বাকি আছে। মধুমালা ডোমণীর বেশে মদনকুমারের বাড়ীর দিকে রওনা অইল। যে দিন বার বচ্ছরের শেষ, হেই দিন গিয়া মদনকুমারের বাড়ীত্ উপস্থিত অইল। গিয়া জান্‌ল যে সাতদিন ধইরা মদনকুমার দানা পানি ছাড়া অইয়া জোড়মন্দির ঘরের কপাট লাগাইয়া রইছে।

এই কথা শুন্যা মধুমালা গিয়া জোড়মন্দির ঘরের কপাটে হাত দিতেই সতীকন্যার হাত লাগ্যা কপাট খুল্যা গেল। তথল মধুমালা মন্দিরে পরবেশ কর্যা মদনকুমারের পালঙ্কের উপরে একখান বিউনী রাখ্‌ল।

গান :—মদনকুমার জিজ্ঞাস করে সাধু ডোমের নারী
কি কারণে হেথা আইলে কোন্ বা দেশে বাড়ী ?
কাঞ্চন নগরে ঘর মদন ডোমের নারী
খাড়ি বিউণী বিকাইয়া দেশে দেশে ফিরি।

কেরে=কেন। আঞ্জাইয়া=জড়াইয়া। নির্য্যাস=খাঁটি ; সত্য।
জানছ্‌=জানিস্। পাশুরবাম=পাশরিব, ভুলিয়া যাইব।
অয়=হয়। অইব=হইবে। পূর্ণিত হওনের=পূর্ণহওয়ার।

নানান্ দেশে যাও ডোমনী খাড়ি বিউণী লইয়া
মধুমালা কন্যার কথা আইছ নি শুনিয়া।
কিসের লাগ্যা কুমার তুমি হইয়াছ এমনি
কিসের লাগিয়া তুমি ছাড়্‌ছ দানাপানি ?

তখন মধুমালা করল কি ?—একখান্ বিউণী মদনকুমারের চক্ষের সামনে ধরল।

এইনা দেখ্যা মদনকুমার আঁখি মেল্যা চায়।
বিউণী উপরে মধুমালা কন্যা দেখ্‌তে পায়॥
এইনা দেখ্যা মদনকুমার কান্দ্যা ভূমিত পড়ে।
বিউণীর উপরের কন্যা তুমি দেখ্‌ছনি কেউরে ঘরে॥
কন্যা আমার চক্ষের কাজল কন্যা মাথার মণি।
তারে হারাইয়া আমি ছাড়ছি দানা পানি॥

* * * *

কেমন তোমার মধুমালা কিবা রূপ তার
যার লাগিয়া পাগল তুমি সুন্দর কুমার।

* * * *

নাক মুখ তোমার মতন তোমার মতন চে—রা।
চিন্যা নাহি চিনতে নারি বার বচ্ছর ছাড়া॥

দানাপানি = অন্নজল।
আইছ নি শুনিয়া = শুনিয়া আসিয়াছ কি ? ছাড়্‌ছ = ছাড়িয়াছ।
বিউণীর......কেউর ঘরে ?—পাখার উপর চিত্রিতা কন্যার মত কাউকে কি তুমি কারও ঘরে দেখিয়াছ ? চে—রা = চেহারা।
চিন্যা......বার বচ্ছর ছাড়া—যুগব্যাপী বিচ্ছেদে মধুমালার অবয়বসমূহ, মদনকুমারের স্মৃতিতে আর তেমন উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত নাই। তাই, মধুমালাকে সে চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিতেছে না।

স্বপ্নের মত মধুমালা মনে লাগ্যা আছে
সুন্দর ডোমের নারী তুমি থাক আমার কাছে।
তোমার মুখ দেখ্যা আমার যাইব আধা দুখ্
তোমায় দেখ্যা পাশরিবাম মধুমালার মুখ।

*　*　*　*

সোয়ামী হইয়া চিনতে নারে যেইজন আপন নারী
তাহার যে কাছে আমি থাকিতে না পারি।

*　*　*　*

বার বচ্ছর শেষ হইয়া গেল। তারা দুইজনের চিনা অইয়া মিলন অইয়া গেল।

(১৫)

মদনকুমার মধুমালা এইখানে থুইয়া
ইন্দ্রপুরীর কন্যার কথা শুন মন দিয়া।

মধ্যম বইন জিজ্ঞাস করে বড় বইনেরে—বার বচ্ছরত শেষ অইয়া গেছে। অখন ত তার দুঃখের দিন গেছে। তখন বড় বইন কইল—ইন্দ্র-লোকের কন্যা মনুষ্য-লোকে গিয়া কোন্ দিন সুখ পায়? মধ্যম বইন জিজ্ঞাস করে—কোনো সুখ পায় না। বড় বইন কইল—এই ত হে সতী না অসতী, মনুষ্যিরা অখন তার একটা পরীক্ষা লইব। মধ্যম বইন কইল—তার শাপের দিন ত শেষ হইয়া গেছে। শূন্য রথ লইয়া চল তারে আমরার কাছে লইয়া আয়ি। তখন তারা শূন্য-রথ লইয়া রওনা অইল।

এই দিকে মধুমালার পরীক্ষা আরম্ভ হইছে। পরথম্ পরীক্ষা—মধুমালার শ্বশুর ও রাজ্যের মালী বার বচ্ছর ধইরা গাছ অইয়া রইছে—সতীকন্যা অইলে

লউব = লইবে। শূন্য-রথ = যে রথ শূন্য দেশ দিয়া গমনাগমন করে। ব্যোমযান।

হে তারারে মানুষ করুক। তখন মধুমালা জীনের পুরীর পাথর ছুঁওয়াইয়া তারার মানুষ কর্‌ল। পরে, তুলা পরীক্ষা তারপরে অগ্নি পরীক্ষা। আগুনের কুণ্ডের মধ্যে মধুমালা ঝাঁপ দিল; পরে মাইনষে দেখে কি যে আগুণের কুণ্ডু থাক্যা একটা রথ শূন্যের দিকে উঠ্‌তাছে। তার মধ্যে ইন্দ্র-পুরীর তিন কন্যা বইয়া আছে। ইন্দ্রপুরীর রথ ইন্দ্রপুরীতে চল্যা গেল। আমার কিচ্ছাও শেষ অইল।

সমাপ্ত।

(এই কেচ্ছার শেষ ভাগে মধুমালার সাড়ীর অঞ্চল ধরিয়া মদনকুমার ইন্দ্রপুরীতে চলিয়া যায়—একজন গায়ক এই বলিয়াও শেষ করে)

আমরার = আমাদের।
তারারে = তাহাদিগকে। কিচ্ছা = কেচ্ছা, গল্প।

সাওতাল হাঙ্গামার ছড়া।

সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া।

শুন ভাই বলি তাই, সভাজনের কাছে।
শুভবাবুর [১] হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে ॥
বেটারা কুক [২] ছাড়িল, জড় হৈল, হাজারে হাজার।
কখন আসে কখন লুটে, থাকা হ'লো ভার ॥
হইল সব দুর্ভাবনা, রাঁড় কান্দনা, [৩] সভাই ভাবে ব'সে।
ঘড়াঘটী মাটিতে পুতে, কখন নিবে এসে ॥
বলে সব, রাখ্‌বো কোথা, যেথাসেথা এই কথা শুনি।
রাখ্‌তে মুলুক, সলা সুলুক, [৪] ভাবিছে কোম্পানি ॥
বেটাদের শক্তি শুনে, প্রজাগণে, কহিছে ধীরে ধীরে।
জিনিষ ছেড়ে পলাওনাক, সবাই থাক ঘরে ॥
আমাদের আসিছে গোরা, সঙ্গিন চড়া, জামাজোড়া গায়।
বন্দুকেতে গুলিপুরা, তুরুক সোয়ার তায় ॥
বেটারা থাকে কোথা, সত্য কথা, শুধাই তোমারে।
কেহ বলে দেখে এলাম, মৌরক্ষির [৫] ধারে ॥

---

১ শুভবাবু=সাঁওতাল সর্দ্দার। হাণ্টার কৃত গ্রন্থে হাঙ্গামাকারী সাঁওতাল-দের দলনায়ক দুইভ্রাতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে; শুভবাবু তাহাদের একজন হইতে পারে।

২ কুক=চীৎকার। 'কুক্ ছাড়িয়া কাঁদা' এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।

৩ রাঁড় কান্দনা=রাঁড়ি অর্থাৎ বিধবাদের ক্রন্দন।

৪ সলা সুলুক=মন্ত্রনা ও গুপ্ত পরামর্শ।

৫ মৌরক্ষি=সাঁওতাল প্রদেশান্তর্গত নদী।

আছে সব জড় হয়ে পূর্ব্বমুয়ে [১] তীর মারিছে গাছে।
কতশত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে॥
তীরের ফলা বনাইতে, বরাতমতে [২] যখন যেমন কয়।
হাতে হাতে জোগায় ফাল পাছে টানা [৩] হয়॥
বেটাদের পোষাক চড়া, কপ্নি পরা, পৈতাবেড়া বুকে।
ভাঁড়ের [৪] উপর পূজা করে কুক [৫] ছাড়িছে মুখে॥
আগেতে নাগরা পিটে, কাটে ছিটে, মদে মাসে ভরা।
প্রথমে বাঁশকুলী দিরে পল্ল গাঁয়ে ডেরা॥
দেখে সব, লোক পলাইছে, টোকা পেছে, ল'য়ে লটাই খান।
কেহ বলে, বান্ধা রইল, বড় মাছের খান॥
বলে ভাই পালা পালা, একি জ্বালা, করে কলরব।
বেচারামকে [৬] কেটে বেটাদের রক্তমুখো সব॥
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেয়ে সোজা।
সাদিপুরে, লুটে গিয়ে, কাপড়ের বোঝা॥
যথা উচিত বুচকা বেন্ধে, নিল কান্ধে, যত মনে ছিল।
রাতারাতি হাতাহাতি কাপিষ্টকে গেল॥
সকলই এমনি ধারা, দেয় নাগরা, অহর্নিশি পিটে।
খাবার বেলায় সাঁওতালদের ছেলে মেয়ে জুটে॥
লে ভাই, রাজা হ'ব, টাকা পাব, করিয়ে মন্ত্রণা।
দুইদিন বাদে পুড়াইল, লাঙ্গুলের থানা॥

'রাজা হ'ব টাকা পাব'

ঐ কথা শুনে, সিপাইগণে, বন্দুক নিল হাতে।
দরগা মনসীর সঙ্গে দেখা হইল পথে॥

---

[১] পূর্ব্বমুয়ে = পূর্ব্বমুখে।
[২] বরাতমতে = ফরমাইস মত
[৩] টানা হয় = অনটন হয়।
[৪] ভাড়ের = মৃৎভাণ্ডের।
[৫] কক = চীৎকা।
[৬] বেচারাম = বাঙ্গালী মহাজন

মনেতে ভয় পেয়ে পশ্চিম মুয়ে অমনি গেল ফিরে।
পোররপুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে ॥
যত সব চেলের গোলা, ভাঙ্গিল তালা, সকল বা'র করিল।
মরাপেটে চড়া দিয়ে খিটন্ করিল [১] ॥

তখন সিপাই-ঘেরা, সঙ্গীন চড়া, কাপ্তান সহিত।
নদীর উপান্তে আসি হৈল উপনীত ॥
যত সব সিপাইগণে, ভাবে মনে, হয়ে সার সার।
দেখে শুনে মৌরক্ষির উপার না হয় পার ॥
তীর বাঁশ তৈয়ার আছে, আপন সাজে, রণ নাই ৸ বাজে।
নদীর ধারে সাঁওতালরা নাগরা বাজায় নাচে ॥
সেখানে সাধ্য কার, পারাপার, দুকূল বহে বান্।
হাতেতে কিরিচ ধ'রে দেখিছে কাপ্তান ॥

দেখিয়ে বহুত সেনা, কি মন্ত্রণা, করে দুইজনে।
বন্দুক তৈয়ার রাখ, কহে সিপাইগণে ॥
দণ্ড চারি ছয় পরে, কহে হাওয়ালদারে, সুবেদার প্রতি।
নির্ণয় করিতে দুপিণ [২] আন শীঘ্র গতি ॥
ব'লে উঠ্‌ল গজে হাওদা মাঝে, নয়নে দুপিণ।
ঝুড়েঝাড়ে আছে সাঁওতাল ক্রোশ দুই তিন ॥
কিছু দূর পিছা হাট, বলে ঝাট্, সাহেব গেল চ'লে।
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল, পলাও পলাও ব'লে ॥

করিয়ে বহু দম্ফ, দিল ঝম্প, পড়্‌লো নদীর জলে।
সাঁতারিয়ে পার হয় হাজার সাঁওতালে ॥

---

[১] মরা পেটে······করিল = ক্ষুধার্ত্ত সাঁওতালেরা উদর পূরণ করিয়া আহার করিল। খিটন = ভূরি ভোজন। এখনও "খেট" শব্দ এতদ্দেশে প্রচলিত আছে।

[২] দুপিণ = দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব।
আজ সিউড়ী জেলা লুটবো গিয়ে, করবো পরাভব ॥
যাও সব্ জেহাল খানা [১], দিব থানা, মুক্ত কর্‌বো চোরে।
শুভবাবু রাজা হবে — শুভবাবু রাজা হ'বে জজ সাহেবকে মেরে ॥
আমরা খুচ্‌বো মাঝি, কাজের কাজি, মজুরি কর্‌বো ব'সে।
কৃষ্ণসাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ [২] খাব ব'সে ॥

বলে সব শীঘ্র তর, অস্ত্র ধর, বিলম্ব কেনে।
কর্ম্মপাকে পড়্‌লো সাঁওতাল সিপাইয়ের মাঝখানে ॥
বেটারা তুচ্ছজাতি, নাইকো বুদ্ধি, কিবা জানে টের।
আচম্বিতে হুকুম হাকে বলিয়ে 'ফায়ের' ॥
হুকুম শুনে, সিপাইগণে, বন্দুক হাতে তুলে।
পঞ্চাশ পঞ্চাশ গুলি মারে এক এক কালে ॥
যেমন তারা খাসে, আশে পাশে, তেমনি গুলি ছুটে।
পিষ্টেতে বাজিয়া কারু, পার হয় গা'ফেটে ॥
অন্য সাঁওতাল যত, শত শত, পলাইয়া গেল।
কুড়ী আট সাঁওতাল তার সেই কালেতে ম'লো ॥

তখন যত সাঁওতাল করে বিকলি পিছে নাহি চায়।
সলাখ্ পাহাড়ে যেয়ে সভাইরে জানায় ॥
শুনে সব দুয্‌খ মনে [৩], পরদিনে, হৈল এক্কাকার [৪]।
জঙ্গী [৫] হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার ॥

---

[১] জেহাল খানা = জেল খানা।
[২] সরাপ = মদ।
[৩] দুক্ষ মনে = দুঃখিত হইয়া।
[৪] এক্কাকার = একত্র।
[৫] জঙ্গী = রাজমহল পাহাড়

নাহিক মৃত্যুভয়, সদারয়, ধনুকেতে চরা।
নগর মোকামে আসি বাজায় নাগরা॥
দেখে সব লোক পলাইল,' বিষম হইল, তামলী জুন্দার।
সংগোপ গোয়ালা পলায় কান্ধে লয়ে ভার॥
পলায় সব বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাতে ল'য়ে লড়ি।
মুসলমান ফকির পলায়, মুখে পাকা দাড়ি॥
মুখে বলে আল্লা, বিশ্‌মোল্লা, একি বেটাদের তীর।
এবিপদে রক্ষা কর ওহে সত্যপীর॥
বলে প্রাণ যায়, হায় হায়, কি বিপদ হৈল।
কালুসেখের মা বলে, আমার মুরগী কোথা গেল॥

ফকির পলায় মুখে পাকা দাড়ি

পালায় সব দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
হাজার দুই সাঁওতাল তারা রাজবাড়ী সান্ধায়[১]॥
লুটি ঘর সব, কলরব, করিয়ে বেড়ায়।
মানুষ কাটা প'ল্ল সেদিন কুড়ী দুই আড়াই॥
পরে সাঁওতালগণ, হৃষ্টমন্, দেয় টাঙ্গিতে শান্।
লাউজুরে নাড়া বেটাকে দিল বলিদান॥
গেল সব কুমরাবাদে আপন ফৌজে কৈল একাকার।
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা ক'ল্লে ছারখার॥
পুড়াইল ধানের গোলা, তিল জোনলা, সব আদি যত।
গোরু মো'ষ ছাগল ভেড়া পুড়্‌ল শত শত॥
পূর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, যেমনে পুড়ায়।
ঘরা ঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়॥

[১] সান্ধায় = প্রবেশ করে

ঐ গ্রাম নিবাস, সাধুদাস, সঙ্গে জনাচারি।
জজ সাহেবের কাছে গিয়ে, কহিছে বিনয় করি॥

কি মন্ত্রণা কচ্ছেন হুজুর বসে

আর ত প্রাণ বাঁচে না, কি মন্ত্রণা ক'চ্ছেন হুজুর ব'সে।
ঘরকন্না পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাট্‌লে শেষে॥
শীঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ।
টাঙ্গির চুটে মুলুক কেটে পতিত ক'ল্লে বন॥

শুনে তখন, সিপাইগণ, কান্ধে বন্দুক নিল।
রাতারাতি হাতাহাতি কুমরাবাদে গেল॥
যুদ্ধ যেমতে, বিস্তারিতে, হবে বহুক্ষণ।
আকাশের চন্দ্র কোথা ধরয়ে বামন॥
বেটারা বন্দুক ধরে, তীর মারে, করে মার মার।
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজার হাজার॥

সাহেব হুকুম দিলে, 'ফায়ের' ব'লে, শুনে সিপাইগণ।
হাজার হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ॥
অমনি ভাগ্‌ড়া হ'য়ে, পশ্চিম মুয়ে, পলাইয়া সত্বরে।
জনা দশ বার গড়ে সেই দিনেতে মরে॥
লোকের কি যন্ত্রণা, কি লাঞ্ছনা, ক'র্‌লে সাঁওতালে।
কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিল ছেলে॥
এমনি সর্ব্বস্তরে, লুট ক'রে, বেড়ায় সাঁওতাল।
মনুষ্য কি কথা, দেবতা, পালান গোপাল॥
ভাণ্ডীবন ছেড়ে, পালান দৌড়ে, পুজারির মাথায়।
বীরসিংপুরের কালীমায়ের বলিহারী যায়॥

রায় কৃষ্ণদাস বলে, চরণতলে, রেখো মা আমারে।
কৃপা ক'রে নিজগুণে উদ্ধারিও মোরে॥
বারশ' বাষট্টি সাল, বর্ষাকাল বানের বড় বৃদ্ধি।
আন্দারপুরের মানুষ কেটে ক'র্‌লে গাদাগাদি॥

রায় কৃষ্ণদাস ভণে সাঁওতালগণে, রাখিল সুখ্যাতি।
যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তাহা সত্যি॥
কথা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, শুন সকল ভাই।
হরি হরি বল সবে দিন ব'য়ে যায়॥

(সমাপ্ত)।

নেজাম ডাকাইতের পালা

নেজাম ডাকাইতের পালা

বন্দনাগীতি

পর্‌থমে পর্‌ণাম করি পর্‌ভু করতার [১] ।
দোতীয়ে [২] পর্‌ণাম করি সির্‌জন [৩] যাহার ॥
তির্‌তিয়ে পর্‌ণাম করি ভাল নুরনবি [৪] ।
কিতাব কোরাণ মানম পর্‌ভুর নিজবাণী ॥ ৪
যেই কালে ছিলা পর্‌ভু পরম ধেয়ানে ।
নুর মহম্মদের রূপ দেখিলা নয়ানে ॥
দেখিতে দেখিতে রূপ ইত [৫] উপজিল ।
মহব্বতের [৬] জন্য কামেল [৭] মহম্মদ সির্‌জিল ॥ ৮
মহম্মদকে কৈল্ল পদাই [৮] রবিকুলের সাই [৯] ।
তার শেষে পদাই কৈল্ল এ সব দুনিয়াই [১০] ॥
যদি সে মহম্মদ নবি না হৈত সির্‌জন ।
না হইত আর্সকোর্স [১১] এ তিন ভুবন ॥ ১২
আবদুল্লা আমিনা মানম, মানি তানার পদ ।
যার গর্ভে পদাই হৈল দুন্যাইর [১২] মহম্মদ ॥
পচ্ছিমেতে [১৩] মানি আমি মক্কাভূমি স্থান ।
উদ্দিশ্যেতে মানি আমি মোমিন [১৪] মোছলমান ॥ ১৬

---

১ করতার = কর্ত্তা । ২ দোতীয়ে = দ্বিতীয়ে । ৩ সির্‌জন = সৃজন ।
৪ নুর = আলো, নবি = অবতার । ৫ ইত = মায়া । ৬ মহব্বত = ভালবাসা ।
৭ কামেল = সিদ্ধ পুরুষ । ৮ পদাই = সৃষ্টি । ৯ সাই = শ্রেষ্ঠ ।
১০ দুনিয়াই = পৃথিবী । ১১ আর্সকোর্স = ভগবানের আসন ।
১২ দুন্যাইর = পৃথিবীর । ১৩ পচ্ছিমেতে = পশ্চিমেতে ।
১৪ মোমিন = সাধক ।

তার পচ্ছিমে মানি আমি মদিনা সহর।
যেই জাগাতে [১] ছিল আমার রছুলের কবর॥
রছুল বেটী [২] আলামকুটী [৩] বিবি ফাতেমা।
সক্কলে [৪] ডাকিত যে মা আলী এ ডাইকৃত [৫] না॥ ২০
উত্তরেতে মানি আমি হেমন্ত কেদার [৬]।
যাহার হিমানী বংশে সয়াল [৭] সংসার॥
পুবদিকে মানি আমি পূবে যাত্রাভানু।
বিন্দাবন সহিত মানম রাধের শোভাকানু॥ ২৪
দক্ষিণেতে মানি আমি ক্ষিরন্দী [৮] সাইগর [৯]।
একূল ওকূল দুকূল ভাঙ্গি মধ্যে বালুর চড়॥
চারিদিকে মানি আমি চারি নিকা [১০] মান।
হেটে [১১] মানি বসুমাতা উপরে আসমান॥ ২৮
রাউন্যা [১২] গেরামে মানি মাতা ইচ্ছামতী।
নোয়াপাড়ায় মানি আমি বড়পীর সাহেবের পাতি [১৩]॥

---

[১] জাগাতে=জায়গাতে। [২] বেটী=কন্যা।
[৩] আলামকুটী=(আলাম শব্দের অর্থ পৃথিবী) পৃথিবী পূজ্যা।
[৪] সক্কলে=সকলে। [৫] ডাইকৃত না=ডাকিত না।
[৬] হেমন্ত কেদার=হিমালয় পর্ব্বত। [৭] সয়াল=সকল।
[৮] ক্ষিরন্দী=ক্ষীর নদী। [৯] সাইগর=সাগর।
[১০] নিকা=মুসলমান ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়, ইহার এক এক ভাগের নাম এক একটী নিকা। ৪টী নিকার নাম যথা (১) হানিকী; (২) সাহেবী; (৩) হাম্বিলী; (৪) মালিকী। এই বিভিন্ন সম্প্রাদায়ের লোক বিভিন্ন দিকে নামাজ পড়িয়া থাকে।
[১১] হেটে=নীচে। [১২] রাউন্যা=রাঙ্গুনিয়া নামক গ্রাম। এখানে ইচ্ছমতী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ কালী বাড়ী আছে।
[১৩] পাতি=দরগাহ। নয়াপাড়া গ্রামে বড়পীর সাহেবের দরগাহ খুব প্রসিদ্ধ।

ডেন কূলে কুড়াল্যা মুড়া [১] বাঁকূলে হিৰ্ম্মাই [২] ।
তার মধ্যদি [৩] চলি গেল গৈ সত্যের কানাই ॥ ৩২
ছোড ছোড [৪] দলা [৫] মারি বাঁধাই আছে চড় ।
শঙ্খনদী উড়ি [৬] বলে মোঁরে রৈক্ষা কর ॥
এই সব মানি আমি সীতার ঘাটে [৭] যাই ।
সীতা সস্তি [৮] মাকে মানি রঘুনাথ গোঁসাই ॥ ৩৬
তুনিয়ার সার মানি বাপ আর মায় ।
ভুবন দেইখাছি [৯] আমি যারার কিরপায় [১০] ॥
মা বাপেরে যেইজন কঠোর দিব গালি ।
ভেয়স্ত [১১] দেখাই তারে দোজখে [১২] দে ঢালি ॥ ৪০
আনলের [১৩] চাদ্দর দিব ঐ যাতুর গায় ।
ছডফড [১৪] করিবরে করি হায় রে হায় ॥
আখেরেতে বন্দি আমি ওস্তাদের চরণ ।
নেজাম ডাকাইত্যার কথা শুন সভাজন ॥ ৪৪

পাৰ্ব্বত্য প্রদেশে ডাকাতি

(২)

নেজাম ডাকাইত ছিল পূবের পাহাড়ে ।
ঘুরিত ফিরিত সদাই মানুষ কাডিবারে [১৫] ॥

---

১ কুড়াল্যামুড়া = এই পাহাড়টী কর্ণফুলী নদী ভাঙ্গিয়া নিতেছে ।
২ হিৰ্ম্মাই = দরগার নাম । ৩ মধ্যদি = মধ্যদিয়া ।
৪. ছোড ছোড = ছোট ছোট । ৫ দলা = ঢিল । ৬ উড়ি = উঠিয়া ।
৭ সীতার ঘাট = কর্ণফুলীর উজানে এই ঘাট অবস্থিত ।
৮ সস্তি = সতী ।
৯ দেইখাছি = দেখিয়াছি । ১০ কিরপায় = কৃপায় । ১১ ভেয়স্ত = স্বর্গ ।
১২ দোজখে = নরকে । ১৩ আনলের = অনলের, অগ্নি ।
১৪ ছডফড = ছট্‌ফট্‌ । ১৫ কাডিবারে = কাটিবার জন্য ।

রাত্র পর্‌ভাতে [১] উডি [২] তলোয়ার হাতে লৈয়া।
দিগাড় জঙ্গলে ডাকাইত যায়ন্ত চলিয়া॥ ৪
নিপোলী [৩] শরীল [৪] তার বরণ অতি কাল।
জোয়াফুলের [৫] মতন চৌখ [৬] সদাই থাকে লাল॥
খাজুরিয়া [৭] মাথার চুল দাড়ি মোচ [৮] লাম্বা [৯]।
হাত পা যেমন তার জারৈল [১০] গাছের খাম্বা [১১]॥ ৮
বাঘের মতন থাবা যে তার সিঙ্গের [১২] মতন গলা।
মৈষের [১৩] মতন দিষ্টি [১৪] যে তার হাতীর মতন চলা॥ ১০
দিগাড় জঙ্গলর কথা কি কহিব আর।
পূবমিক্যা [১৫] আছে যে তার ওচল [১৬] পাহাড়॥
পাইয়া বাঁশ ও গল্লাক বেতে সেই পাহাড় ঘেরা।
বাঘ ভাল্লুক হাতী গয়াল [১৭] করে চলা ফেরা॥ ১৪
ছোড ছোড [১৮] চনের টিলা পচ্ছিমেতে [১৯] তার।
দুই টিলার মাঝে ঢালা [২০] বড় চমৎকার॥
সেই ঢালার মুখে একটা বট গাছ আছিল।
তাহার কিনারে [২১] নেজাম বৈঠক করিল॥ ১৮

---

[১] পরভাতে = প্রভাতে। [২] উডি = উঠিয়া।
[৩] নিপোলী = পোলহীন, নিটোল। [৪] শরীল = শরীর
[৫] জোয়াফুল = জবাফুল। [৬] চৌখ = চক্ষু।
[৭] খাজুরিয়া = কোঁকড়ান। [৮] মোচ = গোঁফ। [৯] লাম্বা = লম্বা।
[১০] জারেল = জারুল বৃক্ষ। [১১] খাম্বা = থাম। [১২] সিঙ্গের = সিংহের।
[১৩] মৈষ = মহিষ। [১৪] দিষ্টি = দৃষ্টি।
[১৫] পূবমিক্যা = পূর্ব্বমুখ। [১৬] ওচল = উচ্চ, 'উচল' পাঠ কোথায়ও দৃষ্ট হয়, যথা চণ্ডীদাসে "উচল বলিয়া অচলে চড়িনু"।
[১৭] গয়াল = বন্য মহিষ।
[১৮] ছোড ছোড = ছোট ছোট। [১৯] পচ্ছিমেতে = পশ্চিমেতে।
[২০] ঢালা = গিরিরন্ধ্র। [২১] কিনারে = নিকটে।

পথের পথুয়া [১] যখন সেই রাস্তাদি [২] যাইত।
ডাকাইত আগুলি তারে টাকা কাড়ি লৈত ॥
আপসেতে [৩] নাহি দিলে করিত গর্জ্জন।
শেষ কাড়ালে [৪] ধরি তার লইত গর্দ্দন ॥ ২২
এইরূপে এই গতিকে বলি সভার স্থলে।
বহুত মানুষ কাড়া [৫] পৈল দিগাড় জঙ্গলে ॥ ২৪

ফকির সেখ ফরিদের কথা

(৩)

সেখ ফরিদ নামে আছিল ফকির একজন।
গহীন কাননে থাকি করিত ধেয়ান ॥
ইছিম [৬] জপিত সদাই চৌখে নাহি তান [৭] ঘুম।
আতাইক্যা [৮] ডাকাত্যার কথা হইল মালুম [৯] ॥ ৪
ধেয়ানে বসিয়া ফকির জানিল সে রাইত।
এককম একশত মানুষ কাইট্যো [১০] সে ডাকাইত ॥
পরদিন পর্ভাতে [১১] উডি [১২] ভাবিয়া চিন্তিয়া।
একজন বিদ্দবেশে [১৩] চলিল সাজিয়া ॥ ৮

টাকা পৈসা [১৪] বহুত লৈল ভরি একটা ঝুলি।
হাঁড়া [১৫] দিল ভরা ঝুলি কাঁধর মাঝে তুলি ॥

---

১ পথুক = পথিক।
২ রাস্তাদি = রাস্তাদিয়া। ৩ আপসেতে = বিনা প্রতিবাদে।
৪ শেষকাড়ালে = শেষ ভাগে। ৫ কাড়া = কাটা।
৬ ইছিম = মন্ত্র। ৭ তান = তাঁহার। ৮ আতাইক্যা = হঠাৎ।
৯ মালুম = অনুভূতি। ১০ কাইট্যো = কাটিয়াছে।
১১ পর্ভাতে = প্রভাতে। ১২ উডি = উঠিয়া। ১৩ বিদ্দবেশে = বৃদ্ধবেশে।
১৪ পৈসা = পয়সা। ১৫ হাঁড়া = হাটা।

লোহার একটা লাডি [১] হাতে ধীরে ধীরে যায়।
গুজা [২] হৈয়া চলে বিদ্দ মাডির [৩] দিকে চায়॥ ১২

আস্তে আস্তে [৪] ঢালার মুখে আসিল যখন।
দূরে থাকি নেজামিয়া করিল গর্জ্জন॥
হাতে খোলা তলোয়ার রক্তিম নয়ান।
বুড়ার কিনারে [৫] নেজাম হৈল আগুয়ান॥ ১৬
নেজাম কহিল—"বুড়া শুন দিয়া মন।
টাকা যদি নাহি দেয় লইব গর্দ্দন॥

বুড়া বলে—"কত টাকা চাও আমার কাছে"।
"দুইশত টাকা দিলে তোমার পরাণ যদি বাঁচে"॥ ২০
এই কথা শুনি ফকির ঝোলায় হাত দিয়া।
দুইশত টাকা দিল তারে বাহির করিয়া॥

দুইশত টাকা লৈয়া ডাকাইত ঝোলার দিকে চায়।
পুরা রৈয়ে ঝোলার মুখ দেখিবারে পায়॥ ২৪
মনে মনে ভাবি ডাকাইত কিকাম করিল।
আর অ পানশ [৬] টাকা চাহি কহিয়া উঠিল॥
জল্‌দি [৭] যদি নাহি দাও কাটিব তোমায়।
এহা [৮] বুলি [৯] নেজামিয়া তলোয়ার ঘুরায়॥ ২৮
আর অ পানশ টাকা ফকির গনিয়া গনিয়া।
ডাকাইতের হাতে দিল যত্তন [১০] করিয়া॥

---

[১] লাডি=লাঠি। [২] গুজা=নুইয়া চলা। [৩] মাডির=মাটির।
[৪] আস্তে আস্তে=আসিতে আসিতে। [৫] কিনারে=নিকটে।
[৬] পানশ=পাঁচশত। [৭] জল্‌দি=ত্বরা।
[৮] এহা=ইহা। [৯] বুলি=বলিয়া।
[১০] যত্তন=যত্ন।

পানশ টাকা লৈয়া ডাকাইত ঠাহার করি চায় ।
ঝোলার মুখ পুরা রৈয়ে দেখিবারে পায় ॥ ৩২
মনে মনে ভাবে এটা মানুষ নাই হবে ।
এত টাকা দিলে কেনে ঝোলা পুরা রবে ॥
মনে মনে ভাবি ডাকাইত মন কৈল্ল স্থির ।
এ বেটা মানুষ নহে দরবেশ ফকির ॥ ৩৬

নেজাম ডাকাইত বলে—"শুন ওরে বুড়া ।
আর ও টাকা দাও নতু মাথা কর্‌বো গুড়া ॥
ফকির করিল কিবা শুন গুণিগণ ।
ঝারিতে লাগিল ঝোলা করিয়া যত্তন ॥ ৪০
ঝন্ ঝন্ আবাজ [১] উডে [২] কি বলিব আর ।
দেখিতে দেখিতে হৈল টাকার পাহাড় ॥
টাকার পাহাড় হৈল দেখিল নেজাম ।
ফকির কহিল—"তুমি কর এক কাম ॥ ৪৪
ঘরে তোমার মা জননী স্তিরি [৩] পুত্র আছে ।
এই টাকা লৈয়া তুমি যাও তারার [৪] কাছে ॥
রুজি [৫] করিয়াছ টাকা অনেক মানুষ কাডি ।
মাডিদি [৬] বানাইয়ে শরীল শেষে হৈব মাডি ॥ ৪৮
ডাকাতি না করি ও যে বুলি তোমার স্তরে [৭] ।
এবে হুন্তে [৮] ভালা হৈয়া থাক নিজের ঘরে" ॥

এই কথা বলি ফকির হৈয়া গেল চুপ ।
হেষ্টমুখী [৯] রৈল ডাকাইত হইল বেকুব ॥ ৫২

---

১ আবাজ = আওয়াজ । ২ উডে = উঠে । ৩ স্তিরি = স্ত্রী ।
৪ তারার = তাহাদের । ৫ রুজি = উপার্জ্জন । ৬ মাডিদি = মাটি দিয়া ।
৭ স্তরে = নিকট ৮ এবেহুন্তে = এখন হইতে ।
৯ হেষ্টমুখী = হেটমুখ ।

থর থর করি নেজাম কাঁপিয়া উঠিল।
দিগাড় জঙ্গলে যেন ভুইচাল [১] ধাইল॥
ফকির বলিল আবার হাসিয়া হাসিয়া।
"ফায়দা [২] কি পাও তুমি মানুষ কাড়িয়া॥ ৫৬
টাকা পৈসা লৈয়া তুমি কিবা কাম কর।
ভেয়স্তর [৩] মাঝাবে কেন বাঁধ গুনার [৪] ঘর॥
মানুষ মারিয়া তুমি খোদার কাছে দাগী [৫]।
আখেরের [৬] কালে কেহ না হইব ভাগী॥" ৬০

* * * * *

* * * * *

আস্‌মানে জবিনে [৭] নেজাম চাহে বারে বার।
চারিদিকে চাইয়া দেখে ঘোর অন্ধকার॥
ঠাডার [৮] পড়িলে যেমন মানুষ থাকে খাড়া।
থিয়াই [৯] রহিল নেজাম ডাকাইত নাহি লড়া চড়া॥ ৬৪
তলোয়ারগান [১০] পড়ি গেলগৈ [১১] হাতরথুন [১২] খসি।
নেজাম ডাকাইত মাথাত হাতদি [১৩] কাইনত [১৪] লায়িল [১৫] বসি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে নেজাম কি কাম করিল।
ফকিরর পায়ের উপর আসিয়া পড়িল॥
"বহুত মানুষ কাড়িয়াছি [১৬] টাকার লাগিয়া।
টাকা লৈতে আজি কেন পরান যায় ফাড়িয়া [১৭]॥

---

১ ভুইচাল = ভূমিকম্প। ২ ফয়দা = ধর্ম্ম।
৩ ভেয়স্ত = স্বর্গ। ৪ গুনা = পাপ।
৫ দাগী = অপরাধী। ৬ আথরের = শেষ সময়ের।
৭ জবিনে = জমিতে। ৮ ঠাডার = বজ্র। ৯ থিয়াই = দাঁড়াইয়া।
১০ তলোয়ার গান = তলোয়ার খান। ১১ গেলগৈ = গেল।
১২ হাতরথুন = হাত হইতে। ১৩ হাতদি = হাত দিয়া।
১৪ কাইনত = কান্দিতে। ১৫ লায়িল = লাগিল।
১৬ কাড়িয়াছি = কাটিয়াছি। ১৭ ফাড়িয়া = ফাটিয়া।

টাকার লাগি মানুষ কাড়ি [১] করিয়াছি গুনা [২]।
এতটাকা পাইলাম আমি পরাণ কেনে উনা [৩]॥" ৭২

কাঁদিতে লাগিল নেজাম চৈক্ষে [৪] বহে পানি।
সেখ ফরিদে ডাকাইতরে বুগত [৫] লৈল টানি॥
পুছার [৬] করিল তারে—"কান্দ কি কারণ।
তুমি চাও টাকা পৈসা দিলাম বহুত ধন॥ ৭৬
ডকোইত কহিল—"টাকা ন [৭] লাগিব আর।
তোমার গোলাম হৈতে একিন [৮] আমার॥ ৭৮

(৪)

দীক্ষা

সেখ ফরিদ নেজামরে হঙ্গে [৯] করি লৈল।
খাল্যা [১০] ঝোলা নেজামিয়ার পিড়ত [১১] তুলি দিল॥
ভরমিতে ভরমিতে অরে তারা দুই জন।
গহীন কাননে যাইয়া যায়া দিল দরশন॥ ৪
চলভল [১২] হৈয়া নেজাম চারিদিকে চায়।
ফকিরের মনে হৈল পরখিতে [১৩] তায়॥
বুদ্ধিমন্ত [১৪] সেখ ফরিদ মনেতে ভাবিয়া।
পাহাড়ের পাষাণ দিল সোণা বানাইয়া [১৫]॥ ৮

পিছে পিছে যাইতে নেজাম মাড়ির [১৬] দিকে চায়।
কর্‌দা কর্‌দা [১৭] সোনা তথায় দেখিবারে পায়॥

---

[১] কাড়ি=কাটিয়া। [২] গুনা=পাপ। [৩] উনা=খালি।
[৪] চৈক্ষে=চক্ষে। [৫] বুগত=বুকে। [৬] পুছার=জিজ্ঞাসা।
[৭] ন=না। [৮] একিন=বাসনা। [৯] হঙ্গে=সঙ্গে।
[১০] খাল্যা=খালি। [১১] পিড়ত=পৃষ্ঠে। [১২] চলভল=চঞ্চল।
[১৩] পরখিতে=পরীক্ষা করিতে। [১৪] বুদ্ধিমন্ত=বুদ্ধিমান।
[১৫] বানাইয়া=তৈয়ার করিয়া। [১৬] মাড়ির=মাটির।
[১৭] করদা করদা=খণ্ড খণ্ড।

নেজায ভাবিল দিলে [১] ভাগ্য বড় ছিল।
সোনাধর পাহাড় আজি দরশন হৈল ॥ ১২
কতেক [২] সোনা লৈয়া নেজাম ঝোলাতে সামাইল [৩]।
আস্তে আস্তে [৪] সেখ ফরিদর তাহা মালুম [৫] হৈল ॥
উল্টি ফিরি সেখ ফরিদ নিরখিয়া চায়।
ঝোলাপুরা দেখিয়ারে বলে হায়রে হায় ॥ ১৬
সেখ ফরিদ বলে—"নেজাম কি দেখি ঝোলাতে
খুলিয়া দেখাও তাহা আমার সাক্ষাতে ॥"

তা শুনিয়া নেজাম ডাকাইত ঝোলাটা খুলিল।
পাহাড়ের পাথর [৬] হক্কল [৭] ঝোলাতে দেখিল ॥ ২০
সেখ ফরিদ বলে—"অরে [৮] সোনা কি করিলা।"
নেজাম উডিয়া [৯] বলে—"সোনা হৈল শিলা ॥"

তখন ফকির বলে "চলি যাও ঘরে।
আমার সঙ্গে আস তুমি কন [১০] কামের তরে ॥" ২৪
ডাকাইত বলিল—"আমি তোমার সঙ্গে ফিরি
মিছা দুনিয়াইর মাঝে লইব ফকিরী ॥
ফকির উডিয়া বলে—"তোমার কার্য্য নয়।
ডাকাইতি ফকিরী দুইটা বহুত তাফাৎ হয় ॥ ২৮
মানুষ কাড়িয়া [১১] তুমি কামাইয়াছ [১২] ধন।
শেষ কাডালে [১৩] ফকিরীতে কেন দিলে মন ॥

---

[১] দিলে = মনে।
[২] কতেক = কতকগুলি। [৩] সামাইল = প্রবেশ করাইল।
[৪] আস্তে আস্তে = আগে আগে [৫] মালুম = বোধ।
[৬] পাথর = পাথর। [৭] হক্কল = সকল। [৮] অরে = ওগো।
[৯] উডিয়া = উঠিয়া। [১০] কন = কোন। [১১] কাড়িয়া = কাটিয়া।
[১২] কামাইয়াছ = উপার্জ্জন করিয়াছ। [১৩] শেষ কাডালে = শেষকালে

এখনোত ধনের লোভ তোমার দিলে [১] আছে।
ফকিরীর ভান কেন কর আমার কাছে॥" ৩২

তা শুনিয়া নেজাম ডাকাইত উডিল [২] কাঁদিয়া।
ফকিরর পয়র [৩] উপর পড়ে লোডাইয়া [৪] ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তার চৈক্ষে [৫] বক্ষে পানি।
"ধনের লোভ না করিব বলিলাম আমি॥ ৩৬
তুমি যদি কির্‌পা [৬] নাহি কর আজি মোরে।
তোমার সাক্ষাত অরে [৭] যাব আমি মৈরে॥"
এই কথা বুলি [৮] নেজাম কি কাম করিল।
পাথরর [৯] উপরত বুক কুটিতে লাগিল॥ ৪০
চোখের জল আর বুকের লৌয়ে [১০] পাষাণ যায় ভাসি।
সেখ ফরিদে নেজামরে বুগত [১১] লৈল আসি॥
"মাতা আছে পুত্র আছে আছে তোমার স্তিরি [১২]।
চাহি রৈয়ে তোমার মিক্যা [১৩] কখন যাইবা ফিরি॥" ৪৪
নেজাম বলে—"তারার কথা ন [১৪] ভাবিব আর।
গুনার [১৫] ভাগী ন হইব তারা যে আমার॥
কুসঙ্গে মজিয়া আমি পাইয়াছি তাপ।
আখেরে [১৬] ফকিরী দাও তুমি আমার বাপ॥ ৪৮

তা শুনিয়া সেখ ফরিদ কি কাম করিল।
লোহার লাডি [১৭] সেই জঙ্গলর মধ্যেতে গাড়িল॥

---

১ দিলে = অন্তঃকরণে। ২ উডিল = উঠিল। ৩ পয়র = পায়ের
৪ লোডাইয়া = লুঠাইয়া। ৫ চৈক্ষে = চক্ষে
৬ কির্‌পা = কৃপা। ৭ অরে = ওগো। ৮ বুলি = বলিয়া
৯ পাথরর = পাথরের। ১০ লৌয়ে = রক্তে। ১১ বুগত = বুকে
১২ স্তিরি = স্ত্রী। ১৩ মিক্যা = দিকে। ১৪ ন = না।
১৫ গুনার = পাপের। ১৬ আখেরে = শেষ সময়ে।
১৭ লাডি = লাঠি।

নেজামরে ডাকি বলে শুন সমাচার।
হাউসের [১] লাডি এইটা ছিল যে আমার ॥ ৫২
তোমারে আজুকা আমি জানাইয়া যাই।
লাডির আগার দিকে তুমি থাকিবা চাহাই [২] ॥
একমনে এক চিত্তে ইচ্ছিমটা [৩] জপিয়া।
অনাহারে অনিদ্রায় থাকিবা চাহিয়া ॥ ৫৬
বার বচ্ছর গত হৈলে ফাডি [৪] লাডির [৫] মাথা
দেখিবা যে অপরূপ বাহির হৈব লতা ॥
যে তারিখে এই লতা বাহির হয় দেখিবা।
সে তারিখে তুমি আমার দেখা যে পাইবা ॥ ৬০

এই কথা বুলি [৬] ফকির ভরমনা [৭] করিয়া।
আপনার নিজ কাজে গিয়ন্ত চলিয়া ॥

* * * * *

* * * * *

বাঘ ভাল্লুক ঘুরে সেই গহীন কাননে।
নেজাম ইছিম [৮] জপে আপনার মনে ॥ ৬৪
স্তিরি [৯] পুত্র বাড়ীত [১০] রহিল কিছু না জানিল
নেজামরে বাঘে খাইল সমাচার হৈল ॥
ছয় বছর গত হৈল এরূপে যখন।
জঙ্গলী পাত্‌সার রাজ্যে হৈল অঘটন ॥ ৬৮

১ হাউসের = সখের।
২ চাহাই = চাহিয়া। ৩ ইছিম্ = মন্ত্র।
৪ ফাডি = ফাটিয়া। ৫ লাডির = লাঠির। ৬ বুলি = বলিয়া
৭ ভরমনা = ভ্রমণ। ৮ ইছিম = মন্ত্র। ৯ স্তিরি = স্ত্রী।
১০ বাড়ীত = বাড়ীতে

(৫)

পাহাড়ী সর্দ্দার।

জঙ্গলী পাত্‌সা ছিল যে পাহাড়ের সর্দ্দার।
সুখেতে করিত বাস বনেরি মাঝার॥
ধন দৌলত টাকা পৈসা বহুত আছিল।
তান ঘরে অপরূপ মাইয়া[১] জনমিল॥ ৪
মুখের গঠন মাইয়ার পুন্নিমার শশী।
বচন কোকিলার বোল কানুর হাতর বাঁশী॥
নির্ম্মলা শরীল[২] তার মাজাখানি[৩] সরু।
শিনায়[৪] কদলী পুষ্প যেন কল্পতরু॥ ৮
অপূর্ব্ব সোন্দরী[৫] মাইয়া[৬] শুন অনুপাম।
লালবাই কন্যা বুলি[৭] বাছি রাইখ্যো[৮] নাম॥
বার বচর হৈয়ে পাড় মাইয়ার তের নাই পুরে।
কাঞ্চুলী আঁটিয়া ধরে কাল যৌবনর ভরে॥ ১২

শুন শুন সভাজন শুন সমাচার।
কিবা অঘটন হৈল রাজ্যের মাঝার॥
পাত্‌সার ছিল এক উজির সুজন।
মহব্বত[৯] করিত তানে[১০] দোস্তর[১১] মতন॥ ১৬
জব্বর বলিয়া সেই উজিরের বেটা।
এই মাইয়ার লাগিয়ারে ঘটাইল লেটা[১২]॥

[১] মাইয়া = কন্যা।
[২] শরীল = শরীর।
[৩] মাঝাখানি = কোমর।
[৪] শিনায় = বক্ষে।
[৫] সোন্দরী = সুন্দরী।
[৬] মাইয়া = কন্যা।
[৭] বুলি = বলিয়া।
[৮] রাইখ্যো = রাখিয়াছে।
[৯] মহব্বত = ভালবাসা।
[১০] তানে = তাঁহাকে।
[১১] দোস্ত = বন্ধু।
[১২] লেটা = অনর্থ।

লম্পট আছিল জববর বড়ই দুষ্‌মন।
মাইয়ারে করিতে চুরি ভাবে মন মন॥ ২০
উজিরের পুত্র বুলি পাত্‌ম্রার আন্দরে [১]।
মাঝে মাঝে জববর মিয়া আসন যায়ন করে॥

লালবাইর উপরে তরে আসক [২] হইল।
হাসিল করিতে কাম এক্‌িন করিল॥ ২৪
পিরিতর তিনটী আক্ষর মর্ম্মে লাগে যার।
কিবা সরম কিবা ভরম জাতি কূল তার॥
পিরিতর ফল খাইলে উদর নাহি পুরে।
ধর্ম্মে যে পাঠাইয়ে ফল সংসার মজাইবারে॥ ২৮

একদিন লালবাই আন্দরর ভিতরে।
মিডা মিডা [৩] শিখায় শাইর [৪] পাখীটাকে॥
কেহ না আছিল তথায় ছিলা একাশ্বরী [৫]।
জববর মিয়া সময় পাইয়া আইল [৬] তড়াতড়ি॥ ৩২

কাছেতে আসিয়া ধরে লালবাইর হাত।
আচানক [৭] কারখানা দেখি মাইয়া দিল ডাক॥
এক ফাল [৮] দিয়া জববর ধাই গেল পলাই।
মায় আসি দেখে শুধু কাঁদে লালবাই॥ ৩৬
পুছার [৯] করিল মায়—"বল আমার লালী।
সোনার শরীল [১০] কেন আজি হৈল কালি॥"

---

[১] আনন্দে = অন্দরে। [২] আসক = প্রেম।
[৩] মিডা মিডা = মিঠা মিঠা। [৪] শাইর = শারি।
[৫] একাশ্বরী = একলা। [৬] আইল = আসিল। [৭] আচানক = অসম্ভব
[৮] ফাল = লাফ। [৯] পুছার = জিজ্ঞাসা। [১০] শরীল = শরীর।

কাঁদিয়া বলিল লাল—"জব্বর তুর্জন।
ধরিল আমার হাত জানিনা কারণ॥" ৪০
পাত্সার কানে যখন এই কথা গেল।
অসময়ে উজিররে ডাকিয়া আনিল॥

পাত্সা বলিল শুন—"তোমার যে বেটা [১]।
ধরিয়া মাইয়ার [২] হাত ঘটাইল লেটা॥ ৪৪
জল্দি [৩] করি জব্বররে এইখানে আন।
আজুকা [৪] তাহার আমি কাটিব তুইকান॥
জ্বলিয়া উডিল [৫] উজির উজালের [৬] মত।
শীঘ্রগতি বাড়ী গিয়া হৈল উপনীত॥ ৪৮
খানা পিনা [৭] খাই জব্বর মুখে দিছে পান।
সেই সমে [৮] উজির যাইয়া ধরিল তার কান॥
পয়র [৯] জুতা খুলি লৈয়া মাথাত [১০] দিল বাড়ি।
জব্বর মিয়য়া মাডিত পড়ি দিল গড়াগড়ি॥ ৫২

নবাবের হুকুমে গেল তার কান ফাড়া [১১]।
উজির বাঁধিয়া দিন তার গলায় ঝাঁড়া [১২]॥
অকমানী [১৩] হৈয়া জব্বর পলাইয়া গেল।
তাহার খবর আর কেহ না রাখিল॥ ৫৬

পাশবিক ইচ্ছা

তার পরে কি হইল শুন বিবরণ।
বীমারে [১৪] পড়িয়া লালী করিল শয়ন॥

---

১ বেটা = পুত্র। ২ মাইয়ার = কন্যার। ৩ জল্দি = তাড়াতাড়ি।
৪ আজুকা = আজ। ৫ উডিল = উঠিল। ৬ উজাল = মশাল।
৭ খানাপিনা = খাদ্য ও পেয়। ৮ সেই সমে = সেই সময়ে।
৯ পয়র = পায়ের। ১০ মাথাত = মাথায়। ১১ ফাড়া = কাটা।
১২ ঝাঁড়া = ঝাঁটা। ১৩ অকমানী = অপমানিত।
১৪ বীমারে = ব্যারামে।

শুকাইতে লাগিল কৈন্যা বাসি ফুলের মত।
অঝোরে নয়ন মায়ের ঝরে অবিরত ॥ ৪
সোনার পর্‌তিমা [১] সেই ভালা ন [২] হইল।
চৌখের [৩] জল ছাড়ি লালী ভেয়স্তে [৪] চলিল ॥
উড়িল [৫] কান্দনের রোল ছাইল আস্‌মান।
বুকে কিল দিয়া তার কাঁদে বাবজান ॥ ৮

মায়ে কাঁদে বুগ কুড়ি [৬] চুল ফালায় [৭] ছিঁড়ি।
দাসী বান্দী [৮] কান্দন করে ঘরর কোনাজ ধরি ॥
আড়া কাঁদে পাড়া কাঁদে মরার মুখ চাই।
জঙ্গলী মুল্লুক কাঁদে এই মাইয়ার লাই [৯] ॥ ১২

তার পরে সভাজন শুনহে খবর।
ময়দানে মাইয়ারে নিয়া দিল যে কবর ॥
লম্পট জব্বর তখন করিল কেমন।
দোস্ত এক ডাকিয়া লৈয়া চিন্তে মনে মন। ১৬
ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা কন কাম করিল।
রাতুয়া [১০] কবরের পাশে হাজির হইল ॥
কত যে ভাবিল জব্বর না যায় বলন।
দুষ্‌মনি করিতে তার পাকল [১১] হৈল মন ॥ ২০
মনে মনে আশা করে আসকদার [১২] তুসিব।
মরা মানুষ লৈয়া মোরা আর্‌জ [১৩] মিটাইব ॥

---

১ পরতিমা = প্রতিমা। ২ ন = না। ৩ চৌখের = চক্ষের। ৪ ভেয়স্তে = স্বর্গে। ৫ উড়িল = উঠিল। ৬ বুগ কুড়ি = বুককুটিয়া ৭ ফালায় = ৮ বান্দী = বাঁদি। ৯ লাই = জন্য। ১০ রাতুয়া = রাত্রিতে। ১১ পাকল = পাগল। ১২ আসকদার = আসক্তি। ১৩ আরজ = মনের বাসনা।

এইরূপে চিন্তি তারা গোর [১] কুড়িতে ছিল।
নেজাম ডাকাইতের তাহা মালুম [২] হইল ॥ ২৪
ইছিম [৩] জপিতে তার হৈয়া গেল ভুল।
তড়াতড়ি [৪] উড়ি [৫] নেজাম ভাবিয়া আকুল ॥
এক কম একশত মানুষ কাড়িয়াছি [৬] আমি।
তার থুন [৭] অ অধিক কার্য্য ইহারার দেখি ॥ ২৮

এই কথা ভাবি নেজাম স্থির কৈল্ল মন।
লোহার লাড়ি হাতি [৮] লৈয়া করিল গমন ॥
দুষমণেরা কবর কুড়ি [৯] উঠাইয়াছে মাইয়া।
বেকুব [১০] হইল নেজাম সেইখানে যাইয়া ॥ ৩২
মাইয়ার কাফন [১১] যখন খুলিতরে ছিল।
নেজাম ডাকাইত তখন আপনা ভুলিল ॥
লোহার লাডি [১২] হাতত [১৩] লৈল আকল [১৪] গেল ছাড়ি।
ঘুরাইয়া দুইজনর মাথাত দিল বাড়ি ॥ ৩৬
লাডির বাড়ি দুইজনে খাইল যখন।
মস্তক ফাডিয়া তারার হইল মরণ ॥

নেজাম ফিরিয়া আসে আগের জাগায়।
লাডিটা গাড়িয়া [১৫] তার উপর দিকে চায় ॥ ৪০
লতার আগা বাহির হৈয়ে দেখিতে পাইল।
সেই সমে [১৬] সেখ ফরিদ আসিয়া মিলিল ॥

---

[১] গোর = কবর। [২] মালুম = বোধ। [৩] ইছিম = মন্ত্র।
[৪] তড়াতড়ি = তাড়াতাড়ি। [৫] উডি = উঠিয়া।
[৬] কাডিয়াছি = কাটিয়াছি। [৭] তার থুন = তাহা হইতে
[৮] হাতি = হাতে। [৯] কুড়ি = খুঁড়িয়া। [১০] বেকুব = সংজ্ঞাহীন।
[১১] কাফন = মৃতদেহের উপর আবৃত বস্ত্র। [১২] লাডি = লাঠি।
[১৩] হাতত = হাতে। [১৪] আকল = বুদ্ধি।
[১৫] গাড়িয়া = পুতিয়া। [১৬] সেই সমে = সেই সময়।

নেজাম উড়িয়া তানে [১] জানাইল ছেলাম।
মাপ কর করিয়াছি আমি গুনাকাম [২] ॥ ৪৪
আরঅ দুইজন মানুষ আমি কাড়িয়াছি [৩] রোষে।
মাপ কর ফকির সাহেব মাপ কর মোরে॥"
সেখ ফরিদ নেজামরে কোলেতে লইল।
লৈক্ষ লৈক্ষ [৪] চুম্প [৫] তার কোপালেতে [৬] দিল ॥ ৪৮
ফরিদ বলিল "তুসি মারি দুষ্মনেরে।
বার বছরের কাম কৈল্লা ছ বছরে (a)।"
এই রকম কাম যদি করিত [৭] পার সার।
আলক রথে [৮] যাইবা তুমি ভেয়স্তর [৯] মাঝার ॥ ৫২

(৭)

হালুয়ানীর ঘরে নেজামের মুক্তি

তারপরে কি হইল শুন সভাজন।
ফরিদর [১০] পিছে নেজাম করিল গমন ॥
দিগাড় জঙ্গল হৈতে তারা ঘুরিয়া ফিরিয়া।
বেমান দরিয়ার [১১] পারে উতরিল [১২] গিয়া ॥ ৪
সেখ ফরিদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
তড়াতড়ি [১৩] মাথার থুন [১৪] টুপি খসাই লৈল ॥
কেরামতী [১৫] মাথার টুপি দরিয়ায় ভাসাইয়া।
খোদার ফজলে [১৬] দুইজন পার হৈল গিয়া ॥ ৮

---

১ তানে = তাঁহাকে।
২ গুনাকাম = অপকর্ম্ম।
৩ কাড়িয়াছি = কাটিয়াছি।
৪ লৈক্ষ লৈক্ষ = লক্ষ লক্ষ।
৫ চুম্প = চুম্বন।
৬ কোপালতে = কপালেতে।
(a) ছবছরে = ছয় বৎসরে।
৭ করিত = করিতে।
৮ আলকরথে = জ্যোতিষ্মান রথে; আলোকমণ্ডিত রথে।
৯ ভেয়স্ত = স্বর্গ।
১০ ফরিদর = ফরিদের।
১১ বেমান দরিয়া = অসীম সাগর।
১২ উতরিল = উপস্থিত।
১৩ তড়াতড়ি = তাড়াতাড়ি।
১৪ মাথার থুন = মাথা হইতে।
১৫ কেরামতী = যাদুময়।
১৬ খোদায় ফজলে = ঈশ্বরেচ্ছায়

দরিয়ার পরপারে বাজারের পিছে।
মিঠাই বেচিতে এক হালুয়ানী [১] আছে॥
ছেমাই [২] পিডা বেচে বুড়ী তুমি [৩] পিডা [৪] কত।
খালা বুলি [৫] তারে সবে ডাকে অবিরত॥ ১২

তারা দুইজন যাইয়া তথায় উপনীত হৈল।
হালুয়ানী ফরিদরে ছেলাম [৬] জানাইল॥
ফরিদ বলিল—"খালা [৭] শুন মন দিয়া।
আমার যে দোস্ত [৮] এজন নাম নেজামিয়া॥ ১৬

তোমার নিকটে তারে যাইতাম চাই।
দুই সিন্ধা [৯] খাইব তোমার ঠাই গরু চড়াই॥
ভালামতে কাম যদি করিতে পারে সার।
মুজুরি যে দিও কিছু যা খুসী তোমার॥ ২০

এই কথা বলি ফরিদ মাঙ্গিল [১০] বিদায়।
নেজামিয়া ওস্তাদর [১১] চরণে লোডায় [১২]॥
ফকির বলিল—"তোমার নাহি কোন ভয়।
সময় মত আমার লাগত [১৩] পাইবা নিরচয়॥ ২৪

নেজাম চাকরি লৈল হালুয়ানীর ঘরে।
দুইবেলা গরু চড়ায় মাঠে মাঠে ফিরে॥

---

১ হালুয়ানী = হালুই করের মেয়ে।
২ ছেমাই = এক রকমের পিডা।
৩ ছছি = এক রকমের পিডা।
৪ পিডা = পিঠা।
৫ খালা বুলি = মাসী বলিয়া।
৬ ছেলাম = সালাম।
৭ খালা = মাসী।
৮ দোস্ত = বন্ধু।
৯ সিন্ধা = বেলা।
১০ মাঙ্গিল = মাগিল।
১১ ওস্তাদর = ওস্তাদের
১২ লোডায় = লুটায়।
১৩ লাগত = লাগল।

কি এক ভাবনা ভাবে সদাই আনমনা।
পাড়াপড়শী ভাবে বুঝি পাকল [১] এইজনা ॥ ২৮
মারিলেও নাহি কাঁদে দিলে নাই তার রোস।
কাম করে দশ গুন নাই কোন হোঁস [২] ॥
গালাগালি কুবাক্য যে কতশত সয়।
জান পরাণে করে কাম যেই যাহা কয় ॥ ৩২

হালুয়ানীর ঘরে এক পুত্র যে আছিল।
সোন্দর কুমার বুলি [৩] তার নাম যে রাখিল ॥
অপূর্ব্ব সোন্দর [৪] কুমার শুন সমাচার।
চান সুরুজ [৫] জিনি রূপ দিয়াছে তাহার ॥ ৩৬
খসমের [৬] মরণের পরে হালুয়ানী তারে।
বুগর [৭] লৌদি [৮] পালিয়াছে বড় যত্তন [৯] কৈরে ॥
সোন্দর কুমার তার সদা দিল খোস।
গরু চরাণিয়া তার হৈল বড় দোস্ [১০] ॥ ৪০
হজরত বড় পীর শাহা আছিল বড় পীর।
ধর্ম্মমন্ত যোগ্যমন্ত দয়ামন্ত থির [১১] ॥
সোন্দর কুমারের উপর মহব্বত [১২] তান।
আদর করিত তারে বেটার [১৩] সমান ॥ ৪৪
হালুয়ানীর ঘরে পীর হামিসা [১৪] আসিত।
সোন্দর কুমারে পীর দেখিয়া যাইত ॥

---

১ পাকল = পাগল।
২ হোঁস = হুস।
৩ বুলি = বলিয়া।
৪ সোন্দর = সুন্দর।
৫ চান সুরুজ = চন্দ্র সূর্য্য।
৬ খসমের = স্বামীর।
৭ বুগর = বুকের।
৮ লৌদি = রক্ত দিয়া।
৯ যত্তন = যত্ন।
১০ দোস্ = দোস্ত, বন্ধু।
১১ থির = স্থির, ধীর।
১২ মহব্বত = ভালবাসা।
১৩ বেটার = পুত্রের।
১৪ হামিসা = সর্ব্বদা।

পিডা [১] বেচনীর পুত বড় ভাগ্যবান।
হালুয়ানীর ঘর হৈল পীর ফকিরর থান [২] ॥ ৪৮

একদিন হালুয়ানী ঘরের ভিতরে।
গরু চরানিয়া বুলি ডাকে বারেবারে ॥
নেজাম হাজির হৈলে তাহার কাছে কয়।
মুজুরি যে কত লৈবা বলহে নির্চয় [৩] ॥ ৫২
নেজাম বলিল—"মাগো টাকা নাহি চাই।
ছুনিয়া দারীতে [৪] আমার কন আশা নাই ॥
দিল-দরিয়ার মাঝে আছে থোরা [৫] পানি।
সাইগরের [৬] লাগি আমার কাঁদিছে পরাণি ॥ ৫৬
এক খয়রাত [৭] মাগো দাও যে আমারে।
বড় পীর সাহেব আসে তোমার ছুয়ারে ॥
বড়পীর সাহেব হন গুণীর পরধান [৮]।
তাহান [৯] জোনাবে [১০] মোর শতেক ছেলাম ॥ ৬০
তান [১১] কাছে আমি কির্ গুণ গেয়ান [১২] চাই।
তুমি যদি কির্পা [১৩] কর তানে আমি পাই ॥"

শুনি নেজামের কথা হালুয়ানী কয়।
কার বেটা [১৪] কেবা তুমি দেয় পরিচয় ॥ ৬৪
নেজাম কহিল—"আমি নেজাম ডাকাইত।
দিগড়ে জঙ্গলে মানুষ কাইটি [১৫] দিন রাইত [১৬] ॥

---

১ পিডা=পিঠা।
২ থান=স্থান।
৩ নির্চয়=নিশ্চয়।
৪ ছুনিয়াদারীতে=সংসারের কাজে।
৫ থোরা=অল্প।
৬ সাইগরের=সাগরের।
৭ খয়রাত=ভিক্ষা।
৮ পর্ধান=প্রধান।
৯ তাহান=তাঁহার।
১০ জোনাবে=চরণে।
১১ তান=তাঁহার।
১২ গেয়ান=জ্ঞান।
১৩ কির্পা=কৃপা।
১৪ বেটা=পুত্র।
১৫ কাইটি=কাটিয়াছি।
১৬ রাইত=রাত্রিতে।

আতাইক্যা [১] আঘাত [২] তখন হৈল হালুয়ানী।
কথা নাহি আসে মুখে বুকে নাহি তার পানি॥ ৬৮
তারপরে হালুয়ানী কাঁপে থর থর।
হৈয়াছে তাহার যেন সান্নিবাতি [৩] জ্বর॥

নেজাম করিল কিবা শুন বিবরণ।
হালুয়ানীর পয়র [৪] উপর পড়িল তখন॥ ৭২
"তুমি আমার ধর্ম্ম মাতা জর্ম্ম হইতে বড়।
বহুত [৫] গুণা [৬] করিয়াছি মোরে রক্ষা কর॥" ৭৪

এই সমে বড় পীর বাহিরে দিল ডাক।
হালুয়ানী ছেলাম [৭] জানাই হইল সাক্ষাৎ॥
বড়পির সাহেব বলে—"সোন্দর কুমার কই।
তারে আজি দেখি হুনি [৮] সয়রে [৯] যাইয়ম গৈ (a)॥ ৭৮

হালুয়ানী হাসি কয়—বেমাইর [১০] হৈছে ভারি।
কালুকা [১১] ফজরে [১২] আইলে [১৩] দেখহৈতাম পারি॥
পীর বলে হালুয়ানী কৈরনা ছলনা।
বাধা কেনে দেয় আজি আমাকে বলনা॥ ৮২
হালুয়ানী কহে—"আগে খয়রাত দাও মোরে।
ঘরের দুলালে আমার দেখাইব পরে॥"

---

১ আতাইক্যা = হঠাৎ। ২ আঘাত = মর্ম্মপীড়া ও ভয়।
৩ সান্নিবাতিক = সন্নিপাত।
৪ পয়র = পায়ের। ৫ বহুত = অনেক।
৬ গুনা = পাপ। ৭ ছেলাম = সালাম।
৮ হুনি = শুনি। ৯ সয়রে = শীঘ্র।
(a) যাইয়মগৈ = যাব গিয়া। ১০ বেমাইর = ব্যারাম।
১১ কালুকা = কাল। ১২ ফজরে = প্রাতঃকালে।
১৩ আইলে = আসিলে।

পীর বলে—"বেটী তোমার কিবা আছে উনা [১] ।
মিছা কথা বৈলা কেনে দিলে [২] আনগুনা ॥ ৮৬
হালুয়ানী কহে—"আমার, আর এক পুত্র আছে ।
আউলিয়া তুমি তারে কর আমার কাছে ॥
পীর বলে—"আউলিয়া করিবরে আমি ।
দিলে [৩] যদি থাকে তার হজরতের [৪] বাণী ॥ ৯০

দুয়ার খুলি হালুয়ানী নেজামে দেখায় ;
ডাকাইত বলিয়া পীর করে হায় হায় ॥
হাত জোর করিয়া নেজাম ইছিম [৫] জপিল ।
বড় পীররে হালুয়ানী ডাকিয়া কহিল ॥ ৯৪
"ডাকাইত হৈয়াছে আজি ফকিরর পরধান [৬] ।
তার কথা কহি তুমি কর অবধান ॥

পীর বলে—"শুনিয়াছি ফরিদর কাছে ।
নেজাম ডাকাতের কথা সবার জানা আছে ॥" ৯৮
হালুয়ানী কহে—"বাবজান জানিও নিরচয় ।
সোন্দর কুমার হৈতে আমার নেজাম অধিক হয় ॥"
ভাবিতে লায়িল [৭] পীর ক্ষানিকক্ষণ [৮] ধরি ।
ডাকাইতরে আউলিয়া কেমন কৈরে করি ॥ ১০২
ভাবিতে ভাবিতে পীর জলজলা [৯] হইল ।
"নেজামের বাপ আউলিয়া" বুলি [১০] কহিতে লাগিল ॥

---

১ উনা = কম । ২ দিলে = মনে ।
৩ দিলে = মনে । ৪ হজরতের = ঈশ্বরের ।
৫ ইছিম = মন্ত্র । ৬ পরধান = প্রধান ।
৭ লায়িল = লাগিল । ৮ ক্ষানিকক্ষণ = কিছু সময় ।
৯ জলজলা = চঞ্চল । ১০ বুলি = বলিয়া ।

হালুয়ানী কহে—"বাবজান পয়ত [১] ধরি সার !
"নেজাম আউলিয়া" বুলি বল একবার ॥ ১০৬
এই বাক্য বড় পীর যখন শুনিল ।
"সাতগোরো [২] আউলিয়া" বুলি কহিয়া উঠিল ॥

তা শুনিয়া হালুয়ানী কাঁদি কাঁদি কয় ।
"নেজাম আউলিয়া বুলি [৩] কহিবা নির্‌চয় [৪] ॥ ১১০
সোন্দর কুমার আসি তখন ধরে পীরের হাত ।
সেই সমে [৫] সেখ ফরিদর হইল সাক্ষাৎ ॥
তিন স্থপারিশে পীর জলজলা [৬] হইল ।
"নেজামুদ্দিন আউলিয়া বুলি গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ১১৪
জবানেতে [৭] পীর যখন আউলিয়া কৈল ।
পার্‌শে [৮] ছিল নেজামুদ্দিন হাবা [৯] হৈয়া গেল ॥ ১১৬

---

[১] পয়ত = পায়ে । [২] সাতগোরো = সাতগোষ্টী ।
[৩] বুলি = বলিয়া । [৪] নির্‌চয় = নিশ্চয় ।
[৫] সেই সমে = সেই সময়ে । [৬] জলজলা = চঞ্চল ।
[৭] জবানেতে = সত্যবাক্যে । [৮] পার্‌শে = পার্শ্বে ।
[৯] হাবা = হাওয়া ।

(সমাপ্ত)

দেওয়ান ইশাখাঁ মসনদালি

ইশাখাঁ দেওয়ানের পালা

(১)

দিশা—বাজেরে বাজেরে ডংকা ইশাখাঁর নামে বাজে।

পইছমালিয়া[১] দেশে ভাইরে শুন দিয়া মন।
ধনপৎ সিং নামে রাজা একজন॥
তালেবর[২] সেই রাজা ধন অন্ত্যনাই[৩]।
বান্দি গেলাম কত লেখাজুখা নাই॥ ৪
দিল্লীর বাস্‌সার[৪] সাথে দুস্তি[৫] তার ভারী।
আপদে বিপদে থাকে ছেওয়ার[৬] মত ঘেরি॥
তার যে বংশের বেটা রাজা ভগীরথ।
জান্ দিয়া করে মিয়া[৭] পরজার[৮] ইত[৯]॥ ৮
সেই না দয়াল রাজা শুনখাইন[১০] দিয়া মন।
হজ কামাইতে[১১] আইলা বাংলার ভুবন॥
নানান্ জাগা[১২] ঘুইরা[১৩] আইলা গৌড়ের সরে[১৪]।
গয়াসউদ্দিন মিয়া যথায় রাজত্বি করে॥ ১২

---

১ পইছমালিয়া = পশ্চিম। ২ তালেবর = ঐশ্বর্য্যশালী, পরাক্রান্ত।
৩ অন্তন্নাই (অবধি নাই অথবা আদি নাই অপভ্রংশ) = প্রচুর।
৪ বাস্‌সা = বাদ্‌সা। ৫ দুস্তি = বন্ধুত্ব।
৬ ছেওয়া = ছায়া। ৭ মিয়া = মুসলমানী শব্দ—'সম্ভ্রান্ত'বাচক।
৮ পরজা = প্রজা। ৯ ইত = হিত (পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে 'হ' কে সময় সময় 'অ' বা 'য' দিয়া উচ্চারণ করা হয়)
১০ শুনখাইন = শুনুন। ১১ হজ কামাইতে = পুণ্য অর্জ্জন করিতে—তীর্থদর্শন করিতে।
১২ জাগ্যা = স্থান; জায়গা।
১৩ ঘুর্‌য়া = ঘুরিয়া। ১৪ সরে = সহরে।

গয়াসউদ্দিন মিয়ার লগে [১] দেখা হইল অর।
আদর করিল মিয়া রাজারে অপার ॥
বড়র মান বড়য় [২] জানে অন্যে জানব [৩] কি।
কুত্তায় [৪] না জানে ভাইরে কিবা চিজ্ ঘি ॥ ১৬
ভগীরথে চিন্যা [৫] ভালা [৬] কত যতন কইরে [৭]।
খোসামোদ কইরা রাখে গৌড়ের সরে ॥
গৌড়ের না [৮] সরে থাক্যা [৯] শুন্‌খাইন্ দিয়া মন।
দেওয়ানগিরি করে সুখে সেই সে সুজন ॥ ২০
এমন সুজান দেওয়ান আর নাহি আছে।
পরজা আর পুত্রে নাই ভেদ তার কাছে ॥
ডেমাক্ [১০] না করে তেনি [১১] দেওয়ান বলিয়া।
খুসনাম [১২] হইল তার পরজারে পালিয়া ॥ ২৪
তার যে বংশের বেটা দেওয়ান কালিদাস।
জৈন উদ্দিনের দেওয়ান হইয়া গৌড়ে করে বাস ॥
নাইত সুন্দর ভাইরে পুরুষ এমন।
ঝিলিমিলি করে রূপ জিনিয়া তপন ॥ ২৮
আন্ধাইর [১৩] ঘরেতে যদি থাকে দেওয়ান বইয়া [১৪]।
তার আলোতে ঘর যায় পশর [১৫] হইয়া ॥

---

১ লগে=সঙ্গে।
২ বড়য়=বড় (মহৎ) জনে।
৩ জানব=জানিবে।
৪ কুত্তায়=কুকুর (কর্ত্তৃকারক)
৫ চিন্যা=চিনিয়া
৬ ভালা=ভাল।
৭ কইরে=করিয়া, 'কইরা' শব্দের অর্থও তাহাই।
৮ "না"=এখানে "হাঁ" বাচক, না শব্দটি অনেক স্থলেই নিষেধার্থক নহে, ইহা কোন কথাকে বেশী জোর দিয়া বলার অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৯ থাক্যা=থাকিয়া।
১০ ডেমাক=দেমাক, গর্ব্ব।
১১ তেনি=তিনি।
১২ খুসনাম=সুনাম, যশ।
১৩ আন্ধাইর=আঁধার, অন্ধকার।
১৪ বইয়া=বসিয়া।
১৫ পশর=ফর্সা, আলোকিত।

এমন সুন্দর রূপ না হয় কদাচন।
রূপেতে জিন্যাছে [১] দেওয়ান রতির মদন॥ ৩২
তার সমান ধার্ম্মিক নাই তির্‌ভুবনে [২]।
নিত্যি [৩] নিত্যি করে দান দুঃখী ফকিরগণে॥
তার যে মজলিস ভরা পণ্ডিতে ফকিরে।
পরামিশ [৪] কইরা করে দেওয়ানি সুস্থরে [৫]॥ ৩৬
নিত্যি নিত্যি বোনার হাত্তি [৬] বাবুনে [৭] করে দান।
কালিদাস গজদানী [৮] হইল তার নাম॥
ইন্দু [৯] মুছুলমান তার ভেদ কিছু নাই।
সগলে [১০] সমান দেখে ইংসা [১১] তার নাই॥ ৪০
দোল দুর্গুৎসব [১২] হয় পর্‌তি [১৩] বছর।
পূজা আশ্রা [১৪] যত কিছু না যায় পাশর [১৫]॥
কালিদাস দেওয়ানের বুদ্ধি বড় দড় [১৬]।
এমন চিজ্ নাই দেশে না আছে তার ঘর [১৭]॥ ৪৪
কেউ যদি যায় কিনু [১৮] চিজের লাগিয়া।
অরিশ [১৯] অন্তরে দেয় না দেয় ফিরাইয়া॥

---

১ জিন্যাছে = জিনিয়াছে।
২ তির্‌ভুবনে = ত্রিভুবনে।
৩ নিত্যি = 'নিত্য'র অপভ্রংশ প্রত্যহ।
৪ পরামিশ = পরামর্শ।
৫ সুস্থরে = সুবিস্তারে, সর্ব্ববিষয়ে।
৬ হাত্তি = হাতি।
৭ বাবুনে = ব্রাহ্মণকে।
৮ গজদানী = যিনি গজ দান করেন। cp অগ্রদানী।
৯ ইন্দু = হিন্দু।
১০ সগলে = সকলে।
১১ ইংসা = হিংসা।
১২ দুর্গুৎছব = দুর্গোৎসব।
১৩ পর্‌তি = প্রতি, প্রত্যেক অর্থে।
১৪ আশ্রা = (আর্চ্চা) পার্ব্বনাদি।
১৫ পাশর = ভুলিয়া যাওয়া, "পাশরিতে চাই তারে পাশরা না যায় গো" cp চণ্ডীদাস।
১৬ দড় = শক্ত এখানে তীক্ষ্ণ।
১৭ ঘর = ঘরে অর্থে।
১৮ কিনু = কোনও।
১৯ অরিশ = হরিষ, হর্ষ।

পরবাসী মেমান্ [১] যদি যায় তার ঘরে।
তারারে [২] খাওয়ায় দেওয়ান অতি যতন কইরে॥ ৪৮
তারারে না খাওয়াইয়া দেওয়ান নিজে নাই সে খায়।
এমন ধার্ম্মিক হইতে নাই সে দেখা যায়॥
বাহাদুর সাহেব তখন গৌড়ের নবাব।
রোজা নামাজ দানে কামাইল ছওয়াব [৩]॥ ৫২
বেটা পুত্রু [৪] নাইসে অইল [৫] দিলে রইল দুখ।
রাজার সংসার ছাইড়া [৬] তেঁনি গেলা বেস্ত [৭] লোক॥
তারপরে অইল নবব জোলাল উদ্দিন।
তার আমলে ছিলাইন [৮] কালিদাস দেওয়ান॥ ৫৬

(২)

মমিনা খাতুন তার কইনা [৯] একজন।
এমন সুন্দর যেন আসমানের চান্ [১০]॥
নবাবের বেটা কত আইলা সাদির তরে।
না পছন্দ হইয়া সবে ফির‍্যা [১১] গেলা ঘরে॥ ৪

---

১ মেমান = পণ্ডিত ; মমীন।
২ তারারে = তাহাদের, তাহাদিগকে।
৩ ছওয়াব =
৪ পুত্রু = পুত্র।
৫ অইল = হইল।
৬ ছাইড়া = ছাড়িয়া।
৭ বেস্ত = বেহেস্ত, স্বর্গ।
৮ ছিলাইন = ছিলেন।
৯ কইনা = কন্যা।
১০ চান্ = চাঁদ।
১১ ফির‍্যা = ফিরিয়া।

কেউনা [1] দিলের সঙ্গে না পড়িল মিশ।
সগলই [2] কইনার চক্ষে অইল যেমন বিষ॥
এমন যে কইনা তার রূপের বাখান।
বাতাইবাম [3] আমি সবে শুনখাইন মিয়াগণ॥ ৮
অগুনির লোক্কা [4] যেমন দেখিতে কইনারে।
শিরেতে দীঘল [5] কেশ কমর [6] বাইয়া [7] পড়ে॥
মুখখান যেমন তার পুন্নুমাসীর [8] চান।
চৌক্ [9] জিনিয়া যেন মিড়কের [10] নয়ান॥ ১২
পাও দুইখান গোল যেমন কলাগাছ।
পরীগণ হাইর [11] মানে তার রূপের কাছ॥
পর্থম [12] যৌবন কন্যা রূপে ঢলঢল।
সাইর বাসীর [13] সঙ্গে রঙ্গে খলখল॥ ১৬
হাটিতে মাটিতে ভাসে অঙ্গের লাবনি [14]।
কোচের [15] ভারেতে কইয়ান সম্‌কে [16] এলায় [17] টানি॥
এমন সুন্দর রূপ কার লাগিয়া।
নিরালা বসিয়া আল্লা রাখ্যাছে সির্‌জিয়া [18]॥ ২০

---

১ কেউনা = কাহারও। ২ সগলই = সকলেই।
৩ বাতাইবাম্ = বলিব (বাৎ—কথা হইতে)
৪ অগুনির লোক্কা—লোক্কা = হাল্‌কা, স্ফুলিঙ্গ অগ্নির জিহ্বা।
৫ দীঘল = দীর্ঘ। ৬ কমর = কোমর।
৭ বাইয়া = বাহিয়া। ৮ পুন্নুমাসী = পৌর্ণমাসী।
৯ চৌক্ = চক্ষু। ১০ মিড়কের = মৃগের, হরিণের।
১১ হাইর = হা'র, পরাজয়। ১২ পরথম = প্রথম।
১৩ সাইরবেশী = প্রতিবেশী, সাথী, যথা মলুয়ায় "সাইর সরসীরে বিনোদ কিছু না জানায়"। ১৪ cf. "ঢল ঢল অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়"—জ্ঞানদাস। ১৫ কোচের = কুচের।
১৬ সম্‌কে = সম্মুখের দিকে। ১৭ এলায় = হেলায়, হেলিয়া পড়ে।
১৮ সির্‌জিয়া = সৃজন করিয়া।

সেই ত না কইন্যা একদিন গুছুল [১] করত যায়।
হবসি [২] সকলে তার চলে পায় পায়॥
উলামেলা [৩] কইরা কইনা পন্থে দিল মেলা।
পন্থ মধ্যে কালিদাসে দেখিল একেলা॥ ২৪
তারে দেইখা কইনা অইল উন্মত্ত পাগল।
নয়ান ভরিয়া তার সর্ব্বাঙ্গ দেখিল॥
সেইদিন অইতে [৪] কইনা নাই সে খায় ভাত।
খানা পিনা ছাড়ল নাই সে ঘুম সারা রাইত॥ ২৮
লিখন পাঠাইল এক ডাকিয়া বান্দীরে।
লিখন লইয়া যাওরে বান্দী কালিদাসের ঘরে॥
লিখনে লিখিল কইনা শুন কালিদাস।
তোমার লাগিয়া আমার অইয়াছে [৫] তিরাষ [৬]॥ ৩২
তোমারে দেখ্যাছি অইতে মোর লয় মনে।
ঘর সংসায় ছাড়্যা যাই তোমার সনে॥
তোমার যে বন্দি অইয়া কাডাই [৭] জীবন।
তুমি যে অইয়াছ আমি [৮] আমি অন্ধের নয়ান॥ ৩৬
লিখন লইয়া বান্দী তবে পন্থে দিল মেলা [৯]।
কালিদাসের সমখে গিয়া দাখিল [১০] অইলা॥
আচল হইতে খুল্যা বান্দী লিখন খানি দিল।
মন দিয়া কালিদাস লিখন পড়িল। ৪০

---

[১] গুছুল = স্নান।

[২] হবসি = স্ববয়সী, সমবয়স্কা।

[৩] উলামেলা = এলোমেলো ভাবে আনন্দের আতিশয্যে শৃঙ্খলা না মানিয়া।

[৪] অইতে = হইতে।

[৫] অইয়াছে = হইয়াছে।

[৬] তিরাষ = তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা।

[৭] কাডাই = কাটাই।

[৮] আমি (ষষ্ঠীকারক, আমার)

[৯] মেলা দেওয়া = রওনা হওয়া, এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত।

[১০] দাখিল = উপস্থিত।

লিখন পড়িয়া দেওয়ান হাসে মনে মনে।
তার পরে লেখিল উত্তর অতি সঙ্গোপনে॥
শুন কইনা আরজ [১] আমার শুন দিয়া মন।
তোমার লাগিয়া আমার দুঃখিত পরাণ॥ ৪৪
আমি হই ইন্দু আর তুমি মুছুলমান।
সাদি কেমন হয় নইলে সমানে সমান॥
পরাণ থাকিতে নাই সে মুছুলমান হইব।
রূপের লাগিয়া আমি জাতি নাই সে দিব॥ ৪৮
দুয়ারে দুয়ারে খাইবাম্ ভিক্ষা মাগিয়া।
ধর্ম্ম না ডুবাইবাম কইরা মুছুলমানে বিয়া [২]॥
ইন্দু [৩] না অইয়া যদি অইতাম মুছুলমান।
তা অইলে পূরাইতাম কইনা তোমার যে কাম॥ ৫২
ধরম্ যদি ডুবাই কইনা হেলা করিয়া।
সাত জন্ম যাইব আমার দুজক [৪] ভুগিয়া॥
শুন শুন কইনা আরে চিত্তে ক্ষেমা দেও।
তোমার যে মনের ভাব ফিরাইয়া লও॥ ৫৬
লিখন উত্তর লইয়া বান্দী বিদায় হইল।
কইনার বুগল [৫] আস্যা দাখিল হইল॥ ৫৮

(৩)

মমিনা খাতুন লিখন পইড়া [৬] পাইল লাজ।
দেওয়ানের কথা শুন্যা পড়ল মাথায় বাজ॥
ঘুম ছাড়িল কইনা ভাত আর পানি।
দিলেতে কইরাছে পণ তেজিবে পরাণি॥ ৪

১ আরজ = প্রার্থনা।
২ বিয়া = বিবাহ।
৩ ইন্দু = হিন্দু।
৪ দুজক = নরক।
৫ বুগল = নিকট।
৬ পইড়া = পড়িয়া।

শেষ চেষ্টা কইরা দেখব ছলে কিবা বলে।
তা পরে যাই ঘটে যা থাকে কপালে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কইনা কি কাম করিল।
ছলে কালিদাসের জাতি মারতে যুক্তি কইল [১] ॥ ৮
নিরালা ডাকিয়া দেওয়ানের পাকুরিয়া [২] চাকরে।
গোপন মতে দুইজনে ফন্দি যে করে ॥
ফন্দি করিল খানা তৈয়ার করিয়া।
এইনা চাকরে দিয়া দিব পাঠাইয়া ॥ ১২
এই না চাকর যদি যায় খানা লইয়া।
ফুইদ্ [৩] না করিব কিছু ফালব খাইয়া ॥
এইনা কাম যদি চাকর করিবারে পারে।
এক পুড়া জমী বাড়ী লেখ্যা দিব তারে ॥ ১৬
সুন্দর বউ আন্যা দিব সাদি করাইয়া।
চাকরের দুঃখু তবে যাইব চলিয়া ॥
এই কথা শুন্যা চাকর দিল খুসী অইল।
সরমত [৪] অইয়া পরে বিদায় লইল ॥ ২০
তার পরেত কইনা শুন কোন কাম করে।
ভেড়ার যে গুস্ত দিয়া কাবাব তৈয়ার করে ॥
গরুর গুস্ত [৫] দিয়া আর ছালুন বানাইয়া।
কুর্ম্মা কুপ্তা আর কত দিল পাঠাইয়া ॥ ২৪
চাকরে কয় দিয়া খানা কালিদাস গোচরে।
নতুন রকম খানা আইজ দিলাম তৈয়ার কইরে ॥
খানা খাইয়া কালিদাস সুখী অইল মনে।
রজনী গুয়াইল বড় হরষিত মনে ॥ ২৮

---

[১] কইল = করিল।

[২] পাকুরিয়া = যে পাক করে, রন্ধনকারী। (কখন ও কখনও জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়)

[৩] ফুইদ = দ্বিধা, ফাঁক।

[৪] সরমত = সম্মত।

[৫] গুস্ত = মাংস।

পরভাতে উঠিয়া চাকর কয় তার নিকটে।
গরুর গুস্ত কালুকা রাত্রে খাওয়াইল [১] কপটে॥
গরুর গুস্ত দিয়া খাইলা. দেখিয়া নয়ানে।
জাইত [২] মারিলাম তোমার কপট সন্ধানে [৩]॥ ৩২
গরুর গুস্ত খাইচ তোমার জাত্তি না রইল।
এই না কহিয়া চাকর চম্পট মারিল॥ ৩৪

(৪)

চাকরের কথা শুন্যা কান্দে দেওয়ান কালিদাস।
কার সল্লাতে [৪] আমার করল সর্ব্বনাশ॥
মাথা থাপাইয়া [৫] দেওয়ান কাঁন্দিতে লাগিল।
কোন্ না আখেজে [৬] হায়রে জাত্তি মারিল॥ ৪
কান্দিয়া কান্দিয়া দেওয়ান হইল পাগল।
ভাত পানি ছাড়্যা পরে পন্থে মেলা দিল॥
জাইত যাউয়া [৭] অইয়া আর না রাখবাম পরাণি।
গলাত [৮] কলস বান্ধ্যা আমি মরিবাম অখনি॥ ৮
জেলাল উদ্দিন নবাব এই কথা শুনিয়া।
পন্থ হইতে কালিদাসে আনে ধরাইয়া॥
বারাৎ [৯] বসাইয়া তারে মধুর বচনে।
বুঝাইল কত মিয়া ডাক্যা [১০] সঙ্গোপনে॥ ১২
খণ্ডানি না যায় দেখ আল্লার বিধান।
নছিবে আছিল তাই অইছ মুছুলমান [১১]॥

---

১ খাওয়াইল = খাওয়াইয়াছিল। ২ জাইত = জাতি।
৩ সন্ধানে = চক্রান্তে। ৪ সল্লা = কুপরামর্শ।
৫ থাপাইয়া = থাপড়াইয়া। ৬ আখেজ = শত্রুতা।
৭ জাইত যাউয়া = জাতি-নাশা। ৮ গলাত = গলাতে (সপ্তমী)
৯ বারাৎ = নিকটে। ১০ ডাক্যা = ডাকিয়া আনিয়া
১১ গরু খাইলেই তখনকার দিনে মুসলমান হইল—এই ধারণা ছিল।

পাগলামি করলে কিছু অইব নাহি লাভ।
দিল খুসী অও [১] ছাড়্যা দিলের দুঃখু ভাব॥ ১৬
মুছুলমান অইছ যদি শুন মন দিয়া।
আমার যে কইনা আছে তারে কর বিয়া॥
খুপছুরত [২] কইনা আমার মমিনা খাতুন্।
আমি কই তার সঙ্গে সাদির কারণ॥ ২০
বেটা পুত্র নাই মোর জান্ তুমি ভাল [৩]।
আমি মইলে আমার যত পাইবা সকল॥
ধন দৌলত যত আছে সকল তোমার।
মুছুলমান অইছ তাতে সুখ অইল অপার॥ ২৪
এই সগল [৪] কথা শুন্যা চিন্তে মনে মনে।
পাগলামি করি আমি কিসের কারণে॥
মুছুলমান আইছি আর ইন্দু না অইব।
অমূল্য জীবন নাইসে ছালি [৫] করিব॥ ২৮
সাদি কইরা থাকি আমি গৌড়ের সহরে।
নবাব গিরি [৬] করি সুখে নাই যে পড়বাম ফেরে [৭]॥
তার পরে শুনিয়া রাখ যত মমিনগণ [৮]।
কালিদাসের নাম রাখে দেওয়ান সোলেমান॥ ৩২

---

[১] অও=হও। [২] খপছুরত=সুন্দরী। [৩] "মসনদালি ইতিহাস" নামক পুস্তক হইতে জানা যায়, যে এই বাদসাহের একটি মাত্র পুত্র হইয়াছিল, সেটি অতি অল্প বয়সে মারা যায়, আর তিনটি কন্যা ছিল, ১মটি সৈয়দ ইব্রাহিম ওল ওলমার সঙ্গে, দ্বিতীয়টি সুবিখ্যাত 'কালাপাহাড়ের' সঙ্গে তৃতীয় (মমিনা খাতুন) কালিদাস গজদানীর সঙ্গে বিবাহিতা হয়। কালিদাস দীর্ঘকাল দেওয়ানী করার দরুণ রাজ্যটি তাহার হাতেই ছিল,—মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিয়া ইনি একরূপ ঘর জামাই হইয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। [৪] সগলি=সকল। [৫] ছালি=ছাই, ভস্ম, এখনও পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থলে এই শব্দ ছাই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [৬] নবাবগিরি=নবাবী। [৭] ফেরে=মুস্কিলে, গোলমালে, বিপদে। [৮] মমিন=বিদ্বান্।

জেতাচান্দে [১] জুম্বা [২] বারে ভালা দিন দেখিয়া।
সোলেমানের মমিনার অইয়া গেল বিয়া॥
লেখ্যা পড়্যা যৈতক [৪] দিল যা আছে না আছে।
জেলাল মরিলে সব পাইব তার পাছে॥ ৩৬
সাদী কইরা সোলেমান চিত্তে খুসী হইয়া।
মমিনা খাতুনের সাথে গেল যে মিলিয়া॥
তার গর্ভে পয়দা অইল পুত্র দুইজন।
বাছিয়া রাখে দাউদ আর ইশাখাঁ নাম॥ ৪০
পনর বছর সোলেমান নবাবী করিয়া।
খোদার আদেশে গেল বেহেস্ত চলিয়া॥
তারপরে দাউদখাঁ গৌড়ের মালীক অইল।
গর্ব্ব কইরা দিল্লীর খেরাজ [৫] বন্ধ করিল॥ ৪৪
খবর পাঠাইল বাস্‌সা খিরাজের লাগিয়া।
বাস্‌সার নফরে দিল অপমান করিয়া॥
বেইজ্জতি অইয়া নফরে কোন্ কাম করে।
বেমালুম আইল পরে দিল্লীর যে সরে॥ ৪৮
বাস্‌সারে ছেলাম দিয়া কয় তার কাছে।
দাউদখাঁ মার্যাছে আমায় জান্ [৭] খালি আছে॥
সর্ব্বাঙ্গ অইছে অবশ মাইরের চোটে।
এমন শত্রু ডংশ করণ [৮] বলে কি কপটে॥ ৫২
গোসা অইয়া বাস্‌সা ফৌজ পাটায় গৌড়ের সরে।
দিল্লীতে আনিতে বান্ধ্যা দুষ্ট দাউদ খাঁরে॥

---

[১] জেতাচাঁদে = শুক্লপক্ষে। [২] জুম্বা = শুক্রবার। [৩] ভাল দিন = ভাল ক্ষণ, দিন অর্থ এখানে 'ক্ষণ'। [৪] যৈতক = যৌতুক।

[৫] খেতাজ = রাজস্ব। [৬] নফরে = চাকরকে, যে রাজস্বের জন্য তাগিদ দিতে এসেছিল।

[৭] জান খালি = শুধু প্রাণটি। [৮] ডংশ করণ = ধ্বংস করুণ।

জঙ্গ [১] অইল তারা গৌড়ের ময়দানে।
মরিল দাউদ খাঁ জঙ্গে না রইল পরাণে॥ ৫৬

(৫)

তার পরে মালীক অইল ইশাখাঁ দেওয়ান।
জান দিয়া পালে পরজা পুত্রের সমান॥
তিন বচ্ছর পরে মিয়া কোন্ কাম করিল।
দিল্লীর খেরাজ মিয়া আটক করিল॥ ৪
এই কথা শুন্যা মিয়া কোন্ কাম করে।
পাচ কাহন ফৌজ পাঠায় গৌড়ের সহরে॥
হুকুম করিল বাস্‌সা শুনহ সকলে।
ইশাখারে বান্ধ্যা আনবা ছলে কিবা বলে॥ ৮
ফৌজদার শাহবাজখা জানা দেশ বিদেশে।
সেই মিয়া আইল রণে বাস্‌সার আরদেশে [২]॥
তার সাথে জঙ্গে লড়ে এমন বীর নাই।
আছড়াইয়া মারে বাস্‌সার আপদ বালাই [৩]॥ ১২
সেই ত না মিয়া যখন জঙ্গেতে নামিল।
অস্ত্র [৪] লইয়া ইশাখাঁ সাম্‌নে খাড়া অইল॥
ইশাখাঁ দেওয়ান কিন্তু মালে মস্তবীর।
জঙ্গেতে লামিলে কেবল ছেওয়ায় [৫] শত্রুর শির॥ ১৬
সাহবাজ আর ইশাখাঁ সমানে সমান।
লড়িল জঙ্গেতে হাসেন হুসেন সমান॥
ইশাখাঁর ফৌজ যত সকলি মরিল।
একেলা ইশাখাঁ জঙ্গে ফাফর অইল॥ ২০

---

[১] জঙ্গ = যুদ্ধ। [২] আরদেশে = আদেশে।
[৩] আপদ বালাই = শত্রুদিগকে। [৪] অস্ত্র = অস্ত্র।
[৫] ছেওয়ায় = ছেদ করে।

উপায় না দেখ্যা মিয়া কোন্ কাম করে।
চম্পট মারিয়া পড়ে রণ থাক্যা সরে ॥
বন জঙ্গল নদী নালা কত পারি দিয়া।
শত্রুর হাত অইতে মিয়া গেল পলাইয়া ॥ ২৪
পলাইয়া গেল মিয়া চাটিগা সহরে।
এমন বাপের বেটা নাই তারে যে ধরে ॥
চাটিগা অইতে মিয়া ঢাকার সর অইয়া।
জঙ্গলায় জঙ্গলায় কত রইল ঘুরিয়া ॥ ২৮
চাটিগা অইতে মিয়া বিলাই [১] আন্যা ছিল।
তার খাইবার কিছু সঙ্গে না আছিল ॥
এক জঙ্গলে মিয়া কোন্ কাম করে।
সঙ্গের বিলাই যত জঙ্গল মধ্যে ছাড়ে ॥ ৩২
বিলাইয়ে ধরিতে যায় যখন উন্দূরে [২]।
উন্দূরে ধরিয়া তথা বিলাইয়ে মারে ॥
এহা দেখ্যা ইশাখাঁ ভাবে মনে মনে।
অচরিত [৩] কাণ্ড আমি দেখি এই খানে ॥ ৩৬
উন্দূরে বিলাই মারে আর নাই সে দেখি।
এইখান আমার গাট্টি বোচ্‌কা যত রাখি ॥
এইখান থাক্‌লে অইব অসাধ্যি সাধন।
এইখান করবাম বাড়ী বাস্তব্যির [৪] কারণ ॥ ৪০
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই কোচের পরধান [৫]।
বাস্তব্যি করে এই বলে অইয়া [৬] গদিয়ান ॥
রাত্রি নিশাকালে ইশা কোন্ কাম করে।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইরে গেল মারিবারে ॥ ৪৪

---

১ বিলাই = বেড়াল।
২ উন্দুরে = ইন্দুরে।
৩ অচরিত = আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব।
৪ বাস্তব্যির = বাস করিবার।
৫ পরধান = প্রধান।
৬ অইয়া = হইয়া।

টের পাইয়া রাম লক্ষ্মণ গেল পলাইয়া।
নিরুদ্দেশ অইয়া গেল জঙ্গল ছাড়িয়া॥
পরে ত জঙ্গল কাট্যা বানায় জঙ্গল বাড়ী সর।
নক্সা নমুনা [১] কইরা বান্‌ল বাড়ী ঘর॥ ৪৮
ভিতর আঙ্গিনায় মিয়া যত ঘর বান্ধিল।
মাছুয়া রাঙ্গার পাখ দিয়া ছানি তাতে দিল॥
আয়না দিয়া বেড়িয়াছে যত ঘর খানি।
ঝিলমিল ঝিলমিল করে যত ফটিকের ঠুনি [২]॥ ৫২
দুধবগার [৩] পাখে ছাইল বাইর আঙ্গিনা।
বাড়ীর চাইর দিগে পরে কাটিছে গাঙ্গিনা॥
বার বাঙ্গলার ঘর ছাইল মউরের পাখে।
দরবারের বেলা মিয়া সেই ঘরে থাকে॥ ৫৫
বাগান করিল মিয়া কত নমুনার।
কত দিঘী দিছে গোল আর চারিধার [৪]॥
আছিল জঙ্গল পুরী বাঘ ভালুকের বাসা।
জঙ্গল বাড়ী সর তাতে অইল খোলাসা [৫]॥ ৬০
চাঁদের সমান পুরী ঝলমল করে।
এমন সর না অইল দুনিয়া মাঝারে॥
জঙ্গল বাড়ী থাক্যা মিয়া করে কোন্ কাম।
রাজত্বি বাড়াইতে মিয়া দেয় জান প্রাণ॥ ৬৪
ফৌজ বাড়াইল কত লেখা জুকা নাই।
কিল্লা [৬] করিল কত তার সীমা নাই॥
এই কথা শুনিয়া পরে বাস্‌সা দিল্লীর।
ইশাখাঁরে দিল্লী যাইতে পাঠাইল খবর॥ ৬৮

---

১ নক্‌সা নমুনা = মানচিত্র, খস্‌ড়া। ২ ঠুনি = স্তম্ভ
৩ দুধবগার = দুগ্ধবর্ণ বক। ৪ কত দীঘি...চারিধার = গোল এবং চতুষ্কোণ দীঘি অনেকগুলি দিয়াছে। ৫ খোলাসা = পরিস্কার
৬ কিল্লা = দুর্গ।

এহা ত শুনিয়া ইশা কোন্ কাম করে।
পাথর চাপা দিয়া রাখে বাস্‌সার নফরে ॥
এক দুই কর‍্যা পরে বচ্ছর গোয়াইল।
তত্রাচ নফর নাই সে দিল্লীতে ফিরিল ॥ ৭২
বার চাইয়া বাস্‌সা দিল ফৌজ পাঠাইয়া।
ফৌজের লগে রাজা মানসিংহে দিয়া ॥
মানসিংহের সঙ্গে লড়ে এমন বেটা নাই।
কচুগাছ কাটে জঙ্গে দুষমন্ বালাই [১] ॥ ৭৬
বুকাই নগরে পরথম জঙ্গ যে অইল।
বুকাই নগর ছাড়্যা ইশা সেরপুরে গেল ॥
তারপর গেল মিয়া কেল্লা দেওয়ান বাগে।
সেইখান তনে গেল মিয়া মুড়াপাড়ার আগে ॥ ৮০
এই মতে গেল মিয়া যত কিল্লা আছে।
মানসিংহ যায় কেবল তার পাছে পাছে ॥
ধরিতে না পারে রাজা হয়রান হইল।
ছল কইরা ধরতে ইশায় ফন্দি করিল ॥ ৮৪
অবশেষে আশ্রা [২] লইল এগার সিন্দুরে।
ফৌজ লইয়া মানসিংহ ফিরে দিল্লীর পরে ॥
এই কথা শুনিয়া ইশা ফৌজদারগণ সঙ্গে।
উলা মেলা করে রাত্রে বৈসা মন রঙ্গে ॥ ৮৬
হেনকালে মানসিং কোন্ কাম করে।
লোয়ার [৩] পিনরা [৪] পাত্যা রাখে কিল্লার দুয়ারে ॥
পরতি [৫] দুয়ারে পিনরা রাখ্যাছে পাতিয়া।
যে যেখান দিয়া বাইর অয় [৬] থাকব বন্ধ অইয়া ॥ ৯০

---

১ "কচুগাছ......বালাই" = শত্রুদিগকে যুদ্ধে কচুগাছের ন্যায় কাটিতে থাকে
২ আশ্রা = আশ্রয়।
৩ লোয়ার = লৌহের।
৪ পিনরা = পিঞ্জর।
৫ পরতি = প্রতি।
৬ অয় = হয়।

তারপরে কিল্লার মধ্যে অগুনি ধরাইল।
ভিতরের লোক যত বাইর অইতে লাগল ॥
এই মতে ইশাখাঁ অইল যে বন্ধ
বন্দী অইয়া ইশাখাঁ যে অইয়া গেল ধুন্ধ [১] ॥ ৯৪
জিনরা সমেত পরে দেওয়ান ইশা খাঁরে।
আত্তির [২] উপরে কইরা তারে পাঠায় দিল্লীর সরে [৩] ॥
এক দুই কইরা পরে হপ্তা খানিক গেল।
বন্দী দেওয়ানেরে কেউ কুইদ [৪] না করিল ॥ ৯৮
সিঙ্গি [৫] যেমন বন্ধ অইয়া থাকে খোয়ারের মাঝে।
সেই মত ইশা খাঁ যে বন্ধ অইয়া আছে ॥
পেট ভর্যা ভাত পাণি না দেয় মিয়ারে
খানা পিনার কষ্টে মিয়া পড়িল ফাঁপরে ॥ ১০২
মনে মনে কয় মিয়া যদি ছুটতাম পারি।
দেখাইবাম কেমন বেটায় করে বাস্‌সা গিরি ॥
একদিন ত না আকবর সা উজির নাজির লইয়া।
দরবারে বইল বাস্‌সা মানসিংহে ডাকিয়া ॥ ১০৬
আকবর সা জিজ্ঞাস করে জঙ্গের বারতা।
খুসী অইয়া মানসিংহ কয় সেই কথা ॥
কত জঙ্গে লড়লাম্ কত পালওয়ান সনে।
ইশা খাঁর মতন বীর না পাইলাম রণে ॥ ১১০
এমন বীর নাই আর দুনিয়া মাঝারে।
তারে বাধ্য রাখলে কাম অইব আখেরে [৬] ॥

---

[১] ধুন্ধ = বিস্মিত, ভয়াকুল।
[২] আত্তির = হাতীর। [৩] সরে = সহরে।
[৪] কুইদ = জিজ্ঞাসা।
[৫] সিঙ্গি = সিংহ [৬] তারে......আখেরে = তারে বাধ্য রাখিলে পরিণামে (আখেরে) কাজ পাওয়া যাইবে।

খাওন বেগর কষ্ট [১] দিয়া রাখছুইন্ [২] এমন জনে।
এমন সোনার অঙ্গ ভইরাছে [৩] মৈলানে [৪] ॥ ১১৪
দুষমনের লগে করলে ভালা আচরণ।
একদিন না একদিন সে বুঝব আপনার মন॥
ইশার্খাঁ সামান্যি নয় জানা চরাচরে।
যদি ছুট্‌তো পারে তবে ফালব বড় ফেরে॥ ১১৮
শুনখাইন [৫] বলি তারে নিজে কুইদ কইরা।
উভের মনের কালি দেউখাইন [৬] দূর কইরা॥
মানসিংহের কথা শুন্যা বাস্‌সা নন্দন।
কারাগারের কাছে গেল ইশাখা সদন॥ ১২২
তার পরে ইশা খাঁরে সাহেব জিজ্ঞাসে।
বড় দুঃখু পাইলাম আমি তোমার মৈলান বেশে॥
তোমার যে দুঃখু আর বরদাস্ত না মানে।
দিলের দুঃখু করি দূর তোমায় মুক্তি দানে॥ ১২৬
এই কথা বলিয়া সাহেব কোন্ কাম করে।
নিজ হাতে ইশাখাঁরে দিল মুক্ত কইরে॥
মুক্তি পাইয়া ইশা বাস্‌সার চরণ ধরিল।
ভূমিতে পড়িয়া পরে ক্ষেমা ভিক্ষা চাইল॥ ১৩০
ইশা খাঁর আচরণে সন্তুষ্ট অইয়া।
কুলাকুলি করে দুইয়ে যতন করিয়া॥
মসনদে বুয়াইয়া [৭] বাস্‌সা নিজের যে পাশে।
সম্মান করিল কত মনের হরষে॥ ১৩৪

---

১ "খাওন......কষ্ট" = খাইবার বেজায় কষ্ট।
২ রাখছুইন = রাখিয়াছেন। ৩ ভইরাছে = ভরিয়াছে।
৪ মৈলানে = ময়লায়।
৫ শুইখাইন = শুনুন। ৬ দেউখাইন = দিউন।
৭ বুয়াইয়া = বসাইয়া।

মসনদ আলী খিতাব দিয়া দিল বাইশ পরগণা
বাইশ পরগণার মালিকী দিল দশ হাজার টাকা খাজানা
সেরপুর, জোয়ানসাহী আর আলাপসিং
জয়রে সাই, নসিরুজ্যাল আর ময়মনসিং ॥ ১৩৮
খাল্যাজুড়ি, গঙ্গামণ্ডল আর পাইট কাড়া
বরদাখাত, স্বর্ণগ্রাম, বরদাখাতমনরা।
হুশেমসাহী, ভাওয়াল আর মহেশ্বরদী
কাট্‌রার, কুড়িখাই আর সিংধা, হাজরাদি ॥ ১৪২
আর দিল দরজীবাজু, জোয়ার হুশেনপুর
ছন্নদ [১] লইয়া ইশা খা যায় জঙ্গল বাড়ী ঘর।
এক নাও [২] দিল্লীর সরে করিল নিরমাণ
দেশে বৈদেশে যার হইল বাখান ॥ ১৪৬
সাড়ে সাত হাজার হাত দীঘ তার ছিল
ফাড়ে [৩] হাজার হাত উচা পঞ্চাশ দিল।
তুই হাজার দাড়ি আছিল সেই নায়ের।
মাঝি আছিল সাধন [৪] পদ্মার পাড়ের ॥
পবনের মতন কোশা চলে দাঁড়ের টানে
কখন চলিত কোশা শুকনা জমীনে ॥ ১৫৪
সেইত না কোশাখান একদিন সাজাইয়া
কোশাতে উঠিয়া ইশা চলে মেলা দিয়া।
মেলা দিয়া যায় মিয়া জঙ্গল বাড়ী সরে
দিল্লীর বাস্‌সা বারজন আমলা দিল তারে ॥ ১৫৮
কুলাকুলি কইরা পরে বিদায় অইল।
পবনের মতন কোশা চলিতে লাগিল ॥

---

[১] ছন্নদ = সনদ। [২] নাও = নৌকা। [৩] ফাড়ে = বিস্তৃতিতে।

[৪] এই সাধন মাঝির উল্লেখ আমরা পরেও পাইতেছি, এই মাঝি করিমুল্লাকে খুব আতিথ্য দেখাইয়াছিল।

ষোল হাজার দাঁড়ের টানে শূন্যে দিল উড়া
খাল বিল কত গেল পলকেতে ছাইড়া ॥ ১৬২
তার পরে পড়িল কোশা পদ্মার মাঝেতে।
ভাটি গাঙ্গে চলে কোশা আর বাদামেতে ॥
পদ্মা বাইয়া কোশা পরে কত দূর যায়।
শ্রীপুরের সর এক সামনে দেখা যায় ॥ ১৬৬
কেদার রায়ের বাড়ী সেইত শ্রীপুরে
সেই না দেশের রাজা সবে মান্য করে।
পাত্রমিত্র আছে কত হাজার হাজার।
ধন রত্ন দাসদাসী গণা নাই তার ॥ ১৭০
দলান্ মঠ দিয়া বাড়া কর‍্যাছে নিরমান।
পদ্মার পাড়ে ঘাট বান্ছে দিয়া পাথর সান [১] ॥
আথারে পাথারে [২] কত নানা রঙ্গের ঘর।
তেমলা [৩] চৌমলা দালান আছয়ে বিস্তর ॥ ১৭৪
ভাটি বাইয়া আইল কোশা শ্রীপুরের ঘাটে।
ধীরে ধীরে চালাইয়া কোশা সবে মিল্যা দেখে ॥ ১৭৬

(৬)

নজর করিল দেওয়ান তেমলার উপরে।
কাইচ [৪] গোটার বরণ এক কইনা খেলা করে ॥
তার আলোকে অইল তেমলা পশর।
দেওয়ান না দেখ্ছে এমন কুমারী সুন্দর ॥ ৪
এক দিস্টে চাইয়া রইল তার যে পানে।
কখন নি দেখা অয় নয়ানে নয়ানে ॥

---

১ পাথর সান = প্রস্তর ও সান।

২ আথারে পাথারে = এদিকে ওদিকে। Cf. "আথাইলের ধনকড়ি পাথাইলে শুকায়" ময়নামতী। ৩ তেমলা = তিনমহল।

৪ কাইচ = সন্ কাইচ; স্বর্ণবর্ণ কাঁচ পোকা।

সখীগণের সাথে কইনা পলাবুজি [১] খেলে
আৎকা [২] নজর পড়ল পদ্মার যে জলে ॥ ৮
কোশাতে দেখিল কইনা সুন্দর দেওয়ানে।
এক ধ্যানে [৩] চাইয়া কইনা রইল তার পানে
নয়ানে নয়ানে ভালা অইল মিলন।
এইমতে অইল দোহার প্রেমের জনম ॥ ১২
এইমতে চাইর চক্ষের অইল মিলন।
কিবা অইল পরে তোমরা শুন সভাজন ॥
সখীগণে দেখে কোশা সুন্দর কেমন।
দীঘে ফাড়ে জুইড়া রইছে সমস্ত ভুবন ॥ ১৬
সখীগণে দেখে কোশা কইনা তো দেওয়ানে।
মদনের বাণ তার খেলিছে নয়ানে ॥
তার পরেত কইনা শুন কোন্ কাম করে।
শীতাবী [৪] চলিয়া গেল শয়ন মন্দিরে ॥ ২০
গোপনে লিখিয়া লিখন ফুলাতে ভড়িয়া।
সখীগণ সঙ্গে যায় ঘাটেতে চলিয়া ॥
গুছল করিতে যায় জলের ঘাটেতে।
যেই খানে কোশা বান্ধা তাহার কাছেতে ॥ ২৪
সখীগণ করে কত কোশার বাখান।
কইনা দেখিছে কোথা আছয়ে দেওয়ান ॥
মাধ্যি নাও অইতে [৫] যখন বাইরি অইল।
চাইর চক্ষের পুনর্চয় [৬] মিলন অইল ॥ ২৮

---

১ পলাবুজি = লুকোচুরি।
২ আৎকা = অকস্মাৎ।
৩ একধ্যানে = একদৃষ্টে
৪ শীতাবি = শীঘ্র।
৫ অইতে = হইতে।
৬ পুনর্চয় = পুনশ্চ, পুনরায়।

চক্ষে চক্ষে চাইয়া কইনা সুলা [১] ভাসায় জলে
দেওয়ান দেখিল কইনা কিবা ভাসাইলে।
ভাসিতে ভাসিতে সুলা যায় কোশার কাছে
আত [২] তুল্যা লইল সুলা দেওয়ান যে পাছে॥ ৩২
লিখন খুলিয়া দেওয়ান পড়িতে লাগিল
এরে দেখ্যা কইনা পরে বাড়ীতে ফিরিল।

লিখনে লিখিছে কইনা শুনরে কুমার
তোমারে দেখিয়া মন পাগল আমার॥ ৩৮
আমারেও দেখ্যা তুমি নাই কর এলা [৩]
তোমার লাগ্যা মন আমার অইল উতলা।
তুমি আমার ধরম করম তুমি আমার ফুল
তুমি যদি কির্পা কইরা রাখ বজায় কুল॥ ৪০
যত মীতাবি [৪] পার কর দুহে মিলন
তোমার লাগ্যা ছটফট করে আমার মন।
চৈত না মাসেরে কুমার অষ্টমী তিথিতে
ছিনান করিতে আইবাম পদ্মার ঘাটেতে॥ ৪৪
ফৌজ লইয়া আইও তুমি কোশা সাজাইয়া
জলের ঘাট অইতে আমায় লইও তুলিয়া।
বেশী কইরা দাড়ি আন্য কোশার লাগিয়া
কোশা যেমনে যাইতে পারে শূন্যে উড়া দিয়া॥ ৪৮
আমার ভাইয়ে যদি পারে কোশা ধরিবার
তা অইলে জান্য মনে না থাকব নিস্তার।
লিখন পড়্যা দেওয়ান গেল আপন দেশেতে
মন খান রাখ্যা গেল শ্রীপুরের ঘাটেতে॥ ৫২

* * * *

---

১ সুলা = সোলা।
২ আত = হাতে।
৩ এলা = হেলা।
৪ মীতাবি = (?)

(৭)

*　　*　　*　　*

অষ্টমী তিথিতে দেওয়ান কোশা সাজাইয়া
ফৌজ পাইক লইয়া আসিল চলিয়া।
বান্ধিল যে কোশাখান পদ্মার ঘাটেতে
বসিয়া রহিল দেওয়ান কন্যার অপেক্ষাতে॥ ৪
তার পরে আইল ধনী ছান [১] করিবারে
রৈতে না যে পারে মন ছটফট করে।
সরসী [২] আছয়ে যত লইয়া সঙ্গেতে
আইল পদ্মার জলে ছিনান করিতে॥ ৮

কাপড়ের ঘিরাট [৩] এক চারি দিকে দিয়া
জল খেলা করে যত সরসী মিলিয়া।
জল খেইল কইনার না লয় পরাণে
চিন্তে কেবল কোন্ সময় পাইব দেওয়ানে॥ ১২
কোশাৎ থাক্যা তার পরে দেখিল দেওয়ান
কাপড়ের আম্বারিতে [৪] লাগ্যাছে আগুন।

পরে ত চিনিল সাহেব সেই সে কন্যারে
কোশা থনে [৫] লাম্যা দেওয়ান আইল ধীরে ধীরে॥ ১৬
সরসীর সঙ্গে কইনায় পাথাইর কুল [৬] লইয়া
এক লাফে যায় দেওয়ান কোশাতে ধাইয়া।
কোশাতে উঠিলে যখন দাড়ে দিল টান
শূন্যে উড়া করল যেমন সেই কোশাখান॥ ২০

---

১ ছান = স্নান।　　২ সরসী = সাথী।

৩ ঘিরাট = ঘেরাও, আবৃত। ৪ আম্বারিতে = অন্তরালে। ৫ থনে = হইতে।

৬ পাথাইয় কুল = পাথালী কোলে। কন্যার মস্তক এক হস্তের উপর, এবং অপর হস্তে তার পা দুখানি রাখিয়া কোলে করিয়া লইল। "পাথালিয়া কোল" এই অর্থে এখন ও পূর্ব্ব বঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

"আইলা পদ্মার ঘাটে সিনান করিতে।" ৩৭০ পৃঃ

এইত না খবর যখন শুনে কেদার রায়
শতেক ফৌজের নাও পাছে পাছে ধায়।
দাড়ের টানে কোশা যেন পংখী উড়া করে
কেদার রায়ের ফৌজের নাও এক কোশ দূরে॥ ২৪
ধরিতে না পারে রায় ঠেকল বিষম দায়
বইনে নিল চুরি কইরা হইল নিরুপায়।

দেওয়ানে ডাকিয়া কয় কেদার রায় পরে
থাকিবা দেওয়ান তুমি কোন্ না সহরে॥ ২৮
এক দিন পড় যদি আমার হাতে
দেওয়ান গিরি ছুটাইবাম লাথি [১] মাইরা মাথে।
থাকহ আসমানে যদি কিবা পানিতে
ধরবাম তোমারে আমি পাই যেখানেতে॥ ৩২
তরে [২] যদি না পাই বংশ পাইবাম তর
লইবাম মনের দাদ [৩] সেই সময় মোর।
উসল করিবাম মনের দাদ যেই সময় পারি
পর্তিশোধ [৪] না লইয়া তোমারে না ছাড়ি॥ ৩৬

এই কথা কইয়া পরে গেল যে চলিয়া
ইশা খাঁও জঙ্গল বাড়ী দাখিল অইল গিয়া।
তার পরে করল সাদি সেই সে কুমারী
যার নাম আছিল আগে সুভদ্রা সুন্দরী॥ ৪০
নিয়ামতজান নাম রাখিল পইরছাতে [৫]
প্রেম আলাপন মিয়া করে তার সাথে।

---

[১] লাথি = লাথি। [২] তরে = তোরে। [৩] দাদ = প্রতিশোধ।
[৪] পর্তিশোধ = প্রতি শোধ। [৫] পইরছাতে = পশ্চাতে, পরে।

রাইত [১] দিন থাকে কাছে নাহি দেয় ক্ষেমা [২]
এহি [৩] মত শুন সবে প্রেমের মহিমা ॥ ৪২
গর্ভ দেখা দিল সতীর তিন বছর পরে
এই কথা শুন্যা লোকে কানাকানি করে।
দশ মাস দশ দিন যখন পূন্নিত [৪] অইল
সেই না সতীর ঘরে ছাওয়াল [৫] জর্‌মিল [৬] ॥ ৪৮

মায়ের কোলেতে পুত্র চান্দের সমান
এমন সুন্দর রূপ না যায় বাখান।
ঝলমল করে যেমন আসমানের তারা
কি সুন্দর পুত্র অইল মায়ের কোল জোড়া ॥
নাম রাখে আদম খাঁ মসনদ আলী
এই মতে কতদিন গেল আর চলি।
আর এক পুত্র অইল তিন বচ্ছর [৭] পরে
আদমের মতন সুন্দর দেখিতে তাহারে ॥ ৫৬
বিরাম দেওয়ান নাম রাখিল যে তার
মন দিয়া শুন সবে বিবরণ আর। ৫৮

(৮)

পনর না বছরের আদম অইল যখন
ইশা খাঁ দেওয়ান গেল বেস্তের ভুবন।
অসার দুনিয়া ভাইরে কেউ কার নয়
মরণ কালে সঙ্গের সাথী কেই নাই সে হয় ॥ ৪
স্ত্রী বল পুত্র বল গর্ভসোদর ভাই।
আন্যা [৮] দিলে খাউরা [৯] আছে সঙ্গে যাউরা [১০] নাই ॥

---

[১] রাইত = রাত্রি। [২] ক্ষেমা = ছাড়ান, অবসর, ত্যাগ। [৩] এহি = এই।
[৪] পূন্নিত = পূর্ণ। [৫] ছাওয়াল = ছেলে।
[৬] জর্‌মিল = জন্মিল, জন্মগ্রহণ করিল। [৭] বচ্ছর = বছর।
[৮] আন্যা = আনিয়া। [৯] খাউরা = ভক্ষণকারী ; খাওয়ার লোক।
[১০] যাউরা = যাওয়ার লোক ; 'সঙ্গে যাউরা' = সাথী, সঙ্গের লোক।

দুনিয়ার যত চিজ সব মিছা হয়।
জর্মিলে মরণ সেই অইব নিশ্চয়॥ ৮
জঙ্গল বাড়ী শূন্য কইরা ইশা খাঁ যে গেল।
এই কথা দেশে দেশে পরচার [১] অইল॥

যেই শুনে এই কথা সেই আপশোষ করে।
এই কথা গেল পরে কেদার রায় গোচরে॥ ১২
কেদার রায়ের কথা শুন দিয়া মন।
পাইয়া সময় দুষ্ট কি করে তখন॥
ভাওয়ালিয়া [২] চৌদ্দখান ভালা [৩] সাজাইয়া।
নানা ইতি খাদ্য বস্তু সকলি ভরিয়া॥ ১৬
দাখিল অইল পরে জঙ্গল বাড়ী সরে।
একে একে উঠে গিয়া ইশাখাঁর ঘরে॥

কেদার রায় গেল পরে বইনের [৪] কাছেতে।
বিছানা পাতিয়া দিল কেদারে বসিতে॥ ২০
ভাইয়েরে দেখিয়া বইনের মনে সুখ অইল।
মিষ্টি মিষ্টি কথা দুহে কহিতে লাগিল॥

শুন বইন তুমি বড় আছহ সুখেতে।
না আছে তোমার মত সুখী দুনিয়াতে॥ ২৪
তোমার কপাল ভালা দিয়াছিলা জাতি [৫]।
আমার থাক্যা [৬] দেওয়ান ইশা সুখী ছিল অতি॥

---

১ পরচার=প্রচার, রাষ্ট্র। ২ ভাওয়ালিয়া=নৌকা বিশেষ।
৩ ভালা=উত্তমরূপে। ৪ বইন=ভগ্নী।
৫ 'দিয়াছিলা জাতি'=জাতি দিয়া ছিল অর্থাৎ জাতি ত্যাগ করিয়াছিল জাতি—কর্ম্মকারক। ৬ থাক্যা=চেয়ে, অপেক্ষা।

দুই পুত্র অইল তোমার সুখী অইলাম মনে
বড় দুঃখু পাইলাম বইন ইশাখাঁর মরণে ॥ ২৮
তাহারে দেখিবাম মনে বড় সাধ ছিল।
আমার বরাতে বিধি বিমুখ করিল ॥
দুই কইনা জগদীশ দিয়াছে আমারে।
ভালা বর নাই যে পাই বিয়া দিবার তরে ॥ ৩২
কইনা লইয়া পড়িলাম আমি বড় ফেরে।
তোমরার মতন ভালা ঘর না পাই সংসারে ॥
আশা কইরা আইলাম নিকটে তোমার
কইনা বিয়া দিতে মোর কাছে ভাগিনার ॥ ৩৬
দুই ভাগিনার কাছে দিতাম [১] দুই কইনা বিয়া।
বিয়া করাইতাম [২] আমার নিজ বাড়ী নিয়া ॥
কিবা কও বইন তোমার কি মত এহাতে [৩]।
শুনিয়া বইনের পরাণ লাগিল কাঁপিতে ॥

এই ত না ভাই মোর দুঃখুর দোসর।
সর্ব্বনাশ করিতে যে আইল আমার ॥
অপমানের পরতিশোধ লইবার লাগিয়া।
ভুলাইবার চায় মোরে ছলকথা কইয়া ॥ ৪৪
কপট করিয়া আমার পুত্রে দিব বলি।
দিলে দাগা দিব ছিড়্যা [৪] পরাণের কলি ॥
পরাণ কাঁপিল মায়ের এই কথা শুনিয়া।
পরাণের পুত্রে কেমনে রাখিবাম বাঁচাইয়া ॥ ৪৮

তার পরে কয় সতী শুন বিবরণ।
তুমি যে আইলা পুত্রের সাদির কারণ ॥

---

[১] + [২] দিতাম, করাইতাম = দিব, করাইব।
[৩] এহাতে = ইহাতে, এ সম্বন্ধে। [৪] ছিড়্যা = ছিন্ন করিয়া, ছিড়িয়া।

তোমার কইনা করব বিয়া ইথে নাই মানা।
কেমনে বিয়া দিবা তারা তোমার ভাগিনা ॥ ৫২

এতেক শুনিয়া রায় কয় ধীরে ধীরে।
মুছুলমানে মামার কইনা সাদি করত [১] পারে ॥
এতে তুমি মনে কিছু না কর সংশয়।
দোষ এতে নাই যে কিছু নাহি কর ভয় ॥ ৫৬
এতেক শুনিয়া সতী কয় মনে মনে।
কিবা ছল কইরা খেদাই এইনা [২] দুষমনে ॥

তারপরে কয় সতী শুন ভাই ধন।
কহিছ তোমার বাড়ীত [৩] বিয়ার কারণ ॥ ৬০
বাড়ী ছাড়্যা সাদি নাই পদ্দিতে [৪] আমার।
সাদি না করিয়া নাই সে যাইব তোমার ঘর [৫] ॥

এহা শুনি কহে রায় শুনগো ভগিনী।
তোমার পুত্রে দেখবার যে চায় মা জননী ॥ ৬৪
বিয়া তোমার বাড়ীৎ অইলে নাই যে কিছু দুখ।
বিয়ার আগে দেখ্যা মায়ের জুড়াউক যে বুক ॥
পরেত কহিল সতী শুন ভাই ধন।
তোমার বাড়ীৎ পাঠাইতে পুত্রে দেখি অলক্ষণ ॥ ৬৮
তোমার বাড়ীৎ গেলে অইব কিবা জানি দুখ।
সেই সে কারণে আমার জ্বল্যা [৬] যায় বুক ॥ ৭০

---

[১] করত=করিতে। [২] 'না'—এখানে "যে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এই না=এই যে। [৩] বাড়ীত (বাড়ীৎ)=বাড়ীতে। সপ্তমী বিভক্তি। [৪] পদ্দিতে=বংশানুক্রমিক পদ্ধতি। [৫] 'সাদি......ঘর'=ছেলেকে কন্যার বাড়ী গিয়া বিবাহ করা আমার বংশের প্রথা নহে, অতএব আমার ছেলেরা (নিজ বাড়ীতে) বিবাহ সম্পন্ন না করিয়া তোমার গৃহে যাইতে পারিবে না। [৬] জ্বল্যা=জ্বলিয়া; অন্তরে ব্যথা লাগে।

(৯)

বইনের ছলতাম্ [১] রায় বুঝিতে পারিয়া।
বিদায় লইয়া যায় ভাওল্যায় চলিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রায় কোন্ কাম করে।
জঙ্গল বাড়ীর যত লোকে জেফৎ [২] যে করে॥ ৪
উজীর নাজির যত কটুয়াল [৩] মিরদার।
পরজা, নফর আর ফৌজ, ফৌজদার॥
দুই ভাগিনায় করল জেফত [৪] সুবিস্তরে।
আর করল জেফত করিমুল্লা বীরে॥ ৮
একে একে যতজন খাইয়া নিমন্তন।
বাড়ীতে চলিয়া আইল খুসী অইয়া মন॥
দুষ্ট কেদার রায় দুই ভাগিনায় লইয়া।
কত রঙ্গের আলাপ করে ভাওয়ালিয়ায় বসিয়া॥ ১২
মামার আদরে তারা বড় খুসী হইল।
বাড়ীত যাইবার কথা ভুলিয়া যে গেল॥

তার পরে গেল দেখ হান্জা গুজুরী [৫]।
তখনও আলাপ করে ভাওয়ালিয়ার উপরি॥ ১৬
আলাপ করিয়া অইল রাইত একপর [৬]।
ভাগিনারা চিন্তে কেমনে যাইব নিজ ঘর॥
পরে দুষ্টু কেদার রায় কহিতে লাগিল।
অস্থান নহে ত এহা কিবা চিন্তা বল॥ ২০

---

১ ছলতাম্=ছলনার ভাব।
২ জেফত (জেফৎ)=নিমন্ত্রণ। ৩ কটুয়াল=কোটাল।
৪ সুবিস্তরে=বিস্তারিত ভাবে, সকলকেই।
৫ 'হান্জা গুজুরি'=হান্জা=সাঁঝ, সন্ধ্যা। গুজুরি=অতিক্রম করিয়া।
৬ পর=প্রহর।

"কত রঙ্গের আলাপ করে ভাওয়ালিয়ায় বসিয়া।" ৩৭৬ পৃঃ

আমারে ভাব্যাছ তোমরা অতই পর [১]।
একদিন না থাকতা পার আমার গোচর ॥
চিন্তা নাই সে কর তোমরা থাক মোর সনে।
নিজ বাড়ী চল্যা যাইও কালুকা বিয়ানে [২] ॥ ২৪

মামার আদরে তারা গেল যে ভুলিয়া।
রাত্রিতে রহিল দুহে নাওয়েতে [৩] শুইয়া ॥
রাত্রি নিশাকালে যখন তারা ঘুমাইল।
রায়ের ইঙ্গিতে মাল্লা নাও ছাড়িল ॥ ২৮
বাদামের [৪] নাও চলে সাঁ সাঁ করিয়া।
মাঝি মাল্লা বায় [৫] যত পারে জোর দিয়া ॥
বাদামের নাও চলে পাগল অইয়া।
তিন দিনের পথ যায় একদিনে বাইয়া ॥ ৩২

(১০)

বিয়ানে আদম বিরাম ঘুম অইতে উঠিয়া।
ফুইদ্ করে মামা তুমি কোন্‌খান যাও চল্যা ॥
আমরারে [৬] তুল্যা [৭] দিয়া কেন নাই সে যাও।
না দেখিয়া আমরারে চিন্তা করব মাও [৮] ॥ ৪
ছল কইরা কেদার রায় কয় ভাগিনার কাছে।
এক বাঁক ছাড়াইয়া তোমার মইয়ের [৯] বাড়ী আছে ॥

---

১. অতইপর = এত পর (অনাত্মীয়)।
২ কালুকা বিয়ানে = কাল সকালে।
৩ নাওয়েতে = নৌকাতে।
৪ বাদামের = পাল খাটাইয়া।
৫ বায় = বাহিয়া যায়।
৬ আমরারে = আমাদিগকে।
৭ তুল্যা = নৌকা হইতে তীরে নামাইয়া দিয়া।
৮ মাও = মায়।
৯ মইয়ের = মাসীর (পূর্ব্ব ময়মনসিংহের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ মাসীকে "মঙ্গ" বলিয়া থাকে)

সেহিখানে যাই তারে দেখবাম্ আসিয়া [১]।
এই মতে ছল কইরা যায় তারারে [২] লইয়া ॥ ৮
আড়াই দিন পরে নাও শ্রীপুরেতে যায়।
কেদার রায়ের ঘাটে ভাওয়ালিয়া লাগায় [৩] ॥

আসিয়া কেদার রায় ভাগিনার নিকটে।
দুই জনে বন্দী করে সেই সে কপটে ॥ ১২
অস্তেতে [৪] লোয়ার [৫] ছিকল [৬] পায়ে দিল বেড়ি।
আন্ধাইর [৭] চোর কুটীতে [৮] পরে নেয় তরাতরি [৯] ॥
বন্দীখানা ঘরে সকলের সমকে [১০]।
মা বাপ তুল্যা [১১] কত তারারে যে বকে [১২] ॥ ১৬
কইনা বিয়া দিতে আন্‌লাম এইখান তরারে।
ভাল কন্যা বিয়া দেই দেখ সুবিস্তরে।

এই কথা বলিয়া দুঁহে চিৎ করাইয়া।
আধমনি দুই পাথর দিল বুকেতে তুলিয়া ॥ ২০
আল্লা বল্যা কান্দে ভাই দুই জনে।
পাথর গলিয়া যায় তারার কাঁন্দনে ॥

---

১ দেখবাম্ আসিয়া = সেখানে গিয়া দেখিবার নিমিত্ত।
২ তারারে = তাহাদিগকে। ৩ লাগায় = (নৌকা) ভিড়ায়।
৪ অস্তেতে = হাতে ৫ লোয়া = লোহা।
৬ ছিকল = শিকল, শৃঙ্খল। ৭ আন্ধাইর = অন্ধকার।
৮ চোর কুটীতে = পূর্ব্বকালে বড় লোকদিগের বাড়ীতে দুই প্রকারের ঘর থাকিত, তাহা প্রায়ই মৃত্তিকার নিম্নে নির্ম্মাণ করা হইত। এইরূপ এক শ্রেণীর ঘরে ডাকাতদের ভয়ে অর্থ গুপ্তভাবে রাখা হইত; অপর শ্রেণীর ঘরে কোন দণ্ডিত ব্যক্তিকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইত, এই গৃহগুলি লোক দৃষ্টির অন্তরালে থাকিত এবং সাধারণতঃ "চোরা কুঠরী" বা "চোরকুটি" নামে অভিহিত হইত। ৯ তরাতরি = তাড়াতাড়ি।
১০ সমকে (সম্‌খে, সমুখে) = সাম্‌নে, সম্মুখে।
১১ তুল্যা = ধরিয়া। ১২ বকে = গালি দেয়, বকুনি দেয়।

শুনে যদি মা জননী দারুণ খবর।
মরিব [১] পরাণে হায়রে শোকেতে পুত্রের ॥ ২৪
দুই পুত্র মোরা তার লৌ [২] কলিজার।
কারে দেখ্যা জুড়াইব পরাণ তাহার ॥
কান্দিতে কান্দিতে দুঁহে হইল জার জার [৩]।
কার বুকে দরদ লাগব [৪] কেবা আপনার ॥ ২৮
শুনত যদি করিমুল্লা দুঃখের দোসর ভাই।
গদা দিয়া পাঠাইত দুষ্টে যমের যে ঠাঁই ॥
হায়রে দারুণ আল্লা কি লেখ্‌লা [৫] কপালে।
বিপাকে [৬] পড়িয়া মারা গেলাম অকালে ॥ ৩২

* * * * * *

শ্রীপুরের কথা যত নিরবধি থইয়া [৭]।
জঙ্গল বাড়ীর কথা যত শুন্‌খাইন্‌ মন দিয়া ॥
জেফৎ খাইয়া সবে আইল নিজ ঘরে।
নিয়ামতজান বিচরায় [৮] আপন পুত্রেরে ॥ ৩৬
বার চাইতে চাইতে [৯] পরে নিশি ভোর অইল।
পুত্রে না দেখিয়া মায়ের পরাণ উড়িল ॥
দুই পুত্র এক সঙ্গে গেল কোন্‌ পথে।
অবশ্য কেদার রায় ফেল্যাছে বিপদে ॥ ৪০

---

১ মরিব = মরিবে। ২ লৌ = রক্ত।
৩ জারজার = জর্জ্জর, অবসন্ন। ৪ দরদ লাগব = সহানুভূতি বোধ করিবে
৫ লেখ্‌লা = লিখিয়াছ। 'কি লেখ্‌লা কপালে'—অদৃষ্টে কি লিখিয়াছ!
৬ বিপাকে = বিপদে। ৭ 'নিরবধি থইয়া' = (সম্প্রতি) আদ্যন্ত বাদ দিয়া। ৮ বিচরায় = অনুসন্ধান করে।
৯ 'বার চাইতে চাইতে' = অপেক্ষা করিতে করিতে; বার চাওয়া = প্রতীক্ষায় থাকা"—অদ্যাপি ময়মনসিংহে এই কথাটী কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

করিমুল্লা বীরের কাছে কহিছে কান্দিয়া।
জেফত খাইয়া পুত্রেরা মোর না আইল ফিরিয়া।
করিমুল্লা শুন্যা বিবির কাছে বিবরণ।
চিন্তিত অইল বড় এহার [১] কারণ॥ ৪৪

নফরে ডাকিয়া এক দিল পাঠাইয়া।
কিবা অইল তারার যে আইও [২] জানিয়া॥
ঘাটেতে গিয়া যে নফর কিছু নাই সে দেখে।
শূন্য ময়দান পইড়া আছে তিন চাইর বাঁকে॥ ৪৮
নাহি আদম নাহি বিরাম নাহি কেদার রায়।
চইদ্দ [৩] ভাওয়ালিয়া তার নাই সে দেখা যায়॥
এই কথা নফর আস্যা যখম শুনাইল।
হায় পুত্র বল্যা বিবি ভূমিতে পড়িল॥ ৫২
পুত্রের লাগিয়া বিবি কান্দে ঘন ঘন।
হারাইলাম পুত্রে হায়রে কি দোষের কারণ॥

সহিতে না পারি পরে বিবির কান্দন।
গর্জ্জিয়া করিমুল্লা বীর কয় ততক্ষণ [৪]॥ ৫৬
না কান্দ না কান্দ বিবি দুঃখু কর দূর।
তোমারে আন্যা দিবাম্ কেদারের শির॥
তোমার পুত্র আন্যা দিবাম ছাড়হ কান্দন।
তোমার পুত্র না লইয়া না ফিরবাম কখন॥ ৬০

এই না করিমুল্লা বীর জানা [৫] তিরসংসারে [৬]।
কেউ নাহি জানে মিয়া জঙ্গেতে [৭] যে হারে॥

---

১ এহার = ইহার।
২ আইও = এসো।
৩ চইদ্দ = চৌদ্দ।
৪ ততক্ষণ = তখন।
৫ জানা = বিখ্যাত
৬ তিরসংসারে = ত্রিসংসারে।
৭ জঙ্গ = যুদ্ধ।

ইশা খাঁ

“না কান্দ না কান্দ বিবি দুঃখ কর দূর।
তোমারে আনিয়া দিবাম কেদারের শির॥” ৩৮০ পৃঃ

হাজারে বিজারে [১] যদি সামনে খাড়া অয়।
গদার বাড়িতে [২] সবে পাঠায় যমালয়॥ ৬৪
কালা বন্ন [৩] দেহ তার পর্ব্বত সমান।
আগুনির তেজ ছাড়ে তাহার নয়ান॥
আত [৪] পায়ের গোছা যেমন গজারের ঠুনি [৫]।
কান্ধেতে [৬] আছয়ে মিয়ার গদা বিশমণি॥ ৬৮
সেই ত না গদাখান কান্ধেতে লইয়া।
সেই সময় চলে বীর পন্থপানে ধাইয়া॥
যেইখানে পাইবাম আজ দুষ্টু কেদারে।
গদার বাড়িতে মাথা দিবাম চূন [৭] কইরে॥ ৭২

চলিতে চলিতে বীর তিন দিনের পরে।
দাখিল অইল পরে শ্রীপুরের সরে॥
দুই ভাইয়ের কান্দন যখন কানেতে শুনিল।
মনের দুঃখেতে বীর পাগল অইল॥ ৭৬
যারে পায় তারে মারে সমুখে তাহার।
দেখিয়া কেদার রায় করে হাহাকার॥
সেই সময় যত ফৌজে খবর যে দিল।
মার মার কর‍্যা সবে করিমে ঘিরিল॥ ৮০
পারে যত মারে বীর না কুলায় জোরে।
ফৌজের পালের সঙ্গে একলা কত লড়ে [৮]॥

---

[১] হাজারে বিজারে = অসংখ্য পরিমাণে। [২] বাড়ি = আঘাত, প্রহার
[৩] বন্ন = বর্ণ, রং। [৪] আত = হাত।
[৫] গজারের ঠুনি = গজার, একপ্রকার বৃক্ষ। ঠুনি = কাঠের খণ্ড বিশেষ, যাহা অন্য কোন ভারীজিনিষকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।
[৬] কান্ধ = কাঁধ, 'স্কন্ধের' অপভ্রংশ। [৭] চূন = চূর্ণ।
[৮] লড়ে = যুদ্ধ করিতে পারে।

তারপরে দেখ্যা বীর হেন নিরুপায়।
চম্পট মারিয়া বীর পরাণ বাঁচায়॥ ৮৪
দৌড় দিয়া আইল পরে পদ্মার ঘাটেতে।
ফৌজগণে দৌড়ায় তার পিছেতে পিছেতে॥

পদ্মায় আসিয়া বীর ডুব যে মারিয়া।
ভরা নদী তিন ডুবে আইল পাড়ি দিয়া॥ ৮৮
কুমইরে [১] খাইয়াছে বলি সকলে কহিল।
জলের ঘাট অইতে যত ফৌজেরা ফিরিল॥

সেইত না করিম মিয়া কোন্ কাম করে।
চলিতে লাগিল মিয়া পদ্মার পারে পারে॥ ৯২
পদ্মার পাড়েতে অয় [২] সা।ন মাঝির বাড়ী।
রাত্রি নিশাকালে [৩] গিয়া ডাকে তাড়াতাড়ি॥
শুনিয়া সাধন মাঝি উঠিয়া আসিল।
করিমুল্লা মিয়া যত বিবরণ কইল [৪]॥ ৯৬
আগাস্ত বাগাস্ত [৫] কথা সকল শুনিয়া।
খাওয়াইল মিয়ারে যে যতন করিয়া॥
এক মন চিড়া দিল পনর সের চিনি।
আর দিল দুই মন দই কিন্যা [৬] আনি॥ ১০০
লবন সমুখে দিল এক সের আনিয়া।
এরে [৭] দিয়া খাইল বীর পেট ভরিয়া॥
জাল বাইবার ডিঙ্গিতে মিয়ারে লইয়া।
এক রাইতে জঙ্গল বাড়ী গেল যে চলিরা॥ ১০৪

---

১ কুমইর=কুমীর।

২ অয়=হয়, আছে।

৩ 'রাত্রি নিশাকালে'=নিশীথ রাত্রে; 'গভীর রাত্রি' অর্থে নিশাকাল শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

৪ কইল=কহিল।

৫ আগাস্ত বাগাস্ত=আদ্যন্ত

৬ কিন্যা=কিনিয়া, ক্রয় করিয়া।

৭ এরে=ইহা।

জঙ্গল বাড়ী গিয়া মিয়া কোন্ কাম করে।
জঙ্গল বাড়ীর যত ফৌজ কোশাতে [১] যে ভরে॥
কোশাতে করিয়া দিল শ্রীপুরেতে মেলা।
পবনের মত কোশা পংখী উড়া দিলা॥ ১০৮

* * * * *

শ্রীপুরেতে কিবা পরে শুন বিবরণ।
বিয়া দিবার ছলে আন্‌ছে কুমার দুইজন॥
ছল কইরা তারারে না বান্ধিয়া রাখিছে।
এই কথা গেল রায়ের দুই কইনার কাছে॥ ১১২

একত্রে বসিয়া দুই বইনে সল্লা [২] করে।
কুমারেরা আইছে [৩] কেবল আমরার মানত [৪] কইরে
আমরার উচিত অয় তারার সেবন।
সেবা করিবাম আমরা তারার চরণ॥ ১১৬
চিরদিন থাকবাম্ তারার দাসী অইয়া।
এর লাগ্যা বাপ মাও দেউক ছাড়িয়া॥
বিয়া দিবার ছলে যখন আন্যাছে কুমারে।
বিয়া নাই সে দিলে পরে ঠকিব আখেরে॥ ১২০
তারা না বুঝিল এহা ক্রোধে মত্ত অইয়া।
আমরার উচিত বাঁচাই উতযোগ [৫] অইয়া॥

দুই বইনে সোনার থালে ভাত বাড়িয়া।
বাটী ভরিয়া কত বেনুন্ সাজাইয়া॥ ১২৪

---

১ কোশা = একক্রোশ ব্যাপী লম্বা নৌকা।
২ সল্লা = পরামর্শ
৩ আইছে = আসিয়াছে
৪ মানত = মানস, ইচ্ছা।
৫ উতযোগ = উদ্যোগী

নিশাকালে যখন সবে করিল শয়ন।
চোর কুটীর দুয়ারে আস্যা দিলা দরিশন [১] ॥

মিনতি করিয়া কয় কুমার দুইজনে।
ছল কইরা আন্‌ল পিতা তোমরারে এইখানে ॥ ১২৮
বিয়া দিব দুই বইনে দুই ভাইয়ের সঙ্গে।
এহাতে [২] আসিলা তোমার বড় মন রঙ্গে ॥
আমরাও কর্‌ছিলাম মনে যদি বিয়া অয়।
দাসী অইয়া থাকবাম তোমরার, দুই বইন নিরচয় [৩] ॥ ১৩২
বাপে করুক্‌ তার যা লয় মনে।
বৈরী না করবাম্‌ আমরা তোমরার সনে ॥
রাখ বা না রাখ পায় মন কইরাছি দড়।
গলা কাটিলে নাই সে করবাম অন্য ঘর [৪] ॥ ১৩৬
তোমরারে কইরাছি আমরা পরাণের দেবতা।
তোমরার লাগ্যা ছাড়্‌তে রাজী বাপ আর মাতা ॥

এই কথা শুনিয়া আদম বিরাম দুইটী ভাই।
কহিতে লাগিল পরে দুই কইনার ঠাঁই ॥ ১৪০
চুরি কইরা বিয়া নাই সে করিবাম আমরা।
শীঘ্র কইরা ফির্‌যা যাও ঘরেতে তোমরা ॥
সকলের সামনে বিয়া করবাম তোমরারে।
তোমরার আতের ভাত খাইবাম সুস্থরে [৫] ॥ ১৪৪

---

১ দরিশন = দর্শন ; দেখা। দর্শন পক্ষে দরশন ও দরিশন উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। বর্ষণ শব্দটীও তদ্রূপ বরিষণ ও বরষণ রূপ ধারণ করে। যথা, "এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে" রবীন্দ্র নাথ।

২ এহাতে = এই জন্য। ৩ নিরচয় = নিশ্চয়।

৪ ঘর শব্দটী—বিবাহ অর্থে কখন কখন ব্যবহার হয়। কপালকুণ্ডলা-নবকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন "আপনার কয় ঘর?" অর্থাৎ আপনি কয়টী বিবাহ করিয়াছেন? ৫ সুস্থর = ধীরে সুস্থে।

খানা লইয়া ফিরয়া যাও কই যে তোমরারে।
আতের ভাত খাইবাম যেদিন আল্লা মর্‌জি করে॥
এই কথা শুন্যা তারা দুঃখিত অন্তরে।
আইল ফিরিয়া দুইবইন অন্দর ভিতরে॥ ১৪৮
সেই দিন অইতে ঘরে জ্বলিল আগুনি।
সেই না আগুনে পুড়ে কেদার রায় ধনী। ১৫০

(১১)

তিন দিন পরে কোশা শ্রীপুরে পৌছিল।
ফৌজগণ সঙ্গে করিম পারেতে নামিল॥
মার মার করি যত ফৌজগণ ধায়।
যেখানে বসতি করে দুষ্ট কেদার রায়॥ ৪
জঙ্গল বাড়ীর ফৌজগণ দাখিল [১] অইল।
দেখিয়া কেদার রায় বুঝিতে পারিল॥
নিরুপায় ভাব্যা দুষ্টু কোন্ কাম করে।
কুমাররারে [২] কালী বাড়ীত্ [৩] নিতে হুকুম করে॥ ৮
কালী বাড়ীত্ নিয়া পরে দিত [৪] তারারে বলি।
কুমাররারে লইয়া পাইক জল্‌দি যায় চলি॥
খবর পাইয়া কেদারের সেই দুই কইনায় [৫]।
ঘরে থাইক্যা সেই ত না খবর যে পায়॥ ১২
খবর না পাইয়া তারা পাগল অইয়া।
কালী বাড়ীত যায় দুয়ে খাণ্ডা আত লইয়া॥
গিয়া দেখে কুমারেরা কাঠগড়ার [৬] উপরে।
বলিকার তারার উপরে বল্‌ছিরা [৭] যে ছাড়ে॥ ১৬

---

[১] দাখিল=উপস্থিত। [২] কুমাররারে=কুমারদিগকে।
[৩] বাড়ীৎ=বাড়ীতে। [৪] দিত=দেবে। [৫] কইনায়=কন্যায়। (কন্যারা)। [৬] কাঠ-গড়া=যূপকাষ্ঠ। [৭] বলছিরা=খড়্গ।

এমন সময় কইনারা কোন্ কাম করিল।
খাণ্ডার বাড়ি দিয়া তারে ভূমিৎ ফালাইল ॥
বলিকারে মারল পরে মারে আর জনে।
এরে দেখ্যা পলায় লোক জঙ্গলায় আর বনে ॥ ২০
এই মতে দুই বইনে কুমারে বাঁচাইয়া।
খাণ্ডা আতে [১] দরজার মধ্যে থাকে খাড়া অইয়া ॥
যেই যায় কুমারগণের বধের কারণে।
খাণ্ডার বাড়ী দিয়া তারে মারয়ে পরাণে ॥ ২৪

জঙ্গলবাড়ীর ফৌজগণ শ্রীপুর ঘিরিল।
সর [২] ছাইয়া [৩] যত ফৌজ খাড়া যে হইল ॥
তার পরে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া।
সোণার শ্রীপুর সর দিল ছারখার করিয়া ॥ ২৮
পলায় পরাণের ভয়ে যত লোকজন।
শ্রীপুরের লোক গেল যমের ভবন ॥

এইমতে শ্রীপুর ছারকার হইল।
দুষ্টু কেদার রায় কোন্‌খানে পলাইল ॥ ৩২
করিমুল্লা বিচরাইয়া [৪] তারে নাইযে পায়।
তখন ভাবয়ে মিয়া কি অইব [৫] উপায় ॥
এই দুষ্টু থাকে যদি দুনিয়া মাঝারে।
আর কোন দিন গিয়া ফালায় কোন্ ফেরে [৬] ॥ ৩৬
পরাণে রাখিয়া নাই সে দেশে ফিরিবাম।
যেখানে পাইবাম তারে নিরচয় [৭] মারিবাম ॥

এই কথা শুন্যা পরে কেদারের মেইয়া [৮]।
কুমাররারে লইয়া পরে আইল যে ধাইয়া ॥ ৪০

---

১ আতে = হাতে। ২ সর = সহর। ৩ ছাইয়া = পূর্ণ করিয়া।
৪ বিচরাইয়া = খুঁজিয়া। ৫ অইব = হইবে। ৬ ফেরে = বিপদে।
৭ নিয়চয় = নিশ্চয়। ৮ মেইয়া = মেয়ে।

দেখিয়া কুমারগণে সর্ব্বলোক জন।
আর দেখ্যা কইনারারে [১] আনন্দিত মন॥
কয় দুই মেইয়া পরে শুন্ করিম বীর।
এমন শত্রু না রাখিবা যদি হয় সে পীর [২]॥ ৪৪
এই শত্রু যদি থাকে দুনিয়ার মাঝারে।
কোন্ দিন সর্ব্বনাশ করে আর কারে॥
আমরা জানি কোথায় দুষ্টু আছে পলাইয়া।
নিজ হাতে গিয়া তুমি আসহ মারিয়া॥

শত্রু আইলে সেই দুষ্টু না থাকে জমীনে।
পাতালে এক বাড়ী আছে খসুয়ার বনে॥ ৫২
উপরে জঙ্গল নীচে সুন্দর দলান।
তার মধ্যে থাক্যা দুষ্টু বাঁচায় পরাণ॥
সুরঙ্গ আছয়ে এক বনের ধারেতে।
তার মাঝ দিয়া যাও দলান মাঝেতে॥ ৫৬
সেইখানে দেখ্‌বা এক ন দুয়াইরা [৩] ঘর।
সেইখান থাকে দুষ্টু পালঙ্ক উপর॥

এই কথা শুন্যা করিম দিল খুসী অইয়া।
খসুয়ার বনে মিয়া দাখিল অইল গিয়া॥ ৬০
শ্রীপুর অইতে খসুয়া পাঁচ রশি দূর।
ঝাউগড়ে [৪] বেড়িয়াছে তাহার উপুর॥
দক্ষিণ ধারেতে মিয়া সুরঙ্গ পাইয়া।
সর বরাসর [৫] গেল ভিতরে চলিয়া॥ ৬৪

---

[১] কইনারারে = কন্যাদ্বয়েরে। [২] এমন......পীর = এই শত্রু যদি পীর (সাধু) ও হয়, তবেও ইহাকে রাখা উচিত হইবে না।
[৩] ন দুয়াইরা = নবদ্বার যুক্ত। [৪] ঝাউগড়ে = ঝাউসমূহ।
[৫] সরবরাসর = সোজাসুজি, সরাসর।

সেইখানে গিয়া দেখে ন দুয়ারিয়া ঘর।
খুসী অইয়া গেল মিয়া তার ভিতর॥
ভিতরেতে গিয়া দেখে পালঙ্ক উপরে
নিরচিন্ত [১] অইয়া রায় ঘুমায় অঘোরে [২] ॥ ৬৮
করিমুল্লা গিয়া তথা করিল গর্জ্জন
সেই ত গর্জ্জনে রায়ের অইল চেতন।
চেতন অইয়া দুষ্টে কোন্ কাম করে
কাছে আছিল খাণ্ডাখান তারে আতে ধরে॥ ৭২

ধরিতে না ধরিতে পরে করিমুল্লা মিয়া
গদার বাড়িতে দিল তারে সাঙ্গ দিয়া।
গলা কটিয়া মিয়া কোন্ কাম করে
আতে লইয়া শির পরে আইল শ্রীপুরে॥ ৭৬

দেখিয়া সবার মন খুসী অইল ভারী
তার পরে কোশাত চড়্যা যায় জঙ্গল বাড়ী।
জঙ্গল বাড়ী গিয়া করে সাদির আয়োজন
অরচিত [৩] অইয়া শুন সাদির বিবরণ॥ ৮০

জেতা চান্দে [৪] ভালা দিন মৌলবী দেখিয়া
সুস্থির কইরা দিল—অইত [৫] সেই দিন বিয়া।
নানা রকম সাজে সাজায় জঙ্গল বাড়ী সর
স্বর্গ পুরী এন [৬] অইল [৭] দেখিতে সুন্দর॥ ৮৪

---

১ নিরচিন্ত = নিশ্চিন্ত। ২ অঘোরে = একান্তভাবে। ("সুন্দর পুরুষ এক অঘোরে ঘুমায়" মলুয়া)। ৩ অরচিত = হরষিত। ৪ জেতাচাঁদে = শুক্লপক্ষে। ৫ অইত = হবে। ৬ এন = হেন। ৭ অইল = হইল।

হাওই বন্দূক ছাড়ে নাই তার সীমা
লাখে লাখে মেমান [১] অইল কত যে মহিমা।
সাদির দিনেত দেখ গুছুল [২] করাইয়া
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে দিল সাজাইয়া ॥ ৮৮
কইনারে পড়াইল ইরাণের [৩] শাড়ী
সাজিল দুই বইন আর কত জেওর [৪] পড়ি।
সাজনে পরীর রূপ পিছ [৫] মান্যা [৬] যায়
আদম বিরাম সাজে কিবা মরি হায় ॥ ৯২
মিশরের কুর্ত্তা গায় দিল ত তাদের
টুপি পরাইল আনি আরব দেশের।
পারশীর জুতি পরে দিল তারা পায়
কস্তুরী কুঙ্কুম আতর কত যে ছিটায় ॥ ৯৬
সাজিয়া যখন তারা কইনা সাথে বইল [৭]
তাদের রূপেতে পুরী আলা অইয়া গেল।

তখন উকীল আস্যা [৮] জিগায় [৯] বসিয়া
আদম বিরাম সাথে অইব নাকি [১০] বিয়া ॥ ১০০
উকীলের কাছে কইনারা করিল স্বীকার
আদম বিরাম পরে করে অঙ্গীকার।

---

১ মেমান = বিদ্বান ; মমীন। ২ গুছুল = স্নান।
৩ ইরাণের = পারস্যদেশের। ৪ জেওর = অলঙ্কার ; জহর।
৫ পিছ = পরাজয়, পশ্চাৎ। ৬ মান্যা = মানিয়া।
৭ বইল = বসিল। ৮ আস্যা = আসিয়া।
৯ জিগায় = জিজ্ঞাসা করে। (পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের স্থান বিশেষে এই শব্দটীর ব্যবহার দেখা যায়)।
১০ অইব নাকি = হইবে কিনা ?

এই মতে উভয়ের সাদি অইয়া গেল
সুচারু খাদ্য বস্ত্রেতে খায়ন হইল ॥ ১০৪

* * * *

* * * *

স্থরৎ জামাল ও অধুয়া

সুরুজ জামাল ও অধুয়া

(বন্দনা)

পরথমে বন্দিনু আমি আল্লা নিরঞ্জন
তার পরে বন্দিনু আমি ওস্তাদের চরণ।

দিশা ঃ—গুরু কও কও কও একবার শুনি—

(গুরুগো) যখন না আছিল আসমান না আছিল জমীন—
না আছিল রবি আর শশী॥
(তখন কোথায় ছিলাম আমি! গুরু কও কও)

(গুরুগো) ধানেতে ধুয়ারা [১] গুরু সর্ষ্যার মধ্যে তেল
ডিম্বার ভিতর বাচ্চা হৈল,—প্রাণী কেমনে গেল।
(গুরু কও কও)

(গুরুগো) এ তিন সংসার মাধ্যে [২] বন্ধু কেউ নাই
সার কেবল আল্লার নাম অসার দুনিয়াই॥
হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙ্গের ভাটি [৩]
মুছুলমান মইরা গেলে পাইড়া [৪] দিব মাটি।
আসমান কালা জমীন্ কালা কালা দরিয়ার পানি
সকল থাক্যা অধিক কালা আখের বেইমানি [৫]॥
ফইজু ফকীর কহে আল্লা আমি দীন হীন
জন্ম থাক্যা কল্লা [৬] আল্লা আমার আক্ষি হীন [৭]।

---

[১] ধুয়ারা=চাউল। [২] মাধ্যে=মধ্যে। [৩] ভাটি=তীর।
[৪] পাইড়া=পাতাইয়া। [৫] আখের বেইমানি=শেষে যে অকৃতজ্ঞতা দেখায়।
[৬] কল্লা=করিলেন। [৭] আক্ষি হীন=অন্ধ।

নাহি বন্ধু ভাই নাহি বাপ মাও
দুনিয়া আখেরে [১] আল্লা দিয়ো দুটী পাও ॥ ১৭

(আলাল খাঁ ও দুলাল খাঁ দেওয়ানের কথা)

দিশা ঃ—মিছা দুন্যাই কর বন্দারে— ।

বানিয়া চঙ্গ্ মুল্লুকে ছিল তাই দুই জন
এইবার তাদের কথা শুন দিয়া মন ।
আলাল খাঁ দেওয়ান বড় ছুডু [২] দুলাল ভাই
দেওয়ান গিরি করে দুইএ সভাতে জানাই ॥ ৪
ধার্ম্মিক সুজন আলাল গুণে আলিছান [৩]
পরজাগণে পালন করে রুস্তম সমান ।
হাতেমের সমান দাতা গুণের সীমা নাই
কত বা কইবাম কথা কইবার সাধ্য নাই ॥ ৮

তার বিবি ফতেমা যে যেন হুর পরী
আন্দেসে [৪] ছুরত তার কইতে নাহি পারি ।
এক দিন ফতেমা যে কুয়াবে [৫] দেখিল
পুন্ন্মাসীর চান্ যেন কুলেতে [৬] লইল ॥ ১২
কুয়াব দেখিয়া বিবি উঠিয়া বসিল
কুয়াবের কথা যত পতিরে কহিল ।
(আর ভাইরে) এই কথা শুনিয়া আলাল কহিল বিবিরে
অইবে [৭] সুন্দর পুত্র তোমার উদরে ॥ ১৬
(আরে ভালা) এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল
আল্লার কুদ্রতে [৮] দেখ রক্ত মাংস হইল ।

---

[১] দুনিয়া আখেরে = জীবনান্তে ।
[২] ছুডু = ছোট ।
[৩] আলিছান = মহান্ ।
[৪] আন্দেসে = আন্দাজে, অনুমানে
[৫] কুয়াব্ = স্বপ্ন ।
[৬] কুল = কোল ।
[৭] অইবে = হইবে ।
[৮] কুদ্রতে = কৃপাতে ;

গণকে আনিয়া রাজা গণা গণাইল
গুণিয়া বাছিয়া গণক ছাহেবে জানাইল ॥ ২০
তোমার কুলেতে অইব একটী নন্দন
গুণিয়া গণক কয় শুন ছাহেবন্।
রূপেতে অইব পুত্র ছুরৎ জামাল
বাপের চমান [১] বেটা বংশের তুলাল ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া গণক লাগে গণিবারে
গণিয়া বাছিয়া ফির কহে ছাহেবেরে।
এক কথা ছুন ছাহেব কইতে লাগে ডর
হইবে তুমার পুত্র ছাহা হেকান্দর ॥ [২] ২৮
যদি কুড়ি বচ্ছরের মধ্যে দেখ পুত্রের মুখ
পুত্রের কারণে তুমি পাইবা বড় ছোক।
রাজ্যের যতেক লোক যে দেখে তাহারে
তাহার কারণে তোমার পুত্র যাইব মরে ॥ ৩২

এই কথা আলাল খাঁ দেওয়ান যখনে শুনিল
কান্দিয়া জারজার ছাহেব ভূমিতে বসিল।
গুণের ভাই তুলালে ডাক্যা কহিছে দেওয়ান
পাত্রমিত্র ডাক্যা ছাহেব সভাতে বইছান [৩] ॥ ৩৬
উজীর নাজীর আর যত কোটালিরা
ছল্লা করেন ছাহেব ছভারে [৪] লইয়া।

(আরে ভাইরে ছল্লা করিয়া ছাহেব কি কাম করিল
তেরা লেংড়া [৫] কামেলারে [৬] ডাকিয়া আনিল ॥ ৪০

---

[১] চমান = সমান। (ছাহেব, ছমান, ছোক, ছুন, ছাহা, ছেকান্দর, ছল্লা ইত্যাদির 'ছ' স্থানে স, শ, ষ প্রয়োগ দ্রষ্টব্য)।

[২] হেকান্দর = সেকেন্দর। [৩] বইছান = বসান্। [৪] ছভা = সভা।

[৫] তেড়া লেংড়া = ট্যারা ও ল্যাংড়া। [৬] কামেলা = মজুর।

ছাহেবের ডাকে লেংড়া আসে তাড়াতাড়ি
দুই পায়ে গোদ তার কলাগাছের গুড়ি [১]।
নাতি পুতি [২] বার হাজার ঝিএর জামাই
এইছা মাফিক্ [৩] কামেলা দেখ তিরভুবনে নাই ॥ ৪৪

(আরে ভালা) আসিয়া কামেলাগণে ছেলাম জানাইল
বানিয়া চঙ্গ্ মুল্লুক তারা বেড়িয়া বসিল।
চৈদ্দ [৪] মন গাঞ্জা [৫] ভরিয়া কল্কিৎ [৬] টান মাইল [৭]
বানিয়া চঙ্গ মুল্লুক জুইড়া ধুওয়া বান [৮] লাগল ॥ ৪৮
আলাল খাঁয় কহে লেংড়া কর এক কাম
খোদার হুকুমে তুমি ছালেমত [৯] জোয়ান।
দশমাস পূন্ন্ [১০] হইতে ছয়দিন আছে
আজিকার দিন দেখ চলিয়া গিয়াছে ॥ ৫২
রাত্রি পুষাইলে [১১] তুমি যাও হাইলা বন
সেইখানে যাইয়া তুমি কর এক কাম।
জমীন খুদিয়া এক পুরী তৈয়ার কর
সানেতে বান্দিয়া [১২] দেও যেমন পাথর ॥ ৫৬
একদিনের মধ্যে তুমি কাম করবা শেষ
বকশিষ দিয়াম [১৩] যত চাও অবশেষ।

রজনী পুহাইলে লেংরা কি কাম করিল
নাতি পুতি লইয়া লেংরা হাইলা জঙ্গলেরে গেল ॥ ৬০

---

১ গুড়ি = গোড়া। ২ নাতিপুতি = পৌত্র প্রপৌত্র।
৩ এইছামাফিক্ = এই প্রকারের। ৪ চৈদ্দ = চৌদ্দ।
৫ গাঞ্জা = গাঁজা। ৬ কল্কিৎ = কল্কেতে। ৭ মাইল = মারিল।
৮ ধুওয়া বান = ধূমের বন্যা। ৯ ছালেমত = প্রবীণ; শক্তিশালী।
১০ পূন্ন্ = পূর্ণ। ১১ পুষাইলে = পোহাইলে।
১২ বান্দিয়া = বাঁধিয়া। ১৩ দিয়াম = দিব।

ছয়মাসের পথ জঙ্গল হাঁটিয়া না হয় পাড়ি [১]
কামেলা সহিত লেংরা চলে তাড়াতাড়ি।
বার হাজার কূদালিয়ার কাটিয়া ফালায় মাডি [২]
সাণেতে বান্দিয়া লেংরা বানাইল কুডী॥ ৬৪
পাথর বিছাইয়া দিল সিড়ির উপরে
পুরী তৈয়ার কর‍্যা লেংরা ফিরে নিজ ঘরে।
বাইশ পুরা জমিন লেংরা লাখেরাজ পাইয়া
সুখে বাস করে লেংরা নাতি পুতি লইয়া॥ ৬৮

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন
বিবিরে পাঠাইলা সাহেব সেই হাইলা বন।
কুড়ি বছরের খান্ খুড়াকী [৩] সঙ্গে তার দিয়া
এক বান্দী সঙ্গে বিবিরি রাখিল আসিয়া॥ ৭২

(২)

দিশা ঃ—মিছা দুন্যাই কর বন্দারে।

উজীর নাজীর লইয়া দেওয়ান রাজত্বি যে করে
বিবিরে পাঠাইয়া দেওয়ান বনে কুন্ [৪] কাম করে।
ঘর আন্দাইর [৫] বাড়ী আন্দাইর যেই দিগেতে চায়
কান্দ্যা জারজার ছাহেব শান্তি নাই সে পায়॥ ৪
একদিন আলাল খাঁ দেওয়ান কহে ভাইয়ের স্থানে
দেওয়ানকি করিতে আমার নাহি লয় আর মনে।
রাজ্য রইল পরজা রইল রইল বাড়ী ঘর
সকল ছাড়িয়া আমি যাইবাম ছফর [৬]॥ ৮

---

১ পাড়ি=অতিক্রম করা। ২ মাডি=মাটি, কুডী=কুঠী।
৩ খান্ খোড়াকী=খানা খাদ্য; খোরাক পোষাক। ৪ কুন্=কোন্।
৫ আন্দাইর (আন্ধাইর)=আঁধার। ৬ ছফর=শফর, ভ্রমণ।

এ দেওয়ান গিরী যত মোর কি কামে আসিবে
মড়িলে কড়ার চিজ্ [1] সঙ্গে না যাইবে।
আন্দাইর কব্বরে ভাইরে মরিব পঁচিয়া
কীরাতে [2] খাইবে গুস্ত [3] টানিয়া টানিয়া॥ ১২
যত দেখ কইন্যা পুত্র [4] আর বন্ধু ভাই
কামাই [5] কর্‌লে খাউরা [6] আছে সঙ্গে যাইবার নাই।
যে জন বানাইছে এই এ তিন সংসার
ফকীর হইব আমি নামের তাহার [7]॥ ১৬
ফকীর হইয়া আমি যাইবাম মক্কার স্থানে
হজরত আল্লার পাঁড়া [8] পইড়াছে [9] সেখানে।
কুড়ি বচ্ছর আমার নামে কর দেওয়ানগিরি
কুড়ি বচ্ছর বাঁচি যদি ফিরিবাম বাড়ী॥ ২০

একদিন আলালখাঁ দেওয়ান আশা [10] লইয়া হাতে
আল্লার নামেতে তসবী(র) বান্ধি লইল মাথে।
একলা চলিল দেওয়ান ছাইড়িয়া [11] বাড়ী ঘর
রাজ্যের যতেক লোক কাঁন্দিয়া জরজর [12]॥ ২৪

---

[1] কড়ার চিজ্ = কড়া প্রমাণ মূল্য যে জিনিসের অর্থাৎ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। [2] কীরা = কীট। [3] গুস্ত = মাংস।
[4] কইন্যা পুত্র = কন্যাপুত্র। [5] কামাই = রোজকার, উপায়।
[6] খাউরা = খাদক ; পোষ্য।
[7] 'ফকীর......তাহার" = যিনি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাঁহারই নামের কাঙ্গাল হইব।
[8] পাঁড়া = পদচিহ্ন। [9] পইড়াছে = পরিয়াছে ; পতিত হইয় ছে।
[10] আশা = দণ্ড, যষ্ঠি। [11] ছাইড়িয়া = ছাড়িয়া।
[12] জরজ্জর = জর্জ্জর ; অবসন্ন।

উজীর নাজীর কান্দে কান্দে যত ভাই
হস্তী ঘোড়া কান্দে যত লেখা জুখা নাই ;
সকলে বলিল সাহেব আমরা সাথে যাই
গোলাম হইলাম আমরা তোমাকে জানাই ॥ ২৮

আলাল খাঁ বলেন আমি একা চল্যা যাব
রাজ্যের কড়ার চিজ্ সঙ্গে না লইব।
এইরূপে আলাল খাঁ দেওয়ান কি কাম করিল
ফকীর হইয়া ভবে দেওয়ান মক্কায় চলিল ॥ ৩২

এক বান্দী সঙ্গে বিবি থাকেন জঙ্গলে
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সকলে।
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ সে হইল।
বিষের জ্বালায় [১] বিবি অচৈতন্য হইল ॥ ৪
সোনার পালঙ্কে সেবা শুইয়া নিদ্রাযায়।
কপালের দোষে সেই মাটিতে ঘুমায়।
বান্দী দাসী ছিল যার লেখা জুখা নাই
হেন বিবি একা থাকে কেমনে জানি তাই ॥ ৮
এক মাত্র বান্দী আছে সাথের সঙ্গিনী
খিদায় জুগায় [২] খানা পিয়াসেতে পানি।
দুঃখে দুঃখে ছয়দিন গত হইয়া গেল
পূর্ণমাসীর চান্ বিবি কেলেতে পাইল ॥ ১২

পুত্র পাইয়া বিবির মন হইল খুসী
ভুলিল রাজ্যের কথা আর বান্দী দাসী।
আজি যদি দেওয়ান সাহেব এই কথা শুনিত
আপচুষ [৩] মিটাইয়া কত ধন বিলাইত ॥ ১৬

---

১ বিষের জ্বালায় = প্রসব বেদনায়। ২ জুগায় = জোগাড় করিয়া দেয়
৩ আপচুষ = আপশোষ, ক্ষোভ।

অন্ধকারে কাঞ্চা [১] সোনা জ্বলিল মানিক
কি কইব দুঃখের কথা মনের হইল ধিক [২]।
গলার হীরার হার বিবি যতনে খুলিয়া
বান্দীর গলায় বিবি দিলাইন পরাইয়া॥ ২০
তুমি আমার মা বাপ তুমি যে বহিন
তোমার কুদ্রতে [৩] আমি তরি দরিয়া গহিন [৪]।
এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল
পুন্নিমার চান্দ শিশু বাড়িতে লাগিল॥ ২৪
খদার কুদ্রতে দেখ এক বচ্ছর যায়
হামখুর [৫] দিয়া হাঁটে শিশু কান্দ্যা ডাকে মায়।
আন্ধাইরে মানিক বাছা কলিজার সাল [৬]
মায়েত রাখিল নাম ছুরত জামাল॥ ২৮

এই দিকে হইল কিবা শুন বলি সবে
দেওয়ান গিরি করে দুলাল বান্যাচন্দ মুল্লুকে।
এক দিন দুলাল খাঁ কি কাম করিল
লোকে লস্কর লইয়া সাহেব শিকারেতে গেল॥ ৩২
আগে পাছে চলে লোক তুফান যেমন।
হইলা বনেতে যাইয়া দিলা দরিশন॥
কাঠ কাটে কাঠুরিয়া পুলাপুতি [৭] সাথে।
সেইখানে দুলাল খাঁ দেওয়ান দেখে আস্মাতে॥ ৩৬
কাঠুরিয়া বালক যত পন্থে করে মেলা।
সেই পথে দুলাল খাঁ দেওয়ান করিলেক মেলা॥

---

১ কাঞ্চা = কাঁচা। ২ 'মনের হইল ধিক্' = মনে ধিক্কার জন্মিল।
৩ কুদ্রতে = কৃপাতে। ৪ গহিন = গভীর।
৫ হামখুর = হামাগুড়ি। ৬ শাল = শলকা।
৭ পুলাপুতি = ছেলেপিলে।

পূর্ণমাসীর চান যেন ছুরত জামাল।
চিচরানী [১] খেলে যত বনের রাখাল॥ ৪০
সুন্দর কুমার দেখে লাগিলেক তাক্ [২]।
না জানি এ কার ছাল্যা [৩] কেবা মাও বাপ॥
আলাল খাঁর মুখের মত দেখিয়া আকির্ত্তি [৪]।
মনে মনে দুলালখাঁ যে হইল চিন্তিত॥ ৪৪
বনেতে এমন পুত্র আর বা হবে কার।
চান্দের সমান শিশু বিবি ফতেমার॥
সাত বচ্ছরের শিশু দেখিতে সুন্দর।
এমন ছুরৎ নাই দুনিয়া ভিতর॥ ৪৮
আন্দেসা [৫] করিয়া সাহেব মনেতে ভাবিল।
সাত বছরের কালে জংলায় দেখা হইল॥
(হায় আল্লা) কুড়ি বছরের মর্ধ্যে হইল দরশন।
গনক গনিল গনা না জানি কেমন॥ ৫২
কিস্‌মতে [৬] যা থাকে সাহেব এইমতে ভাবিয়া।
মুল্লুকে চলিয়া যাইন [৭] লোক লস্কর লইয়া॥ ৫৪

(৪)

তবে ত দুল্লালখাঁ দেওয়ান কি কাম করিল।
উজীর নাজার সবে ডাকিয়া আনিল।
সিতাবী ধাইয়া আইল বৃদ্ধা [৮] যে উজীর।
আইল কারকুন মুন্সী আরাহি [৯] নাজীর॥ ৪

---

১ চিচরানী=হাডুডুডু; কপাটি খেলা।
২ লাগিলেক তাক্=আশ্চর্য্যান্বিত হইল।
৩ ছাল্যা=ছেলে।
৪ আকির্ত্তি=আকৃতি।
৫ আন্দেসা=আন্দাজ।
৬ কিসমত=ভাগ্য।
৭ যাইন=যান।
৮ বৃদ্ধা=বৃদ্ধ।
৯ আরাহি=

(আরএ ভালা) উজীর নাজীর দেওয়ান ডাকিয়া কহিল।
জঙ্গলার যত কথা সব শুনাইল ॥
যতেক শয়তান মিলি আর সল্লা [১] করে।
কিরূপে জামাল খাঁ শিশু [২] মারিব [৩] তাহারে ॥ ৮

তুমিত মুল্লুকের দেওয়ান কহি যে তোমায়।
এসব রাজত্বির সুখ সব তোমার দায় ॥
বুড়া হইয়া তোমার ভাই বৈদেশেতে গেছে।
কি জানি এতেক কাল আছে কি মইরাছে [৪] ॥ ১২
সুখেতে দেওয়ানি কর বাঁচ যত কাল।
কাটিয়া উজার কর দুষমনিয়া শাল [৫] ॥

তবে ত কহিল দুলাল আরে পাত্র মিত্রগণ।
কেমন করিয়া শিশু মারিবাম এখন ॥ ১৬
শুনিয়া নাজীর মুন্সী সবে যুক্তি দিল।
তেরা লেংরা আনিবারে লোক পাঠাইল।

(আর ভাইরে) দরবারে আসিয়া লেংরা জানাইল সেলাম।
কি লাগ্যা ডাক্যাছ সাহেব আছে কোন্ কাম ॥ ২০
দুলাল খাঁ কহিল লেংরা তুমি মোর ভাই।
তুমি না করিলে আছান্ [৬] আর রক্ষা নাই ॥
আজাব [৭] মুস্কিলে আমি পড়িয়াছি বড়।
সীতাবি যাইয়া তুমি এক কাম কর ॥ ২৪

---

১ সল্লা = ষড়যন্ত্র।
২ শিশু = শিশু পুত্রকে। ৩ মারিব = মারিবে।
৪ মইরাছে = মরিয়াছে।
৫ দুষমানিয়া শাল = দুষমনিয়া (শত্রু), শাল = শল্য।
৬ আছান = উদ্ধার (আসান্ হইতে)।
৭ আজাব = ঘোরতর; ভয়ঙ্কর।

যতেক হামেলা বন সব উথারিয়া [১]
সুখে বাস কর তুমি ঘর বাড়ী বান্ধিয়া।
আর বিবি ফতেমার সেথা বান্ধ্যা দিছ্‌লা [২] ঘর
মাটি চাপিয়া দিবে তাহার উপর॥ ২৮
বাহির না হইতে পারে মাটি চাপা দিয়া
কবরের মাধ্যে তারে আসিবে রাখিয়া।

এই কথা বৃদ্ধ উজীর যখনি শুনিল
ভাসিয়া চক্ষের পানি জমীনে পড়িল॥ ৩২
চল্লিশ পুড়া জমীনরে ভাই খাজনা খিরাজ নাই
ধাইয়া চলিল লেংরা ছাথে লিয়া [৩] ভাই।
ঘোড়ায় চাবুক মারি বৃদ্ধ সে উজীর
হামিলা বনেতে যাইয়া হইল হাজির॥ ৩৬

(আরে ভাইরে) বইয়া আছুইন্‌ [৪] ফাতেমা বিবি বান্দীরে লইয়া
মনের কথা কয় উজীর কান্দিয়া কান্দিয়া।
কি কর কি কর বিবি কি কর বসিয়া
সুখের দিন দিকি [৫] তোমার গিয়াছে ভাসিয়া॥ ৪০
দুষ্‌মন দুলাল খাঁ দেখ কি কামনা করে
পুত্রের সহিত তোমায় চায় মারিবারে।
দশ হাজার লোক লইয়া লেংরা আসিছে ধাইয়া
মাটি চাপা দিবে তোমায় ঘরেতে রাখিয়া॥ ৪৪

এই কথা ফতেমা বিবি যখন শুনিল
ব্যাকুল হইয়া বিবি কান্দিতে লাগিল।

---

১ উথারিয়া = উন্মূলিত করিয়া। ২ বান্ধ্যা দিছ্‌লা = বাঁধিয়া দিয়াছিলা। ৩ ছাথে লিয়া = সঙ্গে লইয়া। ৪ বইয়া আছুইন = বসিয়া আছেন। ৫ দিকি = দেখি।

(আর ভাইরে) জংলা হইতে দেত্তয়ান খেলা যে করিয়া
আইল মায়ের কাছে ক্ষুধা যে লাগিয়া ॥ ৪৮
আইসা দেখে কান্দে মায় মুণ্ডে দিয়া হাত
কান্দিয়া দাসীরে জামাল পুছিলেক [১] বাৎ [২]।
ভিন্ন পুরুষ দেখি ঘরে কিসের কারণ
কি লাগ্যা কান্দে মায় কহ বিবরণ ॥ ৫২

ব্যাকুল হইয়া বিবি পুত্র লইয়া কুলে
চুম্বন করিয়া পুত্রে বসাইল কুলে।
আহা রে প্রাণের পুত্র কি বলিব তোমারে
ফাটিয়া যাইছে বুক কলিজা বিদরে ॥ ৫৬
রাজ্য ছাড়িয়া আমি আইলাম বনে
বরাতে আছিল দুঃখ খণ্ডাই কেমনে।
দুষ্‌মন হইয়া তোর চাচা এমন করিল
তোর বাপের বৃদ্ধ উজীর খবর আনিল ॥ ৬০

উজীরে ছেলাম করি ছুরৎ জামাল
মায়েরে পুছিল বার্ত্তা হইয়া বোকাল [৩]।
(আর মাগো) আপন বল্‌তে যার কেউ নাই দুনিয়া ভিতরে
কান্দিতে স্বজিলা বিধি অভাগী মায়েরে ॥ ৬২
কেবা বাপ কেবা ভাই কোথায় বাড়ী ঘর
ফুইদ্ [৪] করিলে মায় না দেয় উত্তর।
তুমি যদি কহ সেই পূর্ব্ব [৫] ছমাচার [৬]
উজীরের কাছে জামাল জিজ্ঞাসে আবার ॥ ৬৮

---

[১] পুছিলেক = জিজ্ঞাসা করিল। [২] বাৎ = কথা।
[৩] বোকাল = ব্যাকুল। [৪] ফুইদ্ = জিজ্ঞাসা।
[৫] পূর্ব্ব = পূর্ব্ব ; আগেকার।
[৬] ছমাচার = সমাচার।

শুনিয়া উজীর তবে কি কাম করিল
বেদ বির্ত্তান্ত [১] যত সকল শুনাইল।
আরও ছুনাইল [২] তার বাপের মক্কা যাওয়ার কথা
গণকে গণিল যাহা আজব [৩] বারতা॥ ৭২
বনেতে কুঠরি বান্ধি তোমারি লাগিয়া
মন দুঃখে বাপ গেছে বৈদেশী হইয়া।
(আর ভাইরে) দুষমন হইয়া চাচা কুতল [৪] করিতে
লেংরারে পাঠাইয়াদিছে হামিলা বনেতে॥ ৭৬
জংলা ছাইড়া আজি রাইতের মধ্যেতে
জংলা ছাইড়া যাও আইজের নিশীতে [৫]।
শুনিয়া জামাল খাঁ তবে লাগে কান্দিবারে
এদেশে দরদী নাই দুক্ষু বলি কারে॥ ৮০
মায়ে পুতে [৬] কান্দে তবে গলা যে ধরিয়া
চক্ষের পানিতে গেল জমীন ভাসিয়া।
জামাল খাঁ কহিল মাও কোন্ দেশে যাই
মা বলে আল্লা বিনে আর গতি নাই॥ ৪

বারতা পুছিল বৃদ্ধ উজীরের স্থানে
উজীর কহিয়া দিল খুঁজিয়া আনমানে [৭]।
তোমার বাপের ছিল দুস্ত [৮] পশ্চিম ভাগ সরে
দুবরাজ নামেতে রাজা কহিয়া যাই তোমারে॥ ৮৮

---

১ বেদ বির্ত্তান্ত = আদ্যন্ত সমস্ত কথা।
২ ছুনাইল = শুনাইল। ৩ আজব = আশ্চর্য্য।
৪ কুতল = খুন। ৫ লাইন ৭৭-৭৮, জংলা············নিশীতে। রাত্রি থাকিতে থাকিতে এই বন ত্যাগ করিয়া যাও। নিশীতে = নিশীথে।
৬ পুতে = পুত্রে। ৭ আনমানে = অনুমানে। ৮ দুস্ত = বন্ধু।

আজি রাত্রির মাঝে তোমরা যাও সেই খানে
হাঁটিয়া যাইবে দূরে সকাল বিয়ানে [১]।
পরিচয় কথা কইয়া বুঝাইব আমি
সঙ্গেতে চলিলা উজীর আদাব পর্‌দানি [২] ॥ ৯২

(৫)

পাছে পইড়া রইল বন কাঠুরিয়া ভাই
প্রাণের ভয়ে জামাল চলে অন্য ঠাঁই।
(আর ভাইরে) পালকী তাঞ্জামে সেই বিবি চড়িয়া যায়
হাঁটিয়া চলিল বিবি দুষমনের দায় [৩] ॥ ৪
কিছু কিছু হাঁটে বিবি খানেক [৪] গিয়া বইসে
সাত দিনে উথারিল [৫] ব্রাহ্মণ রাজার দেশে।

আসমানে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর
লাগ্যা দারুণ ক্ষিদা জল্যা যায় অন্তর ॥ ৮
উজীর যাইতে জামাল চলে আপন মনে
পর্‌বেশ করিল গিয়া রাজার ভবনে।
পরীর মুল্লুক যেন দেখিতে সুন্দর
দুবরাজ রাজার পুরী তেঁই [৬] মনহর ॥ ১২
বইসা আছে বামন [৭] রাজা পালঙ্ক উপর
উজীর সহিতে জামাল সামনে হইল খাড়া।
দুইজনে রাজারে তবে ছেলাম জানায়
জামালকে দেখিয়া রাজা করে হায় হায় ॥ ১৬

---

[১] সকাল বিয়ানে=অতি ভোরে।
[২] আদাব পর্‌দানি=আদাব (সেলাম) পর্‌দানি (প্রদান করিয়া); নমস্কার করিয়া।
[৩] দায়=দরুণ।
[৪] খানেক=খানিক।
[৫] উথারিল=উত্তরিল ; উপস্থিত হইল।
[৬] তেঁই=সেই জন্যই।
[৭] বামন=ব্রাহ্মণ।

ফুইদ করে কার পুত্র কোন্ বা দেশে বাড়ী।
কিসের লাগ্যা আইলা এথা কহ শিগ্রী করি॥
বির্দ্দ [১] উজীর তখন কান্দ্যা কহিল।
আক্কির মুছিয়া পানি তবে চিন্য [২] দিল॥ ২০

(আরে ভাইরে) তোমার যে দুস্ত হয় আলাল খাঁ দেওয়ান।
তার পুত্র জামাল খাঁ হাচা [৩] কহিলাম॥
বড় দুক্কু পাইয়া মিয়া আইল তোমার কাছে।
ফতেমা বিবি দেখ সঙ্গেতে আইসাছে [৪]॥ ২৪
দুষমন হইয়া চাচা কোন্ কাম করে।
জঙ্গলায় পাঠাইল ফৌজ জামালে মারিবারে॥

এহাত [৫] হুনিয়া [৬] রাজা কি কাম করিল।
জামালে ধরিয়া রাজা পালঙ্কে বসাইল॥ ২৮
বাছা বাছা চিজ্ তারে খাইবারে দিল।
আতর গোলাপ তার অঙ্গে ছিডাইল [৭]॥
বার দুয়াইরা ঘর বান্ধে রাজ্যের ভিতর।
তাহাতে রহিল জামাল সঙ্গেতে উজীর॥ ৩২
দাসী বান্দী দিল কত লেখাজুখা নাই।
বামনদেশে [৮] থাক্যা জামাল শুন মমীন ভাই॥
সেই দেশে থাক্যা জামাল দেখে এক চিত্তে।
এক দিন গেল জামাল দক্ষিণ দিকেতে॥ ৩৬
সানেতে বান্ধিয়া দিছে ঘাট চারি খান।
ঘাটে ঘাটে উড়িতেছে সোনার নিশান॥

---

১ বির্দ্দ=বৃদ্ধ।
২ চিন্য=পরিচয়।
৩ হাচা=(সাচ্চা) সত্য।
৪ আইসাছে=আসিয়াছে।
৫ এহাত=ইহা।
৬ হুনিয়া=শুনিয়া।
৭ ছিডাইল=ছিটাইল।
৮ বামন দেশে=ব্রাহ্মণের দেশে।

(আরে ভালা) রাজার বাড়ীতে জামাল আছে মনের সুখে।
এক দিন মায়ের কাছে কয় মনের দুখে ॥ ৪০

শুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে।
ফকীর হইয়া যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গ সহরে।
বাপের রাজত্তি আইয়াম [১] চক্ষেতে দেখিয়া।
বিদায় দেউখাইন মা জননী অরষিত [২] হইয়া ॥ ৪৪
এই কথা শুন্যা বিবি কান্দ্যা জার জার জার।
এত দুঃখ দিলা খোদা নছিবে আমার ॥
(আরে পুত্রু) তোমারে লইয়া আমি ভিক্ষা মাগ্যা [৩] খাব।
দুষ্‌মনের দেশে তোমারে যাইতে নাহি দিব ॥ ৪৮
কত কথা কইয়া জামাল মায়েরে বুঝায়।
পর্‌বোধ না মানে মায় কান্দে হায় হায় ॥
তবে ত জামাল খাঁ দেওয়ান কি কাম করিল।
রাত্রি নিশাকালে একদিন ঘরের বাইরি [৪] হৈল ॥ ৫২
সই সাবুদ [৫] দুস্ত কত সঙ্গেতে লইয়া।
পর্‌থমে হাইলার বনে দাখিল অইল গিয়া ॥
গিয়া দেখে হাইলা বনে গাছ বিরিখ [৬] নাই।
বন জঙ্গলা কাট্যা [৭] লেংরা কইরাছে সরাই ॥ ৫৬
জঙ্গলা কাট্যা করছে আবাদী [৮] জমিন।
তাহাতে বসতি করে কমজাত কমিন [৯] ॥

---

১ আইয়াম = আসিব।
২ অরষিত = হরষিত।
৩ মাগ্যা = মাগিয়া।
৪ বাইরি = বাহির।
৫ সই সাবুদ = সঙ্গী সা থী।
৬ বিরিখ = বৃক্ষ।
৭ কাট্যা = কাটিয়া।
৮ আবাদী = চাষ করার যোগ্য, ফসল জন্মাইবার উপযুক্ত।
৯ কমজাতকমিন = নীচবংশজাত দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

যেখানে থাকিত জামাল মায়ের সহিতে।
মাটি চাপা দিছে লেংরা তার উপরেতে ॥ ৬০
চল্লিশপুড়া জমি লেংরা নাখেরাজ পাইয়া।
হাইলা বনে থাকে লেংরা পুতি নাতি লইয়া ॥

এই দেখ্যা জামাল খাঁ দেওয়ান মেলা যে করিল।
বান্যাচঙ্গ মুল্লুকে গিয়া দাখিল হইল ॥ ৬৪
উজার মুল্লুক দেখে যত প্রজাগণ।
হাহাকারে কান্দে সবে বড় দুক্ষু মন [১] ॥

দুষমন্ দুলাল খাঁ দেখ কোন্ কাম করে।
পরজারে আনিয়া যত বে-ইজ্জত করে ॥ ৬৮
খিরাজের লাগ্যা কার কার কাটে বা গর্দ্দান।
তাওয়াই [২] হইল রাজ্যি না পায় আছান ॥
শিঙ্গের পাগাড়ে [৩] লোকে রাখে বাছাইয়া।
মরিচের ধুমা দেয় দাঁড়িতে বান্ধিয়া ॥ ৭২
আওরাত জননী সবে বে-ইজ্জত করে
দুক্ষু পাইয়া দেশের লোক বাড়ী ঘর ছাড়ে। ৭৪

এই সব দেখিয়া জামাল কি কাম করিল
আসিয়া মায়ের আগে বার্ত্তা জানাইল।
ষোল বচ্ছর কালে জামাল কোন্ কাম করে
ফৌজ লইয়া গেল লড়াই শিখিবারে ॥ ৭৮

---

১ মন—(মনে) কর্ত্তায় অধিকরণ। ২ তাওয়াই = ধ্বংস ; বিনাশ।
৩ শিঙ্গের পাগাড়ে = যে কুপে শিং মাছ রাখা হয়। পূর্ব্বকালে অত্যাচারী ভূম্যধিকারীরা অপরাধী প্রজাগণকে ধরাইয়া আনিয়া শিংমাছের কুপে ছাড়িয়া দিত এবং মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদিগের উপর অত্যাচার করা হইত। পোড়া লঙ্কার ভাণ্ড দাঁড়িতে বান্ধিয়া, তাহার যন্ত্রণাদায়ক তীব্র গন্ধে হতভাগ্যদিগকে জর্জ্জরিত করার রীতিও জমিদারগণের একটা প্রাচীন দণ্ডবিধি।

ঢাল তলোয়ার আর হাতের চালান
বামন দেশেতে হইল বড়ই সুনাম।
কুড়ি না বচ্ছরের কালে কি কাম করিল
শিকারে যাইবে বল্যা মায়ের আগে গেল॥ ৮

বিদায় দেওগো মা জননী বিদায় দেউখাইন [১] মোরে
হামেলা বনেতে আমি যাইবাম শিকারে।
রাজারে কহিয়া আমি লইয়াছি লস্কর
হাতি ঘোড়া লইয়াছি লোক বহুতর॥ ১২
পায়ে ধরি মা জননী রাখ মোর কথা
যাইব শিকারে আমি না হইব অন্যথা।
জামালের কথা শুনি বিবি কোন্ কাম করে
কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী জামাল খাঁরে বলে॥ ১৬

দুক্কিণীর [২] ধন বাছা অন্ধের লৌড়ি [৩]
আল্লায় রাখুন বাছা এহি দুয়া [৪] করি।
একদিন জামাল খাঁ দেওয়ান যাত্রা যে করিল
হামিলার বনে গিয়া দরিশন দিল॥ ২০
লেংরার যতেক লোক করে মার মার
ফৌজ লইয়া জামাল হইল আগুসার।
ধরিয়া যতেক লোকের গর্দ্দানা কাটিল
দশহাজার নাতি পুতি পলাইয়া গেল॥ ২৪
লেংরারে ধরিয়া জামাল কোন্ কাম করে
হাতে গলায় বন্ধ্যা লয় [৫] বানিয়া চঙ্গ সহরে।

---

[১] দেউখাইন = দিন্।

[২] দুক্কিনীর = দুঃখিনীর।

[৩] লৌড়ি = নড়ি, যষ্টি।

[৪] দুয়া, দোওয়া = প্রার্থনা।

[৫] লয় = লইয়া যায়।

তবেত চলিল জামাল বানিয়া চঙ্গ মুল্লুকে
রাজ্যের যতেক পরজা উবু [১] হইয়া দেখে ॥ ২৮
হাতী ঘোড়া কত চলে নাই লেখা জোখা
কোন্ পালোয়ান আইল করিবারে দেখা।
ঘোড়ারে চাবুক মারে ধুলা উড়্যা যায়
বানিয়া চঙ্গ মুল্লুকের প্রজা চাইয়া দেখে তায় ॥ ৩২
আইসাছে জামাল খাঁ যখন তাহারা শুনিল
ফৌজের সঙ্গেতে যত প্রজা যোগ দিল।
হাউলী করিল বন্দী যত ফৌজ লইয়া
দুষমন দুলাল খাঁ দেওয়ান গেল পলাইয়া ॥ ৩৬
বাপের রাজত্বি দেওয়ান দখল করিল
বির্দ্দ উজীরে তবে সম্বাদ যে দিল।

(আরে ভাইরে) তাঞ্জাম পাঠাইয়া দিল মায়ের লাগিয়া
আসিলা ফতেমা বিবি দুলায় [২] চড়িয়া ॥ ৪০
কথা শুন্যা বামন রাজা খুসী হৈল মনে।
জামাল খাঁ রাজত্বি করে অতি সাবধানে ॥

ফৈজু ফকীর কয় আল্লার কেরামত
দুনিয়ার কে জানে ভাই আল্লার কুদ্রত ॥ ৪৪
বনের ফকীর দেখ জামাল আছিল
হৈয়া আপন চাচা দুষমনি করিল।
জারী [৩] গাও খেলুয়ার ভাইরে তালে রাখিও পাও
এই দিশা [৪] ছাইড়া তোমরা অন্য দিশা গাও ॥ ৪৮

---

১ উবু = মুখ বাড়াইয়া উচু হইয়া।

২ দুলা = (দোলা) পাল্কী।

৩ জারী = মুসলমানদের গান বিশেষ।

৪ দিশা = গায়কেরা একত্র হইয়া যে গান করে (কোরাস্) তাহাকে 'দিশা' বলিত।

সভা কইরা বইসা আছ যত মমীনগণ
অধুয়া সুন্দরীর কথা শুন দিয়া মন। ৫০

(৭)

অধুয়া সুন্দরীর কথা।

ডুবরাজ রাজার কন্যা অধুয়া সুন্দরী
তার রূপে লাজ পায় যত হুর পরী।
আসমানের দিকে কন্যা চক্ষু মেল্যা চায়
সরমে সূরুয্ গিয়া আবেতে [১] লুকায়॥ ৪
(আরে ভাইরে) বাপের ডুলালী [২] কন্যা মায়ের পরাণি।
পাঁচ না ভাইয়ের সেই আতুরিয়া ভগিনী॥
সোনার পালঙ্কে কন্যা শুইয়া নিদ্রা যায়।
গোলাপী পানের বিরি [৩] শুইয়া শুইয়া খায়॥ ৮
পাঁচ না ভাইয়ের বউ আবের কাঁকই [৪] লইয়া।
অধুয়ার লুটন [৫] খানি দেয় ত বান্ধিয়া॥

(আরে ভাইরে) আসমানের কালা মেঘ দরিয়ার কাল পানি।
যেই দেখে ভুলে সেই কন্যার চাওনি॥ ১২
গঙ্গাজল শাড়ী পরে অধুয়া সুন্দরী।
দেখিয়া সুন্দর রূপ হার মানে পরী॥
হাঁটিয়া যাইতে কেশ জমিনে লুটায়।
দেখিয়া কন্যার রূপ ভুলন না যায়॥ ১৬

---

১ আব্=(অভ্র), আভ্।

২ ডুলালী=আদরিণী।

৩ গোলাপী পানের বিরি=গোলাপ-গন্ধ-বাসিত পানের খিলি।

৪ কাঁকই=চিরুণি।

৫ লুটন (লোটন)=খোঁপা-বিশেষ

যোল বৎসরের কন্যা পরথম যৈবতী।
দক্ষিণা বাগেতে নাই এমন সুন্দরী ॥
একদিন অধুয়া যে ফুল তুল্‌তে যায়।
চাঁন্দের সমান জামাল খাঁরে পন্থে দেখতে পায় ॥ ২০
জামালের রূপ কন্যা চক্ষেতে দেখিয়া।
মনে মনে চিন্তা করে পাগল হইয়া ॥
(আরে ভাইরে) কিবা রূপ অপরূপ আহা মরিমরি।
না দেখি এমন রূপ তিরভূবন জুরি' ॥ ২৪
দাঁড়াইয়া অধুয়া যে চক্ষু মেলি হেরে।
কোটিশশী জিনিরূপ ঝল মল করে ॥

একদিন দুইদিন তিন দিন গেল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা শয্যায় শুইল ॥ ২৮
পাঁচ ভাইয়ের বধু কয় শুন গো ননদিনী।
এমন হইল কেন কিছুই না জানি ॥
কি সাপে দংশিল তোর কোমল পরাণি।
কিরূপ দেখিয়া তুই হইলি পাগলিনী ॥ ৩২
বিয়া না হইতে বুঝি ধরিয়াছ নাগর।
একেলা বিরহে তার হইয়াছ কাতর ॥
মায়ে বুঝায় বাপে বুঝায় বুঝায় পঞ্চ ভাইয়ে।
বুঝাইলে না বুঝে কন্যা সদা থাকে শুইয়ে ॥ ৩৬
ফুফাইয়া [১] কান্দে কন্যা একাকিনী থাকিয়া।
স্বপ্নে দেখে জামাল খাঁরে মায়ের কোলে শুইয়া ॥

ফজরের [২] কালে কন্যা কি কাম করিল।
তুলিয়া বাগের [৩] ফুল মালা যে গাঁথিল ॥ ৪০

---

১ ফুফাইয়া = ফোঁপাইয়া। ২ ফজর = প্রভাত।
৩ বাগের = বাগানের।

গোপনে লিখিল পত্র অধুয়া সুন্দরী।
মুছিয়া আঁখির জল দেখিলেক পড়ি॥
স্বপন দাসীরে ডাক্যা কহিল সুন্দরী।
রাখহ আমার কথা এহি ভিক্ষা করি॥ ৪৪
আজি দিনে যাও তুমি বানিয়াচং সহরে।
এহি ত গলার হার দিলাম তোমারে॥
এই পত্র নিয়া তুমি জামাল খাঁরে দিও।
আমার মনের দুঃখু তাহারে জানাইও॥ ৪৮

পত্র লইয়া স্বপন যে করিল গমন।
সাত রোজে উতারিল সহর বান্যা চঙ্গ॥
ঘোড়ায় চড়িয়া জামাল চৌঘরি খেলায়[১]।
হাঁটিয়া যাইতে স্বপন পন্থে লাগল পায়॥ ৫২
(আরে ভাইরে) মালা পত্র দিয়া ধাই ছেলাম করিল।
যাহার কারণে ধাই সহরে আসিল॥
শুন শুন শুন সাহেব বলি যে তোমারে।
আমি ত ভিন্‌দেশী নারী জানাই তোমারে॥ ৫৬
দক্ষিণ বাগ সহর মধ্যে অধুয়া সুন্দরী।
দেখিয়া তাহার রূপ লাজ পায় পরী॥
পরথম যুবতী কন্যা রূপেতে আগল[২]।
দেখিয়া তোমারে সাহেব হইয়াছে পাগল॥ ৬০

আঠার বচ্ছর রৈলে দক্ষিণ বাগ সহরে
রাজত্বি পাইয়া সুখে মনে নাই তারে।
পুরুষ বেইমান বড় জানিলাম সার
অধুয়া পাঠাইছে লিখন এই সমাচার॥ ৬৪

---

[১] চৌঘরি খেলায়=ঘোড়া লইয়া একরূপ খেলা।
[২] আগল=অগ্রগণ্যা।

(আরে সাহেব) একদিন যাও তুমি দক্ষিণবাগ সহরে
পরাণ ভরিয়া কন্যা দেখিবে তোমারে।
দক্ষিণ বাগেতে যত বাছা বাছা ফুলে
মালা গাঁথ্যা দিল কন্যা আসিবার কালে॥ ৬৮
এতেক বলিয়া ধাই পত্রখানি দিল
পত্র পাইয়া সাহেব পড়বার [১] লাগিল।
সাপের বিষেতে অঙ্গ অবস হইল
মায়ে না বলিল কিছু কেহ না জানিল॥ ৭২
(স্বপনে বিদায় করে দেওয়ান চলিল নগরে।) ৭৩

(৮)

ঘাটেতে আছিল বাঁধা রঙ্গের ভাওয়ালিয়া [২]
পরভাতে উঠিল তায় মাঝি মাল্লা লইয়া।
উজান বাতাসে ভাই ভরা পাল উঠে
তিন দিনে গেল জামাল অধুয়ার ঘাটে॥ ৪
ভাওয়ালিয়া বান্ধিয়া জামাল বসিল উপরে
সূরুয সমান রূপ ঝিল মিল করে।
প্রভাতে অধুয়া উঠ্যা [৩] কিকাম করিল
দাসী বান্দী লইয়া বিবি ঘাটেতে চলিল॥ ৮

পাঁচ না ভাইয়ের বউ চলিল সহিতে
বালিকা সকলে চলে হাসিতে হাসিতে।
সুগন্ধি ফুলের তৈল কেশেতে মাখিয়া
সোনার কলসী কাংকে [৪] লইল উঠাইয়া॥ ১২

---

১ পড়বার = পড়িতে।
২ রঙ্গের ভাওয়ালিয়া = রঙ্গের (রঙ্গীন্) ; ভাওয়ালিয়া (এক প্রকার পান্সী বিশেষ)।
৩ উঠ্যা = উঠিয়া।
৪ কাংকে = কাঁখে।

কোন সখী যায় দেখ হেলিয়া ঢলিয়া
যৌবনের ভারে ভাঙ্গে আটখান হইয়া।
লোটন [১] বান্ধিছে কেহ কার কেশ খোলা
কাহার গলায় গাঁথা চাম্পা ফুলের মালা॥ ১৬
আঁখিতে কাজল কারও কপালে সিন্দূর
কাঁকলে বাজিছে কারও রতন ঘুঙ্গুর।
কারও পিন্ধন পাটের শাড়ী কারও নীলাম্বরী
আইল জলের ঘাটে যতেক সুন্দরী॥ ২০

তার মধ্যে অধুয়া যে দেখিতে কেমন
তারার মধ্যেতে যেন চান্দের কিরণ।
ভাবিয়া ভাবিয়া অঙ্গ হইয়াছে মৈলান
তবু অঙ্গে জ্বলে রূপ অগ্নির সমান॥ ২৪
তৈল কাঁকাই বিনে চুল হইয়াছে জটা
তবু ত জিনিয়া রূপ যেন চান্দের ছটা।
জলের ঘাটেতে কন্যা দেখে দাঁড়াইয়া
ঘাটেতে আছে বান্ধা রঙ্গ ভাওয়ালিয়া॥ ২৮
তাহার উপরে জামাল দেখিতে কেমন
রাত্রি পোষাইলে ভানু দেখিতে যেমন॥

চাইর দিগে ফুট্যা রইছে নানান্ রঙ্গের ফুল
তাহার উপরে দেখ ভ্রমরার রুল [২]॥ ৩২
ভাওয়ালিয়া হইতে জামাল অধুয়ারে দেখে
দেখিয়া কন্যার রূপ তাক্ লাগি থাকে।
কন্যারে দেখ্যা জামাল পাগল হইল
লৈয়া খোদার নাম ভাওয়ালিয়া ছাড়িল॥ ৩৬

---

[১] লোটন=খোপা বিশেষ। [২] রুল=রোল, ঝঙ্কার, কলরব। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক স্থলে 'ও'কারের উচ্চারণ 'উ'কারের মত।

চারি চক্ষু এক হইল যাইবার কালে
ভ্রমরা উড়িয়া যায় ছাইড়া যেন ফুলে ।
ছিনান করিয়া কন্যা সঙ্গে সখীগণ
মন্দিরে পর্‌বেশ কৈল কন্যা বিরস বদন ॥ ৪০

জামাল দেখ্যা কন্যা পাগল হইল
ব্যাকুল হইয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল ।
কন্যারে লইয়া কোলে জিজ্ঞাসেন রাণী
কি কারণ কান্দ মাগো কও কও শুনি ॥ ৪৪
পালঙ্ক ছাড়িয়া কেন শুইলে ধরায়
দেখিয়া তোমার দুক্খু বুক ফাটিয়া যায় ।
তুমিত গুণের ঝি আঞ্চলের ধন
প্রাণের অধিক মোর যত্নের রতন ॥ ৪৮
পাঁচ না ভাইয়ের মধ্যে তুমি আদরিণী
যেন কালে [১] ডাক মোরে বলিয়া জননী ।
অন্তর জুড়ায় মাগো তোমার ডাকেতে
দুঃখু কেলেশ [২] মাগো পালায় দূরেতে ॥ ৫২
কি কারণে কান্দ মাগো কও একবার
খুলিয়া মনের কথা দেহ সমাচার ।
জিন্ পরী কিছু নাকি দেখিছ নয়নে
রাত্র নিশাকালে কিছু দেখিছ স্বপন ॥ ৫৬
কি দোষ কর‍্যাছি আমি বুঝিতে না পারি
অন্তরের কথা মাগো কও শীঘ্র করি ।
ফৈজু ফকীর কহে দোষ তোমার নাই
পীরিতি কর‍্যাছে কন্যা পীরিত বালাই ॥ ৬০

---

১ কালে = ভবিষ্যতে ; চিরদিন । ২ কেলেশ = ক্লেশ ।

(৯)

বাড়ীতে আসিয়া জামাল কি কাম করিল
বৃদ্ধ উজীরে তবে ডাকিয়া কহিল।
এই পত্র লিয়া [১] যাও দক্ষিন বাগ সহরে
যথায় ডুবরাজ রাজা বাস্তব্যি [২] করে॥ ৪
আছয়ে তাহার কন্যা অধুয়া সুন্দরী
দেখিয়া তাহার রূপ লাজ পায় পরী।
সভাতে বসিয়া তুমি পত্র খানি দিবা
কিছু কিছু সমাচার রাজারে কহিবা॥ ৮
হিন্দু মুসলমান দেখ আছে দুনিয়ায়
এক আল্লার সর্জন [৩] জানাইয়ো সভায়।
জামাল খাঁ করিতে বিয়া পাঠাইল তারে
অধুয়া সুন্দরী কন্যা বিয়া দেও তারে॥ ১২

পত্র লইয়া বির্দ্ধ উজীর গমন করিল
হস্তী ঘোড়া জহরত সঙ্গেতে লইল।
পাঁচ দিনে উত্তারিল দক্ষিন বাগ সহরে
সভাতে বসিয়া উজীর কোন্ কাম করে॥ ১৬
আতর মাখাইয়া পত্র দিল রাজার স্থানে
কন্যার বিয়ার কথা কহে সেই ক্ষনে। ১৮

(১০)

এতেক বামুন রাজা শুনিয়া জ্বলিল।
জ্বলন্ত আগুনি যেন ফুল্‌কিয়া উঠিল॥
জহ্লাদ ডাকিয়া রাজা কোন্ কামকরে।
সাত দিন রাখে রাজা অন্ধ কারাগারে॥ ৪

---

[১] লিয়া=লইয়া, নিয়া। [২] বাস্তব্যি=বসতি।
[৩] সর্জন্=সৃষ্টি।

বুকেতে পাষাণ দিয়া করিল বন্দনা [১]।
পিপড়া মান্দাইল [২] সব হইল বিছানা ॥
দাঁড়ি উপাড়িয়া তার মারে বেড়া পাক্ [৩]।
এক কান কাটিয়া তার করিল বিপাক ॥ ৮
লোহা পুড়াইয়া তার অঙ্গে দাগ দিল।
গর্দ্দানা ধরিয়া তারে রাজ্যের বাহির কৈল ॥

বান্যাচঙ্গ সহরে তবে উজীর পৌঁছিয়া।
জামাল খাঁরে বার্ত্তা জানায় কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১২
যা ছিল কপালে মোর করিল দুষ্‌মন্।
তোমার লাগিয়া মোর হইল এমন ॥
তোমার লাগিয়া মোর কাটা গেল কান।
সভাতে পাইলাম আমি দারুণ অপমান ॥ ১৬

(১১)

বাতাস পাইয়া যেন আগুনি জ্বলিল।
সাজাইতে রণের ঘোড়া আদেশ করিল ॥
আল্লাতাল্লা বলি সাজে যত সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া সাজায় কত করিবারে জঙ্গ্ ॥ ৪
তীর বর্শা হাতে লয় ঢাল তরোয়াল।
সাজিয়া চলিল রণে যেন যম কাল ॥
উড়িয়া মঞ্চের [৪] বালু আসমানে হইল ধুলা।
যতেক নবীর বংশ পন্থে কৈল মেলা ॥ ৮

---

১ বন্দনা = বন্ধন।
২ মান্দাইল—এক জাতীয় পীপিলিকা, ইহার কামড় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।
৩ বেড়া পাকে = দ্রুত ভাবে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণন।
৪ মঞ্চের = পৃথিবীর।

আল্লাতাল্লা বলে সবে করয়ে চীৎকার।
দেখিয়া রাজ্যের লোক লাগে চমৎকার॥
ঘোড়ার উপরে জামাল সোয়ার [১] হইল।
পাছেতে লস্কর যত কুঁদিয়া [২] চলিল॥ ১২

(১২)

হেথায় দুলাল খাঁ তবে কোন্ কাম করিল।
ফকীর হইয়া বেটা মক্কায় চলিল॥
ছয়মাস ঘুরিয়া মক্কার পন্থে পন্থে।
আলাল খাঁর দেখা পাইল সহর মধ্যেতে॥ ৪
গলায় কাপড় বান্ধ্যা উভু [৩] হইয়া পড়ে।
কান্দিয়া কহিছে কথা ভইয়ের গোচরে॥

শুনশুন ভাই সাহেব কহি তোমার গোচরে।
তোমার দুষমন্ পুত্র যে [৪] করিল মোরে॥ ৮
গর্দ্দান ধরিয়া করে রাজ্যের বাহির।
তোমার পুত্রের লাগ্যা আমি হইয়াছি ফকীর॥
রাজ্যের যতেক লোক গেছে পলাইয়া।
যুবতী জননা সবে রাইখাছে বান্ধিয়া॥ ১২
মান ইজ্জত নাই বান্যাচঙ্গ সহরে।
হেন পুত্র রাখ্যা তুমি আছ মক্কা সহরে॥

এই কথা আলাল খাঁ যখন শুনিল।
সর্ব্বাঙ্গে আগুন যেন জ্বলিয়া উঠিল॥ ১৬
ভাইয়েরে যে লিয়া সাথে ফিরিলেক দেশে।
দক্ষিণবাগ সহরে যে আসিয়া পর্‌বেশে॥

---

১ সোয়ার=আরোহী। ২ কুদিয়া=ক্রোধবশতঃ তর্জ্জণ গর্জ্জণ করিয়া।
৩ উভু=উপুর। ৪ যে=যাহা।

দুই দুস্তে কোলাকোলি হইল মিলন।
বহুৎ উমর [১] পরে এই দরশন॥ ২০
তবেত আলাল খাঁ দোস্তেরে কহিল।
পুত্রের যতেক কথা জিজ্ঞাসা করিল॥
দুষ্‌মন হইয়া দুবরাজ কহে ঝুট্‌বাৎ।
মিথ্যা সাক্ষী দিলা রাজা হইয়া বেমা'ৎ [২]॥ ২৪

তবেত আলাল খাঁ দেওয়ান কোন্ কাম করে
দুবরাজের সঙ্গে যায় বান্যাচঙ্গ্‌ সহরে।
পর খাইয়া [৩] লইল সৈন্য হাতী আর ঘোড়া
চলিল যতেক সৈন্য হাতে ঢাল কাড়া॥ ২৮
চলিল যতেক সৈন্য না যায় গননা
তুফান উঠিল যেমন উতাল বাহানা [৪]।
পাহাড় পর্ব্বত ভাইঙ্গা যেন আইসে নদীর পানি
সামনাসাম্‌নি দুই দলে দেখায় কেরদানি [৫]॥ ৩২

তবে বানিয়া চঙ্গের লোক যখন শুনিল
আল্লা আল্লা বল্যা সবে কুঁদিয়া উঠিল।
শুনিয়া জামাল খাঁ দেওয়ান কোন্ কাম করিল
হাতে ছিল ঢাল তরোয়াল জমীনে রাখিল॥ ৩৬
হাঁটিয়া চলিল জামাল বাপের সাক্ষাতে
পিতা পুত্রে দেখা হইল সর [৬] জমীনেতে।

শুক্‌না ডালেতে যেমন আগুণে ধরিল
কুমারে বান্ধিতে আলাল হুকুম করিল॥ ৪০

---

১ উমর = বৎসর। ২ বেমাৎ = ঈর্ষাপরায়ণ।
৩ পরখাইয়া = পরখিয়া; পরীক্ষা করিয়া, বাছাই করিয়া।
৪ বাহানা = ঢেউ। ৫ কেরদানি = কৌশল।
৬ সর = খোলা।

হাতে গলায় বান্ধ্যা লয় যতেক দুষমনে
চান্দেরে ধরিয়া যেমন খায় রাহুগণে
তবেত আলাল খাঁ দেওয়ান কি কাম করিল
বানিয়া চঙ্গ মুল্লুকে গিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৪
তবেত আলাল খাঁ দেওয়ান হুকুম করিল
আসিয়া জহ্লাদগণে কারাগারে নিল।
লোহার শিকল দিয়া হাতে পায়ে বান্ধে
বিপাকে পড়িয়া জামাল আল্লা বইলা কান্দে ॥ ৪৮
পাষাণ চাপাইয়া দিল জামালের বুকে
সাত দিন থাকে জামাল এইমত দুখে
সাত দিন পরে হবে বিচার তাহার
আল্লার কুদ্রৎ শুন বলি আর বার ॥ ৫২

(১৩)

ছয় মাসের পথ দিল্লী হঁটিয়া যাইতে
মুল্লুকের বাদশা দেখ রহেন তাহাতে।
লেখিল জরুরী পত্র কিবা সমাচার
কেউনা পড়িতে পারে এবারৎ [১] তার ॥ ৪
চিঠির পিষ্ঠেতে দেখে দুই দিক্ সাদা
এরে দেখ্যা আলালের যে লাগিল ধান্ধা।
উজীর নাজীর সবে করে টানাটানি
হরফ্ [২] না খুঁজ্যা পায় এমন লিখনি [৩] ॥ ৮
(হারে ভাইরে) এমন ছলিবার [৪] পত্র পাঠাইল কোন্ জনা
বুঝ্যা শুন্যা কাম না করলে যাইবে গর্দ্দানা।

---

১ এবারৎ = তত্ত্ব; খবর। ২ হরফ্ = অক্ষর।
৩ লিখনি = লিখন-প্রণালী।
৪ ছলিবার = ছলযুক্ত, কৌশলপূর্ণ।

আশ্বি শুনে পশ্বি [1] শুনে লোক লস্করে
জামাল খাঁ শুনিল ভাইরে থাক্যা কারাগারে ॥ ১২

এই কথা শুন্যা মিঞায় কোন্ কাম করিল
লিখন দেখিতে মিঞা মনোযোগী হইল।
তার বাদে [2] শুন ভাইরে চিঠির কারণে
বাপের যে ধারে পাঠায় পহরী একজনে।
খবর প্যাইয়া আলাল পত্র লইয়া সাথে
পাত্র মিত্র দোস্ত গেল তাহার সঙ্গেতে।
আন্ধাইরা ঘরেতে পত্র জামালেরে দিয়া
চেরাগ্ আনিতে এক জন দেয় পাঠাইয়া ॥ ২০

হেনকালে জামাল খাঁ গো কোন্ কাম করিল
চিঠিখানা খুল্যা তার সাম্নে ধরিল।
আন্ধাইর ঘরেতে আঁখর ঝিলিমিলি করে
জামাল খাঁ পড়িল পত্র বাপের গোচরে ॥ ২৪

শুন শুন বাপজান গো শুন সমাচার
মুল্লুকের বাদশা চায় ফৌজ যে তোমার।
দশ হাজার ফৌজ দিবা আর দিবা ঘোড়া
দিলেতে জানিও কথার নাহি হয় লড়া [3] ॥ ২৮
সাত রোজ মধ্যে তথা দাখিল হইবা গিয়া।
আনইলে [4] গর্দ্দান যাইবা স্ত্রী পুত্র লইয়া ॥
এই কথা শুনিয়া আলাল ভাবে মনে মনে।
সাত রোজের মধ্যে আমি কেমনে যাই রণে ॥ ৩২

---

১ আশ্বি পশ্বি = পাড়া প্রতিবেশী।
২ বাদে = পরে।
৩ লড়া = নড় চর ; অন্যথা।
৪ আনইলে = তাহা না হইলে।

বাদশার হুকুম যদি করি গো লঙ্ঘনা।
জনবাচ্চা সহিতে হায়রে যাইবে গর্দ্দানা ॥ ৩৪

(১৪]

তোমরা কি কও উজীর দেওয়ান কি বুদ্ধি দেও মোরে।
রণের কারণে কারে পাঠাই দিল্লীর সহরে ॥
(ভাইরে) হেনকালেতে ভাবে মনে দুষমন্ দুবরাজ।
জামাল না মরিলে আমার হইবে কোন্ কাজ ॥ ৪
বিচারে জামালের নাই সে যাইবে পরাণি।
যেমন কইরা পারি তারে পাঠাইব রণি ॥

এই কথা চিন্তিয়া দুবরাজ কয় আলালেরে।
ভাবনা কিগো দোস্ত সাহেব পাঠাও জামালেরে ॥ ৮
তোমার পুত্র জান্য রণে পরম পণ্ডিত।
জামাল যুদ্ধেতে গেলে হইব তার জিত [১] ॥
এই কথা শুনিয়া আল্লাল কয় পুত্রের কাছে।
এই কররে জামাল যাতে স্ত্রী পুত্র বাঁচে ॥ ১২

বাপের হুকুম জামাল ধরিয়া তবে শিরে।
ফৌজ লইয়া হইল রওণা দিল্লীর সহরে ॥
আন্দর মহলে থাক্যা তবে শুনে মা জননী।
কান্দিয়া উঠিল হায় মায়ের পারাণি ॥ ১৬
(আর ভাইরে) কান্দিয়া খবর তবে পাঠাইল জামালে।
মায়ের কাছেতে জামাল বিদায় হইতে আসে।
হায় পুত্র বল্যা বিবি পড়িলেন ঢলি ॥
ধুলায় গড়াইয়া কান্দে পুত্র পুত্র বলি ॥ ২০

---

১ জিত=জয়।

আহা রে পরাণের পুত্র যাইবা কোন্ ঠায়ে।
কি কথা কইয়া যাও অভাগিনী মায়ে।
(আরে পুত্র) আঁখির না তারা তুই পরাণ-পুতলী ॥
কেমন কর‍্যা যাইবা পুত্র বুক কর‍্যা খালি ॥ ২৪
আর কি দেখিবাম চক্ষে তোমার চান্ বদন।
আর না শুনিবাম তোর মধুর বচন।
আর না ডাকিবা পুত্র মাও যে বলিয়া।
আর না লইবাম তোরে কোলেতে টানিয়া ॥ ২৮
মায় সে জানে মায়ের বেদন আর জানিবে কে।
প্রাণের পুত্র ছাড়া মায়ের আর বা আছে কে ॥
কার বা ফলন্ত গাছ ফালিলাম কাটি।
কিসের কারণে হইলাম আমি পুত্র-শোগী [১] ॥ ৩২
কারবা ঘরের ধন করিয়াছিলাম চুরি।
কি পাপে হারাই পুত্র বুঝিতে না পারি ॥
তুই বিনে মোর আর নাহি অন্য জন।
ঘুম থাক্যা উঠ্যা দেখ্‌বাম কার চান বদন ॥ ৩৬
অঞ্চলের নিধি পুত্র অন্ধের লড়ী।
আইজ হইতে গিরবাস [২] কারে লইয়া করি ॥

এইরূপে কান্দে বিবি আক্ষেপ করিয়া।
তার পর কিবা হইল শুন মন দিয়া ॥ ৪০
মায়ের চরণে জামাল ছেলাম জানাল।
কান্দিয়া মায়ের আগে কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন মা জননী বিদায় দেও গো মোরে।
জঙ্গেতে যাইবাম আমি বলি যে তোমারে ॥ ৪৪
দুয়া [৩] যে করিয়ো মোরে যেন ফিরি।
রণ জিতিয়া আস্যা তোমায় সেলাম করি ॥

---

[১] পুত্র শোগী = পুত্র-শোকী। [২] গিরবাস = গৃহবাস। [৩] দুয়া (দোয়া) = আশীর্ব্বাদ।

(আরে ভাইরে) মায়ের পায়ের ধুলা আর চক্ষের পানি।
অঞ্চল না দিয়া মুখ মুছায় মা জননী॥ ৪৮
রণেতে চলিল জামাল বিদায় হইয়া।
অধুয়া সুন্দরীর কথা শুন মন দিয়া॥ ৫০

(১৫)

চট্যানে [১] আসিয়া জামাল কি কাম করিল
সঙ্গের যত ফৌজ জামাল জিরাইতে [২] বলিল।
পত্র লিখিল জামাল অধুয়ার কাছে
জামালের কথা কন্যার মনে আছে॥ ৪
শুন শুন অধুয়া গো বলি যে তোমারে
জঙ্গেতে [৩] চলিলাম আমি দিল্লীর ছহরে।
নিচিন্ত হইয়া তুমি আছ যে ছুইয়া [৪]
জন্মের মত যাই আমি বিদায় হইয়া॥ ৮
আজি হইতে তোমার বুক হইল যে খালি
একদিন না লইলাম তোমায় কোলের মধ্যে তুলি।
নিজের হাতে পানের খিলি তুল্যা নাহি দিবা
দেওয়ানা ফকারে আর চক্ষে না দেখিবা॥ ১২
হায় হায় অধুয়া গো ফাট্যা যায় যে বুক
আর না দেখিবাম আমি তোমার চান্দ মুখ।
আর না হইব দেখা কর্ম্মের লিখন
আর না হইব দেখা থাকিতে জীবন॥ ১৬
বড় আশা ছিল মনে তোমাকে লইয়া
সুখেতে করিব বাস মুন্‌ছ [৫] বান্ধিয়া
যাইবার কালে দেখা না হইল যে আর
আর না হইব দেখা সঙ্গেতে তোমার॥ ২০

---

১ চট্টানে = খোলা ময়দানে। ২ জিরাইতে = বিশ্রাম করিতে। ৩ জঙ্গে = যুদ্ধে।
৪ ছুইয়া = শুইয়া। ৫ মুন্‌ছ = মঞ্চ।

তবে যুদি ফির‍্যা আসি আল্লার ফজলে
তবে ত কোলের ধন লইবাম কোলে।

পত্র না লিখিয়া জামাল মুছে আক্ষির পানি
সাপের জরেতে [১] যেন ছটকিল [২] প্রানি ॥ ২৪
হাতের আঙ্গুরী আর পত্রখানি দিয়া
অধুয়ার কাছে জন দিল যে পাঠাইয়া ॥

পরে ত চলিল জামাল ফৌজ সাথে
বাহিরিয়া অযাত্রা তবে দেখে পথে পথে ॥ ২৮
যাত্রাকালে হাঁচি তার বামেতে পড়িল
আক্ষির উপরে মাছি উড়িয়া যে বসিল।
চলিতে রণের ঘোড়া উষ্ঠা [৩] খাইল পায়
কাঠুরিয়াগণ দেখে কাঠ লইয়া যায় ॥ ৩২
রহ রহ তিন ডাক পিছনে শুনিল
সামনেতে মরা এক চক্ষেতে দেখিল।
পুরে সে কান্দন শুনে লাগে খেজালত
অযাত্রা দেখিয়া জামাল চলিলেক পথ ॥ ৩৬
চিন্তাযুক্ত হইয়া জামাল ভাবে মনে মনে
কান্দিয়া আরদশ [৪] করে খোদাতাল্লার স্থানে। ৩৮

(১৬)

এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল
মুল্লুকের বাদশা রে তবে সংবাদ পাঠাইল।
আরজ খুলিয়া তবে আলাল খাঁ দেখিল
পুত্রের মরণ কথা পত্রে লেখা ছিল ॥ ৪
কাত্যানির বানে [৫] যেমন কলা গাছ পড়ে
পিছাইয়া পড়িল দেওয়ান জমীন উপরে।

---

১ জর=বিষ। ২ ছটকিল=আচ্ছন্ন হইল। ৩ উষ্ঠা=হুচোট।
৪ আরদশ=প্রার্থনা। ৫ কাত্যানির বানে=কার্ত্তিকের ঝড় তুফানে।

হায় হায় বলিয়া কান্দে উজীর নাজীরগণ
বহুৎ ক্ষণেতে দেওয়ান পাইল চেতন ॥ ৮
বানিয়াচঙ্গ মুল্লুকে উঠে কান্দনের ধ্বনি
লোক লস্কর কান্দে যত আকুল কাত্রাণি [১] ।

গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দয়ে গোধন
বন জংলায় কান্দে যত পশু পংখীগণ ॥ ১২
মালিয়া [২] মালিনী কান্দে মুখে বলে বুল
ভাবে মনে কার গলে গাঁথ্যা দিবে ফুল।
হাহাকার কর্‌যা পর্‌জা কান্দে ঘরে ঘরে
হাহাকার শব্দ হইল বানিয়াচঙ্গ সহরে ॥ ১৬
ফৈজু ফকীর কহে না কর ক্রন্দন
আল্লার নামেতে সবে শান্ত কর মন।

হাউলীর মধ্যেতে যখন খবর পৌছিল
শুনিয়া ফতেমা বিবি অজ্ঞান হইল ॥ ২০
কাছে ছিল দাসী বান্দী মুখে দেয় পানি
তিন দিন পরে বিবি ত্যজিল পরাণি ॥
দারুণ পুত্রের শোক না যায় ভুলন
বিবির মৃত্যুতে আলাল করিছে ক্রন্দন ॥ ২৪

হেন কালে বৃদ্ধ উজীর আসিয়া বলে
তোমার দোষেতে তুমি সকল খুয়াইলে [৩] ।
(আর ভাইরে) কান্দিয়া কান্দিয়া উজীর কহিতে লাগিল
পূর্ব্বাপর ছমাচার যত কিছু ছিল ॥ ২৮
মক্কায় চলিলে ভাই হইল দুষমন
দুলাল খাঁ করিল যত শুন বিবরণ।

---

১ কাত্রানি = মর্ম্মান্তিক কষ্ট সূচক শব্দ।
২ মালিয়া = মালা গাঁথা যাহার ব্যবসায়, মালী। ৩ খুয়াইল = বিনষ্ট করিল।

লেংরারে পাঠাইল দেখ হামিলা বনেতে
দশ হাজার লস্কর দিয়া জামালে মারিতে ॥ ৩২
আল্লার কুদ্রতে জামাল পরাণে বাঁচিল
পন্থের ফকীর যেমন কান্দিয়া চলিল।
ডুবরাজার দেশে জামাল রহে বহুৎ দিন
হাইলা বনে না পাইল জামালের চিন্ [1] ॥ ৩৬

আঠার বচ্ছর থাকে ডুবরাজের দেশে
করিয়া বহুৎ জঙ্গ রাজ্য পায় শেষে।
ডুবরাজার কন্যা এক অধুয়া সুন্দরী
দেখিতে তাহার রূপ যেন হুর পরী ॥ ৪০
জামালে দেখিয়া কন্যা অজ্ঞান হইল
আপনি যাচিয়া কন্যা পত্র যে লিখিল ॥

লইয়া সঙ্গীর কথা গেলাম রাজার স্থানে
আমার কথা শুন্যা রাজা বলে কোটাল গণে ॥ ৪৪
ডুষমন হইয়া রাজা করে অপমান
সেইত দোষেতে [2] মোর কাট্যা দিল কান।
সেহিত করণে রাজা গোস্বা যে হইয়া
জামালে পাঠায় রণে সল্লা যে করিয়া ॥ ৪৮

এই কথা আলাল খাঁ দেওয়ান যখন শুনিল
পুত্র শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।
হুকুম করিলে দেওয়ান লোক জনে ডাকিয়া
রাত্রি মধ্যে ডুবরাজেরে আনিবে বান্ধিয়া ॥ ৫২
দক্ষিন বাগ সহর জুর্‌য়া আগুন লাগাও
গর্দ্দান কাটিয়া সবে সায়রে ভাসাও।

---

[1] চিন্ = চিহ্ন।

[2] সেইত দোষেতে—অধুয়ার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবের দরুণ।

সেহি দেশের গাছ বিরিখ্ নাহি থাকে মাটি
লাউরের [১] নদী বহাইয়া দেও লোক জন কাটি ॥ ৫৬
একেত জঙ্গের ফৌজ হুকুম পাইল
জঙ্গলা পুড়াইতে যেন আগুন জ্বলিল। ৫৮

(১৭)

জামালের পত্র পাইয়া কন্যা কোন্ কাম করে
শীঘ্র করি চলে কন্যা চণ্ডীর মন্দিরে।
ভিজা চুল দিয়া কন্যা মন্দির মুছিল
পূজার সামগ্রী যত দাসীরা আসিল ॥ ৪
আতপ তণ্ডুল আর ঘির্ত্ত [২] কেলা [৩] চিনি
চন্দন সিন্দুর যত সবে দিল আনি।
গলায় কাপড় বান্ধি অধুয়া সুন্দরী
চণ্ডীরে করয়ে পূজা যতন যে করি ॥ ৮

এন [৪] কালে ফৌজ আসি দক্ষিন বাগেতে
অধুয়ারে বান্ধ্যা লয় বাপের সহিতে।
রজনী পোহাইলে যায় বান্যাচঙ্গ সহরে
পন্থেতে অধুয়া দেখ কোন্ কাম করে ॥ ১২
বান্যাচঙ্গ সহরে শুন্যা প্রজার কান্দন
মনে মনে করে করে কন্যা পতির চিন্তন।
জামালের মৃত্যু কন্যা যখন শুনিল
কেশে বান্ধা বিষের কটুয়া [৫] খুলিয়া লইল ॥ ১৬

পাল্কীর দুয়ার দেখ খুলি লোক জনে
অধুয়ারে বাইরি [৬] কৈল দেওয়ানের হুকুমে।

---

১ লাউড়=শ্রীহট্টের একটি প্রসিদ্ধ নগর। ২ ঘির্ত্ত=ঘৃতের অপভ্রংশ।
৩ কেলা=কলা। (পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানগণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে, সকলেই কলাকে কথ্য ভাষায় 'কেলা' বলিয়া থাকে)।
৪ এন=হেন ৫ কটুয়া=কৌটা। ৬ বাইরি=বাহির

তবে আলাল খাঁ দেওয়ান লোক জনে কয়
আমার ঘোড়ার সহিশ কেরামুল্লা হয় ॥ ২০
অধুয়ারে বিয়া দিয়াম তাহার সহিতে
আমার মনের দুঃখ থাওবে তাহাতে।
কেশে ধর্‌য়া অধুয়ারে বাহির করিল
বিষেতে অবশ অঙ্গ সকলে দেখিল ॥ ২৪

দীঘল চাচল [১] কেশ পড়িছে জমীনে
পূন্নিমার চান্দ যেন ছাড়িয়া আসমানে।
দেখিয়া কন্যার মুখ ফাট্যা যায় বুক
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে মরা পুত্র শোক ॥ ২৮
জামাল খাঁর পত্র দেখে কেশে বান্ধা ছিল
এহি পত্র আলাল খাঁ দেওয়ান দেখিতে পাইল।
কন্যার আঙ্গুলে দেখে হীরার আঙ্গুরী
দেখিয়া আলালে কান্দে হাহাকার করি ॥ ৩২

এহিত আঙ্গুরী দেখ জামালের ছিল
সেইত অঙ্গুরী কন্যা কেমনে পাইল।
তবে ত দুবরাজ আস্থা দোস্তেরে জানায়
পূর্ব্বাপর সকল কথা কহে সমুদায় ॥ ৩৬

দুই দোস্তে গলাগলি জুড়িল ক্রন্দন
অন্তরে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।
পুত্র কন্যার শোকে দুইই পাগল হইল
দুলালে ডাকিয়া আলাল কহিতে লাগিল ॥ ৪০

সুখেতে বসিয়া ভাই দেওয়াণ গিরি কর
আবার যাইব আমি হইয়া ফকীর।

---

১ চাচল = চাঁচর।

আর না আসিব আমি বান্যাচঙ্গ সহরে
পুত্র শোকের আগুন দহিল আমারে ॥ ৪৪
উজীর নাজীর কাছে বিদায় হইয়া
মক্কায় চলিল দেওয়ান ফকীর সাজিয়া।

পাত্র মিত্র কান্দে যত জমীনে পড়িয়া
মুল্লুকের লোকে কান্দে দেওয়ানে ঘিরিয়া ॥ ৪৮
বনে কান্দে পশু পক্ষী জলে ক্যান্দে মাছ
পাগল হইয়া কান্দে যত আর্‌দাছ [১]।
বান্দী গোলাম কান্দে মাথা থাপাইয়া [২]
হাতী ঘোড়া না খায় ঘাস তার পানে চাইয়া ॥ ৫২
বান্যাচঙ্গ মুল্লুক জুর্‌্যা কান্দে সর্ব্বলোক
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে হেঁট মুখ।

বামুন আছিল দুবরাজ কি কাম করিল
মুছলমান হইয়া দুবরাজ মক্কায় চলিল ॥ ৫৬
উজীর নাজীর সবে কান্দ্যা জার জার
মক্কায় চলিল দেওয়ান হইয়া ফকীর।
মুল্লুকের দেওয়ান দেখ ফকীর হইয়া যায়
কান্দিয়া সকল লোক করে হায় হায় ॥ ৬০
ফৈজু ফকীর কহে কান্দলে হবে কি
যার তার নছিবের লেখা লেখছুইন্ আল্লাজী।
আল্লা আল্লা বল ভাই পালা হইল সায় [৩]
সার কেবল আল্লাজীর নামটী অসার দুনিয়ায় ॥ ৬৪

(সমাপ্ত)

---

[১] আর্‌দাছ=? [২] থাপাইয়া=চাপড়াইয়া। [৩] সায়=শেষ।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।

(১)

বন্দনা।

দিশা—রূপের মূরতি পাঠানরে—।

পরথমে আল্লাজীর নামটী করিয়া স্মরণ [১]
জঙ্গল বাড়ীর কথা সবে শুন দিয়া মনরে।
গোষ্টীর পর্‌ধান [২] বেটা কালিয়া গজদানী [৩]
যার ভয়ে বাঘে ভৈষে [৪] এক ঘাটে খায় পানি রে॥ ৪
আরে ভাইরে) পরথমে আছিলাইন্ [৫] তানি [৬] আল্লার পরজন [৭]
আগিয়ার [৮] কথা তাই শুনখাইন [৯] দিয়া মন।
যতেক ফকীর আর পীর পেগাম্বর
বরাহ্মণ [১০] পণ্ডিত রইছে [১১] তার সভার ভিতর॥ ৮
সোনা দিয়া বান্ধাইয়া হাতী বরাহ্মণে করে দান
তার লাগ্যা হইল তার গজদানী নাম।
আল্লা নিরাঞ্জন [১২] লইয়া সভার ভিতর
পীর বরাহ্মণে দেখায় যুক্তি বহুতর রে॥ ১২

---

১ সুরণ = স্মরণ।
২ পর্‌ধান = প্রধান।
৩ কালিয়া গজদানী = কালিদাস গজদানী।
৪ ভৈষে = মহিষে।
৫ আছিলাইন = ছিলেন।
৬ তানি = তিনি।
৭ পরজন = স্বগণের বিপরীত, অনাত্মীয়।
৮ আগিয়ার = আগেকার
৯ শুনখাইন = শুনুন।
১০ বরাহ্মণ = ব্রাহ্মণ।
১১ রইছে = রহিয়াছে ; আছে।
১২ নিরাঞ্জন = নিরঞ্জন।

কুবুদ্ধি ঘুচিয়া দেওয়ানের সুবুদ্ধি হইল
কাফের আছিল দেওয়ান মুছুলমান হইল রে।

দুই বেটা ছিল তার শুন দিয়া মন
ইশা খাঁর কথা সবে কহিব এখন ॥ ১৬
(আরে ভাইরে) দিল্লীর বাদশার সঙ্গে জঙ্গ যে করিয়া
রাজত্বি করিছে দেওয়ান দিল্ খুসী হইয়ারে।
দিল্লী হইতে ফৌজ আইল আইল ভারে ভারে [১]
লড়াই হইল বড় দেশে চমৎকার রে ॥ ২০
বাদশার ফৌজের লগে জঙ্গে কেবা আটে [২]
রণে হারলাইন [৩] ইশা খাঁ যে দোয়জের ঘাটেরে।

জইন্তার পাড়েতে [৪] দেওয়ান পলাইয়া যায়
শের মাফিক [৫] বাদশার ফৌজ পাছে পাছে ধায়রে ॥ ২৪
জঙ্গলায় পলাইল দেওয়ান লাগ [৬] নাহি পায়
জঙ্গলায় থাকিয়া ভাবে কি হইবে উপায় ॥
ফৌজ লইয়া দেওয়ান উজান পানি বাইয়া
জঙ্গল বাড়ীর ঘাটে দেওয়ান দাখিল হইল গিয়া রে ॥ ২৮

রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই জঙ্গলবাড়ী সরে [৭]
জঙ্গলার পুরেতে তারা রাজত্বি যে করে ॥
ভাটী গাং বাইয়া দেওয়ান উঠে নিশাকালে
পুরী খান ঘেরিল দেওয়ান ফৌজের জাঙ্গাল রে [৮] ॥ ২

---

১ ভারে ভারে=বহু সংখ্যক করিয়া। দলে দলে।
২ লগে জঙ্গে কেবা আটে=দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি দ্রষ্টব্য।
৩ হারলাইন=হারিলেন।
৪ জইন্তার পাড়েতে=জয়ন্তীয়া পাহাড়ে।
৫ শের মাফিক=শের (ব্যাঘ্র) মাফিক (প্রমান)=বাঘের ন্যায়।
৬ লাগ=নাগাল।
৭ সরে=সহরে।
৮ জাঙ্গাল=সারি।

(আরে ভাইরে) রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই গেল পলাইয়া
দুই ভাইয়ের রাজত্বি দেওয়ান লইল কাড়িয়া রে।
পরেতে হইল কিবা শুন বিবরণ •
সেই খানে রাজত্বি করে যত দেওয়ানগণ রে॥ ৩৬

(আরে ভাইরে) কিঞ্চিৎ কহিব আমি জঙ্গলবাড়ীর কথা
বড় বড় পালোয়ানে যারে নোয়ায় মাথা।
চল্লিশ পুরা জমিরে ভাই জঙ্গল কাটিয়া·
পুরী খানি বান্ধে দেওয়ান যতন করিয়া রে॥ ৪০
বড় বড় দীঘি কাটায় সানে [১] বান্ধা ঘাট
বার বাংলার [২] ঘরে লাগায় সোনার কপাট।
ছোট বড় খেড়কী তার করে ঝিলিমিলি
আয়না লাগাইয়া করে সুন্দর খুরলী [৩]॥ ৪৪
ফুলের বাগান তথায় করে সারি সারি
পরীর মুল্লুক জিনি হইল জঙ্গলবাড়ী রে।
ফটিকের খাম্বা [৪] দিয়া করে যত ঘর
সোনা দিয়া বেড়িয়াছে জঙ্গলবাড়ীর সর॥ ৪৮
টুইয়ের [৫] উপর উড়ে সোনার নিশান
পাথরে বান্ধাইয়া দিছে দীঘল পইঠান [৬]।

চান্দের সমান পুরী আবেতে [৭] রাঙ্গিয়া
দেওয়ানগিরি করে সবে তথায় বসিয়া॥ ৫২
সে হিনা বংশের বেটা ফিরোজ খাঁ দেওয়ান
দুনিয়া জুড়িয়া হয় যাহার খুস্ নাম রে।

---

১ সান = পাষানে। ২ বারবাংলা = বারটী দুয়ার সংযুক্ত বাংলা ঘর।
৩ খুরলী = কোটর, এখানে জানেলা।
৪ খাম্বা = স্তম্ভ। ৫ টুই = ঘরের অগ্রভাগ।
৬ পইঠান = সিঁড়ি। ৭ আব = অভ্র।

সভা কইরা বইছরে [১] ভাই যত মমীন গণ
তার কথা কহি সবে শুনখাইন্ দিয়া মন ॥ ৫৬
বইসা [২] আছে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান বারবাংলার ঘরে
উজীর নাজীর সব বইল [৩] সভা কইরে রে।
উজীরে নাজীরে দেওয়ান কহিতে লাগিল
পূর্ব্বের বির্তান্ত [৪] কথা স্মরণ হইল ॥ ৬০

বড় বংশের বেটা আমি শুন সাহেবগণ
বাদশার সহিতে যারা কইরাছিল রণ।
বংশের পরধান দেখ ইশা খাঁ দেওয়ান
যার কাছে বাদশার ফৌজ পাইল অপমান ॥ ৬৪
এমন বংশেতে আমি লইয়াছি জনম
এখন উচিত মোর শুনখান্ দিয়া মন।
আল্লাতাল্লা পয়দা করলাইন্ [৫] তুনিয়া ভিতরে
মরজা কইরা পাঠাইলাইন জঙ্গলবাড়ীর সরে ॥ ৬৮
যতেক খিরাজ [৬] পাই তার আধা আধি
দিল্লীতে পাঠাইয়া আমি রাখিয়াছি গদি।
এমন গদিতে আমার নাহি প্রয়োজন
আমার মনের কথা শুন সাহেবগণ ॥ ৭২
আর না পাঠাইবাম্ খিরাজ দিল্লীর সহরে
আর না যাইবাম্ আমি বাদ্শার দরবারে।
যা করে বাদশার ফৌজ করুক আমারে
লড়িয়া মরিবাম আমি খদার কুস্তরে [৭] ॥ ৭৬

---

১ বইছ = বসিয়াছে।
২ বইসা = বসিয়া। ৩ বইল = বসিল।
৪ বির্তান্ত = বৃত্তান্ত। ৫ কর্লাইন্ = করিলেন।
৬ খিরাজ (খেরাজ্) = খাজানা।
৭ খদার কুস্তরে = খদা (খোদা = ঈশ্বর) অনুগ্রহে। কুস্তর = কৃপায়।

যা থাকে নছিবে মোর শুন মিয়াগণ
খিরাজ বান্ধিয়া [১] আমি ডাকাইবাম্ [২] মরণ।

এমন সময় ভাইরে কোন্ কাম হইল
আন্দর [৩] হইতে বান্দী দরবারে আসিল ॥ ৮০
হাউলীর [৪] খবর শুন সাহেব বলি যে তোমারে
মা জননীর হুকুম হইল যাইতে আন্দরে।
সেলাম জানাইয়া বান্দী এই কথা কহিল
উজীরে নাজীরে দেওয়ান কহিতে লাগিল ॥ ৮৪
শুন শুন মিয়াগণ কহি যে তোমরারে
মায়ে ত পাঠাইল বান্দী যাইতে আন্দরে।
আইজের দরবার রইল কই লাগাৎ [৫] হইয়া
কালুকা [৬] করিব ঠিক সভারে লইয়া ॥ ৮৮

(২)

এই কথা বলিয়া সাহেব উঠ্যা মেলা করে
সীতাবি [১] দাখিল হইল মায়ের গোচরে।
মায়ের হুকুম পাইয়া যত বান্দীগণ
সরবত আনিয়া দাখিল করিল তখন ॥ ২
ঠাণ্ডা হইয়া বৈলা সাহেব পালঙ্ক উপরে
আবের পাংখা লইয়া বান্দী বাতাস যে করে ॥
চান্দ ছুরত রূপ ঝল মল করে
দেখিয়া মজগুল্ [২] হইল মায়ের অন্তর রে ॥ ৮

---

[১] বান্ধিয়া = বন্ধ করিয়া। [২] ডাকাইবাম = ডাকিয়া আনিব।
[৩] আন্দর = অন্দর। [৪] হাউলী = হাবেলী, অন্তঃপুর
[৫] লাগাৎ = লাগায়ৎ, অবধি। [৬] কালুকা = কল্য।
[১] সীতাবি = তৎক্ষণাৎ, বিলম্ব না করিয়া।
[২] মজগুল্ = মস্‌গুল। অতিশয় আহ্লাদিত।

ছেলাম্ জানাইয়া সাহেব কহেন মায়ের কাছে
কি মরজি করিয়া মাও ডাক মোরে কাছে।
মাও বলে পুত্রধন শুন আমার কথা
আর না অভাগী মায়ে দেও মন ব্যথা॥ ১২
পরাণে দরদ লাগে দেখি তোর মুখ
বুড়া বয়সে বড় পাইতেছি দুখ্।
এমন বয়সে তুমি না করিলা বিয়া
না রাখিলা মায়ের কথা দিন যায় বৈয়া॥ ১৬
কবরে শুইবাম আমি বেসী বাকি নাই
বউএর মুখ দেখ্যা গেলে বড় সুখ পাই।
এই কথা শুনিয়া দেওয়ান কোন্ কাম করিল
মনের যতেক কথা মায়েরে কহিলরে॥ ২০

শুন শুন মাও জননী আরজ [১] আমার
আমার বংশের কথা কহিতে চমৎকার।
গোষ্ঠীর পর্ধান বেটা ইশা খাঁ দেওয়ান
যার হাতে দিল্লীর ফৌজ পাইল অপমান॥ ২৪
বাদশা পাঠাইল ফৌজ ধরিতে ইশায়
ইশা খাঁর পর্তাপে সিপাই পলাইয়া যায়।
বাদশার দূতরে ইশা রাখিল পরাণে
খিরাজ না দিল তারে করিয়া অপমান রে॥ ২৮

হয়রাণ হইয়া বাদশা করিল খাতির
বংশেতে জন্মিল মোর কত কত বীর॥
পর্তিজ্ঞা করিয়াছি মাও মনেতে ভাবিয়া
এইত জীবনে আর না করিবাম্ বিয়া॥ ৩২

---

১ আরজ = নিবেদন।

সাদি না করিবাম আমি থাকবাম আবিয়াইৎ
রাজ্যের যতেক চিন্তা করি দিন রাইত ॥
আর না পাঠাইবাম খিরাজ দিল্লীর সহরে
আর না যাইবাম আমি দিল্লীর দরবারে ॥ ৩৬

এই কথা শুনিয়া বিবি দিলে [১] দুঃখু পাইল
মিন্নতি করিয়া পুত্রে কহিতে লাগিল রে।

হেন কালে শুন মিয়া কোন্ কাম হইল
একঅ [২] তসবীরওয়ালী আন্দরে আসিল ॥ ৪০
মায়ে পুতে [৩] যুক্তি করে আন্দরে বসিয়া
হেন কালে তসবীরওয়ালী দাখিল হইল গিয়া।

(আরে ভাইরে) তসবীরওয়ালী ঘরে আসিতে না আসিতে
এক বান্দী দিল একখান খাট বসিতে ॥ ৪৪
খাটেতে বসিয়া পরে তসবীর খুলিল
বান্দীরা সকলে তারে ঘিরিয়া বসিল ॥

তসবীরওয়ালী তসবীর দেখায় থরে থরে
হেন কালে মা জননী কহেন সাহেবে রে ॥ ৪৮
শুন শুন পুত্র ধন রে বাছিয়া গুছিয়া
তসবীর রাখহ এক দিল্ খুসী হইয়া।
আমি ত দিবাম্ এর কিম্মত [৪] যত লাগে
বাসিয়া তসবীর এক রাখ তুমি আগে ॥ ৫২

এতেক শুনিয়া মিয়া বাছিয়া গুছিয়া
মনের মতন তসবীর লইল তুলিয়া।

---

১ দিলে = হৃদয়ে। ২ একঅ = জনৈক।
৩ পুত = পুত্র। ৪ কিম্মত = মূল্য।

হাতে লইয়া মিয়া পুছে [১] তসবীরওয়ালীরে
কোন্ পরীর তসবীর এই সীতাবি কও মোরে ॥ ৫৬
লালপরী, নীলপরী যত পরীগণে
সকল তসবীরে আমি দেখ্যাছি নয়নে।
কও কও তসবীরওয়ালী কও মোর কাছে
এহিত পরীর বল কিবা নাম আছে ॥ ৬০
এহিত পরীর বল কোন্ দেশে ঘর
কার সগে করে খেলা কহ সুবিস্তর।

শুনিয়া তসবীরওয়ালী কয় মিয়ার আগে
খুলিয়া কহিগো মিয়া যাহা মনে জাগে ॥ ৬৪
শুনখাইন [২] সাহেব নাহি [৩] পরী এই জন
এহিত সুন্দরী কন্যা শুনখাইন্ দিয়া মন।
এই কন্যা পয়দা হইছে উমর খাঁর ঘরে
দেওয়ানগিরি করে যেই কেল্লাতাজপুর সরে ॥ ৬৮

বয়স হইল কন্যার না হইল সাদি
করত বিয়া মনের মতন খসম পায় যদি।
পছন্দ করিয়া মিয়া কয় মায়ের স্থানে
এহিত তসবীর আমি রাখবাম করছি মনে ॥ ৭২

তসবীরওয়ালী যখন কিম্মত চাহিল
দিল খুসী হইয়া মাও গলার হার দিল।
কিম্মত গলার হার হস্তেতে তুলিয়া
পান গুয়া খাইয়া গেল বিদায় হইয়া ॥ ৭৬

---

১ পুছে = জিজ্ঞাসা করে।
২ শুনখাইন = শুনুন।
৩ নাহি = নহে।

(৩)

দিশা—"প্রেমের নদী উজান হইয়া যায়,
আরে যায় মনরে"——— ———।

তসবীর রাখিয়া দিয়া মায়ের গোচরে
সীতাবি চলিয়া যায় বিরাম-খানা [১] ঘরে।
পালঙ্কে শুইয়া পরে ভাবে মনে মন
এমন ছলিকার [২] তসবীর দেখি নাই কখন ॥ ৪
আদমের [৩] এইরূপ না দেখি হইতে
পরদা করছুইন আল্লাতাল্লা বইসা নিরালাতে রে ॥
হেন রূপ পয়দা করছুইন্ পরীরে জিনিয়া
কি মর্জ্জি করিয়া অল্লা দিলা পাঠাইয়া ॥ ৮
হাত পাও গড়িয়াছে যেমন বেলাইনে [৪] মাঞ্জিয়া [৫]
চিকচিকা কালা [৬] কেশ আঠু ভারাইয়া [৭]।
শরীরের রং যেমন পাক্না [৮] সবরী কলা
তার উপরে জেয়র পাতি [৯] করিয়াছে আলা ॥ ১২
পরথম যৈবন কন্যা অঙ্গ ঢল ঢল
বয়ান শোভিছে যেমন ফুটা পউদের [১০] ফুল।
তসবীরে বসিয়া যেমন পুন্নুমাসীর চান
একবার দেখিলে নাই সে জুড়ায় নয়ান ॥ ১৬

---

১ বিরাম খানা=বিশ্রাম গৃহ।
২ ছলিকার=সুন্দর। 	৩ আদমের=মনুষ্যের।
৪ বেলাইন=ময়দা ছানিবার গোল কাষ্ঠ-খণ্ড বিশেষ।
৫ মাঞ্জিয়া=মাজিয়া। 	৬ চিকচিকা কালা=চকচকে কাল।
৭ আঠু ভারাইয়া=হাঁটু পর্য্যন্ত। 	৮ পাক্না=পাকা।
৯ জেয়রপাতি=জহরপাঁতি, অলঙ্কারাদি।
১০ ফুটা পউদ=ফোটা পদ্ম।

তস্বীর নকল জিনি যত পরীগণ [১]
আসল কন্যার জানি দেখিতে কেমন ॥
এমন রূপের মেলা দেখিয়া নয়ানে
পাগল হইল মন পর্‌বোধ না মানে রে ॥ ২০
যাহার তস্বীর এমন দুনিয়া উজালা
না জানি নছিবে কার লেখছে খোদাতালা ॥

তবে ত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ভাবুইন [২] মনে মনে
দেওয়ানি না করুইন সাহেব রহিন গুয়ানে [৩] ॥ ২৪
(আরে ভাইরে) যত সব উজীর নাজীর ভাবে মনে মন
এমন হইলা সাহেব কিসের কারণ ॥
গুছুল না করে সাহেব নাহি খায় খানা
পাগল হইল সাহেব জহর [৪] ভাবনা ॥ ২৮

খিরাজ পড়িল বাকি বাদশার দরবারে
তবেত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কোন্ কাম করে রে ॥
এই কথা উজীর গিয়া জানায় দেওয়ানেরে
ভাবিয়া সাহেব জানায় উজীরে ॥ ৩২
শুন শুন উজীর আরে বলিয়ে তোমায়
দেওয়ানী করিতে আমার মন নাহি যায় ॥
ফরছুৎ [৫] লইয়া আমি থাকবাম কিছু দিন
দেওয়ানগিরি কর তুমি না হইয়ো বিদিন [৬] রে ॥ ৩৬
লোক লস্করে সবে পাল মন দিয়া
সিগারেতে [৭] যাইবাম আমি মায়েরে কহিয়া ॥

---

[১] তস্বীর.........গণ = ছবি তো আসল নহে, উহা আসলের নকল। কিন্তু সেই নকলই সমস্ত পরীকে হা'র মানাইয়াছে। [২] ভাবুইন = ভাবেন।
[৩] রহিন গুয়ানে = রহিন (রহেন), গুয়ানে (গোপনে) = প্রকাশ্যে বাহির হয়েন না।
[৪] জহর = (জর্জ্জর) তীব্র। [৫] ফরছুৎ (ফুরসত) = অবসর।
[৬] বিদিন = নির্দ্দয়। [৭] সিগার = শিকার।

তবে ত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কি কাম করিল
বিদায় লইতে দেওয়ান মার কাছে গেল ॥ ৩৮
শুন শুন মাও ওগো শুন দিয়া মন
সিগারে যাইবাম আমি সুনাইকান্দার বন।
সুনাইকান্দার বন মাগো বাঘ ভালুকে ঘেরা
বচ্ছর বচ্ছর মানুষ গরু তাতে যায় যে মারা ॥ ৪২
রাজ্যের যতেক পরজা ডরেতে পলায়
জঙ্গলী ভৈষে কারে মারিয়া ফালায়।
(আরে মাও) বড় দুঃখে আছে পরজা কহিনু তোমারে
বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও গো মোরে ॥ ৪৬

সিগারে যাইবা যদি কয় মা জননী
তোমারে ছাড়িয়া যাদু কেমনে রইব প্রানী [১]।
তুমি আমার আক্ষির তারা আন্ধাইর ঘরে বাতি
কেমনে কাটিবে আমার একলা দিন রাতি ॥ ৫০
তুমি ত সিগারে গেলে দুন্যাই [২] অন্ধকার
এত বলি মুছে মাও দুই নয়নের ধার।
পঞ্চ না বেঞ্জুনের ভাত রান্ধিলেক মায়
খেজমত [৩] করিয়া মায় পুত্রেরে খাওয়ায় ॥ ৫৪

তবে ত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কোন্ কাম করে
লোক লস্কর লইয়া পন্থে মেলা করে রে।
পন্থে মেলা করে মিয়া উড়ে পন্থের ধুলা
সিগার শুনিয়া ফৌজ হইলা পাগলা ॥ ৫৮

---

১ প্রানী=প্রাণ। ২ দুন্যাই=দুনিয়া।
৩ খেজমত=মুসলমানি 'খেদমত' শব্দের অপভ্রংশ; আদর—আপ্যায়ন

ছাউনি করিয়া মিয়া ভাটীয়াল নদীর [১] পারে
তাম্বু গাড়িয়া মিয়া রহিলা সুস্থরে [২]।

কিসের সিগার মিয়া ভাবে মনে মনে
কোন পথে যাইবে মিয়া কেল্লাতাজপুর স্থানে ॥ ৬২
ফৌজদারে ডাকিয়া মিয়া কৈলা গোপন কথা
শুন শুন ফৌজদার রে বলি মনের কথা।
এক রাত্রি এক দিন আমারে না পাও [৩]
ফৌজ লইয়া তুমি তরে নিরালা গুয়াও [৪] ॥ ৬৬
সেলাম করিয়া ফৌজদার গেলা আপন স্থানে
সখিনার কথা মিয়া ভাবে মনে মনে।

রাত্রি দুপর কালে মিয়া কোন্ কাম করে
আল্লার নাম লইয়া মিয়া ফকীরের সাজ ধরে রে ॥ ৭০
ফকীরের সাজেতে সাহেব দশপাঞ্জা [৫] হাতে
পন্থে চলিল তসবী [৬] জপিতে জপিতে।
দিনের যে পথ মিয়া চলে এক পরে [৭]
পরেত দাখিল হইল কেল্লাতাজপুর সরে রে ॥ ৭৪

কেল্লাতাজপুর সরে মিয়া কোন্ কাম করে
আলাও [৮] করিয়া গাছ তলায় বাসা করে।

---

১ ভাটীয়াল নদী=যে নদী ভাটী বহিয়া চলিয়াছে।
২ সুস্থরে=সুস্থির ভাবে।
৩ 'আমারে না পাও'=আমাকে পাইবে না।
৪ নিরালা গুয়াও=একাকী সময় যাপন কর।
৫ দশ পাঞ্জা=পরিচয়-জ্ঞাপক হস্তাবরণ বিশেষ।
৬ তসবী=জপমালা।
৭ পরে=প্রহরে।
৮ আলাও=আলোকিত।

পন্থের পথিক যত ফকীরে দেখিয়া
গাছ তলায় আসি বসে ফকীরে ঘিরিয়া ॥ ৭৮
দাওয়াই [১] চাহয়ে কেউ কেউ দেখায় হাত
নছিবে কি লেখ্ ছে আল্লা কেমন বরাত ॥
কেউ চায় পুত্র কন্যা সিন্নি মানিয়া
গালাগালি করে কেউ ঠগ বলিয়া ॥ ৮২
কেউ দেখিবারে আসে নবীন ফকীর
কোন্ খেজালতে [২] হইলা চেংড়া [৩] বয়সে পীর ।

কেল্লাতাজপুর সরে করে উমর খাঁ বসতি
দেওয়ান গিরি করে মিয়া উজীর নাজীর সতি [৪] । ৮৬
তাহার যে কন্যা হয় সখিনা সুন্দরী
যাহার রূপেতে পসর কেল্লাতাজপুর পুরী ।
যাহার লাগিয়া কত বাদশা পুত্রগণ
পাগল হইয়া আইলা সাদির কারণ ॥ ৯০
না পছন্দ করে সবে সুন্দরী সখিনা
দিলে দুঃখু পাইল সার হইল আনাগোনা ।
তাহার তস্‌বীর দেখি পাগল হইয়া
ফকীর ফিরোজ আইলা দেওয়ানি ছাড়িয়া রে ॥ ৯৪

তার পরে মমীন সবে শুন দিয়া মন
পড়িল কঠিন বেমারে [৫] উমর খাঁ দেওয়ান ।
হাকিম ফকীর কত দেখিয়া তাহারে
বেমারে করিছে কাবিল [৬] আরাম করতে নারে ॥ ৯৮

---

১ দাওয়াই = ঔষধ ।
২ খেজালত = দুঃখ । ৩ চেংড়া = অল্প বয়স ।
৪ সতি = সহিত । ৫ বেমার = ব্যারাম ।
৬ কাবিল = (কাবু) কাহিল ।

ফিরোজ ফকীরের কথা দেওয়ান শুনিয়া
ফকীরে আনিতে লোক দিল পাঠাইয়া ॥

এহিত খবর যখন ফিরোজ খাঁ শুনিল
আন্দরে যাইতে দেওয়ান উছিল্লা [১] পাইল ॥ ১০২
ফকীর দরবেশ লোক নাহি জানা শুনা
বাদশার আন্দরে যাইতে নাহি তার মানা।

খবর পাইয়া ফকীর দেওয়ান কোন কাম কৰিল
উমর খাঁ দেওয়ানের আন্দরেতে চলিল ॥ ১০৬
সখিনা সুন্দরী দেখ এমন সময়ে
দীঘির পাড়েতে আইলা কিসের লাগিয়ে ॥
তার পরে বসিয়া কন্যা সানে বান্ধা ঘাটে
পায়ের মেন্দী [২] মাঞ্জ্যা তুলে জলের যে ঘাটে ॥ ১১০
জলের যে ঘাট তাতে হইল পশর
চান্দ যেমন ঝিলমিল করে পানির ভিতর রে।
দেখিয়া ফিরোজ সাহেব সখিনায় চিনিল
তস্‌বীর আর মানুষে আসমান পাতাল লাগিল [৩] ॥ ১১৪
তস্‌বীরে এমন রূপ আঁকা নাহি যায়
অঙ্গের লাবনি যার মাটি বইয়া যায় [৪] ॥

---

১ উছিল্লা=অছিলা, অজুহাৎ, সুযোগ। নাহি জানা শুনা=জানা শুনা না থাকিলেও।

২ মেন্দী=এক প্রকার ছোট গাছ; ইহা পত্র-বহুল; এই গাছের পাতার রস লাল। ইহা মুসলমান রমণীদের অলক্তক স্বরূপ। মুন্সী মৌলবীরা ইহা দ্বারা দাড়ি রঙ্গাইয়া থাকেন। এই রীতি অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে চলিত আছে। মাঞ্জ্যা=মাজিয়া, ঘসিয়া উঠাইল।

৩ আসমান পাতাল লাগিল=আকাশ-পাতাল প্রভেদ বোধ হইল।

৪ "অঙ্গের............লাবনী যায়="ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়" জ্ঞানদাস। 'দেওয়ান ভাবনা', "ঈশাখাঁ" প্রভৃতি পালায় ও এই ভাবের পদ আছে।

আইলা ফিরোজ যখন ঘাটের সাম্‌নে
সখিনা ফিরিয়া তারে দেখিল নয়ানে ॥ ১২৮
দেখিয়া ফিরোজে কন্যা পলক না মারে
হায়রে কঠিন আল্লা ফালাইলা কি ফেরে।
এমন সুন্দর কুমার নবীন বয়সে
কিসের লাগ্যা ফকীর হইয়া ফিরে দেশে দেশে ॥ ১২৯
এই কথা ভাবিয়া কন্যা নিকটে আসিয়া
জিজ্ঞাস যে করে তার সাম্‌নে খাড়া হইয়া ॥
সেলাম জানাইয়া ফকীর তোমার চরণে
মনের কথা জিজ্ঞাস করি মোর লয় মনে ॥ ১২৬
কও তোমার পরিচয় কির্‌পা যে করিয়া
কোন্ খেজালতে পীর ফকীর হইয়া ॥
চেংড়া বয়সে কেবা কও ফকীরি লয়
তোমারে দেখিয়া মোর দিলে দরদ হয় রে ॥ ১৩০
কোন্ পরাণে ছাড়্যা দিছে তোমার বাপ মাও
না আইল পাছে পাছে হইয়া উধাও [১] ॥
কিসের লাগিয়া আইলা আন্দর ভিতরে
সকল খুলিয়া মোরে কও সুস্তরে [২] রে ॥ ১৩৪

এত শুনি ফিরোজ কয় কন্যার গোচরে
তোমার বাপজান পড়িয়াছে কঠিন বেমারে।
আমারে ডাকিলা দেওয়ান সেই সে কারণে
ভালা করিতে আইলাম তাহার সদনে ॥ ১৩৮
(হারে কন্যা) নছিবের লেখা কেউ করে বাদসাগিরি
আল্লায় বানাইছে ফকীর দেশে দেশে ফিরি ॥

---

১ না......উধাও = তাঁহারা কেন তোমার পাছে পাছে উড়িয়া আসিলেন না।

২ সুস্তরে = সুবিস্তারে, বিস্তৃতভাবে।

এই কথা কহিয়া ফিরোজ কোন কাম করে
তার পরে চলিয়া গেলাইন [১] দেওয়ানের ঘরে ॥ ১৪২
দেওয়ানের তাবিজ [২] দিল কিবা দিল আর
তেনালার [৩] পাণি দিয়া দিল যে উতার [৪]।
তাবিজ উতার দিয়া সাহেব পন্থে মেলাদিল
লোক লস্কর লইয়া বাড়ীতে ফিরিল রে ॥
দিশা—

(৪)

বাড়ীতে ফিরিয়া মিয়া বসিয়া নিরালা
সখিনা সুন্দরীর কথা ভাবয়ে একলা।
দরবারে দেওয়ানগিরিতে নাহি দেয় মন
সখিনা বিবির লাগি মন উচাটন ॥ ৪
বিরামখানা ঘরে থাক্যা কোন্ কাম করে
শীঘ্র কইরা ডাইক্যা আনে দরিয়া বান্দীরে ॥

আইল দরিয়া বান্দী হাসি খুসী মন
নবীন বয়স তার নবীন যৈবন ॥ ৮
পায়ে দিছে বেঁক্‌খাড়ু গলায় হাঁসুলী
চল্‌তে মাইজা [৫] ভাঙ্গা পড়ে হাসে খলখলি।
কিবা বেমার হইয়া বান্দী জিগায় দেওয়ানে
এমন কাঞ্চা [৬] বাঁশে হায়রে কেমনে ধর্‌ল ঘুণে ॥ ১২

---

[১] গেলাইন = গেলেন। [২] তাবিজ = কবচ।
[৩] তেনালা = তে (তিন) নালা (খাল) তিনটী খাল; অথবা তিনটী খাল একত্রে মিলিত হইয়াছে যেখানে। তেমোহনা।
[৪] উতার = মন্ত্রঃপূত জল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে 'উতারে' রোগ দূর হয়।
[৫] মাইজা = মধ্যম ভাগ; কটিদেশ। [৬] কাঞ্চা = কাঁচা।

মনের মতন জনে সাদি কর তুমি
সংসার ঘুরিয়া দুলাইন [১] আন্যা দিব আমি।
ভ্রমরা [২] হইয়া তুমি ফুলের মধু খাও
যৈবনে পড়িয়া কেনে [৩] মনেরে ভাড়াও॥

এহি কথা বান্দী যখন দেওয়ানে কহিল
তবে ত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কহিতে লাগিল।
শুন শুন দরিয়া আরে কহি তোমার ঠাঁই
তোমার মতন দরদী মোর দুনিয়ামে [৪] নাই॥ ২০
ছোট বেলা হইতে তোরে বাসি বড় ভালা
বিয়ার কথা ভাব্যা আমার যৈবন হইল কালা॥

গোপন কথা আইজ দরিয়া কইবাম তোমার কাছে
কাম হাসিল্ [৫] হইলে দরিয়া বক্সীষ্ পাইবা পাছে॥ ২৪
ভালা খসম্ দেখ্যা তোমার আর দিরাম সাদি
সঙ্গে কইরা দিবাম তোমার আর পাঁচ বান্দী।

ফিরুলীর [৬] বেশে তুমি তসবীর লইয়া
কেল্লাতাজপুর সহর মধ্যে দাখিল হওরে গিয়া॥
কোন কাম করিবা তথা কই তোমার কাছে
সখিনা নামেতে কন্যা সেই সরে আছে॥
উমর খাঁ দেওয়ানের কন্যা কেল্লাতাজপুর সরে
তসবীর লইয়া তুমি যাইয়ো আন্দরে॥ ৩২
এক দুই করি যত তসবীর দেখাও [৭]
ফকীরের এই তস্বীর লইয়া সেলাম জানাও।

---

১ দুলাইন্ = বিবাহের পাত্রী, দুলালী।
২ ভ্রমরা = কথ্য ভাষায় কখন কখন 'ভ্রমর'কে ভ্রমরা বলিতে দেখা যায়।
৩ কেনে = কেন। ৪ দুনিয়ামে = পৃথিবীতে। ৫ হাসিল্ = সম্পন্ন।
৬ ফিরুলী = ফেরিওয়ালী। ৭ দেখাও = দেখাইও।

সকল দেখাইয়া পরে দেখাও তসবীর
এত বলি ফিরোজ খাঁ যে করিলা হাজির ॥ ৩৬
বেতের পেটেরা ঝাইল কাঁখেতে লইল
তার মধ্যে যতন কইরা তসবীর বান্ধিল।
বিদায় হইতে দরিয়া সেলাম জানায়
হেন কালে দেওয়ান তবে কয় দরিয়ায় ॥ ৪০

এক কথা দরিয়া আরে কইয়া [১] দেই তোরে
ফিরুলীর সাজে যখন যাইবা অন্দরে ॥
পালঙ্কে বসিয়া থাকব [২] সখিনা সুন্দরী
যখন থাকিবা [৩] সেই কন্যা একাকারী [৪] ॥ ৪৪
সেই কালে খুইল্যা তুমি তসবীর দেখাইয়ো
পরিচয় কথা সব সকলি কহিও ॥
দরবেশ ফকীরের তসবীর ধইরা দিও কাছে
এই তসবীর দেখ্যা [৫] কন্যার মন দেখিও পাছে ॥ ৪৮
এই তসবীর দেখ্যা কন্যা যদি কিছু কয়
তাহারে কহিও তুমি এই পরিচয়।

কইও কইও এই কথা কন্যার গোচরে
ফিরুলী তসবীর বেচি নাহি চিনি তারে ॥ ৫২
কেবল শুন্যাছি কথা শুন বিবিজান
এই ফকীর আগে ছিল বংশেতে দেওয়ান।
দেশ বিদেশেতে আমি ঘুরিয়া বেড়াই
কত বেচি কত কিনি লেখাজুখা নাই ॥ ৫৬

---

১ কইয়া = কহিয়া।
২ থাকব = থাকিবে।
৩ থাকিবা = থাকিবে।
৪ একাকারী = একাকিনী।
৫ দেখ্যা = দেখাইয়া ; দেখিয়া।

দিল্লী আগ্রা ঘুইরা আমি আইলাম বাংলা দেশ
পন্থেতে কিনিলাম তসবীর ফকীরের বেশ।
এই দেশে আছে কন্যা সখিনা সুন্দরী
উমর খাঁর কন্যা সে যে কেল্লাতাজপুর বাড়ী॥ ৬০
তার রূপ দেখ্যা দেওয়ান পাগল হইয়া
দেশে দেশে ঘুরে দেওয়ান ফকীর হইয়া।
এমন যৈবন কালে হইয়াছে দেওয়না
পাগল হইয়া দেশে দেশে করিছে ভর্‌মনা [১] ॥ ৬৪

এই কথা কহিও তুমি সখিনার কাছে
মনেতে দেখিও কন্যার কোন্ ভাব আছে।
ফিরুলী সাজিল দরিয়া এতেক শুনিয়া
কেল্লাতাজপুর সরে যায় তসবীর লইয়া॥ ৬৮
কেল্লাতাজপুর সর দেখ তিন দিনের পথ
একলা চলিল দরিয়া চিনিয়া যে পথ।
সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে কেল্লাতাজপুর সর
সমুজ [২] গুম্বজ বড় দেখতে মনোহর॥ ৭২
দেড়পুড়া জমীন্ লইয়া সহর পত্তন
এমন্ সুন্দর সর না দেখি কখন।
হাতী ঘোড়া চড়ে আর মাহুতে হাঁকায়
এই সকলি দেখ্যা দরিয়া পন্থে চল্যা যায়॥ ৭৬

এই সকলি দেখ্যা দরিয়া পন্থে মেলা দিল
কেল্লাতাজপুর সরে গিয়া দাখিল হইল।
সহরে উঠিয়া দরিয়া সামায় [৩] আন্দরে
একবারে দাখিল হইল কন্যার গোচরে॥ ৮০

---

১ ভর্‌মনা=(ভ্রমনা) ভ্রমন। ২ সমুজ=সমুচ্চ।
৩ সামায়=প্রবেশ করে।

বইয়া আছে সখিনা বিবি পালঙ্ক উপর
চান্দ জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর।
মেঘ ভাঙ্গা চুল কন্যার পালঙ্কে লুঠায়
সেই রূপ দেখ্যা দরিয়া করে হায় হায়॥ ৮৪
পুরুষ হইয়া দেওয়ান রূপেতে মজিল
নারী হইয়া দেখ্যা মন পাগল হইল।
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কখন
চান্দ জিনিয়া কন্যার চান্দ বয়ান॥ ৮৮
হুরীর মুল্লুকে শুনি আছে পরী
তা হইতে সখিনা বিবি বহুৎ সুন্দরী।
মেন্দী দিয়াছে কন্যা বাটিয়া চরণে
সুর্‌মা [১] দিয়া আঁকিয়াছে দুইটী নয়নে॥ ৯২
সেইত নয়ানে কন্যা যার পানে চায়
আদম পুরুষ নারী পাগল হইয়া যায়।

ছেলাম জানায় দরিয়া সখিনার কাছে
তসবীর খুলিয়া তবে দেখাইল পাছে॥ ৯৬
আগেত দেখাইল দরিয়া যতেক তসবীর
দেওয়ান বাদশা কত আর মাল [২] মস্তবীর।
তবেত দেখায় দরিয়া নবাব বেগমে
সকল দেখাইল দরিয়া বসি সেই খানে॥ ১০০
ফকীরের তসবীর দরিয়া যতন করিয়া
পালঙ্ক উপরে রাখে ঝারিয়া পুঁছিয়া॥
মেন্দিতে রাঙ্গিয়া কন্যা রাখিছে চরণ
তার কাছে রাখে তসবীর করিয়া যতন॥ ১০৪

---

[১] সুর্‌মা = মুসলমানগণের ব্যবহৃত কাজল বিশেষ।
[২] মাল = পালোয়ান (মল্ল হইতে)।

স্বপনে সোনার ধুন্দল [১] পাইলেক হাতে
আৎকা [২] দরদী দুস্ত [৩] পাইলা দেখা পথে।
সেই মত সখিনা বিবি চমকিয়া উঠিল
ফিরুলীর কাছে কন্যা কহিতে লাগিল ॥ ১০৮

শুন গো ফিরুলী আরে কহি তোমার স্থানে
এই তসবীর তুমি পাইলা কোন্ খানে।
দেশ বিদেশ তুমি ঘুরিয়া বেড়াও
এই ত তসবীর তুমি কোন্ দেশে পাও ॥ ১১২
কোন্ জনা আঁকিল তসবীর কারে বা দেখিয়া
কোন্ দেশে পাইয়া তসবীর আনিলা কিনিয়া।
সাচা [৪] কথা ফিরুলী যে কহ ত আমারে
আগে যেন দেখিয়াছি এই ত ফকীরে ॥ ১১৬

শুনিয়া ফিরুলী তবে কহিতে লাগিল
সখিনার পায়ে সাত সেলাম জানাইল।
সাচা কথা কহি আমি শুন বিবিজান
দেশ বিদেশেতে ঘুরি করিয়া ফিরান [৫] ॥ ১২০
আগ্রা দিল্লীর পথে করি আনা গোনা
কতদেশে যাই আমি তার নাই জানা।
ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম জঙ্গলবাড়ী সরে
এই তসবীর বেচ্‌ল মোরে এক সদাগরে ॥ ১২৪

---

১ ধুন্দল=শশাজাতীয় এক প্রকার ফল।

২ আৎকা=হঠাৎ; অপ্রত্যাশিত ভাবে।

৩ দুস্ত=বন্ধু। স্বপ্নে যেন কেহ সোনার ফল হাতে পাইলে, কিম্বা অপ্রত্যাশিত ভাবে কোন দরদী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। সেই তস্‌বীর দেখিয়া সখিনা তেমনই সুখী হইল।

৪ সাচা=(সাচ্চা, সত্য।

৫ ফিরান=ফেরি।

কিনিলাম এই তসবীর উৎযোগী [১] হইয়া
সদাগরের কাছে বার্ত্তা জানিলাম পুছিয়া।
পুছিলাম সদাগরে শুন দিয়া মন
আসল তসবীর এই শুন বিবরন ॥ ১২৮
জঙ্গলবাড়ী সরে আছে ফিরোজ খাঁ দেত্তয়ান
তাহার তসবীর এই শুন্ বিবিজান।
নবীন বয়সে দেওয়ান ফকীর সাজিয়া
দেশে দেশে ঘুরে দেওয়ান পাগল হইয়া ॥ ১৩২
সোনার জঙ্গলবাড়ী হইছে ছার খার
কান্দিয়া সকল লোক হইল জার জার [২]।
কয়বরে [৩] ঘিরিয়াছে দেশ লোকের হাহাকার
মিছিল গুছিল সব হইছে অন্ধকার ॥ ১৩৬
উজীর নাজীর কান্দে এই সে কারণ
বেওয়া বিধুবা [৪] কান্দে কান্দে পর্জাগণ।

এই কথা শুনিয়া কন্যা দরিয়ার আগে
ভিন্ [৫] দেশী ফিরুলীর কথায় দিলে দরদ লাগে ॥ ১৪০
শুন শুন ফিরুলী লো কহি যে তোমারে
কোথায়নি দেখ্যাছ তুমি এই ত ফকীরে।
কিসের লাগ্যা ফকীর হইল এই মহাজন
আগপাছ [৬] কথা তুমি কও বিবরণ ॥ ১৪৪

---

১ উৎযোগী = উদ্যোগী।
২ জারজার = (জর্জ্জর হইতে) ; অবসন্ন। দেওয়ানের বিরহে লোক মরিয়া যাইতেছে।
৩ কয়বর = কব্বর।
৪ বেওয়া বিধুরা = অনাথা বিধবারা।
৫ ভিন্ = ভিন্ন।
৬ আগপাছ = অগ্রপশ্চাৎ সমুদয়।

গলার হার দিয়া আমি কিনিলাম তসবীর
শুনিয়া তোমার কথা মন নহে স্থির।

এতেক শুনিয়া দরিয়া কহে কন্যার কাছে
বলিব সকল কথা মনে মোর আছে॥ ১৪৮
সাত সেলাম আর বার ফিরুলী জানায়
ফিরোজের কথা বলি কন্যারে ভাড়ায়।
কেবল শুন্যাছি কথা শুন বিবিজান
এই না ফকীর বংশে আছিল দেওয়ান॥ ১৫২
এই দেশে আছে নাকি সখিনা সুন্দরী
উমর খাঁর কন্যা সে যে কেল্লাতাজপুর বাড়ী।
তার রূপ দেখ্যা দেওয়ান পাগল হইয়া
দেশে দেশে ঘুরে দেওয়ান ফকীর হইয়া॥ ১৫৬
এমন যৈবন কালে হইয়াছে দেওয়ানা
পাগল হইয়া দেশে করিছে ভরমনা।

এই কথা শুনিয়া তবে সুন্দরী সখিনা
ফকীরের লাগি কন্যা হইল দেওয়ানা [১]॥ ১৬০
অঞ্চল ধরিয়া কন্যা মুছে চক্ষের পানি
পিরীতে মজিল মন কাতর হইল প্রাণি।
লাখ টাকার কিম্মত যে গলার হাসুলী
তাহা দিয়া বিদায় কন্যা করিল ফিরুলী॥ ১৬৪

তসবীর লইয়া কন্যা বুকেতে ধরিল
পন্থের ফকীর কন্যা মনেতে সাজিল [২]।

---

[১] দেওয়ানা = পাগল। 	[২] "পন্থের.................সাজিল।"
ফকীর বেশী ফিরোজের প্রণয়ে মুগ্ধা সখিনা মনে মনে নিজেও পন্থের ফকীর সাজিল।

গুছুল পৈরাণ [১] হাসি ছাড়িল সকল
আন্ধাইর হইল যেমন আন্দর মহল ॥ ১৬৮
হাসে না সখিনা আর নাহি গায় গান
সোনার পালঙ্কে নাই ফুলের বিছান [২] ।
তাবেদার [৩] বান্দী যত ভয় পাইল মনে
কিসের লাগিয়া কন্যা থাকয়ে এমনে ॥ ১৭২
পীরিতে মজিয়া দোঁহে ফকীর হইয়া
পরে ত সাদির কথা শুন মন দিয়া ॥ ১৭৪

(৫)

দেওয়ানা ভাব দেখি পুত্রের ফিরোজা সুন্দরী
ফিরোজে ডাকিয়া কাছে আনে তরিঘরি [৪] ।
শুন শুন পুত্র আরে কহি আরবার
সাদি করাইতাম তোমায় মনেতে আমার ॥ ৪
সাদি না করিলে দেখ বংশ না থাকিবে
তোমার যে পরে ভিটায় বাতি না জ্বলিবে ।
এমন সোনার দেওয়ানি যাইবে ছারখারে
ডুবাইয়োনা সোনার সংসায় অকুল সায়রে ॥ ৮
তোমার যেমন খুসি তেমন কর সাদি
তোমার ইচ্ছায় কেউ না হইব বাদি ।
শুন শুন পুত্রধন রাখ মায়ের কথা
বৃদ্ধ মায়ের প্রাণে দিয়ো না আর ব্যথা ॥ ১২

সাদির কথায় আইজ বিরোধী না হইল
মনোযোগে সকল কথা বসিয়া শুনিল ।

---

[১] গুছুল পৈরাণ = স্নান ও বেশভূষা। [২] বিছান = বিছানা, শয্যা।
[৩] তাবেদার = শরীর রক্ষী ; আদেশবাহী।
[৪] তরিঘরি = তাড়াতাড়ি।

মায়ের কথায় সাহেব দিল্ খুসী হইয়া
বিরাম-খানা ঘরে গেল উজীরে লইয়া ॥ ১৬

উজীরে ডাকিয়া কয় শুন উজীর রে
আজুকা মনের কথা কহি যে তোমারে ॥
অনুরাগী হইলাইন [১] মাও সাদির কারণ
তাহারে জানাও মোর এই নিবেদন ॥ ২০
সাদি না করিবাম আম্মার আছিল যে মনে
পরতিজ্ঞা ভাঙ্গিলাম আইজ মায়ের কারণে ॥
কইও কইও এই কথা তাঁহার গোচরে
উমর খাঁ দেওয়ান থাকে কেল্লাতাজপুর সরে ॥ ২৪
তাহার যে কন্যা আছে সখিনা সুন্দরী
তাহারে আনিয়া দিলে আমি সাদি করি ॥
আনইলে [২] আল্লাজী সাদি না লেখছুইন [৩] কপালে.
দিলের যে দুঃখ যত থাক্যা যাইব [৪] দিলে ॥ ২৮

এই কথা শুনিয়া উজীর চলিল আন্দরে
কহিতে সকল কথা বিবির গোচরে ॥
আন্দর ভিতরে বিবি উজীরে দেখিয়া
জিগায় উজীরে আইলা কিসের লাগিয়া ॥ ৩২

সেলাম জানাইয়া উজীর কয় বিবির কাছে
কুসময়ে [৫] আন্দর বাড়ী কোন্ কাজে আইছে ॥
শুনখাইন সাহেবানী মোর কথা দিয়া মন
কুমার কহিছে কিবা সাদির কারণ ॥ ৩৬

---

১ হইলাইন = হইলেন।
২ আনইলে = আর, না হইলে ; আর যদি তাহা না হয়।
৩ না লেখছুইন্ = লিখেন নাই।
৪ থাক্যা যাইব = থাকিয়া যাইবে
৫ কুসময়ে = অসময়ে।

উমর খাঁ দেওয়ান আছে কেল্লাতাজপুর সরে
সখিনা সুন্দরী কন্যা জন্মিল তার ঘরে।
সেই সে কন্যারে হইলে সাদি করিব
আনইলে আয়াৎ [1] থাকতে সাদি না করিব॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া বিবি কয় উজীরেরে
শুনরে উজীর আমি পড়িলাম ফেরে [2]॥
তাজপুরের দেওয়ান যত আমার যে বৈরী
তাহার কন্যার সাদির কেমনে আলাপ [3] করি॥ ৪৪
পুত্রে সাদি কেমনে করাই দুষ্মনের কন্যারে।
এই কথা বুঝাইয়া কও পুত্রের গোচরে॥
সখিনা বিবির থাক্যা সুন্দর দেখিয়া
আনিয়া পুত্রেরে আমি করাই তবে বিয়া॥ ৪৮
এই বিয়া করাইতে মোর নাহি লয় দিলে
খয়ের [4] না হইব জান্য [5] এই বিয়া করাইলে॥
সিতাবি যাওরে উজীয় জিগাও কুমারে
এই বিয়া ছাড়া নি [6] সে অন্য বিয়া করে॥ ৫২

তার পরে চলিল গো উজীর কুমার যথায় আছে
কুমারে দেখিয়া পরে কয় তার কাছে॥
মায়ের সকল কথা পুত্রেরে জানায়
এই নি সাদি ছাড়া মিয়া অন্য সাদি চায়॥ ৫৬
এই ত দুষ্মনের কন্যা সাদি করিলে
মান ইজ্জত সব যাইবে বিফলে॥

---

১ আয়াৎ = আয়ু। ২ ফেরে = মুস্কিলে। ৩ আলাপ = প্রস্তাব।
৪ খয়ের = মঙ্গল। ৫ জান্য = জানিয়ো। যদি এই বিবাহ করান হয়, তবে জানিয়ো, ইহা মঙ্গল-জনক হইবে না। ৬ নি = কিনা।

এতেক শুনিয়া কুমার কয় উজীরেরে
তবে নাই সে করবাম বিয়া কইওত মায়েরে ॥ ৬০
তাহার লাগিয়া আমি হইলাম দেওঁয়ানা
তাহারে না করলে সাদি হইবাম আমি ফানা [১]।
এই সাদি ছাড়া মোর মনে নাই সে লাগে
সখিনার চান্দমুখ সদায় মনে জাগে ॥ ৬৪
তাহার লাগিয়া আমি ছাড়লাম দেওয়ান-গিরি
তারে ছাড়া অন্য কন্যা কেমনে সাদি করি।
সেই কন্যা হইয়াছে আমার নয়নের মণি
সেই কন্যা হইয়াছে আমার পিয়াসের পানি ॥ ৬৮
সেই কন্যা হইয়াছে আমার গলার যে মালা
তারে সাদি করলে হইব আন্ধাইর মন উজালা।
কহিয়ো মনের কথা মায়ের গোচর
এই সাদি না হইলে আমি ছাড়বাম বাড়ী ঘর ॥ ৭২

এই কথা শুনিয়া উজীর মায়ের কাছে গিয়া
পুত্রের সকল কথা আসিল বলিয়া ॥
পুত্রের দিলের দুঃখ বুঝিয়া জননী
পুত্রের লাগিয়া মাও হইলা উদাসিণী ॥ ৭৬
ফিরোজ যে পুত্র মোর নয়নের তারা
এক লহমা [২] না বাঁচিবাম হৈলে তারে হারা ॥
এমন পুত্রের দিল খুসীর কারণ
ছাড়িবারে পারি আমি এছার জীবন ॥ ৮০
পুত্র যদি খুসী হয় করাইলে এই সাদি
আমি নাই সে হইব আর এই বিয়ার বাদি ॥

এই কথা চিন্তিয়া বিবি উজীরে ডাকিয়া
বুঝাইয়া শুনাইয়া তারে দিল যে পাঠাইয়া ॥ ৮৪

---

১ ফানা = পাগল। ২ লহমা = মুহূর্ত্ত

পাঠাইয়া দিল তারে কেল্লাতাজপুর সরে
সাদির কারণে উমর খাঁয়ের গোচরে।

তিন দিনের পরে উজীর কেল্লাতাজপুর সরে
দাখিল যে হইল উজীর উমর খাঁর গোচরে ॥ ৯৮
জিগায় উমর খাঁ দেওয়ান উজীরের কাছে
কোন্ দেশতনে [১] আইলা মিয়া কিবা কাম আছে।
সেলাম জানাইয়া উজীর কয় মিয়ার ঠাঁই
জঙ্গলবাড়ীর উজীর আমি সাহেবে জানাই ॥ ৯২
শুনখাইন সাহেব আরে শুনখাইন দিয়া মন
পাঠাইলা ফিরোজা বিবি কিসের কারণ ॥
পয়দা যে হইছে কন্যা আপনের ঘরে
সুন্দরী সখিনার কথা জানা ঘরে ঘরে ॥ ৯৬
ফিরোজা বিবির হয় ফিরোজ কুমার
রূপেগুণে পরধান হইল দুনিয়া মাঝার।
ফিরোজ সখিনার সঙ্গে সাদির কারণে
পাঠাইলা ফিরোজা বিবি আপনার সদনে ॥ ১০০

এই কথা শুনিয়া মিয়া গোসা [২] হইল মনে
কহিতে লাগিল পরে সভার সদনে ॥
কাফেরের গোষ্ঠী জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান
রোজা নমাজ ছাড়া যেই না মুছুলমান ॥ ১০৪
না মুছুলমান পাঠাইল সাদির কারণ
এই নি দুঃখু সয় দেখ উজীর নাজীর গণ।
বেইজ্জত করিলা আমায় সেইত কাফেরে।
উচিত শাস্তি দিবাম আমি ভাব্যা চিন্ত্যা তারে ॥ ১০৮

---

[১] তনে=হইতে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে "থনে" শব্দের প্রচলন আছে
[২] গোসা=রাগ।

গর্জ্জিয়া পরে ত মিয়া ডাকিল নফরে
নফর আইলে পরে কয় যে তাহারে ॥
গর্দ্দনায় [১] ধরিয়া তুমি এই উজীরেরে
সিতাবী খেদাইয়া দেও দরবারের বাইরে ॥ ১১২
এই কথা শুনিয়া নফর উৎযোগ হইয়া
গর্দ্দানে ধরিয়া দিল বাইর করিয়া ॥
তার পরে উজীর দেখ বেইজ্জত হইয়া।
মনের দুঃখেতে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া ॥ ১১৬

(৬)

এই কথা উজীর জানায় দেওয়ান ফিরোজেরে
আগুন জ্বলিল যেমন সমুদ্দুর ভিতরে ॥
এই কথা শুনিয়া মিয়া গোসা হইল ভারি
সহরে বাজারে ডঙ্কা মারে তাড়াতাড়ি ॥ ৪
ডঙ্কা মারিল দেওয়ান ফৌজের কারণ
কালুকা যাইতে হইব করিবারে রণ ॥

ফৌজদারগণ যত এই কথা শুনিয়া।
পলকে আইল যত ফৌজ যে লইয়া ॥ ৮
সাজাইয়া রণের ঘোড়া হইল সোয়ার।
পন্থে মেলা দিল সবে করি মার মার।
পরের দিনেতে সাহেব ফৌজ যে লইয়া
কেল্লা তাজপুর সরে মিয়া দাখিল হৈল গিয়া ॥ ১২

দেওয়ানের বাড়ী ফৌজে ঘিরিয়া লইল।
ঘেটিতে [২] ধরিয়া মিয়া দেওয়ানে খেদাইল ॥
খেদাইল উজীর নাজীর যত লোক জন
তার পরে আন্দর বাড়ী করিল গমন ॥ ১৬

---

১ গর্দ্দানা = ঘাড়। ২ ঘেটি = ঘাড়।

সখিনা সুন্দরী আছিল পালঙ্কে শুইয়া
পালঙ্ক হইতে মিয়া আনিল ধরিয়া।
কয়েদ করিয়া আনে জঙ্গলবাড়ী সরে
দিল্ খুসী হইয়া মিয়া তারে সাদি করে॥ ২০
সাদি করিয়া দোয়ে [১] খুসী হইল মনে
এক সাথে থাকে দোয়ে উঠনে বৈসনে [২]।
এক জনের দিলের দরদ অন্যে নেয় কাড়ি [৩]
পীরিতে মজিয়া দোয়ে দিল্ খুসী ভারি॥ ২৪
সাদির কথা এইখানে নিরবধি লইয়া [৪]
উমর খাঁ দেওয়ানের কথা শুন মন দিয়া। ২৬

(৭)

বেইজ্জতি হইয়া [৫] উমর কোন্ কাম করিল
বাদসার দরবারে যাইতে পন্থে মেলা দিল।
সভা কইরা বইছে বাদসা উজীর নাজীর লইয়া
এমন সময় মিয়া দাখিল হইল গিয়া॥ ৪
বাদশা জিগায় শুন উমর খাঁ দেওয়ান
অচম্বিত [৬] আইলা তুমি কিসের কারণ।
অঙ্গের যে বেশ দেখি হইয়াছে মৈলান
কালা কেসইরাতা [৭] তোমার হইয়াছে বয়ান॥ ৮

---

[১] দোয়ে=দুইজনে [২] উঠনে বৈসনে=উঠিতে বসিতে।
[৩] একজনের......কাড়ি=একজনের মনের কষ্ট অপরে বাটিয়া লইয়া তাহা লঘু করে। [৪] নিরবধি লইয়া=বিদায় লইয়া, ইতি করিয়া, অবধি করিয়া। [৫] বেইজ্জতি হইয়া=অপমানিত হইয়া।
[৬] অচম্বিত=আচম্বিতের অপভ্রংশ। হঠাৎ। [৭] কালা কেসইরতা=ইহা এক প্রকার কাল রঙ্গের ঘাস, কাল রঙ্গের 'কেসর' নামক একরূপ জলজ ফল আছে, তাহাও হইতে পারে।

কও কও কও মিয়া কিবা দুঃখু পাইয়া
অত মীন্নত [১] কইরা আইলা দরবারে চলিয়া।

সেলাম করিয়া মিয়া কয় বাদশার কাছে
আমার যে নালিশ এক দরবারেতে আছে॥ ১২
শুনখাইন মন দিয়া শুনখাইন বাদশা-নন্দন।
জঙ্গলবাড়ী সরে থাকে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান॥
কাফেরের বংশে বেটা পয়দা যে হইয়া
উজীরে পাঠাইল আমার কন্যা দিতাম [২] বিয়া॥ ১৬
উজীর ফিরিয়া যায় জঙ্গলবাড়ী সরে
শুনখাইন সকলে ফিরোজ কোন্ কাম করে।
ষাইট হাজার ফৌজ সঙ্গে বাড়ী যে ঘিরিল
জনবাচ্চা সহিতে মোরে বেইজ্জত করিল॥ ২০
তার পরে শুনখাইন বলি দিলের বেদনা
আন্দর হইতে খেদায় আন্দরের জননা [৩]।
সুন্দর সখিনা কন্যায় কয়েদ করিয়া
জঙ্গলবাড়ী সরে বেটা দাখিল হইল গিয়া॥ ২৪
জঙ্গলবাড়ী সরে কেউ না হইল বাদী
জোর কইরা করিল মোর কন্যারে যে সাদি॥
সেহিত কারণে সাহেব দিলে দুঃখু পাইয়া
পাগল হইয়া আইলাম দরবারে চলিয়া॥ ২৮
হুজুর করখাইন [৪] এর উচিত বিচার
পরাণে মরিবাম নইলে ঘরে আপনার।
অপমান পাইলাম কাফেরের হাতে
উচিত না হয় বাস এই দুনিয়াতে॥ ৩২

---

১ মীন্নত=মেহনতের অপভ্রংশ; পরিশ্রম। ২ দিতাম=দিবার জন্য।
৩ জননা=স্ত্রীলোক। ৪ করখাইন=করুন।

এই কথা শুনিয়া বাদশা গোসা যে হইল
গর্জ্জন করিয়া পরে সভাতে বলিল।
জঙ্গলবাড়ীর দেওঁয়ান বড় হইল সেয়ানা
বান্ধিয়া রাখিছে [১] দেখ বাদসার খাজানা॥ ৩৬
যাই খুসী করে বড় মুখ হইছে তার॥
জন বাচ্চা সহিতে তারে করবাম উজার।
শুন শুন উজীর নাজীর শুন ফৌজদারগণ
যত ফৌজ আছে ডাক রণের কারণ॥ ৪০
তিন দিনের আরি [২] যাও জঙ্গলবাড়ী সরে
উজার করিয়া সর [৩] বান্ধ দেওয়ানেরে।
সিতাবি বান্ধিয়া আন আমার গোচরে
উচিত যা শাস্তি আমি করবাম তাহারে॥ ৪৪
যাও যাও উমর খাঁ দেওয়ান ফৌজ যে লইয়া
দিলের দুঃখ কর দূর পর্‌তিশোধ লইয়া।

পিল ঘোড়া সাজে কত সাজে ফৌজগণ
সাজ সাজ রব হইল রণের কারণ॥ ৪৮
এক লক্ষ ফৌজ যখন পন্থে মেলা দিল
আসমান ছাইয়া পন্থের ধুলা উড়িল।
কেউ সোয়ার হইল পিলে কেউবা ঘোড়াতে
কেউবা হাঁটিয়া চলে দাপটে রণেতে॥ ৫২
উমর চলয়ে আগে ফৌজের সর্দ্দার
তার কথায় চলে ফৌজ করে মার মার।
এই মতে যত ফৌজ পন্থে মেলা দিয়া
জঙ্গলবাড়ীর সীমানায় দাখিল হইল গিয়া॥ ৫৬

---

১ বান্ধিয়া রাখিছে = বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।
২ আরি = তফাৎ। ৩ সর = সহর।

এই কথা যখন দেওয়ান ফিরোজ শুনিল
ডঙ্কায় বাড়ি দিয়া যত ফৌজদারে ডাকিল।
রণের কারণে দেখ যত ফৌজদারগণ
সিপাই লইয়া আইল দেওয়ানের সদন॥ ৬০
তার পরে ফিরোজ দেওয়ান রণের সাজ লইয়া
মায়ের নিকটে গেল বিদায়ের লাগিয়া॥ ৬২

(৮)

দিশা—

ফিরোজ খাঁ রণে গেল।
বিনায়া [১] কান্দে মায় বুকে রইল ছেল [২]॥

সেলাম জানাইয়া কয় মায়ের চরণে
বিদায় দেওখাইন [৩] মা জননী যাইবাম আমি রণে।
সিতাবি বিদায় দেওখাইন দিয়া পায়ের ধুলা
জঙ্গলবাড়ী সর মাগো ফৌজে যে ঘিরিলা॥ ৪
উমর খাঁ দেওয়ান মাগো বাদশার ফৌজ লইয়া
পরতি শোধ লইতে দাখিল হইল আসিয়া।
দেরী না সয় যে মাও শুন দিয়া মন
বিলম্ব করিলে নাহি আশা জিতি রণ॥ ৮

এই কথা শুনিয়া মাও কয় যে পুত্রেরে
না যাও পরাণের পুত্র তুমিত রণেরে॥
আন ডাকাইয়া আছে যত ফৌজদারগণ
সকলে পাঠাও তুমি করিবারে রণ॥ ১২
তুমি পুত্র কলিজার লৌ [৪] যে আমার
কেমনে থাক্‌বাম না দেখিয়া চান্দমুখ তোমার।

---

১ বিনায়া=বিনাইয়া, বিলাপ করিয়া। ২ ছেল=শেল।
৩ দেওখাইন=দিউন, দিন। ৪ লৌ=('লহুর' অপভ্রংশ); রক্ত।

তোমারে পাঠাইতে রণে ডরে কাঁপে বুক
আইজ হইতে ভাঙ্গে যেমন জনমের সুখ ॥ ১৬
এই কথা শুনিয়া কয় মায়ের গোচরে
আর দেরী না সয় মাগো বিদায় দেওখাইন মোরে ॥
আমি ছাড়া ফৌজগণ জঙ্গে না পারিব [১]
আমি সঙ্গে গেলে মাগো রণে জিতিব ॥ ২০
আমারে দেখিলে তারা চিত্তে সুখী হইব
পিষ্ঠে পরাণে [২] মাগো রণ করিব ।
খুসী হইয়া ফৌজগণ রণ করিলে
রণ জিত্যা আইবাম [৩] জান্ত তোমার যে কোলে ॥ ২৪
আমি যদি না যাই রণে গই সই [৪] করিয়া
জঙ্গলবাড়ী লইব [৫] মা গো দুষ্‌মণে জিনিয়া ।
এই কথা কহিয়া মায়ে সেলাম করিল
পায়ের ধুলা লইয়া শিরে বিদায় হইল ॥ ২৮

তার পরে চলিল সাহেব সখিনার ঘরে
জঙ্গে যাইবারে সাহেব আরে বিদায় লইবারে ।
শুন গো সখিনা বিবি শুন দিয়া মন
ফৌজ লইয়া তোমার বাপজান আইছে কর্‌তে রণ ॥ ৩২
সেই ত রণেতে যাইতাম [৬] বিদায় দেও আমারে
সাবধানে থাক্য কন্যা বলি যে তোমারে ।
মায়েরে বুঝাইয়া রাখ্য আন্দরে বসিয়া
শীঘ্র কইরা দেও কন্যা বিদায় করিয়া ॥ ৩৬

---

১ 'জঙ্গে না পারিব'=যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে না।
২ পিষ্ঠে পরাণে=আপ্রাণ চেষ্টায়।
৩ জিত্যা আইবাম=জিতিয়া আসিব।
৪ গই গই করিয়া=গড়িমসি করিয়া।
৫ লইব=লইবে। ৬ যাইতাম=যাইব।

এই কথা শুনিয়া বিবি কি কাম করিল
পাঞ্চ পীরের [১] মাটী আন্যা শিরে তুল্যা দিল ॥
আরজ জানাইল কন্যা কুমার গোচরে
জঙ্গ জিনিয়া শীঘ্র আইও [২] সাহেব ঘরে ॥ ৪০
তার পরে কহেত কুমার খোদার ফজলে [৩]
এক দিনে জিত্যা রণ ফিরবাম সকলে ॥

এই কথা বলিয়া কুমার বিদায় হইল
পন্থপানে সখিনা গো চাহিয়া রহিল ॥
দুই চক্ষু ভইরা [৪] পানি পড়ে দরদরি
পাষাণে বান্ধিয়া মন দিলাম বিদায় করি ॥
ফৌজগণ সঙ্গে কুমার জঙ্গেতে আসিয়া
দুই দিন বান্ধ্যা [৫] গেল রণ করিয়া ॥ ৪৮
দুই দলে সমান যে ফৌজ মরিল
কেউ নাহি জিতে রণে কেউ না হারিল ॥
তিন দিনের দিনে হায়রে কি কাম হইল
ফিরোজখাঁ দেওয়ান ভাইরে বান্ধা পড়িল ॥ ৫২

বান্ধিয়া আনিল মিয়ায় কেল্লাতাজপুর শরে
জঙ্গল বাড়ীর ফৌজ যত হায় হায় করে ॥

* * * *

* * * *

১ পাঞ্চ পীরের মাটি = পাঁচজন সাধু ব্যক্তির কবরের ধুলা।
২ আইও = আসিও।
৩ ফজলে = ইচ্ছায়, কৃপায়।
৪ ভইরা = ভরিয়া।
৫ বান্ধ্যা = ব্যাপিয়া, ধরিয়া।

দিশা—

ঘোড়ার পিষ্ঠেতে দেখি লোএর নিশান
খালি ঘোড়া দেখ্যা বিবির উড়িল পরাণ ॥

(দরিয়ার গলায় ধইরা কান্দে সখিনা)।

শুইয়া আছিল সখিনা বিবি পালঙ্ক উপরে
এমন সময় দরিয়া আস্যা দখিল হইল ঘরে ॥
দরিয়ারে দেখিয়া বিবি কহিতে লাগিল
কালুকা বিয়ানে [১] স্বামী রণ করিতে গেল ॥ ৫৮
শুনশুন দরিয়া আরে কহি যে তোমারে
তুল্যা আন চাম্পা গোলাপ মালা গাঁথিবারে।
লড়াই জিত্যা আইলে স্বামী মালা দিবাম গলে
অজুর [২] পানি তুল্যা রাখ সোনার গুইছালে [৩] ॥ ৬২
আবের পাঙ্খা আন্যা রাখ শয্যার উপরে
রণ জিত্যা আইলে স্বামী বাতাস করবাম তারে ॥
ভাণ্ডে আছে আতর গোলাপ রাখত আনিয়া
সোনার বাটায় সাজাও পান পতির লাগিয়া ॥ ৬৬
পাঁচ পীরেরে নারী সেলাম জানাইল
হাসিমুখে বিবিজান কহিতে লাগিল ॥
আইজ কেন দরিয়া তোর হাসি নাইলো মুখে
রণ জিত্যা আইব [৪] স্বামী দেখ্‌বা মনের সুখে ॥ ৭০

কান্দিয়া দরিয়া বান্দী কহিতে লাগিল
এতদিনে কন্যা তোমার নছিব বোরা [৫] হইল ॥

---

১ বিয়ানে=(বিহান); প্রভাতে। এক দিনের মধ্যে রণজয় করিয়া ফিরিবেন, ফিরোজ খাঁ এই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন।

২ আজু=হাতমুখ ধোয়ার জল।

৩ গুইছাল গোছলখানা=স্নানাগার।

৪ আইব=আসিবে।

৫ বোরা=খারাপ, মন্দ।

ছুট্যা [১] আইল রণের ঘোড়া লৌএর নিশান লইয়া
কি কর সখিনা বিবি পালঙ্কে বসিয়া ॥ ৭৪
শিরসের [২] সিন্দুর বিবি কানের সোনাদানা
পালঙ্ক ছাড়িয়া কর জমিনে বিছানা।
পিন্ধন শাড়ী খুল্যা ফালাও কাট্যা [৩] ফালাও কেশ
আইজ হইতে ধর কন্যা দিগম্বরী বেশ ॥ ৭৮
বাহু হইতে খুল কন্যা বাজুবন্ধ তার
গলা হইতে খুল কন্যা হীরামনের হার।
পাও হইতে খূল কন্যা নোউর [৪] পাঞ্জনী [৫]
কোমর হইতে খুল কন্যা ঘুংঘুর ঝুনঝুনি ॥ ৮২
গৈরব [৬] না শোভে কন্যা সোনার ঠোঁটে হাসি
ছুরৎ যৈবন তোমার হইয়া গেছে বাসি।
বিয়ানে ফুটিয়া ফুল হাঞ্জা [৭] বেলা ঝরে
আর নাহি সাজে কন্যা পালঙ্ক উপরে ॥ ৮৬
শোন শোন বিবি আরে কহি যে তোমারে
তোমার স্বামী হইল বন্দী কেল্লাতাজপুর সরে।

এই কথা শুনিয়া বিবি উঠ্যা খাড়া হইল
আসমান ভাঙ্গিয়া যেমন শিরেতে পড়িল ॥ ৯০
মরণ ঠাডা [৮] পড়িল যেমন গোলাপের বাগে
মিলাইল ঠোঁঠের হাসি পরাণে দরদ লাগে ॥

---

১ ছুট্যা = ছুটিয়া। ২ শিরসের = মাথার।

৩ কাট্যা = কাটিয়া। ৪ নোউর = নুপুরের অপভ্রংশ।

৫ পাঞ্জনী = পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, ইহা অদ্যাপি নর্ত্তকীরা ব্যবহার করে, পায়জোড়।

৬ গৈরব = গরিমা ; গৌরবের অপভ্রংশ।

৭ হাঞ্জা = সাঁঝ ; সন্ধ্যা। ৮ ঠাডা = বজ্র।

আউলাইয়া [১] শিরের কেশ জমিনে লুটায়
তারে দেখ্যা বন্দীগণ করে হায় হায়॥ ৯৪
দরিয়ারে ডাক্যা বিবি কহিতে লাগিল
আজি হইতে দরিয়া মোর কপাল ভাঙ্গিল।
যে হউক সে হউক দরিয়া আমার কথা ধর
শীঘ্র করি রণের ঘোড়া আন্যা খাড়া কর॥ ৯৮
আমার স্বামী বন্দী করে শরীলের [২] কত জোর
সাজাও দেখি রণের ঘোড়া গেল কতদুর॥
সিপাই তীরন্দাজে সীতাব কওত ডাকিয়া
রণেতে যাইবাম ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া॥ ১০২
আওরাত [৩] হইয়া আমি যাইবাম রণে
এই কথা দরিয়া তুমি রাখিও গোপনে।
লোকে যদি জিজ্ঞাস করে কইয়া বুঝাও তারে
দেওয়ানের মামানী [৪] ভাই যাইব রণেরে॥ ১০৬

পিল সাজে ঘোড়া সাজে সাজে ফৌজগণ
সাজ সাজ রব হইল রণের কারণ।
তবে ত সখিনা বিবি কোন কাম করিল।
বিদায় লইতে বিবি শাউরীর [৫] কাছে গেল॥ ১১০
পালঙ্ক ছাড়িয়া বিবি জমিনে লুঠায়
দরদী মায়েরে বিবি কইয়া বুঝায়।
মলিন হইল শিরের কেশ চক্ষে বহে পানি
জমিন ছাড়িয়া উঠ আমার মা জননী॥ ১১৪
বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও মোরে
রণ করিতে যাইবাম আমি কেল্লাতাজপুর সরে।

---

১ আউলাইয়া=এলোমেলো করিয়া; অবিন্যস্ত অবস্থায়।
২ শরীলের=শরীরের। "জোর" শব্দের দেশীয় উচ্চারণ "জুর"।
৩ আওরাত=স্ত্রীলোক। ৪ মামানী=মামাতো। ৫ শাউড়ী=শাশুড়ী।

আমার স্বামী বন্দী করে কেমন বুকের পাটা
জঙ্গেতে বুঝিবাম তারে কেমন বাপের বেটা॥ ১১৬
দোওয়া [১] কর মা জননী দোওয়া কর মোরে
রণে জিত্যা পুত্র তোমার আন্যা দিবাম ঘরে।

চক্ষের পানি মুছ্যা বিবি কয় সখিনার আগে
তোমার কথা শুন্যা মা গো দিলে দরদ লাগে॥ ১২০
মরদ হইয়া পুত্র আমার রণে বন্দী হইল
এমন রণে যাইতে তোমায় কেবা সল্লা দিল।
আন্ধ্যাইর ঘরের বাতি তুমি অন্ধের যে লড়ী [২]
লহমার ল্যাগ্যা তোমায় ছাড়িতে না পারি॥ ১২৪
পাউরিবাম [৩] পুত্র শোক তোমার মুখ দেখিয়া
জঙ্গেতে যাইতে তোমায় না দিবাম ছাড়িয়া।

এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিতে লাগিল
আর বার রণে যাইতে বিদায় চাহিল॥ ১২৮
মানা না করিয়ো মা গো বিদায় দেও মোরে
রণে জিত্যা স্বামী লইয়া আইবাম আমি ঘরে।
নছিব যদি বোরা হয় মা রণে যদি মরি
স্বামীর লাগ্যা রণে মরতে দুঃখু নাই সে করি॥ ১৩২
সোয়ামীর লাগ্যা আমি তেজিবাম জান্
বিদায় কালেতে মা গো জানাই ছেলাম।
শাউরী বউএ কান্দে দুয়ে গলা ধরাধরি
আন্ধাইরে ঘিরিয়া লইল সোনার জঙ্গলবাড়ী॥ ১৩৬

সাজ্যা পাইরা [৪] দুলাল [৫] ঘোড়া দুয়ারে হইল খাড়া
সোয়ার হইলে বিবি, শূন্যে দিল উড়া॥

---

১ দোওয়া = আশীর্ব্বাদ। ২ লড়ী = যষ্ঠি।
৩ পাউরিবাম = পাশরিব; ভুলিব। ৪ সাজ্যা পাইয়া = সাজিয়া পরিয়া।
৫ দুলাল = ঘোড়ার নাম।

সিপাই ফৌজদার যত আগে পাছে যায়
পায় পাছানিতে [১] ধুলা আসমানে উড়ায় ॥ ১৪০
আসমানেতে চান্দ সূরুয্ ধুলায় ঢাকিল
বাসা ছাইড়া পশু পংখী উড়িয়া মেলা দিল।
দিনের পথ বাইয়া তারা এক দণ্ডে যায়
এই না সে কেল্লাতাজপুর সাম্‌নে দেখা যায় ॥ ১৪৯

বাপ হইয়া দেখ দুষমন হইল,
ঘেরাও করিতে কেল্লা বিবি হুকম দিল।
আড়াই দিন হইল রণ কেউ না জিতে হারে
আগুন লাগাইল বিবি কেল্লাতাজপুর সরে ॥ ১৪৮
বড় বড় ঘর দরজা পুইড়া [২] হইল ছাই
রণে হারে বাদশার ফৌজ সরমের সীমা নাই ॥
দিনের দুপর গোঁয়াইল হালিয়া [৩] পড়ে বেলা
ঘোড়ার উপর থাক্যা বিবি লড়িছে একেলা ॥ ১৫২

এমন সময় শুন সবে কোন কাম হইল
তাজপুর তনে আস্তা নফর সেলাম জানাইল ॥
হানিপা [৪] জিনিয়া তুমি বড় পলোয়ান
এতেক বলিয়া নফর জানাইল সেলাম ॥ ১৫৬
দুষমনে করিল নাশ সোনার জঙ্গলবাড়ী
কে তুমি দরদী আইলা বুঝিতে না পারি।
আপোষনামা লইয়া আইলাম দেখা করিবারে
জঙ্গল বাড়ীর নফর আমি জানাই যে তোমারে ॥ ১৬০
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান মোরে দিলাইন পাঠাইয়া
খবর কহিতে তোমায় শুন মন দিয়া ॥

---

১ পায়পাছানিতে = চলা ফেরার দরুণ পদদলনে। ২ পুইড়া = পুড়িয়া।
৩ হালিয়া = হেলিয়া। ৪ হানিফা = একজন মুসলমান বীর, মোস্‌লেম পৌরানিক গ্রন্থে এই বীরের আসন অতি উচ্চে।

যার লাগ্যা জ্বলে আগুন জঙ্গলবাড়ী সরে
তালাক্ [১] দিয়াছে দেওয়ান সেই সখিনারে ॥ ১৬৪
বাকি যত বাদশার খেরাজ হপ্তার [২] মধ্যে দিবে
লড়াই হইছে সাঙ্গ খবর জানিবে ॥

এত বলি তালাকনামা তুল্যা দিল হাতে
পাঞ্জামরের [৩] চিহ্ন কন্যা দেখিলেক তাতে ॥ ১৬৮
তালাক্‌নামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে
সাপেতে ডংশিল [৪] যেমন বিবির যে শিরে।
ঘোড়ার পিষ্ঠ হইতে বিবি ঢলিয়া পড়িল
সিপাই লস্করে যত চৌদিকে ঘিরিল ॥ ১৭২
শিরে বান্ধা সোনার তাজ ভাঙ্গ্যা হইল গুড়া
রণ থলাতে [৫] তারে দেখ্যা কান্দে দুলাল ঘোড়া।
সিপাই লস্কর সবে করে হায় হায়
ঘোড়ার পিষ্ঠ ছাড্যা বিবি জমিতে লুঠায় ॥ ১৭৬
আসমান হইতে খুলে তারা খস্যা [৬] জমিনে পড়িল
অত দিনে জঙ্গলবাড়ী অন্ধকার হইল ॥
আউলাইয়া পড়িল বিবির মাথার দীঘল কেশ
পিন্ধন হইতে খুলে কন্যার পুরুষের বেশ ॥ ১৮০
সিপাই লস্কর সবে দেখিয়া চিনিল
হায় হায় করিয়া সবে কান্দিতে লাগিল।

তবেত পৌঁছিল খবর কেল্লাতাজপুর গিয়া
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান আইল উমর খাঁরে লইয়া ॥ ১৮৪
আস্যা দেখে সোনার চাঁদ জমীনে লুঠায়
তারে দেখ্যা উমর খাঁ করে হায় হায় ॥

---

১ তালাক্ = পরিত্যাগ।
২ হপ্তা = সপ্তাহ।
৩ পাঞ্জামর = পাঞ্জা ও মোহর।
৪ ডংশিল = 'দংশিল'র অপভ্রংশ।
৫ থলা = স্থল।
৬ খস্যা = খসিয়া।

ভাঙ্গা পুতলা [১] লইয়া কোলে ছাওয়াল [২] যেমন কান্দে
অত দিনে ঘুচ্যা [৩] গেল আমার মনের সন্দে [৪] ॥ ১৮৮
আগে যদি জানতাম মাগো হইব এমন
যাচ্যা [৫] দিতাম সাদি তোমার সুখের কারণ।
আগে যদি জানতাম মাও এমন হইব পরে
ফিরোজ খাঁরে লেখ্যা দিতাম কেল্লাতাজপুর সরে [৬] ॥ ১৯২
আগে যদি জানতাম মাও যাইবে ছাড়িয়া
জঙ্গলবাড়ী যাইতাম আমি তোমারে লইয়া।

উমর খাঁর কান্দনেতে নদী নালা ভাসে
আসমান হইতে সূরুয চান্দ যেমন খসে ॥ ১ ৬
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কান্দে কন্যা কোলে লইয়া
আমারে ছাড়িয়া গেলে কোন্ দোষ পাইয়া।
ফকীর হইলাম আমি তোমার কারণ
দেওয়ানা হইয়া আমি ঘুরলাম জঙ্গল বন ॥ ২০০
কি কইয়া বুঝাইব আমি অভাগী মায়েরে
আর নাহি যাইবাম আমার জঙ্গলবাড়ী সরে।
দেওয়ানকি [৭] তে কাজ নাই ফকীর হইব
তোমার গান পাইয়া আমি ভিক্ষা মাগ্যা খাইব। ২০৪
আজি হইতে তোমার পুত্র হইয়াছে ফকীর
না যাইব জঙ্গলবাড়ী মন কইরাছি স্থির।
কয়বরে শুইবাম আমি সখিনারে লইয়া
কি করিলে মনের দুঃখ যাইবে ঘুচিয়া ॥ ২০৮

---

১ পুতলা = পুতুল। ২ ছাওয়াল = ছেলে পিলে।
৩ ঘুচ্যা = ঘুচিয়া। ৪ সন্দে = সন্দেহ।
৫ যাচ্যা = যাচিয়া। ৬ ফিরোজখাঁরে......সরে = ফিরোজ খাঁকে কেল্লাতাজপুর সহরের অধিকার লিখিয়া দিতাম।
৭ দেওয়ানকি = দেওয়ানগিরি।

উজীর কান্দে নাজির কান্দে কান্দে যতজন
বনের পশু পংখী সবে জুইরাছে [১] কান্দন।
রণথলার [২] লোক লস্কর কান্দে জার জার
জঙ্গলবাড়ী সরে গেল এই সমাচার॥ ২১২
বাইশ জন কোদালিয়া মাটি যে কাটিল
জনাজা [৩] পড়িয়া তারে কবরে শুয়াইল।
কবর যে দিয়া সবে বুকে দুঃখ লইয়া
যার তার বাড়ীতে গেল যে চলিয়া॥ ২১৬

তামাম্ শোধ [৪] হইল পালা শুন সর্ব্বজন
যার যার নিজ স্থানে করুন গমন।

(সমাপ্ত)

বাঁচ্যা যদি থাকি সাহেবগণ ফিরা বচ্ছর [৫] আইয়া
নয়া নবিলা [৬] পালা যাইবাম শুনাইয়া॥ ২২০
তাল যন্ত্র নাই মোর নানা দোষে দোষী
গান গাইয়া আমি হইলাম অপযশী॥
কি গান গাইব আমি কি মুরাদ [৭] আমার
সভার জনাবে ছেলাম জানাই আমার॥ ২২৪

---

১ জুইরাছে = আরম্ভ করিয়াছে। ২ রণথালার = রণস্থলের।
৩ জনাজা = অন্তিম প্রার্থণা। স্বর্গগত আত্মার শান্তি ও সদ্গতির জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থণা।
৪ তামাম্ শোধ = সম্পূর্ণ। ৫ ফিরা বচ্ছর = আগামী বার।
৬ নবিলা = নূতন নূতন। ৭ মুরাদ = ক্ষমতা, উপযুক্ততা।

আস্যাছি নতুন খেউরাল [১] নয়া তালিমদার [২]
বেতালা লাগাইয়া গানে করিছে হর্দ্দার [৩]।
এত দোষ ক্ষেমা মোরে দেও সভাপতি।
সভার চরণে আমি জানাই মিন্নতি ॥ ২২৮
কর্ম্ম কর্ত্তা রঙ্গ্ মিয়া করলাইন্ নাম জারি [৪]
খাদে মস্ত [৫] মিয়া তার কাজলকোনা বাড়ী।
মরমের চান্দে [৬] আমরা আইলাম তার বাড়ী
ফিরোজ খাঁর পালা গাইয়া পাইছি পরিস্কারি [৭] ॥ ২৩২
ধুতি পাইছি চাদর পাইছি আর পাইছি ধান
রাঙ্গ্ মিয়ার গোচরে আমি জানাই ছেলাম।
ধন পুত্র বাড়ুক তার নাতি পুতি
সরু শস্যি [৮] ভইরা উঠুক তার চইদ্দ আড়া খেতি [৯] ॥ ২৩৬
দোয়া [১০] দিয়া বাড়ীৎ যাই শুন মিয়াগণ
যার যে কামনা আল্লা করকাইন [১১] পূরণ ॥ ২৩৮

পালা শেষ (আল্লহু-আক্‌বর)।

---

১ খেউরাল = ক্রীড়ক, খেলোয়াড়।
২ নয়া তালিমদার = নয়া (নূতন) শিক্ষা নবিস্।
৩ হর্দ্দার = হদ্দ, গোলমাল।
৪ জারি = প্রকাশ, প্রচার।
৫ খাদেমস্ত = বড় লোক।
৬ মরমের চান্দে = মহ্‌রমের শুক্ল পক্ষে
৭ পরিস্কারি = পুরস্কার।
৮ সরু শস্যি = (১) উত্তম শস্যাদিতে। (২) সর্ষে এবং অন্যান্য শস্যে।
৯ আড়া খেতি (ক্ষিতি) = চৌদ্দ আড়া জমি।
১০ দোয়া = ঈশ্বরের নিকট শুভ প্রার্থনা।
১১ করকাইন = করুন্।

১ নং চিত্র—সমুদ্রগামী "গধু" ডিঙ্গি

২ নং চিত্র—চট্টগ্রামের চাক্তাই ঘাটে 'সারেঙ্গা' নৌবহর

৩ নং চিত্র—বালামীদের নির্ম্মিত অর্ণবযান—স্লুপ্ ডিঙ্গি

৪ নং চিত্র—বালামীদের নির্মিত অর্ণবযান—স্লুপ্ ডিঙ্গি

৫ নং চিত্র—বালামীদের নির্ম্মিত অর্ণবযান—স্লুপ্ ডিঙ্গি

৬ নং চিত্র—বালামীদের নিস্মিত অর্ণবযান—সুলুপ্ ডিঙ্গি

৭ নং চিত্র—বালামীদের নির্ম্মিত অর্ণবযান—স্লুপ্ ডিঙ্গি

৮ নং চিত্র—বালাম নৌকা

শব্দ সূচী

শব্দসূচী

খ

গ

চ

র

ল

শ

স

হ

ক্ষ